প্রশ্ন	উত্তর
১) উদয়পুর বিভাগের রাধাকিশোরপুর বাজারটির সংস্কার করা, ড্রেইন, পায়খানা প্রস্রাবখানা নির্মান করার জন্য কোন প্রস্তাব ডি, এম, এণ্ড কালেক্টার অফিসে দেওয়া হইয়াছে কিনা ; দেওয়া হইয়া থাকিলে উহা কার্যকরী করা হইবে কিনা ; এবং	(১), (২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
২) এ' বাজারটির দোকান ঘরের ভাড়া অত্যধিক বিধায় উহা কমানোর জন্য কোনও প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?	

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) কৈলাশহর বিভাগের চৈলেংটা ও ময়নামা গ্রামে বর্তমানে সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশানের পূর্বে পূর্ণহাস রিয়াং'এর নামে ১০ দ্রোণ এক জোত ছিল কি না ; এবং	(১), (২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে
২) যদি থেকে থাকে, ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশানের সময় এই রাজার আমলের জোতকে ভূয়া জোত করে শ্রীহেমন্ত কুমার ভট্টাচার্য ও তাহার পিতার নামে উক্ত দশ দ্রোণের একটা অংশ রেকর্ড করা হয়, বাকী অংশ স্থানীয় এলাকার মদন কারবারীর স্ত্রী শ্রীমতী রূপবালা কারবারীর নামে খরিদা সূত্রে মালিক বলে রেকর্ড করা হয় এবং শ্রীহেমেন্দ্র ভট্টাচার্য দখলকার উপজাতীয়দের পুলিশের ভয় দেখিয়ে উচ্ছেদ করে ?	

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৭ স্যার।

QUESTION

1. Whether it is a fact that the Directorate of Publicity does not follow the Govt. policy in issuing and stopping issue of advertisement to the local news papers ;
2. Whether it is a fact that Directorate of the Publicity has cancelled the issuing of advertisement to Dainik Sambad in the month of Nov '69 ;
3. Whether it is a fact that the then Chief Commissioner directed the Directorate of Public Relations & Tourism to issue the advertisement to Dainik Sambad in the month of January, 1970 ; and
4. If so, the reason of withholding the advertisement to Dainik Sambad ?

ANSWER

1. No
2. & 3). The paper received an advertisement in November '69. Now an enquiry is being made on the various aspects of the paper, as desired by the then Chief Commmissioner.
4. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে পেপারে এডভারটাইজমেন্ট দেওয়া হয়, সেটা কি বন্ধ করে দেওয়া হয় ?

SHRI S. L. SINGH :— One classified advertisement was issued to Dainik Sambad on 7. 11. 69 An appeal was submitted to the then Chief Commissioner by the Editor, Dainik Sambad praying for advertisement to that paper. An enquiry is being made on the various aspects of the paper as desired by the then Chief Commissioner. The Supdt. of Police (S. B.) Government of Tripura, Agartala has been requested to furnish the exact page circulation figures and report on the various aspects of the paper. Reply from the Supdt. of Police (S. B.) is awaited.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে বেসীসটা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ভেরিয়াস বেসীস আছে, সারকুলেশান ইজ ওয়ান অব দেম। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, দৈনিক সংবাদের সারকুলেশান কত এবং অন্যান্য পেপার থেকে— যেমন গনরাজ, জাগরণ, ভাবী ভারত, রুদ্রবীণা, এইসব পেপার থেকে দৈনিক সংবাদের সারকুলেশান বেশী না কম ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এনকোয়েরীর আগে সেটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের ফাইল নাম্বার ৭-১০(পাবলিশ)/৭০, নোট সীটে চীফ কমিশনার ২৪/১/৭০ তারিখে এমন কোন নোট দিয়েছেন কি না দৈনিক সংবাদকে এ্যাডভারটাইজমেন্ট দেওয়ার জন্য ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এক নং প্রশ্নের উত্তরে বলে'ছ— 'না স্যার', আর দ্বিতীয় নাম্বারে বলেছি চীফ কমিশনার অর্ডার করেছেন to enquire about it, and on that basis enquiry is going on.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমি যে প্রশ্ন করেছি আমি তার উত্তর চাই।

SHRI S. L. SINGH :— I demand Notice Sir.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরার সংবাদপত্র গুলির মধ্যে দৈনিক সংবাদের সারকুলেশান সব চাইতে বেশী।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত পেপারেরই সারকুলেশান বেশী।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, আমি যে প্রশ্ন করেছি সেটার উত্তর আমি চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ইনকোয়েরী রিপোর্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট থেকে জানতে চেয়েছেন, সেটি কি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন—সেটি কি সারকুলেশান সম্বন্ধে না অন্য কিছু সম্বন্ধে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আগেই বলা হয়েছে যে গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা, আগরতলা হ্যাজ বীন রিকুয়েষ্টেড টু ফার্নিস দি এ্যাকজাক্ট ডেট পেজ সারকুলেশান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেটা কত তারিখে দিয়েছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, উনি, বললেন যে চীফ কমিশনার জানতে চেয়েছেন আবার এখন বলছেন আই ডিমাণ্ড নোটিশ, এটার অর্থ আমি বুঝলাম না।

MR. SPEAKER—Chief Minister says that he is not aware of the issue of that letter.

MR. SPEAKER—SHRI SURESH CHANDRA CHOUDHUY.

SHRI SURESH CHANDRA CHOUDHURY—Starred Question No. 297

QUESTION

1. Whether the Government is aware of abnormal fall in prices of Agricultural products (paddy, rice, gur and vegetable) in Belonia Sub-Division ; and
2. if so whether the Government have any scheme to resist it ?

ANSWER

1. Yes.
2. To give price support to the agriculturist a scheme for open market purchase of rice/paddy on Government account is under implementation.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিলোনিয়ার বিভিন্ন বাজারে ধান, চাউল এবং গুড়ের দাম যে অস্বাভাবিক ভাবে কমে গিয়েছে, এর প্রতিকার করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে এই সব জিনিষ খরিদ করার জন্য সরকারী তরফ থেকে চেষ্টা চলছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—চাউল, ধান বা গুড় কি দামে কিনবার জন্য সরকার থেকে পরিকল্পনা করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—সরকারের খরিদ মূল্য অল ইণ্ডিয়া বেসিসে যেটা আছে, সেই ভাবে খরিদ করা হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্ত্তমানে সেই মূল্যে ধান, চাউল ক্রয় করা হয় কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—পরিকল্পনা মতে যে দাম আছে, সেই অনুসারে খরিদ করা যেতে পারে এবং আমরা সেই ভাবে খরিদ করার জন্য বলেছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ত্তমানে বিলোনিয়া বিভাগে ধান, চাউল এবং গুড় কি দরে বিক্রি হইতেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—পরিকল্পনা মত সেখানে ধান, চাউল খরিদ করা হচ্ছে কিনা এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলতে পারেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ধান চাউল নিশ্চয় খরিদ করা হচ্ছে, যদি তারা দেয়।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—খরিদ করার এজেন্সীটা কি, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কত কুইন্টল ধান বা চাউল এই পরিকল্পনা অনুসারে খরিদ করা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ত্তমান বাজার দর থেকে সরকারী পরিকল্পনা মত ধান চাউল কেনার যে কথা সেটা কম না বেশী ?

SHRI S. L. SINGH :—Open Market price of rice/paddy as on 12-3-70 of important markets of Belonia Sub-Division is as follows :

Name of place	Rice (per quintal)		Paddy (per quintal)
Belonia	Rs. 100/-to	Rs. 110/-	Rs. 60/-to 62/-
Nalua	98/-to	105/-	58/-to 59/-
Jolaibari	100/-to	105/-	58/-to 60/-
Hrishyamukh	98/-to	105/-	58/-to 59/-
Santirbazar	100/-to	120/-	60/-to 62/-
Baikhora	110/-to	125/-	60/-to 62/-
Barpathari	105/-to	110/-	58/-to 60/-

Government precurement price of paddy and rice are Rs. 56-25 P per quintal and Rs. 93-75 P per qnintal respectively.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—নলুয়া কৃষ্ণনগর বাজারে চাউলের দাম বা ধানের দাম কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল সিংহ :—সেটা তো বলা হয়েছে যে চাউল ৯৮ টাকা থেকে ১০৫ টাকা আর

ধান ৫৮ টাকা থেকে ৫৯ টাকা পার কুইন্টল।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে দাম বলা হ'ল সেটা কি সব সময়ে একই রকম থাকে না উঠা নামা করে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি ১২-৩-৭০ তারিখ কত ছিল।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার জুলাইবাড়ী এবং আরও বিভিন্ন বাজার থেকে বে-আইনীভাবে প্রচুর চাউল ত্রিপুরার অন্যান্য সাবডিভিশানগুলিতে আসে, এটা সত্য কিনা বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইহা সরকারের জানা নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে সরকার থেকে চাউল এবং ধান কেনার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা কি ডাইরেক্টলী ডিপার্টমেন্ট মারফতে কেনা হবে না কোন এজেন্সীর মারফতে কেনা হবে জানাবেন কি ? এবং সেই এজেন্সীর নাম কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীপমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বিলোনিয়া থেকে চাউল আনার জন্য কোন ব্যাক্তিগত পার্মিট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বে-আইনীভাবে চাউল পাচার হয় কিনা সেটা তদান্ত করে দেখার কোন সুযোগ আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—ধান চাউলের দর অস্বাভাবিক ভাবে কমে যাওয়ার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তা দূরীকরণের জন্য ইন্টার সাব-ডিবিশানাল মুভমেন্ট রেষ্ট্রিকশান যেটা আছে, সেটা উঠিয়ে দেওয়া যায় কিনা, এই ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই প্রাইস অনুসারে গভর্ণমেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজ রিডিলী রেডীও। এখন তারা যদি সেটা বিক্রি করেন তা হলে আমরা খরিদ করতে পারি।

MR. SPEAKER :—Shri Abdul Wazid, Shri Abhiram Deb Barma.

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—Question No. 366.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 366.

Question

১) বিলোনীয়া পাইখোলা এলাকায় খাস জমির দখল লইয়া কোন বিরোধ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ;

২) যদি অবহিত থাকেন, তবে বিরোধের কারণ কি ; এবং

৩) এ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

Answer

১), ২), ও ৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

MR. SPEAKER :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

SHRI NISHI KANTA SARKER :—Question No. 384.

SHRI S. L. SINGH :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 384.

Question	Answer
সাব্রুম বিভাগের আমলীঘাট ও সমরেন্দ্রগড় তহশীলাধীন কত একর সরকারী খাস ভূমি আছে ও উক্ত ভূমি সিডিউল কাষ্ট ও সিডিউল ট্রাইবস ভূমিহীনগণকে দেওয়া হইয়াছে কিনা, না দেওয়া হইলে এ ভূমি কাহার দখলে আছে ?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে

MR. SPEAKER :—Shri Ghanashyam Dewan.

SHRI GHANASHYM DEWAN :—Question No. 438.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 438

Question	Answer
1. Total amount of Relief, Test Relief and dadans distributed during the crisis period of 1969 in the Chamanu Tehsil and Kulai Haor Tehsil in the months of April, May and June ?	Materials are under cellection.

MR. SPEAKER :—Shri Ershad Ali Choudhury.

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :—Question No. 166.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 166.

Question	Answer
1. Total number of petitions received from the landless people of Tripura for their rehabilitation during the year 1968 to 1969 ; and 2. Number of villages or localities in which landless have been settled during the year 1968 1969 in Tripura ?	Materials are under collection.

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No. 196.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 196.

Question

১) গত ১৯৬৮ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৬৯ ইং ৩১ ডিসেম্বর পর্যান্ত মোট কতজন উপজাতি অ-উপজাতীয়দের নিকট ভূমি হস্তান্তরের permission পাওয়ার জন্য জেলা শাসক মহোদয়ের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল ;

২) মোট দরখাস্তকারীদের মধ্যে কতজনকে ভূমি হস্তান্তরের আদেশ দেওয়া হয়েছে ; এবং

৩) ভূমি হস্তান্তর আদেশ দেওয়ার ব্যাপারে জেলা শাসক মহোদয় কি কি বিষয় বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন ?

Answer

১) ২৫৪

২) ২০৩

৩) নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণতঃ বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

ক) খাজনা হালসন পর্য্যন্ত পরিষ্কার আছে কি না।

খ) প্রস্তাবিত ভূমি ট্রাইবেল রিজার্ভ অথবা ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে অবস্থিত কি না।

গ) ঐ অঞ্চলে কোন উপজাতি ক্রেতা পাওয়া যায় কি না।

ঘ) বিক্রেতার পরিবারের লোক সংখ্যা।

ঙ) প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ের পর বিক্রেতার নিকট কি পরিমাপ ভূমি জীবিকা নির্বাহের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে গত বিধান সভার অধিবেশনে ডি, এম, কে সাহায্য করার জন্য হাউসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে সেই প্রস্তাব সম্পর্কে কি করা হল কিছু বলতে পারেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার বললে পরে বুঝতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ব্যাপার হল এই, ট্রাইবেল থেকে নন-ট্রাইবেলের কাছে ভূমি ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে একটা কমিটি করে বিচার বিবেচনা করে ডি, এম, কে সাহায্য করতে পারে এই উদ্দেশ্যে এই হাউসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটা কমিটি করার জন্য একটা প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেই প্রস্তাব সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি করেছেন সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীএস, এল সিংহ :— আমি সেই প্রস্তাবটা শুনলে পরে বলতে পারতাম।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ২০৩ পরিবার যে পারমিট পেল তাদের টোটেল ল্যাণ্ড কত?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— প্রথমটা হল ২৫৪। তার লোক সংখ্যা বলা হল ২০৩ জন।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ট্রাইবেলদের জমি নন-ট্রাইবেলদের কাছে বিক্রি করার জন্য যে সমস্ত বিধি নিষেধ আছে বললেন সেগুলি ফুলফিল করার পরেও জমি হস্তান্তরের পারমিশান দেওয়া হয় না কেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সাধারণতঃ এই সমস্ত জিনিষ থাকলেই দেওয়া হয়ে থাকে।

To sell land for marriage ceremoney, medical treatment, to meet the educational expenses, shradh ceremoney, to purchase similar quantity of land with the sale preceed nearer to his house. এই সমস্ত থাকলে পরে পারমিশন দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ট্রাইবেলের সম্পত্তি নন-ট্রাইবেলের কাছে বিক্রি করার পারমিশান পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কোন কমিটি নিযুক্ত করা আছে কি না?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— ষ্ট্যাটুটরী পাওয়ার লাইজ উইথ দি ডি, এম।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যাদের জমি বিক্রির পারমিশান দেওয়া হয়েছে তাদের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা কত?

শ্রীএস, এল. সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই হাউসের মধ্যে জমি হস্তান্তর সম্পর্কে একটা কমিটি করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি সেই প্রস্তাবটা বললে পরেই আমি বলতে পারি। কারণ আমাদের এখানে ভূমি সম্পর্কে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— হাউসের মধ্যে প্রস্তাব আনা হয়েছিল যাতে ট্রাইবেলের জমি নন-ট্রাইবেলদের কাছে ট্র্যান্সফার না হয় এই সম্পর্কে ডি, এম, এর বর্তমানে যে পাওয়ার আছে তা যথেষ্ট নয়। এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি করার প্রস্তাব এই হাউসের মধ্যে আনা হয় এবং এই প্রস্তাবটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ রাখেন কি?

শ্রীএস, এল. সিংহ :— আমি আবার বলছি এই প্রস্তাবটা হুবহু না দিলে পরে সেটা বলা যাবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত ট্র্যান্সফারের তথ্য তিনি দিলেন এইগুলি কি আউটসাইড ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া, না উইদিন ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমারমজুমদার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে বহু গরীব ট্রাইবেল পারমিশান চেয়েও বহু বছর যাবত পারমিশান পাচ্ছেনা এবং জমি বিক্রি করতে পারছেনা

এটা সত্য কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি তাদের বললাম যে এই সমস্ত ব্যাপারে দিয়ে থাকে marriage ceremoney, medical treatment, cducational expenses, shradh ceremony, purchase of similar quantity of land with the sale proceed nearer to his house. এই সমস্ত কারণগুলির জন্য দিয়ে থাকে এবং তাদের সর্বহারা করার জন্য পারমিশন দেওয়া হয় না। অতএব সেই দিক দিয়ে যদি মনে করে থাকেন যে সে সর্বহারা হয়ে যাবে তা হলে তাকে পারমিশন দেওয়া হয় না।

শ্রীনরেশ রায় :— যে সমস্ত সর্তের কথা বলেছেন সেই সমস্ত সর্ত পূরণ করার পরেও অনেক কেস আছে তাদের পারমিশন দেওয়া হচ্ছেনা, তার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বললাম যে একটা পাওয়ার আছে সেটা দেওয়ার জন্য, বিবাহ, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে দেওয়া হয়। অতএব সেটা যদি ফুলফিল না করে তা হলে দেওয়া হয় না। অতএব সেটা অন্যায় করেছে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে জমি বিক্রয় বাধা নিষেধ আছে, এটা কনষ্টিটিউশানে ফাণ্ডামেন্টাল রাইটের বিরোধী কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ফাণ্ডামেন্টাল রাইটের বিরোধী বলে মাননীয় সভ্য যদি মনে করে থাকেন, তাহলে হি মে গো টু দি কোর্ট এণ্ড একজামিন ইট।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই আইনের সুযোগে—এই যে জমি বিক্রির বাধানিষেধ, এক শ্রেণীর উপজাতি মহাজন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের জমি হস্তান্তরিত করে নিয়ে যাচ্ছে, এটা সত্য কি না ?

শ্রীএস এল, সিংহ :— আইনের মেরিটস এণ্ড ডিমেরিটস সব জায়গাতেই আছে এবং সেটাকে বন্ধ করার জন্যই এই সমস্ত জিনিষগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় যাতে ট্রাইবেলরা ভূমিহীন না হয়ে পড়ে, তাদের আর্থিক ক্ষতি না হয়। কতকগুলি ইমারজেন্সী কেসে সেগুলি করা হয়ে থাকে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা জানি যে বর্তমানে যেটা আছে, সেটা ভালই। তারা যাতে ভূমিহীন না হন, তারই জন্য ডি, এম, 'এর হাতে ডিস্ক্রীয়েশনারী পাওয়ার দেওয়া হয়েছে যাতে তারা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ না হতে পারে, সেই অনুসারে আইনকে বলবত রেখে বর্তমানে তা অনুসরণ করা হচ্ছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন, এই আইনের বলে, শ্রাদ্ধ, মেয়ের বিবাহ, অসুক, ইত্যাদির সময় তারা তাদের জমি বিক্রি না করতে

পাবার দরুণ কম পয়সায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সেটা ডিপেণ্ড করে প্রপাগাণ্ডার উপর যে একটা লোকের ল্যাণ্ড বিক্রি হবে, প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা সেটার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়—এটাই হচ্ছে ইকনমিক পলিসীর কথা। ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্বে জমির মূল্য যা ছিল তার থেকে এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব জমির মূল্য কিসের উপর ভিত্তি করে ঠিক করা হবে সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা যদি বলতে পারেন যে এই হলে সঠিক মূল্য হবে, তাহলে পরে আমি কমপেয়ার করতে পারি যে এই হওয়া উচিত কি উচিত নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম যেমন নাগরী মোহন দেববর্ম্মা, তিনি একজন ক্লাস—৪ এমপ্লয়ী আছেন ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকায়, পূর্বনওগাঁতে তিনি প্রায় সাত বৎসর ধরে তার এক টুকরা জমি বিক্রি করতে পারছেননা। তার জন্য বহু কষ্ট ভোগ করছেন মেডিসীন জোগাড় করতে পারেন না ইত্যাদি। সেইজন্য আমি বলছি যে এসব ব্যাপারে বিক্রি করার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না এই আইন থাকা সত্ত্বেও, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছে কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়ে অবগত নহি। এই আইন বলবৎ থাকায় দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা আমি এগ্রী করতে পারছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন, সাক্রমের বারীন্দ্র ত্রিপুরা পিতা মৃত সংক্রুষ্ট ত্রিপুরা, গ্রাম হল এজেলিয়া, পোষ্ট অফিস বড়পাথারি, ১৯৬৮-৬৯ সনে ২২ কানি জমি বিক্রি করার জন্য পার্মিশান সীক করে ডি, এম'এর কাছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজের পরামর্শে তাকে পার্মিশান দেওয়া হয়, অথচ সেখানকার স্থানীয় উপজাতীয়দের মধ্যে বহু ক্রেতা ছিল?

শ্রীএস, এল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি যা বললেন সেটা মনে হয় ক্যারেক্টার এ্যাসাসিনেশানের জন্য বলেছেন। অতএব আই ডিমানড নোটিশ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, গরীব আদিবাসীরা সময়মত পারমিশান না পাওয়ায়, কম মূল্যে জমি রেজিষ্টারড কবলা করে অর্থাত সাদা কাগজে লিখে দিয়ে জমি বিক্রী করে ফেলছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সাদা কাগজে সই করে বিনা অনুমতিতে বিক্রী যদি করে সেটা অবৈধ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— সেই জাতীয় বেচাকেনা যে, হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— যদি কেউ সেটা করে থাকে তাহলে সেটা অবৈধ ভাবে করেছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— অবৈধ যদি হয়ে থাকে, তাদের জমি ফেরত দেওয়া হবে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—দ' উইল টেক ইটসওন কোর্স স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ডি, এম' এর পারমিশান ছাড়া অবৈধভাবে যে জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে, সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— স্পেসিফিক কতগুলি কেস্ পেলে পরে, কোন্ কোন্ জায়গায়, কে বিক্রী করল, সেগুলি যদি বলেন, নাহলে পরে আমরা সেটা দেখব।

শ্রী নরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই আইনের ফাঁকে এক শ্রেণীর উপজাতি মহাজন, সাধারণ অবস্থার কৃষকের-জমি ক্রয় করে নন ট্রাইবেলদের কাছে বিক্রী করছে, এবং এই যে এক শ্রেণীর মাহাজনের উতপত্তি হচ্ছে, সেটা রোধ করা হবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বললেন যে তারা ব্যবসায়ের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে পরে কেস্ যদি করেন, তাহলে সেটা রোধ করা চলে। যদি বে-আইনি কাজ হয়ে থাকে, তাহলে পরে সেটাকে কোর্টে এপ্রোচ করতে পারেন, মামলা, মকদ্দমা করাতে পারেন। কেবল ট্রাইবেলই নয়, নন-ট্রাইবেল যারা বড় জোতদার তারা বর্গাদারকে ঠকায়। ছোট ভূমির মালিক যারা আছেন, তাদের বড় ভূমিওয়ালা জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য নানা প্রচেষ্টা করে থাকেন। অতএব সেটাকে বন্ধ করার জন্য ভূমি আইন অনবরত করা হচ্ছে যাতে যারা গরীব কৃষক তারা প্রতারিত না হতে পারে, ঠকতে না হয়। সেইজন্য ভূমি আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই অনুসারে আমরা আইন করে যাচ্ছি। অতএব সেদিক দিয়ে সমাজের একটা অংশের দায়িত্ব আছে। কেবল এ্যাক্ট করলেই, রুলস করলেই সেটা হবে না, যদি তার পেছনে জনসাধারণের বিরাট একটা সমর্থন না থাকে। কাজেই যাতে সেটা বন্ধ হতে পারে, যারা ছোট ছোট কৃষক আছে, কি ট্রাইবেল, কি নন-ট্রাইবেল যারা ভূমিহীন আছে, তাদের আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আমি এই হাউসে আবেদন রাখছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার। প্রশ্ন হল, রুলসে আছে কোয়েশ্চান আওয়ারে রিপ্লাই ছাড়া বক্তৃতা দেওয়া যায় কিনা এটাই আমার জানার বিষয়।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, আই এগ্রী উইদ ইউ।

শ্রীএস এল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন একটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে এটাকে হ্যাঁ করে বলব ? ভূমি হস্তান্তরের মধ্য দিয়া সমাজের কোন অংশের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হই-তেছে কি না ? ক্ষতিগ্রস্ত বলতে গেলে পরে সমাজের কোন কোন অংশের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী। এতবড় একটা সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানের উত্তর বলতে গেলে I am to explain it, I am to specify it.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন যে ট্রাইবেল রিজার্ভ অন্তর্ভূক্ত ট্রাইবেলদের যে জমি সেগুলি নন-ট্রাইবেলদের কাছে বিক্রি করার পার্মিশান দেওয়ার ক্ষমতা ডি, এমের আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম যে তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি রেখে সাধারণতঃ পার্মিশান দেওয়া হয়ে থাকে : সেগুলি নিম্নরূপ—

১) খাজনা হাল সন পর্য্যন্ত পরিস্কার আছে কি না,

২) প্রস্তাবিত ভূমি ট্রাইবেল রিজার্ভ বা ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত কিনা,

৩) ঐ অঞ্চলে কোন উপজাতি ক্রেতা পাওয়া যায় কিনা,

৪) বিক্রেতার পরিবারের লোক সংখ্যা,

৫) প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ের পর বিক্রেতার নিকট কি পরিমাণ ভূমি জীবিকা নির্বাহের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে উইদিন দি ট্রাইবেল রিজার্ভ যে সমস্ত জমি ট্রেন্সফার করা হয়, সেগুলি ট্রেন্সফারের ব্যাপারে ডি, এমের পার্মিশান দেওয়ার কোন ক্ষমতা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার আমি বললাম তো যে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাধারণতঃ বিক্রয়ের পার্মিশান দেওয়া হয়ে থাকে :—

ক) খাজনা হালসন পর্য্যন্ত পরিস্কার আছে কিনা,

খ) প্রস্তাবিত ভূমি ট্রাইবেল রিজার্ভ অথবা ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে অবস্থিত কিনা,

গ) এ অঞ্চলে কোন উপজাতি ক্রেতা পাওয়া যায় কিনা.

ঘ) বিক্রেতার পরিবারে লোক সংখ্যা,

ঙ) প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ের পর বিক্রেতার নিকট কি পরিমাণ ভূমি জিবিকা নির্বাহের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি কোন কন্ডিশান চাইছি না, প্রস্তাবিত ভূমি ট্রাইবেল রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত হলে, এটা পারে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি বললাম তো যে এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে সাধারণতঃ অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে।

MR. SPEAKER :—Hon'ble Chief Minister, arguments are going on the questions and replies.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—যে নিয়মগুলির কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বললেন, এই

নিয়মগুলি বা প্রণালীগুলি ভূমি সংস্কার আইনের অন্তর্ভুক্ত না অন্য কারোর মন গড়া মত করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ভূমি আইন এবং রুলস দুইটি জিনিষ, এটা হ'ল রুলস। সেটা ষ্টেটেটুয়েরী, যেটা দেওয়া হয়েছে ডি, এমকে। অতএব ডি, এম সেটা করতে পারেন একর্ডিং টু রুলস এ্যাণ্ড এ্যাক্ট।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার :—এতগুলি প্রশ্ন আসলো ট্রাইবেলদের সম্পত্তি সম্বন্ধে, তাহলে মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে এই সেল পার্মিশান থাকার দরুণ আদিবাসীদের আর্থিক ও মানসিক সব দিক দিয়ে সর্বনাশ হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ইহা স্বীকার করতে সম্পূর্ণ নারাজ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫১।

SHRI S. L. SINGH :—Starred Question No. 251. Sir.

Questions

1 Whether there is any proposal for opening a Sub-Registrar's Office at Mohanpur, P. S. Sidhai. Sadar, Tripura ; and

2 If so, when the said office will be opened ?

Answers

1. There are some proposals for Opening of Sub-Registrar's Office, at four places.

2. So, whether it will be opened at Mohanpur or some other places, that I can't say.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যে প্রপোজাল ৪টা আছে, সেটার মধ্যে মোহনপুর ওপেন করার কথা বিবেচনা করা হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কতগুলি কণ্ডিশান আছে, সেগুলি ফুলফিল করলে পরে তখন সেই সমস্ত জায়গাতে ওপেন করা যাবে কিনা—যেমন যে মৌজা আছে, তার ইন্‌কাম কি, কতগুলি সেল হয়, কতগুলি পার্চেজ ডিড্‌স হয়, এই সব লক্ষ্য রেখে করা হয়। এই সমস্ত যদি মিলে,

তাহলে করতে পারা যাবে। তাছাড়া সেখানে আশে পাশে যে সাব রেজিষ্টার অফিস আছে সেগুলির দূরত্ব দেখতে হয়। যেমন ধরুন কাঞ্চনপুর, কৈলাশসহর এবং ধর্মনগর থেকে অনেক দূরে। সেখানে কাঞ্চনপুরের লোকদের সুবিধা দেখতে হবে। সেখানকার লোকদের যদি কৈলাশসহর বা ধর্মনগরে আসতে হয় তাহলে তাদের অনেক দূর থেকে আসতে হয়। অতএব দূরত্ব দেখে, পপুলেশান দেখে পার্টিজ সেল্‌স ডিড্‌স ইত্যাদি দেখে সাধারণতঃ এটা করা হয়। এই সব দিক বিবেচনা করে আমরা সেই ৪টি খুলব।

মিঃ স্পীকার : শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৫.

শ্রীএস এল. সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৫, স্যার।

প্রশ্ন

১) খাজনার দায়ে সর্ব প্রকার ভূমি নিলাম বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১) খাজনা আদায়ের ব্যাপারে সাধারণতঃ আমরা ভূমি নীলাম করি না। এখন আপনারা জানেন যে বকেয়া খাজনা যাতে মাপ করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে আলাপ আলোচনা করছি। এর বেশী কিছু বলা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—বর্ত্তমানে যে সব জমি খাজনার দায়ে নীলাম হইতেছে সেগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—সেই সমন্ধে হাউসে এবং অন্যান্য জায়গায় সরকার থেকে সার্কুলার রয়েছে। যে সব জায়গায় রাজস্ব বকেয়া আছে, সেই বকেয়াটা আদায় না করে শুধু হাল সনের যেন আদায় করা হয়। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জাতীয় কোন কিছু আমার জানা নেই যে বকেয়া খাজনার দায়ে জমি নীলাম হয়ে গেছে। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার মত বকেয়া খাজনা আছে, কিন্তু এখন পর্যান্ত আমরা কোন জমি নীলাম করি নাই। তারপরে বকেয়া খাজনা যাতে মাপ হয় সেজন্য আমার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি। তবে উনি যদি স্পেসিফিক বলেন যে কোন জায়গায় এবং কার জমি নীলাম হয়েছে বকেয়া খাজনার দায়ে, তাহলে সেটা আমরা দেখব!

MR. SPEAKER—SHRI ABHIRAM DEBBARMA.

SHRI ABHIRAM DEBBARMA—Question No. 367.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, Question No. 367.

Question

১) কৃষ্ণিব্রজেন্দ্রনগর তহশীলে জিরাতিয়া জমি লইয়া কি কোন বিরোধ আছে, যদি থাকে, তবে তাহা কি ধরনের ;

২) ঐ বিরোধ সম্পর্কে আদালতে অনেক মামলা চলিতেছে, সরকার ইহা জানেন কি ; এবং

৩) যদি তাহা সত্যি হয়, তবে ঐ বিরোধ মীমাংসার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

Answer

(১), (২) ও (৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

MR. SPEAKER :—Shri Benoy Bhusan Banerjee, Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No. 195,

SHRI S. L. SINGH :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 195

Question	Answer
1. Whether the Govt. have any scheme for extension of Sonamura market ; and	Materials are under collection.
2. If so, what are the schemes ?	

MR. SPEAKER :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY :—Question No. 359.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 359.

Question

১) জোলাইবাড়ী দেবদারু রাস্তায় ব্লকের যোগাযোগ খাতের টাকা হইতে তিনখানা ফুট ব্রীজ মঞ্জুর হইয়াছিল কিনা ; এবং

২) মঞ্জুর হইয়া থাকিলে এই পুলগুলি সেখানে না হওয়ার কারণ কি ?

Answer

১) হাঁ।

২) জোলাইবাড়ী দেবদারু রাস্তাটি ত্রিপুরার পূর্ত্ত বিভাগ দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। তাই পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তায় সেতুর জন্য সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা হইতে ব্যয় মঞ্জুর অনুমোদন-যোগ্য নহে। যদিও সেতুগুলি নির্মানের জন্য মঞ্জুরী নেওয়া হইয়াছিল তৎসত্বেও উপরিউক্ত কারনে সেতুগুলি নির্মানের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—পূর্তবিভাগ এই রাস্তা যদি নিয়ে থাকে তাহলে কখন এই রাস্তার কাজ আরম্ভ করে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কেন করা হল না ? যদি মঞ্জুর হয়ে থাকে তা হলে এ' পুলগুলি সেখানে না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি কারণ ব্যাখ্যা করছি এবং সেটা হল ৩০/৮/৬৯ এ সেটা করা হয়েছে। "Originally Jolaibari-Dehdaru Road was constructed out of the fund of P. W. D. Construction of bridges on the P. W. D. roads is the responsibility of the Public Works Department. The bridges on P. W. D. roads cannot be taken up under the Community Development programme. The scheme for constructing the aforesaid bridges was therefore given up."

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা বলছেন যে দেবদারু জোলাইবাড়ী রাস্তাটা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—৩০/৮/৬৯ এ সেটা করা হয়েছে বলেছি। কনষ্ট্রাকশন অব ফুট ব্রিজ সিক্স ফিট ওয়াইড। এটা কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট থেকে দিয়েছিল। অতএব আমরা সে রাস্তা পূর্ত্তবিভাগ থেকে করার জন্য বলেছি জন্য এটা গিভেন আপ হয়েছে, সেটা করা হয় নাই কমিউনিটি ডেভেলা-

পমেন্ট থেকে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রাস্তাটির কনষ্ট্রাকশনটা কি অরিজিন্যালী পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে করা হয়েছে, না পাবলিকের নিজস্ব ইনিসিয়েটিভে করা হয়েছে, বর্ত্তমানে পি, ডব্লিউ, ডি নেওয়ার একটা পরিকল্পনা করছে— কোনটি সত্যি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— জোলাই বাড়ী দেবদারু রোড পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক নির্মিত হয়েছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি যে পূর্ত্তবিভাগ আজও এটা কনষ্ট্রাকশন করে নাই। তবে এই কনষ্ট্রাকশন পূর্ত্তবিভাগ করেছে না অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট করেছে বা কিভাবে করা হয়েছে এটা তদন্ত করার ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে য জোলাইবাড়ী দেবদারু রোড পূর্ত্ত বিভাগ দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

MR. SPEAKER :— SHRI ABHIRAM DEBBARMA.

SHRI ABHIRAM DEBBARMA—Question No. 364.

SHRI S. L. SINGH—MR. SPEAKER, Sir, Question No. 364.

Question

১) অমরপুরের চেলাগাং, নূতনবাজার, যতনবাড়ী, জলাইয়া প্রভৃতি এলাকায় বর্ত্তমানে চাউলের দর কি ?

২) ইহাকি সত্য যে ঐ সকল এলাকায় বাহির হইতে অনেক লোক বিভিন্ন কাজের জন্য আসিয়াছেন এবং তাহার জন্যই চাউলের দর বাড়িয়াছে ; এবং

৩) যদি সত্য হয়, তবে ঐ এলাকায় সরকারী রেশন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয় না কেন ?

Answer

১) মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের খোলা বাজারের দর নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চেলাগাং— ১·৪০ পয়সা প্রতি কেজি
নূতন বাজার—১·৪৫ " " "
যতনবাড়ী— ১·৫০ " " "
জলাইয়া— ১·৩৫ " " "

২) ইহা সত্য যে কতক লোক ঐ সকল এলাকায় কাজের জন্য আসিয়াছে। কিন্তু

চাউলে দর বৃদ্ধির কারণ ইহার উপর সম্পূর্ণ ভাবে বর্তান যায় না।

৩) ঐ সকল এলাকায় ফেয়ার প্রাইস সপের মাধ্যমে সরকারী রেশন বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

SHRI NARESH ROY— MR. SPEAKER, Sir, I am interested to raise the question of Shri Benoy Bhusan Benerjee. The question No. is 373.

SHRI S. L. SINGH—MR. SPEAKER, Sir, question No. 373.

Question

ক) ধর্মনগরের পানিসাগর ব্লক এলাকাধিন অঞ্চলে ও কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাধীন অঞ্চলে ১৯৬৭ ইং সন হইতে ১৯৬৯ ইং পর্যন্ত ভূমিহীন আদিবাসী ব্যতীত কতজন ভূমিহীন কৃষক ভূমি পাবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে ; এবং

খ) কতজনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

ক), খ) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY— Mr. Speaker, Sir, I am interested in the question of Shri Abdul Wazid. The question No. is 352.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, question No. 352.

QUESTION

১) ধর্মনগরে ১৬/২/৭০ ইং তারিখে ফুলবাড়ী মৌজায় আটা বা ময়দার পিঠা ভক্ষণ করার ফলে কতজন লোক আক্রান্ত হইয়াছিল ; এবং

২) তন্মধ্যে কতজন মারা গিয়াছে ?

ANSWER

১), এবং ২) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পিঠা ভক্ষণ করার পর যারা আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার পূর্বেই তিনজন মারা যায়। সেটা আটা ও পিঠা আটক করিয়া এবং তৈল ও ময়দা রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফলের জন্য পাঠানো হইয়াছে এবং পুলিশ মোকদ্দমা মুলতুবী আছে। রাসায়নিক পরীক্ষা

না হওয়া পর্যন্ত এটা কি পিঠা খওয়ার জন্য রোগ হইয়াছে না রোগের পর পিঠা খাইয়াছে, না তৈলের জন্য হইয়াছে সেটা বুঝা যাবে না। অতএব মেটালিক পয়জন হলে সেটা ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। অতএব রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারবনা কিসের জন্য হয়েছে।

SHRI JATINDRA KR. MAJUMDER—Mr. Speaker, Sir, I am interested in the question of Shri Benoy Bhusan Banerjee. The question No. is 376.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, question No. 376.

QUESTION	ANSWER
ক) ভূমিহীন আদিবাসী জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকদের কলোনী করার জন্য নওদাগাঁও জলেবাসা পদ্মবীল দোগাংগা রোয়া বরিশ দ্রোণের আদিবাসী জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকদের নিকট হইতে কোন আবেদন সরকার পাইয়াছেন কি ? এবং	ক) হাঁ। সরকার আবেদন পাইয়াছেন
খ) পাইয়া থাকিলে কোথায় কলোনী করার জন্য আবেদন করিয়াছে ?	খ) তারা এ' সমস্ত অঞ্চলে কলোনী করার জন্য আবেদন করিয়াছে এবং একটা রাস্তারও পরিকল্পনা তারা দিয়াছে। কারণ ওটা এ জায়গা থেকে সংযোগবিহীন। অতএব সেই সমস্ত ব্যাপার দেখে আমি হাউসে পূর্ণ তথ্য দিতে পারব। তাই যতটুকু জানা আছে সেটাই দিলাম। আর বাকীগুলি মেটেরিয়ালস্ আর আওার কালেকশন।

MR. SPEAKER—Question hour is over. There are two unstarred questions

to-day. The ministers may lay on the Table of the House the replies to the unstarred questions and also starred questions which are not replied to.

SHRI S. L. SINGH— Hon'ble Speaker Sir, I lay on the table of the House the reply of the unstarred questions and also the starred questions which were not answered orally.

SHRI AGHORE DEB BARMA— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত কোয়েশ্চানগুলি ষ্টার্ট কোয়েশ্চান হিসাবে রেইজ করার সুবিধা নাই, সেই সব কোয়েশ্চানগুলি আনষ্টার্ট হিসাবে ট্রিট করা হয় এবং নিয়ম আছে তার উত্তরগুলি টেবিলে লে' করা। মিনিষ্টার সেটা লে করবেন কি না? আমার মনে হয় তিনি তা করবেননা।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সব কিছু শুনে বলা উচিত। ইহা করা হয়েছে।

CALLING ATTENTION

MR. SPEAKER— I have received Calling Attention Notice from Member Shri Abhiram Deb Barma, on the subject—

গত ২৩শে মার্চ ঝড়ে কমলপুর মহারাণীতে একজনের মৃত্যু ও সদর জিরানিয়া সাতপাড়া, ভক্ত নারায়ণ সর্দারপাড়া (বক্তিরা পাড়া) অগ্নিকাণ্ড এবং ক্ষয়ক্ষতি।'

I have given consent to the Motion of Shri Abhiram Deb Barma. I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

SHRI S. L. SINGH :— Hon'ble Speaker Sir, on 31st March, I shall be able to make a statement.

MR. SPEAKER :— Hon'ble Minister will make a statement on the subject on 31st March.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

MR. SPEAKER :—I have received the following Notices from the following

Members, desiring to raise discussion on.

i) ত্রিপুরা সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থাগুলির উন্নয়ন মূলক কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যার্থতা সম্পর্কে। শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

ii) Deterioration of Law and order situation at Sechuria & Katlamara P. S. Sidhai, Sadar, Tripura.

by Shri Rajkumar Kamaljit Singh & She Benode Behari Das.

iii) Failure of Education Policy of the Government—

by Shri Promode Rn. Das Gupta.

iv) Killing of Arun Paul and Elfouj Mia at Maharani, Udaipur

by Shri Nishi Kanta Sarkar.

I have admitted the Notices. Discussion to be rdised on the 30th March, 1970.

MR. SPEAKER :—The discussion will be held on one day only for short duration for 15 minutes.

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :—For each item ?

MR. SPEAKER :—Yes, I have admitted three notices for discussion. I have received four notices, but I have admitted item 1, 2 and 4. I have rejected the notice on 'Failure of Education Policy of the Government by Shri Promode Rn. Das Gupta.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR, SPEAKER :— I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto the 2nd April, 1970.

I call on Shri Monoranjan Nath designated by me to move the motion that the House agrees to the allocation of time proposed by the committee.

SHRI MONORANJAN NATH (Dy. Speaker) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees to the allocation of time proposed by the

Committee.

MR. SPEAKER :—Now the question before the House is the Motion moved by Shri Monoranjan Nath that the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

The Motion was carried by voice vote.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

General Discussion on Budget Rstimates for 1970—71.

MR. SPEAKER :—Next business of the House is the General Discussion on the Budget Estimates for 1970—71.

Before the General discussion begins I would very much like to inform the Hon'ble Membes to give me their names who would like to participate in the debate, so that I shall be able to arrange a time schedule for them.

Now I shall call on Shri Aghore Deb Barma to open discussion ou the Budget Estimates for 1970—71.

SHRI S. L. SINGH : – Hon'ble Speaker Sir, whether there will be time limit ?

MR. SPEAKER :—Yes, I am to allow him only half an hour time for discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই একটা আলাপ আলোচনা করে টাইম এ্যালট করা উচিত ছিল। একটা আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং এর মধ্যে থাকলে জিনিষটা সুন্দর হত। কে কতটুকু টাইম নেবে না নেবে সেটা ঠিক করে দিলে পরে আলোচনার দিক দিয়ে সুবিধা হয়। যাই হউক আমি চেষ্টা করব এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ১৯৭০—৭১ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় বেশ কতগুলি বড় বড় কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে আওয়ার টেরিটরী ইজ অন দি ভার্জ অব হায়ার ষ্টেটাস। অর্থাৎ লে: গভর্ণর হওয়ার পর আমাদের টেরিটরী একটা হায়ার ষ্টেটাস পেতে চলছে। কিন্তু এই বাজেট সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এতে আমাদের এই বিধান সভার কি রকম ক্ষমতা বাড়ছে, এটা সম্পর্কে উনি কোন

কিছু বলেননি। আমরা জানি যে এই বাজেট আমাদের এখানে যারা বড় বড় আমলা আছেন, তারা তৈরী করেছেন, করে সেটাকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠিয়েছেন, এবং তারা সেখানে এটাকে কাট ছাট করে আবার আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন এই সভায় পেশ করে পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য। এটা আজকে নূতন কিছু নয়, বরাবর এই রকম হয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এতে কি আমাদের এই বিধান সভার কোন ক্ষমতা বেড়েছে? তা আদৌ বাড়েনি। এই ব্যাপারে তিনি নিজে বা সরকার কি করছেন সেটাও তিনি এখানে বলতে পারেননি। তারপরে বলা হয়েছে, যে এই রাজ্যে সবুজ বিপ্লব হবে, সমাজ বিপ্লব হবে, এই রকম অনেক বড় বড় কথা উনি বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন। উনি কেন, উনাদের সবাই এই রকম বড় বড় কথা বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? এই বাজেট সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় যে আমলাদের তৈরী বাজেট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পর, তারা কাট ছাট করে যেটা পাঠালেন, সেটাই এই হাউসের কাছে পেশ করা হ'ল পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য, এর মধ্যে যে উনারা কি বৈপ্লবিক বিষয় দেখতে পেলেন, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু যে বিপ্লবের কথা বললেন, তার কোন পজিটিভ কিছু আমি এই বাজেটে মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ সবুজ বিপ্লব করতে গেলে, সমাজ বিপ্লব করতে গেলে এই বাজেটের মধ্যেই তার একটা পজিটিভ সাইড থাকা দরকার ছিল। আজকে এই রাজ্যের মধ্যে যে ভাবে দিনের পর দিন কৃষি জাত দ্রব্য যথা ধান, চাউল এবং গুড়ের দাম কমতে শুরু করেছে, এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন। আমাদের ত্রিপুরা হ'ল একটা কৃষি প্রধান রাজ্য, অর্থাৎ এই কৃষির উপরই আমাদের রাজ্যের শতকরা ৯০ জন লোক নির্ভরশীল। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এই জন্য যে আমাদের এই রাজ্যে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি নেই, যাতে মানুষ সেই ইণ্ডাষ্ট্রির উপর নির্ভর করে তাদের পরিবার ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

আজকে যদি সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত আমরা দেখি, তাহলে দেখব—মিনিষ্টারেরা অনেক কিছু বলতে পারেন, যে এখানে সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং ইত্যাদি হচ্ছে। এটা সত্য কথা যে রাস্তার দুই ধারে এখানে সেখানে বি, ডি, এর অফিস, পি, ডবলিউ, ডির কোয়ার্টার ইত্যাদি হয়েছে। এটা হউক, আরও হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা গ্রামের কৃষকদের কি অবস্থা দেখছি? সেখানে আজকে দিনের পর দিন কৃষিতে একটা সংকট আসছে। কিন্তু এই সংকটকে প্রতিরোধ করবার জন্য, আমাদের কৃষকদের উন্নতি করার জন্য, এই বাজেটের মধ্যে তেমন কিছু নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো উনার কথার উপর একটা ইম্পোর্টেন্স দিয়ে গেছেন। অনেক বাহাদুরীর কথা বলেছেন। আমাদের এই বাজেটের মধ্যে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের

বাজেটটা বড়, এটা পুলিসের বাজেট থেকেও বড়। কিন্তু তিনি আজকে একটা কথা অস্বীকার করতে পারেন কিম্বা যে এই বাজেটের মধ্যে এমন একটা স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে বন্ধ হয়নি। এই তো সেদিনও আমরা দেখলাম যে এই এ্যাসেম্বলীর সামনে কলেজের অধ্যাপকরা অনশন করেছেন। আজকে স্কুল, কলেজ, অফিস, সব জায়গাতে যেন একটা অরাজকতা ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের কথা যদি আমি বলি, তাহলে আমি বলব যে ৬৫ দিন আগে মাননীয় মন্ত্রী আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে হেডমাষ্টার এবং এ্যাসিসটেন্ট হেড মাষ্টারের কোন রিক্রুয়েটমেন্ট রুলস নেই যাতে করে তাদের নিয়োগ করা যায়। তারপর আমার প্রশ্ন ছিল, কি ভাবে তাদেরকে ট্রেন্সফার করা হয়? তার উত্তরে তিনি জানালেন যে জনসাধারণের স্বার্থে নাকি ট্রেন্সফার ইত্যাদি করা হয়। অর্থাৎ এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোন নিয়ম কানুনের বালাই নেই। যখন তাদের যেমন ইচ্ছা হয়, তেমনি তারা কাজ করে চলেছেন, একে অরাজকতা বলব না তো কাকে অরাজকতা বলব? আজকে কোন শিক্ষক যদি সাত্রমের কোন স্কুলে তার চাকুরীর শুরু থেকে ১০—১৫ বছর ধরে কাজ করেন, তাহলে তাকে একবার সদরে আনা দরকার। কিন্তু সেটা হবে না, হবে না এই কারণে যে তার জন্য সুপারিশ করার কোন লোক নেই। তাই তাকে বছরের পর বছর সেখানে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দিন কাটাতে হবে। বাই রোটেশান ট্রেন্সফারের যে একটা নিয়ম থাকা দরকার, সেটা আমাদের এই এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের মধ্যে নেই। এখানে আছে শুধু তেলে মাথায় তেল দেওয়া। এটা হল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের একটা সাইড। তারপরে আছে বেতন বৈষম্য। একই ডিপার্টমেন্ট, একই কোয়ালিফিকেশান, একই কাজ করছে কিন্তু বেতনের বেলায় ভিন্ন রকম। আর এখানে কথায় কথায় পার্টি পলিটিক্স করার জন্য তাদের উপর দোষ দেওয়া হয়ে থাকে। একজন পাবে আর একজন পাবেনা, এটা কখনও হওয়া উচিত নয়।

তারপরে স্কুল ঘরগুলির কি অবস্থা? কাঞ্চনপাড়াতে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, বহুদিন পর সেটা করা হয়েছে। কিন্তু এই গত পরশু দিন যে ঝড় গেল, তাতে সেই স্কুলটির কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে। সেখানে হেডমাষ্টার মহাশয় নিজে একটা এক চালা টিনের সেডে বসবাস করেন। তাঁর জন্য একটা কোয়ার্টার দরকার, সেটা কিন্তু হচ্ছে না। আবার কোথাও কোন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে দালান বাড়ী হয়েছে, আরও হচ্ছে, আবার কোথাও বা দুইতলা বিল্ডিং হচ্ছে, আবার কোথাও কাঁচা ঘরই নেই। এভাবে যে তাদের প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে, এর জন্য তারা দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। কাজেই আজকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ষ্ট্রাইক ইত্যাদি হচ্ছে, তার জন্য মূলতঃ দায়ী এই শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। যেমন নন-

গর্ভণমেন্ট কলেজ সম্পর্কে আমি যদি বলি, তাহলে বলব যে সেখানে এমন অধ্যাপক বা শিক্ষক আছেন যারা ১০—১২ বছর ধরে চাকুরী করে আসছেন, অথচ তাদের পোষ্টগুলি এ্যাপ্রুভড হচ্ছে না আবার কোন কোনটা করা হয়ে গেছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে বিলোনীয়া কলেজের প্রফেসারদের হয়ে গেছে অথচ রামঠাকুর কলেজের হয় নি। তাছাড়া এই সব অধ্যাপকদের বিভিন্ন ধরণের পে-স্কেল, অথচ তারা সবাই একই রকম কাজ করে যাচ্ছেন। আর কেউ ১১ বছর চাকরী করছে, তবুও তার কোন confirmation নাই। সেজন্য যদি আজকে শিক্ষকরা ধর্মঘট করে তার জন্য তারা দায়ী নয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষই দায়ী। এইভাবে অনেক কথাই বলা যায়। যেমন অরাজকতার কথা বলা যায়। দীপক চক্রবর্তী একজন শিক্ষক। তাকে প্রথমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল অমরপুর একটা হাই স্কুলে। তারপর তাকে আনা হল বিজয়কুমার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে। তারপর ঐদিন মাত্র তাকে মহিলা কলেজে দেওয়া হল সেখান থেকে তিন দিনের মধ্যে তাকে রামঠাকুর কলেজে ডেপুটেশনে দেওয়া হল। একটা গভর্ণমেন্ট কলেজের শিক্ষককে কি করে নন-গভর্ণমেন্ট কলেজে ডেপুটেশনে দেওয়া হলো সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর মিস্ পূরবী সেন নামে এক ভদ্রমহিলা আছেন। তার সার্ভিস্ টার্মিনেট করা হল। তার পোষ্টের অ্যাপ্রোভ্যাল পাওয়ার এক মাসের মধ্যেই তাকে টার্মিনেট করা হল। কাজেই এই যে অরাজকতা আজকে শিক্ষা দপ্তরে মধ্যে চলছে এইগুলিতে আজকে শিক্ষা ইনষ্টিটিউসনগুলির মধ্যে এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে উঠছে। আজকে ছাত্রদের কথা, শিক্ষকদের কথা, অধ্যাপকদের কথা বলতে গেলেই এইসমস্ত জিনিষ চোখে পড়ে। তিনি হয়ত বলতে পারেন আমরা তো অনেক কাজ করেছি। বহু হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সিনিয়ার বেসিক স্কুল কলেজ ইত্যাদি করেছি। ভাল কথা। কিন্তু আজকে এই কথা তিনি স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। লোকসংখ্যা বেড়েছে যদি স্বীকার করে থাকেন তাহলে আজকে যে সমস্ত কলেজগুলি আছে সেগুলি আজকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম কিনা সেটা তিনি ভেবে দেখেছেন কি? যেমন ধর্মনগরে কলেজ দরকার, খোয়াইয়ে কলেজ নাই বা উদয়পুরেও কলেজ নাই এই সমস্ত জায়গায় নূতন কলেজ খোলার একটা পরিকল্পনা রাখতে পারতেন। আর আমাদের একটা ইউনিভার্সিটিও হওয়া দরকার। আমরা একটা ষ্টেটের ষ্ট্যাটাস্ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের ফুল ফ্লেজেড অ্যাসেম্বলীও চাই। কিন্তু আমাদের একটা ইউনিভার্সিটির কি কোন প্রয়োজন নাই। উনি শিক্ষা মন্ত্রী। উনি ভাল করেই জানেন কি ডিফিকাল্টি আছে। তা ছাড়া ত্রিপুরার মধ্যে আজকে একটা ল' কলেজও হওয়া দরকার এবং মেডিক্যাল কলেজ হওয়া দরকার।

আমি খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না। এখানে মূল বাজেটে আয় দেখানো হয়েছে ১০,০৫, ২৪,০০০ টাকা, বাজেটে খরচ দেখানো হয়েছে ৩১,৫৮,১০,০০০ টাকা। আর ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৭,১৮,০০০ টাকা। অর্থাৎ মূলত আমাদের ঘাটতি বাজেট। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে এমন কিছু নাই যাতে আয় বাড়ে। অথচ ত্রিপুরাকে যদি সেলফসাফিসিয়েন্ট করতে হয় তাহলে আয় বাড়ানো দরকার। যদি ষ্টেটট্র্যানসপোর্ট চালু করা যায় ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যদি ব্ল্যাকটপিং করা যায় তাহলে কিছু মানুষকে প্রভাইড করা যায়, ইনকামের ব্যবস্থাও করা যায় এবং রাজ্য সরকারেরও বার্ডেন হয় না। তাতে লোকের উপর কোন করও ধার্য করতে হয় না। আর ত্রিপুরার মধ্যে ৫৪টা চা বাগান আছে। তার অনেকগুলি মালিকদের টাকার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে মিনিষ্টার খবর রাখেন না তাও নয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে টাকার অভাবে যে বাগানগুলি চলছে না সেই সমস্ত বাগান গুলি টেক অভার করে আজকে সরকার ন্যাসনেলাইজ করে কমপেনসেসান দিয়ে যদি নিয়ে নেন তাহলে রাজ্য সরকারের আয় বাড়ার একটা রাস্তা হয়। কিন্তু সেই দিকে নজর নাই। এই চা এক্সপোর্ট করে আয় হতে পারে। মালিকদের সাথে মিউচুয়্যালী আলাপ আলোচনা করেই যে সমস্ত চা বাগানে মালিকরা বাগান ঠিক ঠিক ভাবে চালাতে পারছেন না টাকা পয়সার অভাবে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ন্যাশন্যালাইজ করে সরকারী তত্ত্বাবিধানে এইগুলি চালানো দরকার। তাতে কিছু শ্রমিকদের আমরা এপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি এবং একটা ক্ষুদ্র অংশকে আমরা কাজে প্রভাইড করতে পারতাম। কিন্তু সেই দিকে রাজ্য সরকারের কোন দৃষ্টি নাই। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা এনে হরির লুট চলছে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খুব ডিটেলসে না গিয়েই আমি এ্যাগ্রিকালচার সম্পর্কে দুই একটা কথা বলতে চাই। তারা বলছেন যে সবুজ বিপ্লব করবেন, খাদ্য শস্য বেশী উৎপাদন করে তারা ডেফিসিট রাজ্যকে সারপ্লাস করবেন কিন্তু মুখে বলা সহজ, কাজে তাকে রূপায়ন করা কঠিন। যদি তা করতেই হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? এইখানে বাজেটে যে অংশ রাখা হয়েছে তাতে রাফ একটা আইডিয়া করলে দেখা যায় অ্যাগ্রিকালচারের জন্য বাজেটে যা আছে সেটার ৬৫·৭২ পারসেন্ট হচ্ছে অফিস কাম এস্টাবিলসমেন্ট ইত্যাদি বাবত খরচ। আর যেটা ইনভেস্টমেন্ট যেমন সীডস্, ম্যানুর বা ফার্টিলাইজার ইত্যাদি ব্যাপারে যে সমস্ত টাকা খরচ করলে কৃষকরা ডাইরেক্টলী বা ইনডাইরেক্টলী উপকৃত হবে সেটা ৩৪·২৬ পারসেন্ট। এই খরচ করলে যদি বিপ্লব হয় তাহলে তো আর কথাই না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজেও বহু জায়গায় গিয়েছি। আমি স্বীকার করি উনার করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু করতে পারছেন না। চড়াগুলি ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা

খরচ করে বাঁধ দিলেই ত্রিফসলী জমিতে তিন ফসল করা যায়। অনেক জমি উদ্ধার করে সেখানে কালটিভেশান করতে পারে। ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন নিশ্চয়ই বাড়তো। কিন্তু সেই দিকে লক্ষ্য নাই। শুধু কথায় আছে সবুজ বিপ্লব। কিন্তু কার্য্যতঃ ছড়াগুলির মধ্যে বাঁধ দিয়ে ফসল বাড়ানোর যে লক্ষ্য সেটা কার্যতঃ আমরা দেখতে পাই না। অনেক জায়গায় কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ দিয়ে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু তাদিগকে এনকারেজ করার জন্য কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটাও আজ তারা ভেবে দেখেননা। এইসমস্ত ব্যাপারে আমার কনষ্ট্রাকটিভ বক্তব্য হচ্ছে যে অন্তত দেশের উন্নতি অগ্রগতির জন্য যারা ভাল কাজ করবে তা দিগকে এনকারেজ করা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা দরকার।

এমন একটা ঘটনা আছে, একটি ছেলে, ক্লাস সেভেন, এইট পর্যন্ত পড়েছে, সে একটা ছড়ার মধ্যে আড়াই হাজার টাকা খরচ করে, তার জমি মরগেজ দিয়ে, সেই ছড়ার উপর বাঁধ দেয়। তারপর অন্যান্য কৃষকরা তার উপর ভীষণ চটা। কারণ খাল কাটার ফলে অন্যদের জমি নষ্ট হতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যেরাও তার সাথে সাথে তাদের জমির সাইড দিয়ে খাল কেটে দিতে বাধ্য হল. ফলে এন্টায়ার জমিতে তারা বোরো ফসল করতে পারল কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। আমাদের ডেপুটি মিনিষ্টার নিজেও সেটা দেখে এসেছেন, অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়ে এসেছেন কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ততঃ একটা অংশ তাদের সাহায্য করা উচিত, কিন্তু তা করবেন না। কাজেই তাদের মুখেই সবুজ বিপ্লব, কার্য্যতঃ কিছুই না—এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। অনেক ঘটনা আছে, যেমন কমলপুরের দক্ষিণ দিকে নূতনবাজারে একটা বিরাট এলাকা, প্রতি বৎসর জলে ফসল নষ্ট করে দেয়, জমি উদ্ধার করা যায় না, যদি সেখানে খাল কেটে দেওয়া যায় তাহলে জমি উদ্ধার করা যায়, ফসল ও করা যায়—এবং হাজার হাজার মন ধান সেখানে করা যায়, কিন্তু তা তারা করবেনা যদিও ইরিগেশানে টাকা আছে। সামগ্রিকভাবে যদি আমাদের চাহিদা মেটাতে হয়, ঘাটতি পূরণ করতে হয়, তাহলে আজকে একথা স্বীকার করতে বাধ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ত্রিপুরার সয়েল এর ফার্টিলিটি কম নয়, একটু সামান্য জল সেচের ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারতাম, তাহলে অনেক ফসল করতে পারতাম। সেই দিকে নজর নেই, শুধু বড় বড় বুলি, মুখে সমাজ তন্ত্র, সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি বলা হয়, কিন্তু কার্যতঃ কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। আরেকটা কথা যেটা আমি বলছিলাম, পারসেনটেজের কথা—অর্থাৎ আজকে যদি এই মনে করা হয় যে আমরা অফিসার বাড়াব, কোয়ার্টার বাড়াব, গাড়ী বাড়াব, ভাল কথা, এইগুলি হওয়া উচিত সেটা অস্বীকার করছিনা। কিন্তু তার সাথে সাথে কৃষি খাতেও অন্যান্য যে সমস্ত খাতে টাকাটা ইনভেষ্ট করলে পরে কৃষির উন্নতি, অগ্রগতির সহায়ক হবে, প্রডাকশন বাড়ার পক্ষে সহায়ক হবে সেই দিকে

নজর দেওয়া উচিত, কিন্তু তুলনামূলক ভাবে সেই দিকে নজর কম দেওয়া হয়। এই যদি হয়, তাহলে সবুজ বিপ্লব মুখেই থাকবে, কার্যতঃ তা হবে না।

আর পি, উবল্যুডি, একটা মস্তবড় ডিপার্টমেন্ট। আজকে এই খাতে হেভি এ্যামাউন্ট খরচ করা হচ্ছে ত্রিপুরা কমিউনিকেশানকে শক্তিশালী করার জন্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদি করার জন্য। কিন্তু আমবাসা টু বগাফা যে রাস্তাটা হওয়ার কথা—প্ল্যানের রাস্তা, সেখানে বহুদিন কাজ চলেছে, কিন্তু এখন যে কেন সেটা বন্ধ হয়ে আছে সেটা বুঝতে পারছিনা, আধা কাজ করে সেটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আর কমলপুর বিভাগের কাঞ্চনপুর ধলাই নদীর উপর একটা ব্রীজ বহুদিন যাবত অর্ধেক করে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তার কি কারণ, সেটা কি রিজেক্ট করা হয়েছে, সেখানে সেটা কি করা হবেনা না কি, সেটা বুঝা যাচ্ছে না, অথচ ভাল একটা পর্মানেন্ট ব্রিজ সেখানে দরকার সেটা তারা স্বীকার করছেন, এইভাবে টাকা বহু জায়গায় অপচয় ঘটান হচ্ছে। অর্থাৎ টাকা খরচ হচ্ছে, কাজ হচ্ছে না। এইরকম বহু ঘটনা আছে। কম হলেও, যে পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে, মিসম্যানেজমেন্ট যদি না হত, তাহলে টাকা খরচের সংগে সংগে অন্তত: রাস্তা ঘাটের উন্নতি অনেকাংশে হত। আর শহরের রাস্তার কথা বলে লাভ নেই। সকলেই জানেন কি অবস্থা রাস্তা ঘটগুলির। অথচ টাকা খরচ সবসময়ই হচ্ছে, অথচ রাস্তা ঘাটের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। আজকে সবুজ বিপ্লবের কথা বলা হয়, সমাজ তন্ত্রের কথা বলা হয়, কার্যতঃ কিছুই করা হয় না ইনডিটেলসে আমি যাচ্ছি না, মোটামুটি আমি টাচ করে যাচ্ছি, যখন কাট মোশান মুভ করব, তখন তার মধ্যে আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। যে সমস্ত ভিলেজ রোড আছে—যেমন তুলামুড়া টু বড়পাথারী পর্যান্ত একটা রাস্তা করা হয়েছিল পি, ডব্ল্যুডি থেকে, এটা বহুদিন আগে করা হয়েছে, কিছু পুলও সেখানে করা হয়েছিল, কিন্তু এখন সেগুলির কোন চিহ্ন নাই। দুর্গানগর টু বক্সনগর পর্যান্ত একটা রাস্তা করার কথা, কিন্তু আর্থ ওয়ার্ক কমপ্লিশানের আগেই সেখানে একটা ব্রীজ করে রেখেছে। এই ব্রীজগুলি রাস্তা হতে হতে নষ্ট হয়ে যাবে। অনর্থক এইভাবে টাকা আজ খরচ করা হচ্ছে। কোনটা আগের কাজ, কোনটা পরের কাজ সেটাও ওরা বুঝেনা। কাজেই এখানে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে।

আর ইণ্ডাষ্ট্রির সম্পর্কে বছর বছর বলা হয় যে ত্রিপুরায় ইণ্ডাষ্ট্রি করা হবে। গত বছরের বাজেটের রেফারেন্স টেনে আমি বলতে পারতাম. কিন্তু আমার সময় অল্প. গত বছর বাজেট যখন অর্থ মন্ত্রী পেশ করেন হাউসে তখন বলা হয়েছিল যে ইণ্ডাষ্ট্রির উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি বা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি বা মাঝারী ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রি করার কথা বলা হয়েছিল এবং তিনি জোরের সহিত বলেছিলেন, কিন্তু লাষ্ট ফিনানশ্যাল ইয়ারে যেটা মার্চ মাস পর্যান্ত চলছে, এই আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি, কোথায় ইণ্ডাষ্ট্রি হয়েছে,

সেটা তিনিই বলতে পারেন। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ছে, আজকে কৃষির উপর অধিকাংশ নির্ভরশীল হয়ে আছে, যদি জমির উপর চাপ কমাতে হয়, অলটারনেট একটা রাস্তা করা দরকার, শুধু মুখে বলা হয় সবুজ বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি, কিন্তু উনারা বলতে পারেন, এই অবস্থা চলতে থাকলে পরে সেটা হবে না। গুড়ের কথা কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে যে সাক্রম, বিলোনিয়া গুড়ের দাম কমে গেছে। এখানে সুগার ইণ্ডাস্ট্রী করা যেত, ইচ্ছা করলে করতে পারতেন, কিন্তু সেই দিকে নজর নেই। হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট একটা বাজেট তৈরী করে দিয়েছে সেটা প্রেস করে, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এ্যাপ্রুভেল নিয়ে টাকাটা পাশ করিয়ে নিয়েও দায়িত্ব খালাস। কাজেই আমার মতে গুড়ের দাম যে কমল, কৃষিজাত দ্রব্য গুড়, আজকে কৃষকের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে সেখানে একটা ইণ্ডাস্ট্রী করা দরকার। সুগার ইণ্ডাস্ট্রি তারা করতে পারত, কিন্তু সেইদিকে তাদের লক্ষ্য নাই, সেটা করার প্রচেষ্টা নাই, করার সদিচ্ছা আছে কিনা, আমি জানি না। মুখে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়, কিন্তু কার্যতঃ উনারা কিছুই করবেন না। ইণ্ডাস্ট্রি ব্যাপারে উনাদের অনেক ঘটনা জানা আছে। যেমন এখানে ক্যালেণ্ডারিং মেশিন এনে রাখা হয়েছে এবং ৬০ হাজার টাকা খরচ করে সেটা সেট আপ করা হয়েছে কিন্তু সেটা নাকি ডিফেক্টিভ। কিন্তু নিয়ম আছে, যে কোম্পানি থেকে মাল—অর্থাত মেশিন কিনে আনবে, সেই কোম্পানীর লোক এনে সেটা বসান হবে। কিন্তু তা করবেনা। কারণ সেখানে একটা কিন্তু আছে, আরেকজন লোককে ৬০ হাজার টাকা কন্ট্রাক্ট দিয়ে সেটা বসান হল, কিন্তু কি হল, কাজটা ডিফেকটিভ হল। আবার সেটা করতে হলে বহু টাকা দরকার এবং ছয় মাস সময় কম পক্ষে দরকার। তারপর পাওয়ারলুম মেশিন। সাত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে উদয়পুর ইণ্ডাস্ট্রীর বহু বিল্ডিং আছে, ইউনিট আছে, শুধু উদয়পুরেই নয়, কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া, হাওয়াইবাড়ীর কাছে, আজকে বিল্ডিং কমপ্লীট হয়ে আছে কিন্তু কিছুই সেখানে নাই, সব ফাঁকা। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রির নামে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি তলিয়ে দেখা হয় না, যে টাকাগুলি খরচ হচ্ছে সেগুলি কোথায় যায়, শুধু টাকা আছে, খরচ করেই খালাশ। কাজেই আজকে সামগ্রিক অবস্থার সংগে সংগতি রেখে ত্রিপুরার এই যে বাড়তি মানুষ—যে হারে মানুষ বাড়ছে, যেভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, আজকে এই হাউসের মধ্যে যে ষ্টেটমেন্ট করা হয়েছে তাতে দেখা যায় গত বছরের তুলনায়, ধাপে ধাপে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যারা বেকার হিসাবে নাম রেজিষ্ট্রী করছে তাদের সংখ্যা ত বাড়ছেই, আর যারা রেজিষ্ট্রেশান করেন না, তাদের কথা বাদই দিলাম, আজকে তাদের চাকুরীতে এবজর্ভ করতে হবে। তাদের বেকার ভাতাও দেবে না, কাজের ব্যবস্থাও করবেন না, তারা যাবে কোথায়? আজকে এদিক থেকে ইণ্ডাস্ট্রী যদি ডেভলাপ করান যেত, তাহলে

অন্ততঃ সবটা না হলেও, কিছু অংশকে প্রভাইড করা যেত। আমি জানি এই ইকনমিক ষ্ট্রাকচারে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শুধু ব্যাংক ন্যাশানালাইজেশান করলেই সমাজতন্ত্র হয় না বা চা বাগান ন্যাশালাইজেশান করলেই সমাজতন্ত্র হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কিছু সময় চাই।

মিঃ স্পীকার :—ওনলি ফাইভ মিনিটস।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আজকে যদি তাদেরকে প্রভাইড করতে হয়, তাদেরকে যদি বেকার ভাতা দিতে হয় তাহলে তার উল্লেখ থাকত। কিন্তু সেটা নেই। কাজেই এই অবস্থার প্রতি বিচার বিবেচনা করে যদি ইণ্ডাষ্ট্রিকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে হয়ত আমরা আমাদের বেকার সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে পারতাম, কিন্তু সেদিকে এই সরকারের কোন দৃষ্টি আছে বলে আমার মনে হয় না। তার জন্যই আমি বলছিলাম যে বর্তমানের এই অবস্থায় কোন দিনই সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়। শুধুমাত্র কয়েকটা ব্যাঙ্ক নেশানাইলাইজ করলেই আর সমাজতন্ত্র হয় না। কাজেই উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি নজর দিয়ে যদি এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা হত তাহলে হয়তো কিছু হত। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে উনারা এদিকে কিছুতেই যাবেন না বা করবেন না। শুধু বাজেটে টাকা রাখা হয় অথচ এই বাবতে সেই টাকা খরচ করা হচ্ছে না। তাই আমি আবার বলছি যে আমাদের বেকার সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের এই রাজ্যে ছোট বা মাঝারী ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গড়ে তোলা দরকার।

আর ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল—এটা আমরা এই হাউসেই ইতিপূর্বে সর্বসম্মতিক্রমে একটা বিলের মাধ্যমে পাশ করেছি। কিন্তু সেটার কি হল তা একমাত্র সরকারই জানেন। আমরা তো আর বাস্তবে কিছু দেখতে পারছি না। এই ব্যাপারে যদি বলা হয় তাহলে উনারা বলে থাকেন যে একটা পরিভাষা কমিটি করা হয়েছে, এই করা হয়েছে, সেই করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কোন কিছু হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। অথচ রাজ ভাষা সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলে থাকেন। তারপর ট্রাইবেল ভাষার ডায়লগ করা সম্পর্কে এখানে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, যখন মাননীয় সদস্য মনোমোহন দেববর্মা মহাশয় একটা রিজলিওশান এই হাউসে এনেছিলেন তাঁরা বলেছিলেন যে ট্রাইবেলদের ভাষা যাতে সরকারের স্বীকৃতি পেতে পারে সেজন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হবে। কিন্তু কার্যতঃ কিছুই করা হচ্ছে না। আসলে কথা হ'ল তাদের কোন ইচ্ছাই নেই, যদি তাদের ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সেটা করতেন। মোট কথা এদের কোন উন্নতি এই সরকার চান না, তারা চান এই ট্রাইবেলরা ধ্বংস হয়ে যাক এবং সেই ধ্বংসের মুখে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা এই সরকারের

কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। আর অল ইণ্ডিয়া রেডিও এর কলকাতা কেন্দ্র থেকে সাড়ে ছয়টার সময়ে ত্রিপুরা ভাষাতে যে সংবাদ প্রচার করা হয়ে থাকে এবং রেডিওতে এই ত্রিপুরী ভাষাতে যিনি সংবাদ দেন, আমি মনে করি যে তার ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান খুব কম। সে কোন রকমে কাজ চালাবার মত বা বুঝাবার মত বলতে পারেন, এছাড়া খুব ভাল জ্ঞান তার ত্রিপুরী ভাষাতে নেই। যেমন গত ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারিখ হবে সে যখন সংবাদ প্রচার করিতেছিল, তখন আমি এটা লক্ষ্য করেছি। আমাদের ত্রিপুরী ভাষাতে একটা শব্দ আছে—যেমন '৬' এটাকে আমরা ত্রিপুরী ভাষাতে বলি 'য়াইত'। আবার এই 'হ' দিয়ে ৪টি শব্দ হয়। সে তখন এ্যানাউন্স করতেছিল—'বিহারের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে যে খবর পাঠিয়েছিল, সেটা সম্পর্কে, এটাকে ত্রিপুরী ভাষাতে বলতে গিয়ে সে এক জায়গাতে বলছে 'বারুক লাঙ্গল' এটা যেন খুব একটা ভারী জিনিষ। কাজেই সে সেখানে এ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ ব্যবহার করছে না। আমি বলি যদি এই সংবাদ প্রচার করতে গিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে তার উচ্চারণ না করা হয়, যেখানে নাকি একটা শব্দের ৪টি অর্থ হয়, তাহলে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যাবে। এতে করে সংবাদ প্রচারের নামে বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হবে। আমরা দেখেছি যে নেফাতে ডেবর কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী তারা সেখানে তাদের নিজস্ব ভাষাতে বহু বই পত্র বাহির করেছে। আমরাও এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাষাবিদ দিয়ে যিনি আমেরিকাতে গিয়েও ৭ বছরেরও বেশী সময় কাটিয়ে এসেছেন, তাকে দিয়ে বেসরকারী ভাবে এই ট্রাইবেলদের ভাষা সমন্ধে গভেষনা করবার চেষ্টা করছি। তিনি যখন আমাদের এই ত্রিপুরার একটা পাহাড়ের গ্রামে গিয়ে এই ভাষা সমন্ধে গভেষনা করতে ছিলেন, তখন একজন ভদ্র মহিলা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ত্রিপুরী ভাষাতে বোধ হয় ১০০ থেকে ১৫০ শব্দ থাকতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন তা যদি হবে, তবে আমি কেন মাত্র এই ১০০/১৫০ শব্দের জন্য এখানে এসে ১৫।২০ দিন বসে আছি। তখন ভদ্র মহিলা বললেন যে আমি তো ৫০টি শব্দ মুখস্ত করে ১০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু আমি বলি যে এই ভাবে কি ট্রাইবেল ভাষার উন্নতি হবে কাজেই যে ডায়লকটা আছে, সেটা যাতে ঠিকঠিক ভাবে ইউটিলাইজড হয় সেটা আগে দেখা দরকার। আমরা এই পর্য্যন্ত প্রায় ৬,০০০ শব্দ কালেকশান করেছি এবং আশা করছি যে আগামী জুলাই মাসের মধ্যে এই শব্দগুলি নিয়ে একটা ডিকশোনারী বাহির করতে পারব। তারপরে একজন মিশনারী সাহেব সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন যে আপনারা তো একটা ভাল কাজ করছেন, আপনারা কোথায় থেকে এত টাকা পয়সা পাবেন, আমি বরং যত টাকা লাগবে, তার সবটা সাহায্য করব। কিন্তু আমরা তার কথাতে আমল দেই নি। তাই বলছিলাম যে আজকে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ২০।২২ বছর হয়ে গেল অথচ রাজ্য সরকার এই ভাষাটার উন্নতির জন্য

আজ পর্য্যন্ত কি করেছে, সেটা আমরা আদৌ কিছু জানতে পারছি না। যেখানে মনিপুরেও মনিপুরী ভাষা দিয়ে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার কি অবস্থা - মাতৃভাষায় শিক্ষা পেতে কে না চায় এবং মাতৃ ভাষাটাই শিক্ষার মাধ্যম করে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটাই উত্তম শিক্ষা আর মাতৃভাষাটাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। আমাদের ত্রিপুরাতে মোট ৭/৮টি সম্প্রদায় আছে, যেমন ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং হালাম, হালাম নোয়াতিয়া, রুপিনি মগুম, কলই ইত্যাদি, তাদের ভাষা অরিজিন্যালী এক। শুধু নোয়াখালী এবং সিলেটের মানুষ তাদের রিজিউন্যাল ভাষায় যে কথা বলে এবং তার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তেমনি ত্রিপুরী ভাষাতেও এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়, তারও এই রকম পার্থক্য হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাষা সম্পর্কে আমাদের কিছু করা দরকার। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এই জন্য যে এই ভাষার উন্নতি হউক, সরকার তার জন্য সচেষ্ট নয় বা তারা সেটা করতে চাইছে না।

আর পুলিশ সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যাবে যে সরকার দিনের পর দিন পুলিসের সংখ্যা বাড়িয়ে চলছে। আমি বলি এতে করে কি সমাজের মধ্যে শান্তি বা সুখ আসছে? প্রত্যেকটা জিনিষ বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে সেটা মোটেই হচ্ছে না বরং দিনের পর দিন সমাজের মধ্যে দুষ্কৃতি কারীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আমরা রাস্তায় বের হলে দেখি যে নানা প্রদেশ থেকে পুলিস বাহিনী এনে ভরে ফেলেছে এবং তারা আমাদের সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে আর আমাদের বর্ডারগুলি পাহাড়া দিচ্ছে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, যেহেতু তারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে আমাদের ত্রিপুরার সীমান্ত পাহাড়া দিচ্ছে এই পুলিশ সম্পর্কে অভিযোগ অনেক। আজকে যে ভাবে অভারলোড গাড়ীগুলি চলছে, সেগুলি পুলিশ ধরে না, বরং তাদেরকে আট আনা দিলেই তাদের মাথা কেনা যায়। আপনারা সন্ধানী পত্রিকা পড়েন কিনা জানি না। ধর্ম্মনগর শহরের মধ্যে বেশ কিছুদিন থেকে একটা ভদ্রমহিলা বা মেয়েছেলে ঘর থেকে বের হতে পারে না। আজকে ধর্ম্মনগর কেন, আমাদের কাতলামারা এবং খাস আগরতলা শহরেরও ঐ একই অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের কথা আমি বলব কেন? সেই দেশের কথা বলার তাদের প্রতিনিধিরা সেখানে রয়ে গেছেন। কাজেই বাংলা দেশের কথা বাংলা দেশের মানুষই বলবে। আমি ত্রিপুরার মানুষ এবং ত্রিপুরার জনগণ আমাকে প্রতিনিধি করে এখানে পাঠিয়েছে, সেজন্য আমি এখানে ত্রিপুরার কথাই বলব, বাংলা দেশের কথা বলার জন্য আমি এখানে আসিনি।

আর একটা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। এই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ত্রিপুরার বাহিরের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে এসেছে এবং তারা আমাদের ত্রিপুরার সীমান্ত রক্ষা

করছে। সেজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

আর একটা কথা আমি এই বিশেষণে বলছি যে আমরা ত্রিপুরার লোকেরা অনুন্নত এবং পশ্চাদপদ। যাতে আমরা তাড়াতাড়ি ডেভেলাপ করতে পারি, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমকক্ষ হতে পারি সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের। এটা আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে নাই। কাজেই সীমান্ত রক্ষার জন্য যে সমস্ত বাহিনী রাখা হয় এইগুলির টাকা কেন এই বাজেটে ঢুকানো হয় তা আমি বুঝি না। সীমান্ত রক্ষার জন্য বি, এস, পি, পি, এ, সি, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এইগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় নির্বাহ করা উচিত। আমাদের বাজেটের মধ্যে এটা ঢুকিয়ে আমাদের বাজেট কেন ঘাটতি করা হয়?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইয়র টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। আমি খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না। আর ট্রাইবেল প্রবলেম সম্পর্কে, এটা খুব সাংঘাতিক প্রবলেম। তবে বলতে হয় যে আজকে বছরের পর বছর জুমিয়া গ্রান্ট দিয়ে পিঠ চাপড়িয়ে বলা হয় তোমাদের দাবী তো পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই টাকাটা খরচ করার পর জুমিয়া গ্র্যান্ট হোক বা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার খাতে যে টাকা খরচ করা হয়েছে তার মাধ্যমে উপজাতিদের উন্নতি হয়েছে কিনা সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। আজকে তাদের মনের মধ্যে যে একটা ফ্রাস্ট্রেশান দেখা গিয়েছে, তারা যদি আজকে বলে আমাদের ট্রাইবেলের জন্য একটা আলাদা স্কুল চাই তাহলে কি তারা অন্যায় কথা বলবে? কেন এই ব্যাকগ্রাউণ্ডটা সৃষ্টি করা হচ্ছে, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? দূর থেকে যে সমস্ত ছাত্ররা ইমএফ্লিসিবল এরিয়া থেকে আসে ভর্তির ব্যাপারে তাদের প্রেফারেন্স দেওয়া উচিত। মিনিষ্টারের চেম্বারে একদিন আমি গিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন যে ট্রাইবেলদের জন্য ভর্তির কোন পারসেন্টেজ আছে কিনা সেটা তিনি জানেন না। এখন যদি কোন ভর্তির ব্যাপারে কোন ইনষ্ট্রাকশন থাকতো তাহলে কমপিটিশন শুড বি উইদিন দি ট্রাইবেলস্। তিনি তখন আমাকে বললেন যে তাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু আমি যখন হেডমাষ্টারদের কাছে গেলাম তারা বললেন যে না সেইরকম কোন ইনষ্ট্রাকশন নাই। কাজেই এই ট্রাইবেলদের বিড়ম্বনা পেতে হয়। আর ল্যাণ্ডের ব্যাপারে এবং ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে আমার কাটমোশন আছে। তখন এইগুলি আলোচনা করব। তারা বলছেন ল্যাণ্ডের ব্যাপারে টি, ডি, ব্লক উন্নতি করবে ও অগ্রগতি করবে। কিন্তু এই কথা—

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব ইনফরমেশন স্যার। লাল বাতি জ্বালানোর পর কতক্ষণ সময় তিনি নিতে পারেন?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমি তাড়াতাড়িই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার টেক ইওর সীট প্লিজ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করবার চেষ্টা করছি টি, ডি, ব্লক সম্পর্কে আমার বলার ছিল। সেখানে কিভাবে ট্রাইবেলদের জমিগুলি চলে যাচ্ছে সেই দিকে আমি যাচ্ছি না। টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং নামে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। সেখানে কোন কাজ কর্ম নাই বসে আছে। ওরা যে কি করে না করে তারাই জানে। একটা ডিপার্টমেন্ট শুধু আছে।

শ্রীএম. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথা ছিল যে উনি হাফ এন আওয়ার বলবেন। এই কি তার হাফ এন আওয়ার ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে সমস্ত কথা বলব সেগুলি তো উনারা বলবেন না। আমাদের পজিশনটা তো বুঝতে হবে। একটু দয়া করে শুনুন। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

শ্রীএম. এল. সিংহ :—আমরা গ্রামোফোন রেকর্ড শুনতে আসিনি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আরও অনেকগুলি কেস্ আছে। যেমন পোষ্টাল এম্পলয়ীজদের কেসগুলি উইথড্র করা দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই সম্পর্কে কিছুদিন আগে আমি আলাপ করেছিলাম। তিনি বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উনি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেন তার কয়টা যে পূরণ করেন তা তিনিই জানেন। যখনি আলাপ আলোচনা হয় তখনি প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেগুলি কার্যকরী করা হয় না। উদয়পুরে খাদ্য আন্দোলনের জন্য যে সমস্ত কেস্ দায়ের করা হয়েছিল এইগুলি এখনও পেণ্ডিং আছে। আর ধান সংগ্রহ করার সময় রবীন্দ্র মালাকার সম্পর্কিত যে সমস্ত কেস হয়েছিল সেগুলিও পেণ্ডিং আছে। আজকে জুমিয়াদের বন কাটা ইত্যাদি অভিযোগ করে অমরপুর ইত্যাদি এলাকার মধ্যে প্রায় হাজার খানেক উপজাতি নারীর নামে এবং শিলা ছড়ি করবুক এলাকায় এই সমস্ত অনেক কেস্ পেণ্ডিং আছে। এইগুলি প্রাক্তন চীফ কমিশনার বলেছিলেন উইথড্র করবেন। আর মুখ্যমন্ত্রী তো হামেশাই বলে থাকেন। কিন্তু তিনি করেন না। আর মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয়ই জানা আছে ফুটপাত হকার্স ইউনিয়ন একটা ডেপুটেশান দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। আর রিকশা শ্রমিকদের কথা, তাদের যাতে সুযোগ সুবিধা হয় সেগুলি প্রতি নজর দেওয়া দরকার। আর একটা হলো রেন্টকন্ট্রোল অ্যাক্ট। আগরতলায় দিনের পর দিন যে ভাবে ঘরের ভাড়া, দোকান ঘরের ভাড়া এবং বাসা ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে সেই সম্পর্কে একটা অ্যাক্ট করা দরকার। এই সম্পর্কে একটা ডেপুটেশান দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার কোন উত্তর দিচ্ছেন না। আর একটা হলো মার্কেট

ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে। এই জন্য বছর বছর টাকা বাজেটে ধরা হয়। কিন্তু ত্রিপুরার সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত বাজারগুলি যে কি অবস্থা সেটা সকলেই জানেন। এইগুলি ডেভেলাপমেন্ট করা দরকার।

আর অ্যাসেম্বলী ষ্টাফ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমরা ডেলিগেশনে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। প্রত্যেক জায়গায় তার স্টাফ কি আছে আমরা মোটামুটি আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আমর সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন তারাও এই অবস্থা দেখেছেন। প্রায় জায়গাতেই জয়েন্ট সেক্রেটারী বা কমিটি অফিসার ইত্যাদি আছে। কিন্তু আমাদের অ্যাসেম্বলীতে এইভাবে যদি রাখা হয় তাহলে কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল থাকে না। কাজেই সেই দিক দিয়ে অ্যাসেম্বলীর স্ট্যাটাস বাড়ানোর চেষ্টা তো আমরা করবোই। সঙ্গে সঙ্গে যে স্টাফ আছে সেই স্টাফ বাড়ানো দরকার বলে আমরা মনে করি।

আর একটা হচ্ছে করাপশান সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী অনেক সময় বলে থাকেন, অবশ্য বাজেট পেশ করার সময় মিঃ ডায়াসও বলেছেন যে আমরা এই করেছি সেই করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমি শুধু একটা ঘটনার রেফারেন্স টানব। যারা দুর্নীতি দমন করবেন তাদের মধ্যে যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে দুর্নীতি দমন যে কিভাবে হবে সেটা খুব চিন্তনীয় বিষয়। যেমন একটা হল ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ, সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভিষ্টিগেশান, স্পেশাল পুলিশ এষ্টাব্লিশমেন্ট। তার একটা রিপোর্ট আপনার অনুমতি নিয়ে রেফারেন্স টানব। সেটা হচ্ছে হিন্দী প্রচারের জন্য ভারত সরকার প্রত্যেকটা রাজ্যে একটা গ্র্যান্ট দিয়েছিলেন। আর একটা মোটা টাকা এখানেও দেওয়া হয়েছিল। সেই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য উমেশ বাবুর সম্পর্কে অভিযোগ আছে। তিনি বেশ মোটা টাকা, প্রায় হাজার টাকা হবে, ইন্‌ষ্টলমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। করার পর তিনি ঘর কনষ্ট্রাকশান করেন নাই বা কিছুই করেন নাই।

MR. SPEAKER— The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

MR. DEPUTY SPEAKER— How, your time is over.

SHRI AGHORE DEBBARMA— না, টাইম ওভার হলেও আমি আরও একটু সময় বলব। আমার অনেক কিছু বলার আছে।

MR. DEPUTY SPEAKER— No, you sit down please.

SHRI AGHORE DEBBARMA— এ রকম বল্লেত হবেনা Sir.

MR. DEPUTX SPEAKER—I would call on Hon'ble Minister Sri Rajkumar Kamaljit Singh.

SHRI AGHORE DEBBARMA— আমার concrete question টা শেষ না করতে

পারলে এই বলার অর্থই হয়না। আমার বাকী বক্তব্যটা শেষ করতে দিন Sir,

MR. DEPUTY SPEAKER—You have taken enough time.

SHRI AGHORE DEBBARMA— (Continuing)

MR. SPEAKER— আপনি থামুন। You have got sufficient scope.

SHRI AGHORE DEBBARMA— (Continuing)

SRI RAJKUMAR KAMAJIT SINGH—এই Houseএ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ (Sri Aghore DebBarma is continuing his speech) করেছেন তা এই রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতির সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি এবং এই বাজেটের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় Speaker Sir, আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় লেঃ গভর্ণর তাঁদের ভাষণে যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন সেই সম্পর্কে আমি একটা জিনিষের প্রতি এই House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ১৫ লক্ষ অধিবাসী। Statstics এ দেখা যায় ১৯৬১ সালে ছিল ১১ লক্ষ অধিবাসী। এই লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সমতা রেখে পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিষ দেখতে পাই ....

SRI JATINDRA KUMAR MAJUMDER— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি রুলিং দিয়েছেন তবু মাননীয় সদস্য দাঁড়িয়ে বলে চলছেন। অন্য মেম্বারও ডিসকাশান করছেন। এখন বুঝা যায়না discusstion কে করছেন। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে শ্রীঅঘোর দেববর্মার বক্তব্যটা যেন প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হয়।

SHRIRAJ KUMAR KAMALJIT SINGH—আমাদের ত্রিপুরার তিনদিক দিয়ে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত, ত্রিপুরার বাহভার উদ্বাস্তু আগমনে বাড়ছে তাতে স্থিতিশীল পরিকল্পনা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছেনা বলে আমার বিশ্বাস। এই বাজেটে ৩১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আমরা যদি বাজেটটি দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনার কাজে এগিয়ে যেতে পারছেনা। Influx of refugee র জনাই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। Refugee যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে সমস্ত পরিকল্পনার কাজ ব্যহত হচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমাদের পরিকল্পনার যে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে সেই দিক দিয়ে। আমি তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করবো যেন, আমাদের ত্রিপুরার পরিকল্পনার টাকা refugee দের জন্য খরচ না করে, আলাদা ভাবে বর্দ্ধিত হারে refugee আগমনের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা আনেন। মাননীয় স্পীকার স্যার বর্ডার রক্ষার জন্য বাহির থেকে যে সমস্ত পুলিশ বাহিনী এখানে রাখা হয়েছে সেই সমস্ত পুলিশ বাহিনীর খরচের টাকা এই বাজেটে ধরা হয়েছে। বর্ডার সম্বন্ধে আমি বলব যে

বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং যদি আমাদের Union Territory র ভিতরে Law & Order deteriorate করে তাহলে additional Police or Central Police engage করেত হয় এবং ঐ বাবদে যে additional টাকা দরকার সেটা আমাদের বাজেটের টাকা থেকে খরচ হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় সদস্য যে ভাবে disturb করেছন, তাতে House এ discussion চলতে পারেনা। আমি এ সম্বন্ধে মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখানে যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স করা হয়েছে এটার যে পরিকল্পনা এবং কর্মধারা আমরা দেখতে পাই তা হল internal security administration এ এবং Law & order রক্ষা করার ব্যাপারে বাইরের পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হয়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বর্ডারের জনসাধারণের সাথে cooperation করেনা। তাই আমি বলব, আমাদের সরকারের উচিত বর্ডারের জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলা, যেন তারা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সাথে cooperation করে। অপর দিকে Border Security Force কেও জনসাধারণের সাথে cooperation করার জন্য নির্দেশ দেওয়া দরকার।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ মাননীয় সদস্যকে বলবো, আমাদের Parliamentary democracyতে আমাদের ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে discussion হচ্ছে সেটা যদি এইভাবে distrubed হতে থাকে, তাহলে এটা বড় দুঃখের।

NOISE

সেই সম্বন্ধে আমি হাউসে যে বক্তব্য রেখেছিলাম আমাদের ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ লোকের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা করে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা বিভিন্ন ভাবে কতগুলো ক্ষেত্রে চাওয়া হয়। আমি হাউসে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম আমাদের মেয়েদের হোষ্টেলের জন্য Demand আসছে। আজকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে তুলসীবতী গার্লস স্কুলের পূর্ব্ব পার্শ্বে মেয়েদের হোষ্টেলের জন্য building construction করা হয়েছে। এই Hostel buildingটা construction করার আগে Education Deprtment থেকে টাকা মঞ্জুর করার পরে Plan এবং Scheme করার জন্য P.W.D কে দেওয়া হল। P.W.D. Site selection করে যেভাবে Plan করা দরকার সেই ভাবে তারা Plan করেছে। কিন্তু Scheme এর সবচেয়ে বড় defect হল এই যে চতুর্দিকে যে দেওয়াল হয়েছে সেটা দ্বারা Protection এর কাজ হলেনা। সেই wall টা অনেক নীচু। Girls' Hostelএর main রাস্তাতে মহারাজার আমলের পুরানো যে gateটা আছে। সেখান দিয়ে অজস্র লোকজন যাতায়াত করতে পারে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে এই

gateটা এই Scheme এ ধরা হয়নি। এটার জন্য কোন বাজেট নেই, তাই এখন এটা করা যাবে না। চারিপার্শে wall গুলো যে করা হয়েছে তা Scheme এবং Plan এ উল্লেখ নেই যে কতটুকু উচু হবে। অথচ P.W.D. থেকে কাজ complete হয়েছে বলে Education Depatmentকে hand over করে দেওয়া হয়েছে। তুলসীবতী স্কুলের হেড্ মিষ্ট্রেস বার বার P.W. Deptt কে request করেছেন যে হোষ্টেলের মধ্যে যে মেয়েগুলো রাখব তার দায়িত্ব নিবে কে। রাস্তার পার্শ্বের যে wallটি আছে তা দিয়ে সব সময় ছেলেরা wall ডিঙ্গিয়ে ভিতরে আসে। সেটার দৃষ্টান্তস্বরূপ আজকে দৈনিক পত্রিকাতে উঠেছে, আমাদের সরকার কোন কাজ সুষ্টভাবে করার জন্য পরিকল্পনা ঠিক ঠিক ভাবেই করেন এবং আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর ও এদিকে যথেষ্ট আগ্রহ আছে, কিন্তু যে যে Deptt এটা examine করে এবং technical experts যারা আছে তাদের উপর যখন এই সব কাজ examination এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তখন আমাদের সব ইচ্ছাটাকে তারা বিকল করে তোলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি আর একটি কথা বলতে চাই। মহারাজগঞ্জ বাজারে কয়েকলক্ষ টাকা খরচ করে যে building গুলো করা হয়েছে সেটাতে কোন মানুষ থাকে না এবং কোন কাজেও লাগছেনা। খবর নিয়ে জানা গেল এই কাজটা আগরতলার Plan নিয়ে তৈরী নয়, দিল্লীর Plan নিয়ে দিল্লীর Engineerরা তৈরী করেছেন। এই যে তিন চার লক্ষ টাকা নষ্ট হল তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী দিল্লীর Engineer রা। তার যে খরচ তাহা সবটাই খরচ হয়েছে ত্রিপুরার বাজেট থেকে। আমি খবর নিয়ে জানলাম ত্রিপুরাতে ভাল ভাল Engineer ছিল কিন্তু তাদের দ্বারা এই কাজ না করিয়ে Chief Minister Recommandation করে Depultation allowance free quarter দিয়ে দিল্লী থেকে Engineer আনিয়েছিলেন অথচ দিল্লী থেকে বলা হয় তোমাদের উন্নতির জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু implement এর জন্য আমাদিগকে দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। তাই এই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আজকে শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা সেদিকে যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তবে আমরা শুধু দেখতে পাব ত্রিপুরার যে স্কুল কলেজগুলি আছে সেখানে Linguistic minoraty যে সব ছেলেরা আছে তাদের মধ্যে কেহ First এবং Second Place নিয়ে কোন বৃত্তি পায় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় Linguistic minority ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ কোন প্রকারে Higher Secondary স্কুল পর্যন্ত যায়, আবার কেহ কেহ কোন প্রকারে Higher Secondary পাশ করে কলেজে গিয়ে তাদের পড়া শেষ হয়ে যায়। আমার মনে হয় আমাদের Educationএর কোথায় যেন গলদ রয়ে গেছে। আমাদের Constitution এ আছে মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু এখানে Institution গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় না বলেই লেখা পড়া বা শিক্ষার যে প্রকৃত সুযোগ সুবিধা সেটা তারা ঠিক মত গ্রহণ

করতে পারে না। যারা একটু বুদ্ধিমান বা চালাক এবং খাটে তারা তোতা পাখীর ন্যায় পুথিপত্র মুখস্থ করে কোন প্রকারে পাশ করে আসে। চাকুরীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই Sch. tribe, Sch. castes and other Backward castses এর জন্য ১৫% Post Reserved আছে। কাজেই ত্রিপুরার জন্য শিক্ষার যে পরিকল্পনা সেটা কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা হল ত্রিপুরাতেও সবুজ বিপ্লবের ছোঁয়াচ লেগেছে। অত্যন্ত সুখের কথা আমাদের ত্রিপুরাতে মাইনর ইরিগেশানের কাজও এগোচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধু সবুজ বিপ্লব মুখে বললে চলবে না প্রতিটি কাজে সবুজ বিপ্লব আনতে হবে এবং সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি জনসাধারণকেও পিছিয়ে থাকলে চলবে না। সরকারও জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টাই আনবে দেশে কৃষির সবুজ বিপ্লব। কৃষি বিভাগ থেকে সরকার Small Cultivator দের লোন দিচ্ছেন সত্য। Small Cultivator রা লোন নিয়ে গরু কিনছে কিন্তু তাদের সেই গরু আবার চুরি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই লোনে তাদের কোন উপকার হচ্ছে না যতক্ষন না গরু চুরি বন্ধ করা যায়। গ্রো মোর ফুড স্কিমকে সাকসেসফুল করতে হলে ত্রিপুরায় ট্রাকটারস্ সার্ভিস চালু করতে হবে। ট্রাকটারস্ পুল করতে হবে। ট্রাকটারস্ ইউনিট করতে হবে--সেটা Cooperative বেসিসে হোক বা Government এর পুল হউক। অথবা একটা কর্পোরেশানের মত করে এতে Govt. এর ও শেয়ার থাকবে এবং কৃষকদের ও শেয়ার থাকবে। Differcnt type এর ট্রাক-টারস্ সেই পুলে থাকবে. এবং সব মিলিয়ে ২০০ এর মত থাকা দরকার। আমরা শুনেছি এগ্রি-কালচার ডিপার্টমেন্ট এক্সপেরিমেন্টের জন্য ১৪/১৫ টা ট্রাকটারস্ এনেছেন। সে ট্রাকটারস-গুলি আগরতলায় Eng. Deptt.এর হেডকোয়ার্টারে রাখা হয় এবং এখানে মেন্টেনেন্স করা হয়। কাঞ্চনবাড়ী, ধর্মনগর প্রভৃতি হতে ও ছোট ছোট ট্রাকটারসগুলিকে মেন্টেনেন্স এর জন্য এই আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। এখানে repair করতে ২ বৎসরের মত লেগে যায়। কাজের হেভি প্রেসারের জন্যই দেড় বৎসর, দুই বৎসর লাগে। তার জন্য ইণ্ডিয়া Gover-nment এর যে Proposal সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। ১০০ থেকে ২০০ স্মল ট্রাকটারস নিয়ে একটা ইউনিট করে সব রকম মেশিনারি নিয়ে প্রতি সাবডিভিসনে একটা ইউনিট স্থাপন করা দরকার। যদি ইউনিট থেকে প্রতি পঞ্চায়েৎ কে ১০টা ১২টা করে দেয় তাহলে খুব ভাল হয়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে lift irrigation এর খুব ভাল ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া যায় তাহলে অতি অল্প সময়ে আমরা কৃষিতে সাফল্য লাভ করব।

আর একটা জিনিষ regarding Police. পুলিশকে হেল্প করার জন্য আমরা সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স হিসাবে হোম গার্ড সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা পুলিশের যে

ডিউটি, হোমগার্ডের সেই ডিউটি। কিন্তু তারা পুলিসের মত রেশন ও পায়না পোষাকের বেলা সারা বৎসরে ২টা পেন্ট ২টা হাফ্ শার্ট। বাইরে যখন কাজে পাঠান হয় তখন পুলিশ সরকারী রেশন খায় আর হোমগার্ডকে তার নিজের পয়সা খরচ করে খেতে হয়। আরও আশ্চর্য্যের কথা বিগত পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ১২৬ মাইল রাস্তায় প্রতিটি পুলে এই হোমগার্ডরাই পাহারা দিয়েছে। তাদের শীতের কোন পোষাক ছিলনা। কোন রেকেট ছিল না, তাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাও ছিলনা, একটা লাঠি হাতে নিয়ে রাতদিন পাহারা দিয়ে যাচ্ছে অথচ তাদের বেতন ৯৭॥ টাকা, এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আর একটা বিষয় সম্পর্কে আমি ত্রিপুরা সরকারকে সজাগ করতে চাই যে, যেখানে বসে আমরা কাজ করছি এই Assemblyতে staff খুব নগন্য। আমরা প্রায়ই অভিযোগ করি ঠিকমত আমরা কাগজ পত্র পাই না। কিন্তু এখানে যে staff এর খুব অভাব সেদিকে কেউ চিন্তা করেন না। এখানে একজন সেক্রেটারী ও কয়েকজন কেরানী দিয়ে রেখেছেন। staff বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব দিলে সরকার টাকা পয়সা অভাব বলে নাকচ করে দেন। আর যারা কাজ করছে class IV Postএ confirmation এর কোন ব্যবস্থা নেই। এই Assembly Secretariat এর প্রতি সরকার বিমাতা সুলভ মনোভাব পোষণ করেন। আমি সরকারকে বলতে চাই যে এই Assembly থেকে বাজেট পাশ হলে পরেই সরকার সেই টাকা খরচ করতে পারেন। Assemblyকে সরকার Sub-ordinate administration বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত Assembly তাদের Subordinate Administration নয়। Union territory হওয়ার দরুণ post creation এর ক্ষমতা তাদের হাতে রেখে দিয়েছে। Post creation এর জন্য এই secretariat এর proposal তারা এক কলমের খোচায় নাকচ করে দেন। Sanction পাওয়া যায় না। এটা খুবই লজ্জার কথা। Assembly র আলাদা সম্মান আছে। পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্রের মূল কেন্দ্র এই Assembly. সুতরাং এই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

ইউনিয়ন টেরিটরি হওয়া সত্বেও এখানকার প্রতিটি বিষয়ে আমাদের দিল্লীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। আর্থিক ব্যাপারে এখানকার মন্ত্রীদেরও বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। যাহোক সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও আমাদের ঠিক ঠিক ভাবে চিন্তা, ভাবনা করে সকলের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। এই বাজেটের প্রতি আমি আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

MR. DY. SPEAKER :—I would call on Hon'ble Member Shri Jatindra Kr. Majumder.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন তার উপরে General discussion এ আলোচনা করতে গিয়ে আমি মোটামুটি কয়েকটা Head এর উপর আমার বক্তব্য রাখব। কারণ সবগুলির উপর আলোচনা করার মত সুবিধা নাই যেহেতু সময় খুব কম দেওয়া হয়েছে বলে মনে করি।

এই বাজেটে যে টাকার অঙ্ক দেখতে পেলাম তাতে দেখা যাচ্ছে Territory Schemes এ আছে ৩১,২১,১৮,০০০ হাজার টাকা আর Central Sponsored হচ্ছে ৩৬,২৩,০০০ হাজার টাকা, মোট ৩১, ৫৮, ০১,০০০ টাকা। বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমে দেখা যাচ্ছে এগ্রিকালচারে রয়েছে ৪১,০৭,০০০ টাকা। আমাদের মাননীয় Lt. Governor এর ভাষণে আমরা এই আভাষ পেয়েছি যে সরকার এগ্রিকালচারের উপর জোর দিচ্ছেন। যে টাকা এই খাতে রাখা হয়েছে আমার মনে হয় কমই রাখা হয়েছে। আরো বেশী রাখা উচিত ছিল। কারণ সবুজ বিপ্লবকে সার্থক রূপায়ণ করতে হলে এগ্রিকালচারের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। কারণ কৃষি ভিন্ন ত্রিপুরার লোকের বাঁচার কোন উপায় নাই। ত্রিপুরার জন সাধারণের ৮০% লোক এই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কাজেই এই কৃষি খাতে যে অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা স্বল্প বলেই আমি মনে করি। কৃষি সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা যা দেখি সেটা হল জল সেঁচের অভাব। আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এই একই জিনিষ লক্ষ্য করেছি। এই জলের অভাবের জন্য ইচ্ছা থাকলেও কৃষি করা যায় না। এটা সব সদস্যরাই জানেন। উপলব্ধি করছেন। এখানে Agriculture এ Introduction of varieties programme and intensive Agriculture programme এই প্রগ্রামকে যদি আমরা সার্থকভাবে রূপায়ণ করতে চাই তাহলে আমি পূর্ব্বে যা বলেছি যে সেচের উপরই বিশেষ জোর দিতে হবে। জলের উপরই এটার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করছে। এই কথা সত্যিই বলা হয় আমাদের বিদ্যুতের অভাবে, পাওয়ারের অভাবে কিছুই করতে পারছি না। পাওয়ার আসছে এবং আসবে। তখন আমরা ব্যপক ভাবে পরিকল্পনা করার আশা রাখি। কৃষকদের আজ ভাল বীজের দিকে নজর এসেছে। তারা চায় তাইচুং, আই আর ৮, ইত্যাদি, কিন্তু তারা পারছেনা একমাত্র জলের অভাবে। আমরা দেখতে পাই জলসেচের জন্য অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই Un-successful. বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই বাঁধের দ্বারা কতটুকু জল আমরা পাই। আমাদের মান্দাই এলাকায় একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে, বহু লক্ষ টাকা খরচ করে কিন্তু সেখানে গেলে দেখা যায় জলের চিহ্নও নেই। সেখানের জনসাধারণ জল পায় না। কাজেই এই বাঁধ প্রকল্পগুলি গ্রহণ করার পূর্ব্বে সেইস্থানের পুরান অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়ে

করা দরকার। স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকরাই বলতে পারবেন যে কোথায় কখন কিরকম জল হয়, কোথায় কি সুবিধা অসুবিধা। এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরই টেকনিকেল ম্যানদের এই সব প্রকল্পে হাত দেওয়া উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের টেক্‌নিকেল ম্যানরা যখন যান তারা ত এই সব লোকের পরামর্শ নেনই না উপরন্তু তাদেরে অবহেলা করেন। তারা মনে করেন আমরা লেখাপড়া শিখে এসেছি। আমরাই ভাল বুঝি। সুতরাং তারা যাই বুঝেন তাই করেন। এই জন্যই আমরা প্রায়ই unsuccessful হচ্ছি। এইভাবে সরকারী টাকার বিপুল অপচয় হয়। কাজেই বাঁধ করার পূর্ব্বে সমস্ত অভিজ্ঞ জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের পরামর্শ নিয়ে করা দরকার।

আর একটা বিষয় হচ্ছে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিরাট বিরাট প্রকল্পের চিন্তা করি। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রকল্প রচনা করি তারপর sanction এর জন্য দিল্লী পাঠাই। দিল্লীতে লেখালেখি করে sanction আসতে অনেক সময় লাগে। কোন কোন কাজে হাত দিতে ২/৩ বৎসরও সময় লাগে। এই সময় কৃষকগণ অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করেন। এতে আমাদের উৎপাদন অনেক পিছিয়ে যায়। এত বড় বড় প্রকল্প না করে আমরা যদি ২০/২৫/৩০/৫০ হাজার টাকার প্রকল্প করি যা ত্রিপুরা সরকারের ক্ষমতার মধ্যে আছে সেই প্রকল্পই আমাদের নেওয়া উচিৎ। তাই আমি একটা সাজেশান রাখছি যে বড়বড় প্রকল্প না নিয়ে ছোট ছোট প্রকল্প যা ত্রিপুরা সরকারের আওতায় আছে সেই রকম প্রকল্প করা যায় কিনা তা আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার।

আর একটা বিষয় হচ্ছে—Jute Development Programme। আজকে অধিকাংশ কৃষক, পাহাড়ী ভাইরা পাহাড় অঞ্চলে মেসটা চাষ করেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যই নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে পাহাড়ে দুই ফসল হয় না। অনেক জায়গায় ধান ও হয় না। তাই তারা মেসটা করার জন্য আগ্রহশীল। এবং এটা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এটা চাষ করে কি হবে? এই মেসটা ভিজাবে কোথায়? ভিজাবার সুযোগ নেই, জল নেই, গর্ত নেই। তাই ব্লকে schme আছে ছোট ছোট গর্ত করার জন্য টাকা পয়সা দেওয়ার। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই সেই টাকা পয়সা জনসাধারণ পায় না। ব্লকে যে সামান্য কিছু টাকা যায় Jute Rating tank বা Jute Development এর ব্যাপারে সেগুলোর সুযোগ তারা নিতে পারে না। যেখানে দেখা যায় Agriculture এ আছে Jute Rating tank এর জন্য ৫ কানি জায়গা দিতে হবে। ৫ কানি জায়গা এক জায়গায় দেওয়ার মত কতটি গ্রাম আছে ত্রিপুরাতে। সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তারপর আর একটা কথা হল সেখানে ছড়া আছে কিনা। ছড়া না থাকলে

হবে না। এমন কোন জায়গাও পাওয়া যায় না, কাজেই এটা আমাদের কাগজে পত্রে থেকে যায় সেই জায়গা আর Jute Rating tank বাবত খরচ ও ময়না এবং টাকাটা যথাস্থানে সসম্মানে গমন করেন। কাজেই সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে যাতে ছোট ছোট গর্ত করে ২৫/৩০টি পরিবার পাঠ ভিজাতে পারে, তারজন্য আমাদের টাকা রাখতে হবে প্রত্যেকটি Block এর under এ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটি কথা হল, fertilisere ইত্যাদি নেওয়ার ব্যাপারে। কৃষি উৎপাদন করার জন্য প্রথমে দরকার উৎকৃষ্ট সার পোকা মাকড়ের ঔষধ। দেখা যায় rural areaতে বা interrior areaতে fertilisere পাওয়ার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারণ সেখানে যাতায়াতের অসুবিধা, বহু দূরবর্তী স্থান থেকে এসে আদিবাসীরা সার নিয়ে যেতে অসুবিধা হয় বিধায় তারা তাদের জমিতে chemical fertilisere দিতে উৎসাহী নন। তাই আমি মনে করি প্রতিটি গাঁও সভার অন্তত: ১টি করে seed store দেওয়া দরকার, যাহাতে কৃষকরা ঐ Seed Store থেকে বীজ, সার, পোকামাকড়ের ঔষধ এবং কৃষির যন্ত্রপাতি সহজে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমাদের রাণীর বাজারের একটা Seed Store হওয়ার কথা। আমি যতটুকু জানি সেটা মঞ্জুর হয়েছে, কিন্তু জায়গার অভাবে সেটা করা হয় নি। জায়গা যদি কেউ donate করে আমরা তখনি তা করতে পারি। টাকা পয়সা সব ready। কিন্তু রাণীর বাজারের মত স্থানে রাস্তার পাশে জায়গার valuation অনেক বেশী, তাহা সকলই অবগত আছেন। রাণীরবাজারের পূর্বদিকে নলগড়িয়ার রাস্তার পাশে এক ভদ্রলোক একটা জায়গা দান করেছেন, আমি ঐ ভদ্রলোককে এই ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় Seed Store। আজকে ৮ বৎসর হল সেই জায়গা দান করা হয়েছে, Seed Storeএর নাম গন্ধও নেই। Block এ যদি খবর নেওয়া হয় তারা বলেন আমরা এই ব্যাপারে Supdt. Central zone এর কাছে লিখেছি। Supdt. Central zone এর কাছে যদি যাওয়া হয় তারা বলেন P.W. Deptt. করবে। P.W.Dতে খোঁজ নীলে তারা বলে যে আমরা এখনো কাগজপত্র পাঠাই নি। ছোট একটা কাজ দুই হাজার আড়াই হাজার বা তিন হাজার টাকা খরচ হবে, সেটার Sanction আছে, জায়গা ও দেওয়া হয়েছে অথচ Seed Store করা হচ্ছে না। সেটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ছোট একটি কাজের দিক দিয়েও আমাদের লক্ষ্য নাই। কাজেই আজকে যদি কৃষির অগ্রগতি করতে হয় খাদ্যে ত্রিপুরাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হয়, ভূমিহীনকে আজকে যদি ভূমি দিতে হয়এবং সে জায়গায় চাষাবাদের যদি ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আমাদের আজকে জল সেচের অত্যন্ত প্রয়োজন। তারই জন্য আজকে আমাদের ছড়া ও নালায় ছোট ছোট সীজন্যাল বাঁধ দিতে

দিতে হবে—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি কৃষি অধিকর্তাকে একটি পরামর্শ দিয়াছিলাম যে কাশীপুর সার্কেলে দুটি টিউবওয়েল বসানোর জন্য যাতে অটোমেটিকেলি জল উঠে। তিনি করবেন করছেন বলেছেন। যেখানে আমরা হাজার হাজার টাকা খরচ করতে চাই সেখানে কয়েকটা Tube well দিলে একটা মাঠ বা সার্কেলকে—আমি কাশীপুর সার্কেলের কথা বলছি সেখানকার সকল কৃষকই প্রগতিশীল, তারা উন্নত ধরনের কৃষক, তারা সেটা করতে চায়। কেউ কেউ Tube well বসিয়েছে নিজের খরচেই কিন্তু সবারই সে ক্ষমতা নাই সরকার থেকে যদি কিছু সাহায্য করা হয় আমি জানি তারা অর্ধেক খরচ নিজেরা বহন করতে রাজী আছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সেটা করা হচ্ছে না। আমরা শুধু মুখে যদি বলি যে আমরা ত্রিপুরাকে খাদ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব তা আমরা পারব না। তাই এদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি শিক্ষা সম্পর্কে বলছি। এ সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় ত্রিপুরাতে যথেষ্ট স্কুল কলেজ হয়েছে এটা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে—বাজেটের Explanatory note এ দেখা যাচ্ছে Edu. State Plan এ আছে ২১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা আর Centrally Sponsord Scheme এ আছে ৩১ হাজার টাকা। সেখানে আছে Opening a School for Blind আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সব দিক দিয়েই প্রসার হচ্ছে বটে কিন্তু অন্ধদের জন্য কোন স্কুল হয় নাই। অন্ধদের সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সমস্ত State এ অন্ধদের জন্য স্কুল আছে কিন্তু ত্রিপুরাতে নেই। আমাদের union territory, আমাদের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ তথাপি এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। ত্রিপুরাতে বহু অন্ধ ছাত্র আছে যাদের মধ্যে বুদ্ধি আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, সুযোগ পেলে তারা যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে। কাজেই এই অন্ধরা যাতে সুযোগ পায়, তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

আর একটা জিনিষ হচ্ছে—বেসরকারী স্কুলগুলিকে সাহায্য দেওয়া হয় তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু grant in aid যা দেওয়া হয় building construction ইত্যাদির জন্য তা অতি নগণ্য। তার পর grant in aid এর টাকাও department থেকে রীতিমত দেওয়া হয় না যারজন্য মাষ্টারগণ সময়মত বেতনও পান না। অবশ্য বিভিন্ন কারণে দেরী হয় কিন্তু এতে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যখন মাষ্টাররা তিন মাসেও বেতন পান না তখন তারা কি করে স্কুলে পড়াবেন কারণ অর্থ কষ্টে তাদের মানসিক অবস্থা ঠিক থাকার কথা নয়। আর তখনই আন্দোলন ইত্যাদি সুরু হয়। আর সেই আন্দোলনকে রুখতে গিয়ে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। কাজেই এদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। এখানে দেখা যায় grant in aid for

বেসরকারী স্কুল অর্থ রাখা হয়েছে—মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে নেই তবু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই grant in aid এর টাকা যেন সময়মত বেসরকারী স্কুলগুলিকে দেওয়া হয়

আর একটি কথা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যে সব বে-সরকারী স্কুল আছে সেগুলি সরকারের take-up করা উচিৎ। অন্ততঃ পক্ষে গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারী এবং জুনিয়র বেসিক বে-সরকারী স্কুলগুলি অতি সত্বর সরকারের গ্রহণ করা দরকার। কড়ইমুড়া (বিশালগড়) একটা বেসরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে বহু বৎসর যাবৎ তারা কষ্ট করে স্কুলটা চালাচ্ছে। সরকার নিয়ে নিলে স্কুলটা আরও ভালভাবে চলত এবং ছাত্ররাও আরও সুযোগ সুবিধা পেত। কিন্তু স্কুলটা সরকারের take up করতে কি অসুবিধা আছে বুঝি না। সেখানে যে সব শিক্ষক কাজ করছেন তারা নাম মাত্র বেতনে কাজ করছেন। কতকাল তারা এই ভাবে কাজ করবেন। এই ভাবেই ত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। কাজেই এই সব চিন্তা করে আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যে অন্ততঃপক্ষে গ্রামাঞ্চলের বেসরকারী স্কুল যেগুলি অনেকদিন যাবৎ কষ্টে চালিয়ে যাচ্ছেন সেইগুলি take up করে নেন। পূর্ব্ব নগাঁও একটা landless colony আছে সেই landless colony তে একটা বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল চলছে। মাননীয় উপমন্ত্রী সেই কলোনীতে গিয়েছেন এবং সেই স্কুলটাও দেখে এসেছেন। স্কুলটাকে সরকারের take up করার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। এটা একটা landless কলোনী তারপর অধিকাংশ নিরক্ষর লোক। কাজেই তাদের আবেদনের অপেক্ষা না রেখেই স্কুলটা সরকারের গ্রহণ করা উচিত ছিল। সরকারের এই রকম কার্য্যকলাপ শিক্ষা প্রসারনীতির বিরোধী। আমি আশা করি এই প্রাইমারী স্কুলটা সরকার গ্রহণ করবেন এবং এর উন্নতি সাধন করবেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আর একটি কথা হচ্ছে স্কুলগুলির জন্য বাজেটে টাকা রাখা হয় কিন্তু সেগুলি সব সময় এবং ঠিক ভাবে খরচ হয় না। আমি দেখেছি ৬৭-৬৮ সনের বাজেটে আমাদের রেশম বাগান জুনিয়র বেসিক স্কুলের জন্য এক লক্ষ কয়েক হাজার টাকা রাখা হয়েছিল। তা দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম। স্কুলটার উন্নতি হবে খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু ৬৭-৬৮, ৬৮-৬৯, ৬৯-৭০ সাল শেষ হয়ে গেছে, ৭০-৭১ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেই টাকা খরচের নামগন্ধও নেই। স্কুলটার কোন উন্নতি হয় নাই বর্ষাকালে জলে ডুবে থাকে স্কুলের ঘর ভাঙ্গাচুরা কোন construction হয় নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা কত আবেদন নিবেদন করে চলছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তারপর আর একটা হচ্ছে পয়েরপুর পল্লীমঙ্গল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। এটা গভর্ণমেন্ট স্কুল, সেই স্কুলের জন্য শুনেছিলাম ৬ লক্ষ টাকার বাজেট করা হয়েছিল। কিন্তু একটা পয়সাও খরচ হতে দেখিনা। কোথায় বাজেট, কেন খরচ হয় না সে সব সম্পর্কে আমরা কোন সুনির্দ্দিষ্ট উত্তর পাইনা।

আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষার প্রসার হচ্ছে এটা খুব আনন্দের বিষয়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে rural এলাকায় যে সব স্কুল আছে সে গুলিকে আরও সাহায্য দিতে হবে, সেগুলি আরও উন্নতি সাধন করতে হবে এবং rural এলাকায় আরও নূতন নূতন স্কুল খুলতে হবে। এই দিকে সরকারের নজর দিতে হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা বিষয় হচ্ছে যে সব সিনিয়র বেসিক স্কুল দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে সেগুলি up-grade হওয়া একান্ত দরকার। এই সব সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে up-grade না করলে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্র ভর্তি সমস্যা আরও জটিল হবে। একজন মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্ররা স্থান পাচ্ছেনা। বহু ছাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্তি হতে না পেরে পড়াশুনা ছাড়তে বাধ্য হয়। এর ফলে বহু ছেলের জীবন অনির্দ্দিষ্টের পথে বয়ে চলে। তাই মফঃস্বলে যে স সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে সেইগুলির up.gradation একান্ত প্রয়োজন। সেগুলি up-grade হায়ার সেকেণ্ডারী না হোক অন্ততঃ হাইস্কুল পর্য্যন্ত প্রথম করা দরকার। আমাদের পুরাতন আগরতলায় একটা Junior High School আছে। সেটার অবস্থা অতি শোচনীয়। সেটা ঘর ভাঙ্গাচুরা, নাই কোন construction, নাই কোন চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চি। স্কুলটা একটা অদ্ভুত অবস্থায় আছে। পুরান আগরতলা একটা নামকরা জায়গা, স্কুলটাও বহু পুরাতন এবং ছাত্র সংখ্যাও যথেষ্ট কাজেই এই স্কুলটার উন্নতি করার একান্ত প্রয়োজন।

Industry ত্রিপুরাতে grow করেনি সেটা আমরা জানি। ত্রিপুরাকে শিল্পে উন্নত করে তুলতে হবে। তবে ত্রিপুরাতে কৃষি ভিত্তিক শিল্পের দিকে জোর দিতে হবে বেশী। কৃষিকে যদি আমরা অগ্রাধিকার দেই তাহলে আমাদের শিল্প গড়তে হবে কৃষিভিত্তিক তা না হলে কৃষিতে দ্রুত উন্নতি সম্ভব হবেনা। যেমন আজকেই এই হাউসে আলোচনা হয়েছে যে বিলোনীয়ার অনেক জায়গায় বহু কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব কমে গিয়েছে। কাজেই কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে কৃষক তার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ঠিক পাবেনা। আমরা আমাদের কৃষিজাত দ্রব্য ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারব না।

আমরা তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য cooperative basis এ সাহায্য করছি। এবং ত্রিপুরাতে তাঁত শিল্পের যথেষ্ট উন্নতিও হচ্ছে। আমাদের গরীব তাঁতীরা তাদের বহু কষ্টে তৈরী কাপড় আগরতলার Sales Emporium এ জমা দেয় সেখানে থেকে তারা প্রথম কিছু টাকা পায় এবং বিক্রি হলে পুরা টাকা পায়। এইভাবে গরীব তাঁতীদের কষ্টার্জ্জিত দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই সেলস্ অম্পুরিয়ামটা পর পর দুইবার পোড়া যায় এবং লুট হয়। এর ফলে গরীব তাঁতীরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা Sales Emporium এ তাদের রক্ষিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ আজও পান নাই। এ সম্পর্কে একটা তদন্ত কমিটি গঠিত

হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটি তদন্ত করছেন কিনা জানিনা। অনেকদিন হয়েছে তদন্ত কমিটি হয়েছে কিন্তু আজপর্যন্ত কোন রিপোর্ট দিয়েছেন কিনা জানিনা বা Industry Deptt. ও তাদেরে কোন সাহায্য করতে দেখি নাই। এর ফলে আজ বিভিন্ন সমবায় সমিতি এবং ছোট ছোট কুটির শিল্পে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে।

বহুদিন যাবৎ মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি নামে একটা সমিতি ছিল। এখন এটা মৃত হয়ে গিয়েছে। এই সম্পর্কে আমি এই বিধান সভায় বহুবার বলেছি কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সেই শিল্পকে রক্ষা করার মাথা ব্যাথা কারও নেই। সেই কুম্ভকার যারা আছেন তাদের আজ অবস্থাটা কি? তারা জিনিষ তৈরী করতে জানে। কিন্তু তারা সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হচ্ছে।

MR. SPEAKER :—You are given green signal.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কি আধা ঘন্টা হয়ে গেছে? হয়নিতো আরও ১৫ মিনিট আছে বোধ হয়।

MR. SPEAKER :—Almost gone. আর তিন মিনিট আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আমাকে আর দশ মিনিট সময় দিন। আমি মাত্র ২টা হেড সম্পর্কে বলছি। এরপর আমি ডিমাণ্ড নং ২২ সম্পর্কে বলছি। সেটা হচ্ছে National Extension service and Development organisation. সেই Head এ অবশ্য যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু Communication এর অভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেখা যায়, Tribal welfare Deptt. থেকে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, Tribal এবং scheduled caste যেখানে আছে সেখান থেকে বড় বড় road এর সাথে link road করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে জিরানিয়া ব্লক সম্পর্কে আমি বহুবার এই Assemblyতে বলেছি যে এই ব্লকে বহু Tribal আছে। এখানে link road করা হউক, সেখানে রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা নেই। একবার ব্লক থেকে একটা estimate করা হয়েছিল একটা রাস্তা করার জন্য, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তারপর Tribal welfare deptt. এ খোঁজ নিলাম, তারা বলল যে এখন কাজ হবে না। Tribal welfare deptt. এ Communication খাতে ১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। Tribal যেখানে আছে, scheduled cast যেখানে আছে সেখানে link road করার জন্য। সেই রাস্তা কোথায় হয়? আমি তো জানি কোন deptt. একথা বলতে পারেন না যে ১৯৬৮, এবং ১৯৬৯-৭০ সন জিরানীয়া ব্লকে Tribal এলাকাতে Tribal welfare deptt থেকে কোন রাস্তা করা হয়েছে কিনা। আমি এই সম্পর্কে Assemblyতে একটা question করেছিলাম, উত্তর এসেছে "তথ্য সংগ্রহাধীন আছে"। তথ্য সংগ্রহাধীন কেন আছে আমি বুঝতে পেরেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার অর্থ হল এই যে সেখানে কিছুই করা হয়নি। উত্তরটা delay করার জন্য এখনো তারা

তথ্য সংগ্রহ করছে। জিরানিয়া ব্লক Tribal welfare deptt. থেকে মাত্র ১০ মাইল। আমার প্রশ্নের এই উত্তরটা আনতে সামান্য সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু এখনো তথ্য সংগ্রহ করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাই আমি বলব তথ্য আর সংগ্রহ করতে হবে না। Tribal welfare এর মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, তার দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি, যাতে আমাদের জিরানিয়া ব্লকে Tribal welfare deptt. থেকে ring well করা হয়, তার দিকেও যেন তিনি নজর রাখেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পঞ্চায়েত সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি। পঞ্চায়েত বাবদে grant in aid ৩৮,০০০ টাকা। Horticulture ইত্যাদি যাতে করতে পারা যায় সেইভাবে টাকাও রয়েছে কিন্তু কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি পয়সাও আজ পর্যান্ত ব্যয় করা হয় নাই, এই খাতে। আমি challenge করে বলতে পারি। Horticulture করার জন্য টাকার বরাদ্দ আছে, Piciculture এর বেলায় কোন টাকাই খরচ হয় নাই। তার কারণ হল এই যে, পঞ্চায়েত থেকে যে Horticulture করবে, এটা হচ্ছে একটা সংস্থা, এর কোন জায়গা নেই। কাজেই জায়গাটা হল, খাস জায়গা। সেই খাস জায়গাতে পঞ্চায়েতের Horticulture করার অধিকার আছে। আইনেও আছে। সেই খাস জায়গা দখল করে বহু পঞ্চায়েত জমি বন্দোবস্ত চেয়েছে। কিন্তু তারা আজ পর্যান্ত বন্দোবস্ত পায় নাই। বন্দোবস্ত না পাওয়ার দরুন যেহেতু তাদের নামে কোন রেকর্ড নেই, সেই কারনেই তাদের নামে যে টাকাটা ধরা থাকে সে টাকাটা পায় না। কাজেই আমি মনে করি পঞ্চায়েত থেকে Agriculture এর Horticulture ইত্যাদি করার জন্য যে সমস্ত জায়গা চাওয়া হয়েছে অনতিবিলম্বে সেই সমস্ত জায়গা তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হলে একমাত্র পঞ্চায়েতের কিছু আয় উন্নতি হতে পারে। তাই আমি সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পূর্ত বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ত্রিপুরার Comunication এর দায়িত্ব এই বিভাগের। এই বিভাগ থেকে অনেক রাস্তাঘাট হয়েছে, সেটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে রাস্তাগুলি ধরা আছে সেগুলি করতে অনেক দেরী হয়। যে রাস্তাগুলি P. W. D. করেছে সেগুলি maintain করার প্রয়োজনীয়তা তারা মনে করেন না। কারণ আমি দেখিয়ে দিয়েছি, একটা রাস্তা সেটা হচ্ছে রাণীর গাঁও, জাকুলবাচাই, এই রাস্তাটি P. W. D.র রাস্তা। বহু আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, রাস্তাটি মেরামত ও একটি পুল করার জন্য। কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া গেলনা। P. W. D. থেকে কোন লোকই যায় না। সেটা আমি প্রমাণ করলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খিলাভলী নূতন ট্রাইবেল কলোনী উদ্বোধন করতে গেলেন কিছুদিন আগে। সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ

করলাম। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি যাতে সেই রাস্তা দিয়ে না যান সেই চেষ্টা চলছিল। আমি অবাক হলাম শুনে যে, উনি অন্য রাস্তায় যাবেন। আমি যখন কারণ জানতে চাইলাম, তখন বলা হল যে সেই রাস্তা ভালো নয় উনার গাড়ী আটকিয়ে যেতে পারে। তখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে কারণ এরাস্তার সব লোকজনকে আমি বলে রেখেছি। তখন তিনি যেতে রাজী হলেন। যাওয়ার পর উনি বুঝতে পারলেন রাস্তাটার দুরবস্থা। রাস্তার জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে আছে, পুল নেই। পঞ্চায়েত থেকে কয়েকবার রাস্তাটি মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের টাকা নাই, ক্ষমতাও নাই। আমি কেবলমাত্র উদাহরণ স্বরূপ এটা বললাম। কথা হল, যেসব রাস্তা বিশেষ দরকার সেগুলি আগে করা উচিত। সেইদিকে তাদের দৃষ্টি নেই বলে আমি মনে করি। তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে আসছে Public Health সেটা হল rural এলাকাতে Tubewell, Ring well ইত্যাদির জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সেটা অত্যন্ত কম। কারণ প্রায় জায়গাতেই পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। কাজেই অন্য কিছু না হউক অন্তত: পানীয় জলের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন অনেক জায়গা দেখতে পাই যে, প্রায় দশ মাইলের মধ্যে পানীয় জলের কোন প্রকার সুব্যবস্থা নেই। কিছুদিন পূর্বে আমি এক জায়গায় দেখে এলাম ৬৩০ দ্রোণ জমি আছে। অথচ সেখানে একফোটা জলের কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ একটি Tube well বসাতে যে জলের প্রয়োজন সে জলও নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য Public Health এ যথেষ্ট টাকা ধরা হয়। সেটা ঠিক ঠিক ভাবে যথাযোগ্য জায়গায় সেগুলি করা দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আরেকটা কথা হচ্ছে যে Demand No. 8.— Parliament state/Union Territory. এটা হচ্ছে আমাদের এই Assembly এর ব্যাপার। সেটা আমরা অনুভব করি আমরা বিভিন্ন Committeeতে থাকি আমরা দেখি আমাদের Assembly Staff দের কি কাজ। যথেষ্ট কাজ তাদের আছে। কিন্তু তারা কোথায় কি করে কাজ করবে। এই যে সীমিত staff তারা এই সীমিত staff এর মধ্যে দিয়েই যথাযথ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন আগামী কালের Business আজকে হয়ত আমরা পাবনা। কিন্তু প্রায়ই দেখা যাচ্ছে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে পেয়ে যাই। তবে মাঝে মাঝে কেন যে পাই না সেটাও আমরা বুঝি। আমাদের যে staff, সেই staff কে ঠিক ঠিক জায়গায় বসাতে হবে, বিশেষ করে Committee তে আমরা থাকি আমরা দেখি Committee তে যেসমস্ত কাজ হয় সেগুলিতে আমাদের Secretary মহোদয় সব সময় থাকতে পারেন না। কাজেই সেখানে আমাদের staff এর প্রয়োজন আছে। তাই সেখানে আমাদের একজন উপযুক্ত Under Secretary বা

Committee Officer এর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি এবং আমাদের Contingent Head এ যারা আছে তারা অনেক দিন যাবৎ এখানে কাজ করছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমরা এতগুলি লোক এখানে Assemblyতে বক্তৃতা করি, তারা দাড়িয়ে থাকে, তারা আমাদিগকে দেখা শুনা করে. কোন কথা বললে সেটা পালন করে কিন্তু তাদের Permanent করার কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নিজেই এখানে আছেন, আপনি এবিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখবেন। আরো শুনেছি এখানকার staff দের প্রমোশন এবং staff বাড়ানোর ব্যাপারে Proposal যায় Administration এ কিন্তু এগুলি নাকি তারা এখানে করতে পারেন না, তাই দিল্লীতে পাঠানো হয়। কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন Post create হয়, কেবল Assemblyর জন্য Post create হতে পারে না, এটা আমি ঠিক ভাবে বুঝতে পারি না যে প্রকৃত ব্যাপারটা কি ? তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER— Now I would call Hon'ble member Shri Nishi Kanta Sarker. মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে ১৫ মিনিট বলবেন।

SHRI NISHI KANTA SARKER— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার কারণ এই বাজেটে যে অর্থ রেখেছেন তা ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য। এই বাজেটে বিরোধীতা করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যের মনে এটার প্রতি অবিশ্বাস জেগেছে। আজকে লে: গভর্ণর যে সবুজ বিপ্লবের কথা বলেছেন। অর্থমন্ত্রী যে সব অর্থ এখানে রেখেছেন এর বিভিন্ন দিক দিয়ে মাননীয় সদস্য মহাশয় বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে suggestion ত রাখেননি বরং বাজেটের প্রতি উনি একটা অবিশ্বাসের ভাব নিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅঘোর বাবুর বাজেটের প্রতি বিশ্বাসই নাই। এই বাজেট আলোচনা কালে আমাদের যুক্তি দেওয়ার যেটুকু প্রয়োজন আছে সেটুকুই আমরা দেব। কিন্তু তিনি কোন যুক্তি না রেখে কোথায় চুরি হচ্ছে, কোথায় চা বাগান Nationalisationকরা হচ্ছেনা—আবার এদিকে বলছেন ব্যাঙ্ক করা হয়েছে অর্থাৎ উনার বিশ্বাসই নেই। আবার বলছেন শিক্ষা বিভাগে strike হয় কেন, হরতাল হয় কেন, আন্দোলন হয় কেন ? একদিকে আবার বলছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, দালান কোঠা বেড়েছে। অর্থমন্ত্রী বক্তৃতায় বলেছেন দিন দিন লোক সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি আমাদের স্কুল কলেজও বাড়াতে হবে। তাহলে এটুকু আবার স্বীকার করেছেন। বাজেটে উনার যে বক্তব্য বাজেট আলোচনায় রেখেছেন সেটা তিনি ঠিক ঠিক ভাবে

রাখতে পারেন নাই। তার কারণ বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যেখানে নেই সেখানে জনহিতকর কার্য্য কি ভাবে উনারা করতে পারেন! "বিশ্বাসে পাবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" অর্থাৎ বিশ্বাস যার নাই সে গাছ থেকে পড়বেই এবং পড়ে মরে যাবেই। আমি একটি গল্প বলছি। এক ফকির আর এক বৈরাগী চলছে রাস্তা দিয়ে। ফকির বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাই একটু দুর্বল। বৈরাগী কিন্তু বেশ জোয়ান, দেখতেও সুন্দর। বৈরাগী ফকিরকে প্রশ্ন করে, বলত তোমার আল্লা বড় না আমার কৃষ্ণ বড়। ফকির বলে, আমার আল্লা বড। বৈরাগী ধমক দিয়ে বলে ধ্যৎ আমার কৃষ্ণ বড়। এ নিয়ে তর্ক চলতে থাকে। বৈরাগী বলে, যদি তোর আল্লা বড় হয় তাহলে তুই এই তাল গাছটায় উঠে লাফ দে দেখি তোর আল্লা তোকে বাঁচায় না আমার কৃষ্ণ আমাকে বাঁচায়। ফকির দেখল যে বৈরাগী স্বাস্থ্যবান, দেখতে সুন্দর, তার সঙ্গে পেরে উঠা অসম্ভব। খোদায় যা করেন এই ভেবে তাল গাছে উঠল। উঠে আল্লার নাম নিয়ে সে লাফ দিল। ফকির বেঁচে গেল। কিছুই হ'ল না। বৈরাগী তখন চিন্তা করতে লাগল—আরে সত্যিই তো আমার কৃষ্ণ বড়, না ওর আল্লা বড়। কে বড়? তারপর ফকির বলল বৈরাগী ভাই এবার তুমি উঠ। হৈ চৈ শুনে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। ব্যাপার কি জানবার জন্য। তখন ফকির সব ঘটনা জানাল। আমি তো আল্লার নাম নিয়ে তালগাছে উঠে লাফ দিয়েছি। আল্লা আমাকে বাঁচিয়েছে। এখন ওর পালা। মানুষের চাপে বৈরাগী গাছে উঠল। উঠে চিন্তা করছে এখন কি বলবে। আল্লাই বড় বলবে, না কৃষ্ণই বড় বলবে। এই চিন্তা করতে করতে স্থির করল যে দু'টোই বলবে। আল্লা রাখলে ও রাখবে, কৃষ্ণ রাখলেও রাখবে। এই না বলে যেই লাফ দিয়েছে শরীর মাথা ফেটে লীলা সেখানেই সাঙ্গ হয়েছে। আমাদের মাননীয় সদস্য মহোদয় বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোথায় কে চুরি করল, কোথায় তুফানে বিল্ডিং ফেলে দিল এই সব কথাই বলেছেন। জনগণের মঙ্গলের জন্য তিনি কিছুই বলেন নাই।

এখন সারা ভারতবর্ষে দেখা গেছে যে আজ ২০ | ২২ বৎসর পরে ঐ সবুজ বিপ্লবের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। এত বৎসর পরে তারা দেখল যে এখন আর উপায় নেই—ঐ যে নিম্নস্তরের কৃষক, শ্রমিক তারাই একমাত্র ভারতবর্ষ তথা জনগণকে রক্ষা করতে পারে তার উৎপাদনের দ্বারা, তার শ্রমের দ্বারা। তাই আজকেও এই Houseএ বিভিন্ন সদস্য Agriculture সম্পর্কে suggestion রেখেছেন। আমিও কিছু কিছু রাখতে চাই। অবশ্য মন্ত্রীমহোদয়গণ বলবেন যে Irrigation Project ইত্যাদি বিভিন্ন ধারাতেই কৃষকদের জন্য টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে এই কথাই বলব, যে টাকা এখানে ধরা হয়েছে—আজকে যদি ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় এই টাকা কৃষকের কল্যাণে আরো বেশী ধরা উচিত ছিল। এই ব্যয় বরাদ্দ যদি সঙ্গতির দিক দিয়ে

ধরা হয়েও থাকে সেটা ও যেন ঠিকঠিক ভাবে ব্যয় করা হয়। তার কারণ আমরা দেখেছি—আমরা যতগুলি Estimate এর কথা বলি. schemeএর কথা বলি, মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট বলি, Deptt. এ বলি—তারা কোথায় কি Estimate করল. কোথায় পাঠাল—বিভিন্নভাবে বৎসরের পর বৎসর Estimateগুলি পড়ে থাকে। আমি আমার Sub-Division সম্পর্কে বলতে পারি, সুখ সাগর জালায় যে স্লুইচ গেইট হয়েছে সেটা ৫।৭ বৎসর ভেলানোর পরে সরকার করেছে। তাতে বিরাট একটা এলাকা উপকৃত হয়েছে। সেইজন্যই আজকে দু'ফসল হচ্ছে। আগামীতে জলের ব্যবস্থা হলে হয়ত তিন ফসল ও হতে পারে। আর একটি হ'ল উদয়পুর সাবডিভিসানের ছিরাপুর জলা। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে এর জন্য একটা Estimate হয়। এটা একটা সামান্যতম Estimate, বোধহয় হাজার ত্রিশ টাকার মত। এই কাজটা হলে পরে ছিরাপুর জলার মানুষ উপকৃত হ'ত। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সবার কাছে বহুবার বলেছি। সামান্য টাকার কাজ, ১০।১২ হাজার টাকার বেশী নয়। কেবল শুনেছি survey হয়েছে, পাঠিয়ে দেব ইত্যাদি। ঝগড়াটা কোথায় হয় জানেন? ঝগড়াটা হচ্ছে Deptt এ Deptt এ। Minor Irrigation থেকে ঐ Estimateটা বোধ হয় P.E.র কাছে যায় বা S.Eর কাছে যায়। সেখানে ঐ Fileটাকে টান দিতেই বোধ হয় ৬ মাস চলে যায়। তারপরে হয়ত একটুখানি Technical অসুবিধাটা দেখল—বলল পাঠিয়ে দাও Depttএ। ঐখানে কেরাণী থেকে পাঠাতেই লেগে গেল ৩ মাস। সেজনাই বলছি Estimate ই শুধু হচ্ছে, কাজ কোথায় হচ্ছে? একটা অঞ্চল, উত্তর মহারাণী থেকে দক্ষিণ মহারাণী ১২ স্কোয়ার মাইল হবে আদিবাসী কৃষক অঞ্চল, সেখানে ২টা estimate এর জন্য বহু অনুরোধ করেছি, আমাকে বলা হল যে হয়ে যাবে। কিন্তু এই হওয়ার মধ্যে এই যে টাকা, তার জন্য কাগজপত্র সবই হচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। তাই আমি বলব, যদি সবুজ বিপ্লবকে কার্য্যকরী করতে হয়, দেশকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে বক্তৃতার মাধ্যমে নয়। ২০।২২ বছর ধরে সমানে বক্তৃতা হয়েছে। বক্তৃতায় কাজ হয় না। আসলে বাস্তব কাজ করতে হবে। আমি বলছি এক একটি Sub-Division এ অফিস চাইলেই তো হবে না, তার অর্থের দরকার, staffএর দরকার। অন্ততঃকারণে কমখরচ করেও যদি ২।১টা করে হয়, সেটা সত্যি কাজে লাগবে। আমার মনে হয় তাহলে এই বিশ বছরে অনেক কিছু হয়ে যেতো। ষ্টাফ দৌড়াল, এষ্টিমেট করলো, P.E.র অফিস গেলো, মাইনর ইরিগেশনে গেলো কেন? দুইটি ডিপার্টমেন্ট আলাদা করলেই হয়। মাইনর ইরিগেশন সেই ডিপার্টমেন্ট থেকেই করা উচিত। সেটা আবার P.E,S.E. অমুক সমুকের কাছে পাঠানোর কি দরকার? উদয়পুর Sub-Division এ একজন S.D.O গেলো। তার উপর সোনামুড়া, অমরপুর, বিলোনীয়া, সাব্রুম—তাদের staff হবে ৪।৬ জনের মতো। এই ভদ্রলোক

কেবল estimateই করেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন আমি তো পাঠিয়ে দিয়েছি। আসলে উনি পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কাজ হচ্ছেনা। এই কারণেই আজকে আমার বলার বিষয় হচ্ছে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে আলাদা staff দিয়ে, আলাদা Engineer দিয়ে তাকে ক্ষমতা দেওয়া হউক, এবং তার উপর কড়া নজর রাখা হউক। গোমতির মধ্যে অমরপুর থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত তিনটা unit যদি করা হয় এবং নদীর চারদিকের অঞ্চলে যদি আমরা machine দিয়ে জল দেই তাহলে সবুজ বিপ্লব স্বার্থকতার দিকে এগিয়ে যেতো। আমি এই অসুবিধাটা উপলব্ধি করেছিলাম। কারণ অমরপুর থেকে সোনামুড়া পর্যান্ত কৃষকরা আজ উন্নত ধরণের ধান, গম ও সব্জির চাষ করছে। তারা শিখেছে উন্নত ধরণের চাষাবাদ করতে। তারা চায় Technical help, সার আর জল। তারাতো দালান কোঠা কিছুই চায় না। তাই আমি বলছি যে আজকে এই minor irrigation Department কে আলাদা করে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া দরকার। আমি একটি বাঁধ করিয়ে দিয়েছিলাম, হয়েছে। এই বাঁধ দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দিলাম যে, ঐ দুইটি এলাকা ফ্লাড থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু এখন আর পারতেছেনা। কারণ সেখানে স্লুইস গেইটের দরকার। কতগুলি ছড়া আছে, সেগুলির জল আটকাতে হবে কিন্তু তা হয় না। ঐদিক দিয়ে চিন্তা করলে পরে দেখা যাবে যে কৃষককুল যতটুকু করতে পারে তা তারা করছে।

আর একটা কথা বলি আজকে প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে বিশেষ করে উদয়পুর ও বিলোনীয়ার কৃষকদের অবস্থা কি দেখি? একটি ডিপার্টমেন্ট তাদের এত অসহ্য যন্ত্রনা দিচ্ছে যে তারা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থায় আছে। সেটা হচ্ছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট। ত্রিপুরা রাজ্যে বরাবরই বন জঙ্গল ছিল, মানুষও জমি করেছিল, সেই বনের ভিতরেই পাড়া, এবং জমি সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানকার অবস্থা এখন কি আকার ধারণ করেছে? সেখানকার অবস্থা হচ্ছে শত শত মোকদ্দমা হচ্ছে। কারণ তার গরুটা বনে উঠেছে ঘাস খেতে, সে নিজে বনে গেছে এসব সৃষ্টি হয়েছে। আর বাকী অসংখ্য বানরগুষ্টি তার সারা বছরের পরিশ্রম শেষ করে দিচ্ছে। এই বানর জাতির সঙ্গে কি মানুষ পেরে উঠবে? সেখানে যদিও একটা ব্যবস্থা আছে যে কার্ত্তুজ আমরা মাগনা দেবো, বন্দুক দিয়ে তোমরা মার। কেন? ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে কি staff এর অভাব আছে? তার তো অসংখ্য staff, যদি বা বন্দুক সংগ্রহ করে ২।১টি বানর মারলো, তখন ফরেষ্ট staff বলবে "তুমি হরিণ মেরেছ" এই বলে তাদের ধরা হচ্ছে এই।

আজকে যদি ত্রিপুরাকে খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হয় তাহলে কৃষকের উন্নতির দিকে নজর দিতে হবে। অফিস আছে, আদালত আছে, তারা আন্দোলন করবে তাদের দাবী মিটবে। কিন্তু কৃষকদেরদাবী মিটবেনা, আমাদের কৃষকদের দাবীটা কি? আমাদের

দাবীটা হচ্ছে, আমরা সারাদিন মাঠে পড়ে রৌদ্রে বৃষ্টিতে খেটে কাজ করে ফসল উৎপাদন করবো, সেই ফসলের ন্যায্য মূল্য আমরা চাই, যাতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারি। ফসল উৎপাদন করবো আমরা অথচ তার উপযুক্ত দাম পাবোনা। আলু হলে কম দাম পাবো। আমরা এই যে সম্পদটা তৈরী করি বুক করে, ১৮ | ২০ টাকা মন দরে শুড আলু বেচতে হয়। সেই দিক দিয়ে আজকে চিন্তা করা উচিত। আজকে সমস্ত সাবডিভিশানে যাতে কৃষকের উন্নতিকল্পে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো। এই প্রসঙ্গে আমাকে আর একটি কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে Seasonal bund. এই seasonal bund উদয়পুরেও অনেক হয়েছে। কিন্তু সেই বাঁধ আছে কি নেই, খারাপ হয়েছে কিনা, repair এর দরকার কিনা এসব তদারকীর কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে এক বৎসরের মধ্যেই সেগুলো অকেজো হয়ে যায়। কোন প্রকার তদারকী নাই. যে টাকা দিয়ে বাঁধ দেওয়া হলো সেই টাকাটা সত্যি সত্যি খরচ হলো কি না তা দেখার লোক নেই,

Tubewell সম্বন্ধে আমি বলবো। এই হাউসে বহুবার বলেছি। বছর বছর এক একটি ডিভিশনে ৪০ | ৫০ হাজার টাকা Tubewell, Ring well বাবদ দেওয়া হয় কিন্তু প্রায়ই তাহা অকেজো হয়ে থাকে। কেন? কারণ তদারকীর অভাব maintenance এর অভাব। এত বছর পরও আমরা Tubewell কেলেঙ্কারী মিটাতে পারলাম না। কারণ দুইটা পাইপ লাগালো না ৩টা filter লাগালো এটার যখন তদারকী নাই, আর আমরা বললেও যখন সেটা কার্যকরী হয় না। অতঃ কারণেই এখানে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হউক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। আমার মনে হয় তাতে কিছুটা ফল হবে। আর একটা কথা হচ্ছে পূর্ত্ত বিভাগ সম্বন্ধে। সত্যি পূর্ত্তবিভাগ ত্রিপুরার রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি করেছে, এটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আজকে কৃষকের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে দরকার তার ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। কিন্তু তাতো হচ্ছে না, উদাহরণ স্বরূপ আমাকে বলতে হয় যে, উত্তর মহারাণী থেকে দক্ষিন মহারাণী upto গর্জ্জি পর্য্যন্ত অবস্থা কি? যদি ধানের মন গর্জ্জিতে ২০ টাকা হয় তাহলে মহারাণীতে হবে ১৫ টাকা। তার কারণ কি? কারণ সেখানে সামান্য একটু রাস্তার জন্য কৃষক তার ফসল নিয়ে যেতে পারে না তাই ভালো দাম পায়না। আমি নিজে Engineer সাহেবকে বললাম। তিনি বললেন যে এই বৎসর রাস্তাটা হবে। আমি নিজে এই বুড়া বয়সে পায়ে হেঁটে হেঁটে S. D.Oকে নিয়ে Estimate করলাম। প্রায় ৩ লাখ টাকার মত হবে। Engineer সাহেব তখন বললেন এত টাকা দেওয়া যাবে না। আরও কমাস গেলো তো সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। এই চলেছে। আমি নূন খাই ২৫ পয়সা আর তারা খায় ৪০ পয়সায়। কাজেই আজকে উত্তর মহারাণী থেকে দক্ষিন মহারানী পর্যন্ত রাস্তাটা খুব

তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। জামজুরীর দিকেও এমনি একটি রাস্তার দরকার। বেশী রাস্তারতো প্রয়োজন নেই। একটি Sub-Divisionএর সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২ | ৩টা রাস্তা হলেই যথেষ্ট।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গঙ্গাছড়ার দিকে এবং উত্তর মহারাণীর এই ২টা রাস্তা হওয়া দরকার। তাহলে ঐদিককার কৃষক শ্রমিকদের মনে উৎসাহ বাড়বে, তারা বল এবং সাহস পাবে এবং কৃষিকাজের দিকে আরও বেশী করে নজর দিতে পারবে। তাই আজকে আমরা হাউসের সামনে যা বলি তার অন্তত কিছুটা হওয়া দরকার।

ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে আমি বলবো যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে রাস্তা ঘাট হচ্ছে এবং হওয়া দরকার। কিন্তু বছর বছর যে সব রাস্তা হচ্ছে তারপর আর কোন maintenance করা হয় না। তাই আমি বলবো যে পঞ্চায়েতের পরামর্শানুযায়ী রাস্তাঘাট করা দরকার। তাহলে ঐসব রাস্তাঘাট ট্রাইবেলদের উপকারে লাগবে। সেখানে যারা জন প্রতিনিধি আছেন বা পঞ্চায়েত আছে, ব্লকের কাজ এবং রাস্তার কাজ এ সব কোথায় কি হবে না হবে তা তারা জানে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ হলে কিছু টাকা ব্যয় হবে এবং কাজও কিছু হবে। ব্লকের থেকে হঠাৎ করে কোন একটা কাজ সম্পর্কে একটা estimate করা হয়। তারপর কোথায় যে কি কাজ হল সমস্ত এলাকা ঘুরে তা আমি দেখতে পেলাম না। আমি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ধুপাইছড়ি হতে রাজনগর হয়ে যদি রাস্তাটি যায় তাহলে নদীর উপর আর পুল দরকার হবে না। তাহলে ঐ দিকের আদিবাসী কৃষকরা গাড়ীঘোড়ার সুবিধা পাবে, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সুবিধা পাবে। ধোপাইছড়ি হতে রাজনগর হয়ে যে রাস্তাটি হওয়ার কথা আমি বলেছি এগুলোর জন্য আমার মতে একটা কমিটি হওয়া দরকার। কমিটি করে সেই কাজগুলো তদারক করা দরকার। তাহলে আমার মনে হয় জনসাধারণের কিছু উপকার হবে।

শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে বলতে গেলে আমি বলব শিক্ষার উন্নতি হয়েছে এবং আরও হবে। ব্রজেন্দ্রনগর অঞ্চলে অনেক স্কুল আছে। সেখানে Junior Basic, Senior Basic অনেক স্কুল আছে। কিন্তু সেখানে মাষ্টাররা স্কুলে গেল কি গেলনা কে দেখবে? মাসের পর মাস তারা স্কুলে যায় না। এই স্কুলের সেক্রেটারীও নাকি একজন শিক্ষক। যেখানে Inspection করে এগুলো দেখা দরকার। গ্রামের সরল আদিবাসীরা এ সম্বন্ধে শিক্ষকদেরকে কিছু বললে তারা বলে আমরা স্কুল তুলে নেব। অতএব আমি বলছি প্রত্যেকটা Deptt. এর কাজগুলো তদারক করার জন্য একটা কমিটি থাকা দরকার। তাহলে এই যে অর্থ Tribal welfare এর জন্য বা শিক্ষার জন্য রাখা হয়েছে তা দিয়ে অন্ততঃ কিছুটা কাজ হবে। তাছাড়া Tribal welfare deptt এ Scheduled caste Scheduled Tribes এর জন্য যে টাকা রাখা

হয় তা থেকে তাদের কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, Housing এর জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু আমার Sub-divison থেকে এই রকম বহু নাম পাঠিয়েছি, কিন্তু একটা Scheduled caste কে ও তা দেওয়া হয়নি। Trible এর লোকদের মধ্যে ২১৪টা হয়ত পেয়েছে। তারা কোথা থেকে যে পেল তা অবশ্য আমি বলতে পারলাম না। সেজন্য আমি বল'ছি প্রত্যেকটা deptt এ এই সমস্ত কাজের তদারক করার জন্য একটি কমিটি করা হউক।

Public Health এবং Medical সম্বন্ধে বলছি। আমরা হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করেছি কিন্তু ডাক্তার নাই। ডাক্তারের বড় অভাব। ডাক্তারের কথা বললে, ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয় আমরা কোথা থেকে ডাক্তার দিব। ডাক্তার তো আর আমরা তৈয়ার করতে পারি না। আমাদের উদয়পুর সাবডিভিশানে লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদয়পুর একটি হাসপাতাল আছে, bed সংখ্যা ৫০টি, ডাক্তার মাত্র ২।১ জন, নার্স ও সিট অনুযায়ী কম। কিন্তু রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী, হাসপাতালে ১০০/১২৫টি রোগী, মাটিতে এবং বারান্দাতে রাখতে হয়। আমি বলেছিলাম ঐ হাসপাতালে আরও ৩০টি seat বড়ানোর জন্য। Estimate ও হয়ে গেল ৩।৪ বৎসর আগে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হয়নি। মহারাণী একটা dispensary. আমি দরবার করে পাব্লিক থেকে জায়গার বন্দোবস্ত করে ঘর দরজা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ডিস্‌পেনসারী খোলা হয়নি। তদ্রূপ গর্জ্জীতেও একটা dispensary হওয়ার কথা। Public থেকে কয়েক হাজার টাকা তোলা হয়েছে। আজ তিন বৎসর যাবত হচ্ছে হচ্ছে করে তা আজও হয়ে উঠছে না। দক্ষিণ মহারাণী একটি বিরাট আদিবাসী অঞ্চল। সেখানে একটি dispensay র জন্য আমরা আবেদন করছিলাম। তেপানিয়া গকুলপুর কলোনীবাসীদের জন্য dispensary আছে। কিন্তু সেখানে একজন ডাক্তার নাই। চন্দ্রপুর একটি dispensary দেওয়া হয়েছে বৃটিশের আমলে। ডাক্তার নাই কম্পাউণ্ডার বাবু বোধ হয় একজন আছে।

শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে আমার একটু দুঃখ আছে, আমি এ সম্বন্ধে একটু বলবো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় ফুরিয়েছে। আপনি Demand আলোচনার সময় শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে বলবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি এই বাজেটকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বাজেটের প্রত্যেকটি টাকা যেন গরীব দুঃখী ও শ্রমিকের কল্যাণের জন্য ব্যয় হয়, এই আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Next item in the list of business is Private Members Resolution. I would call on Shri E. Ali Chaudhury, to move his resolution that this Assembly is of opinion that considering the population and other

factors, a Development Block should immediatly be started at Salgarah Tahsil of Udaipur Sub-Division for the development of the undeveloped areas.

The Hon'ble member being absent the resolation falls through.

Next resolution of Shri Abhiram Deb Barma is that "ত্রিপুরা বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমানের মাপ কাঠীতে বাসায় জল সরবরাহের (water supply) ব্যবস্থা রহিত করিয়া আগরতলা সহরে যাহারাই নিজ খরচে বাসায় জল সরবরাহ পাইপ লাইন লইতে চাহিবেন, তাহাদের সকলকেই জল পাইবার সুযোগ দিতে হইবে। Now I would request the Hon'ble member to move his resolution. অনুগ্রহ করে আপনি দশ মিনিট বলবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে ত্রিপুরা বিধান-সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণের মাপ কাঠিতে বাসায় জল সরবরাহের (water supply) ব্যবস্থা রহিত করিয়া আগরতলা সহরে যাহারাই নিজ খরচে বাসায় জল সরবরাহ পাইপ লাইনে লইতে চাহিবেন তাহাদের সকলকেই জল পাইবার সুযোগ দিতে হইবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আগরতলা সহরে এখানে water supplyর মাধ্যমে বিভিন্ন বাসায় জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা আছে এতে সহরের যারা অবস্থাপন্ন এবং যাদের Holding tax ৩০০ টাকার নিয়ে তারাই এই জল পাবার অধিকারী। যাদের ট্যাক্স কম তাদের জল নিবার জন্য রাস্তার উপর যে পাইপ লাইন আছে তার উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে জল পাবার জন্য কোন কোন সময় হাহাকার উঠে এবং তাই অনেকে জল বাসায় নেবার জন্য চেষ্টা করেও সে সুযোগ পায়না। কাজেই আমি প্রস্তাব করি যে যারা নিজের খরচে বাসায় জল নিতে পারে তারা যাতে সেই সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করা হোক। কারণ আজকে যারা অবস্থাপন্ন তারাই বাসায় জল নেবার সুযোগ পাচ্ছে, আর যারা গরীব তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে যাতে নিজের খরচে বাসায় পানীয় জলের সরবরাহ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। শুধু বড় বড় অফিসার ও অবস্থাপন্ন লোকরাই এখন এই সুযোগ পাচ্ছে। কাজেই গরীবরাও যাতে এই সুযোগ পায় তার জন্য আমি আশা করব যে এই প্রস্তাব আপনারা সমর্থন করবেন।

MR SPEAKER— You want to speak on the Resolution. Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Member wants to speak. Please speak only for five minutes. There is another Resolution.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা এখানে যে প্রস্তাবটা রেখেছেন সেটা অত্যন্ত ভাল প্রস্তাব। কাজেই এই প্রস্তাবের উপর অন্য কোন যুক্তি তর্ক খাটেনা। তাই আমি আশা করব এই হাউসে এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গৃহীত হবে।

MR. SPEAKER—Hon'ble Chief Minster.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Bengal Municipal Act 280 ধারার বিধান আমরা চালু করি। কারণ এর সাথে বিরাট একটি অর্থের ব্যাপার জড়িত আছে। কারণ চার লক্ষের মত টাকা আমাদের ঘাটতি হচ্ছে। তারপর যদি হোলডিং ট্যাক্স 300/- না থাকে তাদের বাড়ীতে পাইপ নিলে সেই টাকা তাদের জমা দিতে হবে। তাহলে তাদের মতে যারা দেড় হাজার বা দুই হাজার টাকা জমা দেবে পাইপ নেওয়ার মত ৫ হাজার টাকাও তাদের সম্বল আছে। এই রকম গরীব যদি হয় তা হলে আমরা অত্যন্ত স্বাগত জানাব। ৫ হাজার টাকা খরচ করে Tube well নিবে, pipe নিবে, Tank করবে। অন্য যারা গরীব ৩০০ টাকা যাদের holding tax আছে তা ব্যাতিরেকে যে কি করে হতে পারে, তা আমার চিন্তার বাইরে। তারা নিজেরাও হয়ত এই রকমের গরীব, এই কথা বলছেন। জল তারা নিতে পারে, আমাদের কতগুলো condition আছে, সেই সমস্ত condition fulfil করে তারা জল নিতে পারেন। সেখানে জলের পাইপ পেতে অন্তরায় হওয়ার কোন কারণ নাই। যদি তারা এমনি জল পেতে চান যে, আমি টাকা পয়সা কোন কিছু deposit দিবনা, তবে সেটা হল আলাদা কথা। তারা যদি টাকা deposit দিয়ে নিতে পারেন তবে তা ভাল কথা। আমরা হিসাব করে দেখেছি এই কম টাকা যদি দিতে হয় তাহলে কম পক্ষে তাদের ৬ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা খরচ পড়বে Tank ইত্যাদি করে জল নিতে। তারা জল নিয়ে কোথায় রাখবেন কিছুই বলেননি। Tank ছাড়া জল রাখার তো কোন উপায় নাই। আমার মনে হয় উনাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তির মাথায় ১টা করে Tank করে সেখানে তারা জল রাখতে চান। কাজেই এটা একটা অবাস্তব প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তাদের কথা হ'ল যে, আইন করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতেই চার লক্ষ টাকা ঘাটতি হচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং তারা যখন Municipality তে যাবেন তখন যদি বিনে পয়সায় জল সরবরাহ করতে পারেন সেটা খুব আনন্দের কথা। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যে, যে রাষ্ট্রে তাদের Govt হয়েছিল তারা এমন কিছু করতে পেরেছিলেন কি না? আমি যতদূর জানি যেরূপ দরদ এখানে দেখানো হচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য Bengal Municipal Act চালু আছে, যুক্তফ্রন্টের আমলে সেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা বা সেই দরদ দেখানো হয়েছে কি না? কিন্তু এই

হাউসের সামনে যে প্রস্তাব, বক্তৃতায় যতই দরদ দেখানো হউক না কেন সেই প্রস্তাব ইঙ্গিত করছে যে এই Municipality ভেঙ্গে পড়ুক। এই রকম পরামর্শ তাঁরা হাউসে দেন গণতন্ত্রের মুখোস পরে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা তাঁরা করেন। এই কারণেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করি i

MR. SPEAKER— Shri Abhiram Deb Barma.

SHRI ABHIRAM DEBBARMA— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, আগরতলা সহরের দোতলায় বসে তার পক্ষেই তা সম্ভব। যে সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক তিনি সেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কেবল মাত্র এই দোতলায় বসেই সম্ভব। একদিকে যেমন মানুষ একফোটা জলের জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে তখন আগরতলা শহরে ঐ দোতলায় জলের ফোয়ারা বহে। এই হচ্ছে তাঁর সমাজতন্ত্রের নমুনা। তাই তিনি মানুষ কি ভাবে এক ফোটা জল পাবে সেই চেষ্টা না করে, মানুষের জলাভাব কি রূপে দূর হবে সেই সমর্থনে কোন বক্তব্য না রেখে হাউসের সামনে আগরুম বাগরুম কথা বলে, মানুষের জলের জন্য যে ন্যায্য দাবী সেই দাবীকে তিনি নসাৎ করতে চান, এই হচ্ছে তাঁর সমাজবাদ। তিনি বাস্তবকে যে ভাবে অস্বীকার করেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্যই তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন। এই বলে আমি আমার প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখছি।

MR. SPEAKER —:Discusion is over. I shall now put the resolution to vote. The question be fore the House is that—

ত্রিপুরা বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমানের মাপ কাঠিতে বাসায় জল সরবরাহের (water suppy) ব্যবস্থা রহিত করিয়া আগরতলা সহরে যাহারাই নিজ খরচে বাসায় জল সরবরাহ পাইপ লাইনে লইতে চাহিবেন তাহাদের সকলকেই জল পাইবার সুযোগ দিতে হইবে।

(The resolution was put to vote and lost.)

Thereis another resolution of Shri Suresh Ch. Choudhry. I call Sri Choudhry to move his resolution that এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ১৯৭০ সালের মধ্যে খাস জমি দখলকারী ভূমিহীন কৃষকদের তাদের স্ব স্ব দখলীয় জমিতে স্বত্ব দিতে হইবে ও কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করিয়া দিতে হইবে।

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY :—মাননীয় Speaker Sir, আমি আমার প্রস্তাবটি হাউসের সামনে রাখছি যে এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ১৯৭০ সালের মধ্যে খাস জমি দখলকারী ভূমিহীন কৃষকদের তাদের স্ব স্ব দখলীয় জমিতে স্বত্ব দিতে হইবে ও ভূমিহীন

কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করিয়া দিতে হইবে। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বহু লোক খাস জমি দখল করিয়া আছে কিন্তু সেখানে তাদের কোন স্বত্ব দেওয়া হয়নি। বিলোনীয়া বিভাগের পশ্চিম পিলাক ও মুহুরীপুর মৌজায় বহু খাস জমি দখল করে আছে। পশ্চিম পিলাক মৌজায় ২৬ দ্রোণ এবং মুহুরীপুর মৌজায় ১১ দ্রোণ আজ প্রায় ৩০ বৎসর যাবত বিভিন্ন ব্যক্তি দখল করে আছে। তাদের কোন স্বত্ব আজও দেওয়া হয়নি। এই ভূমির রায়তি স্বত্ব পাওয়ার জন্য তারা বহুভাবে চেষ্টা করেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা দেওয়া হয়নি। এই জমির উপর যারা দখলকার বর্তমান জরীপে তাদের বে-আইনী স্বত্ব লেখা হয়েছে। বহু চেষ্টা করে আজও তারা জোত স্বত্ব পায়নি। এই রকম ভূমি আরও আছে। বাইকোড়া, মতাইর পশ্চিম পাহাড় এলাকায় এই রকম বহু জমি আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদিও দখলকারের কাছ থেকে নজরানা আদায় করা হয়েছে কিন্তু তাদেরকে কোন দখল স্বত্ব দেওয়া হয়নি। মতাই মৌজায় সীমান্ত অঞ্চলে কিছু জমি পাকিস্তানীরা দখল করত, সেই জমিতে স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্যে কিছু ভূমিহীনদের বসানো হয়েছে। কিন্তু তাদের কোন স্বত্ব দেওয়া হয়নি। পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলে প্রায় ২০০ তফশীলভুক্ত জাতির মধ্যে কিছু জমি allot করা হয়েছে। তাদের ৩০০ টাকা করে ঐ জমি আবাদ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের নামে কোন তৈজী Posted হয়নি এবং তারা রায়তি স্বত্বও পাননি। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা অসন্তুষ্টি বিরাজ করছে। বাইকোড়া এবং পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলে তদ্রূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি যাতে এই দখলকৃত জমি কৃষকদের নামে alloted হয় এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়। তাহলে ভূমিহীন এবং দখলদার মধ্যে এই অসন্তুষ্টির ভাব অনেকটা কমবে এবং জমির প্রতি তাদের দরদ অনেক বাড়বে তখন স্বভাবতই ফসলও বাড়বে। ইহা ছাড়া বিলোনীয়া সাব-ডিভিসানে বহু জায়গায় বহু জমি আছে। এগুলো ভূমিহীন, উপজাতি জুমিয়া প্রভৃতির মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা করলে তাদের খুবই উপকার হবে। এই কারণে আমি এই প্রস্তাব হাউসে রাখছি। আশাকরি হাউস আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবে।

MR. SPEAKER—There are 3 amendents on this Resolution. The amendmens have been given by Shri Nishi Kanta Sarker, Shri J. K. Majumder & Shri Abhiram DebBarma. The amendments are as follows :—

1) In the first line in the Resolution the wards "১৯৭০ সালের মধ্যে" be deleted and substituted by the ward "অবিলম্বে" by Shri N.K. Sarker. M.L.A.

2) At the end of in Resolution add the following "এবং allotment rules

অনুসারে তফশীলভুক্ত উপজাতি ও তফশীলভুক্ত জাতি ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে"—by Shri Abhiram DebBarma.

3) At the end of the Resolution add the following "সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে যাহারা দুর্বলতম তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে"—by Shri J. K. Majumder. First I would call Shri Nishi Kanta Sarkar to move his amendent.

SHRI NISHI KANTA SARKAR—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাবের সারবস্তা সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই। আশাকরি এই হাউস এই প্রস্তাব গ্রহন করবে। কিন্তু আমার amendmentএর উদ্দেশ্য হল কোন target date fix করে দেওয়া উচিত নয়। কেন না যদি ঐ date এর মধ্যে প্রস্তাব রূপায়িত না হয় তাহলে এই হাউসের অমর্য্যাদা। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবের রূপদান করতে গিয়ে সরকারকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং পুরাপুরি ও সুষ্ঠ রূপায়ণের জন্য আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুরেশ বাবুর উনার প্রস্তাবে যে যুক্তি দিয়েছেন সেই যুক্তি অতি মূল্যবান এবং তার সাথে আমি আরও বলতে চাই যে দখলকার ও বেদখলকারের মধ্যে যে কাটাকাটি লেগে আছে জমি যদি সুষ্ঠ ভাবে বন্টন করা হয় তাহলে তা কমবে—এই প্রসঙ্গে আমি সরকারকে অনুরোধ করব এই প্রস্তাব রূপায়নে সরকার যেন গড়িমসী না করেন এবং ভূমিহীনদের স্বার্থে যত-শীঘ্র সম্ভব কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এইবলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER—I would call on Shri Abhiram DebBarma to move his amendment.

SHRI ABHIRAM DEBBARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন সংশোধনী প্রস্তাব সহ আমি তাহা সমর্থন করছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাব হ'ল যে allotment Rules অনুসারে তপশীলভুক্ত উপজাতি ও তপশীল ভুক্তজাতি ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। আজ ত্রিপুরায় যে ভাবে উদ্বাস্তরা আসছে তাতে ভূমি হীনদের সংখ্যারও বাড়ছে। উদ্বাস্ত ছাড়াই ত্রিপুরায় ভূমিহীনদের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। তাদের মধ্যে কেহ কেহ খাস জমিতে বাস করছেন তথাপি ও তারা allotment পাচ্ছেন না। বিশেষ করে তপশীলভুক্ত উপজাতি ও তপশীল ভুক্ত জাতি-দের মধ্যে যদি খাস জমি বিলিবন্টনের অগ্রাধিকার দেওয়া না যায় তাহলে তাদের জীবিকার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। allotment Rulesএ একথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে খাস জমিতে ভূমিহীন উপজাতি ও তপশীল উপজাতিভুক্ত জাতিদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অগ্রা-ধিকার দিতে হবে। কাজেই এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি বলব খাস জমি দখলকার বহ

উপজাতি সরকারের নিকট দরখাস্ত করেছেন তাদের নামে allot করার জন্যে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি। খাস জমি দখল নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ দেখা দেয়। তাদের নিজেদের প্রাপ্য থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে এবং কতগুলো বাঙ্গালী লোক সুযোগ পেয়ে তাদের সেই জমি দখল করে নিচ্ছে। কাজেই সরকারকে তার নিজ উদ্যোগে এই খাস জমি-গুলি বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। আজ যদি জমি সুষ্ঠু ভাবে বন্টন করা না হয় তা হলে উদ্বাস্তু, উপজাতি ও অন্যান্য ভূমিহীনদের মধ্যে যে বিবাদ মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে ক্রমশঃ তাহা বেড়ে চলবে, কিন্তু কমবে না। তবে আমার বক্তব্য যদি সুষ্ঠভাবে জমি বন্টন করতে হয় তাহলে প্রচলিত যে আইন আছে তাকে অনুসরন করতে হবে। কেবল মাত্র প্রস্তাব এনে বা সমাজতন্ত্রের বড় বড় কথা বললেই মানুষের উপকার করা যায় না। মানুষের যদি উপকার করতে হয় তা হলে প্রথমে খুজে বের করতে হবে কোথায় এবং কিভাবে খাস জমি আছে, তারপর সুষ্ঠ নীতির উপর ভিত্তি করে সেই জমি বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি আমরা তা না করি কেবল মাত্র মুখে বড় কথা বলে বা প্রস্তাব এনে ভূমিহীনদের সমস্যা সমাধান করা যাবেনা, যে ভূমিহীন সে ভূমিহীনই থাকবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয় এই বলে আমার সংশোধনী সহ আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER—I would call Shri Jatindra Kr. Majumder to move his amedent.

SHRI J K. MAJUMDER—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজ সুরেশ বাবু যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এনেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করতে যেয়ে আমি একটা সংশোধনী এনেছি, সেটা হল, "At the end of the Resolation add the following "সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে যাহারা দুর্ব্বলতম তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।"

আমার সংশোধনীর উদ্দেশ্য হল, যারা সমাজের অর্থ নৈতিক দিক থেকে দুর্ব্বল তারা যে শ্রেণীর লোক হন না কেন, তারা যদি কোন খাস জমির দখল নিয়ে থাকেন তার বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে তাহাদিগকেও অগ্রাধিকার দিতে হইবে। সুতরাং মাননীয় সদস্য নিশিবাবুর সংশোধনী ও আমার সংশোধনী মুল প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি।

MR. SPEAKER :—Hon'ble Chief Minister.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—I like to speak something on the amendmeet.

MR. SPEAKER :—Only five miniuts,

SHRI AGHORE DEB BARMA :—আমি নীতিগত ভাবে সুরেশ বাবুর প্রস্তাব সমর্থনকারী মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবুর সংশোধনী সহ এই প্রস্তাবটি গৃহিত হওয়া উচিত

বলে মনে করি। মাননীয় সদস্য যতীন্দ্রবাবুর সংসোধনীর বিশেষ কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি না। কারণ মূল প্রস্তাব ও অভিরাম বাবুর সংসোধনীর ভিতর সবই আছে, তপশিলি উপজাতিগণ ও Other Backward class community সব কিছুই উক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখ আছে, যাদের 1st praference দিতে হবে। Soil conservation Board, ও Land utilusation Board যে recomendation করেছে, যে recomendation অনুযায়ী Sabroom এ কালাছড়ায় একটা forest reserve এলাকা মুক্ত করা হয় Jumia Rehabilitation এর জন্য। কিন্তু আসলে জমি reserve মুক্ত হওয়ার আগে নবাগত উদ্বাস্তু পরিবার সেইখানে জায়গার দখল নিয়ে নেয়। ত্রিপুরা প্রধানত পাহাড়ী এলাকা, আজ পাহাড়ীদের ভূমিহীন হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তাহারা যেহেতু চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধি বিবেচনায় পশ্চাদপদ, তাই তারা অন্যান্য সমাজের সর্ব্বক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়েছে। এই কারণে উপজাতিদের জন্য Constitution এ কতকগুলি রক্ষা কবজ রাখা হয়েছে। আজ ত্রিপুরার জনসংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে উপজাতিরা হয়ত ওদিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং সরকার যদি সচেতন থাকেন এবং ভূমি বন্টনের ব্যাপারে প্রচলিত রীতিনীতি, মেনে চলেন, তাহলে হয়ত উপজাতিরা বাঁচবে তাই আমি অভিরাম বাবুর সংসোধনীসহ মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করি।

MR. SPEAKER :—Hon'ble Chief Minister.

SHRI S. L. SINGH (C. M.) :—যে প্রস্তাব ও সংসোধনী এখানে আনা হয়েছে, তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার প্রচেষ্টা বহুদিন থেকে করা হচ্ছে এবং বহুক্ষেত্রে ভূমি বন্টন করাও হয়েছে। ত্রিপুরা Land Reforms Act এবং তৎসম্বন্ধীয় Rules চালু করা হয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এই পর্য্যন্ত unauthorised occupation পেয়েছি ২,০৯, ১৪৬টি তার মধ্যে ১,১৫, ২৬৪টি আমরা dispose করেছি। বাকী ক্ষেত্রে proceedings have been drown under section 14 of Tripura L. R. Act. 562 landless agriculturists have alloted land. Meanwhile 145.67 Acres of land have been found in excess of the ceilling limit. Under section 167 of the Act. The excess land has not yet been alloted to anybody. Bill in this regard is under preparation. আমরা already এই Policy গ্রহণ করেছি যে তিন প্রকারের জমির উপর খাজনা মকুব হবে এবং সেই দিকে আমরা নজর দিচ্ছি। বর্গাদার যারা তারাও যাতে ভূমির মালিক হতে পারে, সেই দিকেও আমরা নজর দিয়েছি। Tribal, scheduled cast, scheduled tribe যারা, তাদের ভূমিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা আমাদের আছে। অতএব, সেইদিক দিয়ে ত্রিপুরাতে Tribal reserve আছে, Forest reserve

আছে, সেইদিক থেকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। কাজেই এটি হল একটি Constitutional Guarantee. অতএব আমাদের যখন এই একটি প্রস্তাব যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা যদি গ্রহণ করতে যাই তবে constitutional right যেটা দেওয়া আছে তাকে violate করলে পরে Assent পাওয়ার দিক দিয়েও আমাদের অসুবিধা হবে বেশী, সেই দিক দিয়েও হাউসকে দৃষ্টি দিতে বলব। তারপর যতদিন পর্যান্ত না এই আইন প্রয়োগ করা হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে কোন কিছু করাই সম্ভব নয়। তাছাড়া ২০১১০৬ টি কেস আছে এইসবগুলি যদি তদন্ত করতে হয় তাহলে পরে এটা সম্ভব কিনা? তারপর Tribal Reserve এ যে সব লোক আছে তাদের সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। উদ্বাস্তুদের যে সব জায়গা জমি দেওয়া হয়েছে সেই সব গুলিও ভালভাবে দেখতে হবে। অতএব তাড়াহুড়া করে আমাদের এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না যাতে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ১৯৭০ সালের মধ্যে খাস জমি দখলকারী ভূমিহীনদের স্ব স্ব দখলী জমিতে স্বত্ব দেওয়া মোটেই সম্ভবপর হবেনা। আমাদের এখানে যে আইন চালু আছে সেই আইনকে এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কোন ভাবেই supersede করা যাবেনা। কোন কোন Act এর বলে এই জমি যার যার হাতে আছে সেই সব Act কে Repeal করতে হবে, তাই এই প্রস্তাবকে যদিও আমি সমর্থন করি তাহলেও অবিলম্বে এটাকে কার্য্যকরী করতে অনেক অসুবিধা আছে। আর একটি আছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে, যারা দুর্বল, গরীব তাদের ভূমিতে অধিকার দেওয়া। তাতে যে কি আতঙ্ক আমাদের C. P. I. মহোদয়ের আছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। তার কারণ হল এই যে দুর্বলতম যে সমাজ তার স্বার্থ তারা দেখতে রাজী নন্। তারা কোন কোন Cast এর স্বার্থ রক্ষার রাজী, অর্থনৈতিক সমাজবাদের দিকে তাদের নজর নেই, আছে ব্যক্তিগত কতক শ্রেণীর জন্য এবং সেই Castism is the enemy of Socialism. এই মাত্র মাননীয় সদস্য জল দেওয়ার ব্যাপারে বলেছেন যে গরীবদের জল দেওয়ার সকল প্রকার সুযোগ দিতে হবে। তার অর্থ হল যে গরীবদের তাদের ভূমির অংশে অংশীদার করবনা, তবে গরম জল দিতে হবে। এই যুক্তি তাদের পক্ষেই সম্ভব। কাজেই আজ এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি অভিরাম বাবুকে অনুরোধ করব এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER—Hon'ble Member Sri Suresh Chandra Choudhury—you will speak for 5 minutes.

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে সংশোধনী প্রস্তাব হল অভিরাম বাবুর ১৯৭০ সালের মধ্যে। ১৯৭০ সালের মধ্যে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে সেই জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীযুত নিশিকান্ত সরকার মহাশয় অবিলম্বে যে

সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করি এবং সংশোধনী আকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আর একটি কথা হল যে এই প্রস্তাবে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের কথাও আছে। আমার এই প্রস্তাবে উল্লেখ আছে ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি দিতে হবে এবং তাতে তপশীলি জাতি বা উপজাতিদের দিতে কোন আপত্তি নাই। ভূমিহীনদের মধ্যে সকল জাতিই অন্তর্ভুক্ত। আর একটি প্রস্তাব হচ্ছে যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা নাকি অনগ্রসর তাদের যাতে ভূমি দেওয়া হয়, এটা এনেছেন যতীন্দ্র বাবু। এটা অতি সহজ কথা— যারা অনগ্রসর, যারা গরীব তাদের ভূমি দিতে হবে, তাদের দিকে আমরা দৃষ্টি দিবনা তা হতে পারেনা। আমরা সমাজবাদের কথা বলি—কার্য্যে রূপায়ন করতে হবে। প্রত্যেক গরীব ভূমিহীনদেরই জমি দিতে হবে। কাজেই এই কথা এই প্রস্তাবে রাখতেও আমার কোন আপত্তি নাই। কাজেই সংশোধনী আকারে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে আমি তা সমর্থন করি।

MR. SPEAKER— The discussion on amendment of the resolution is over. Now I would first put to vote the amendment one by one. The question before the House is the amendment moved by Shri Nishi Kanta Sarker that in the first line of the resolution "১৯৭০ সালের মধ্যে" be substituted by the word "অবিলম্বে" Now as many as are of that openion will please say "Ayes"

(voice—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES' (No voice) Now I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it; the amendment is carried. The question before the House in that the ameudment moved by Shri Abhiram DebBarma that at the end of the Resolution add the following এবং Allotment দিতে তপশীলভুক্ত জাতি ও তপশীলভুক্ত উপজাতি ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। As many as are of that opinion will please say "Ayes"

(voice—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES' (No voice) I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it, the amendment is carried.

The question before the House is the amendment moved by Shri Jatindra Kumer Majumder that at the end of the Resolution add the following সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা দুর্বলতম তাদের অগ্রাধিকার দিতে হইবে। As many as are of that opinion will please say "Ayes" ; voice "Ayes" As

many as are of contrary opinion will please say 'NOES' (No voice) I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it. The amendment is carried.

Now I am putting this amended resolution to vote The question before the House is that এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে খাস জমি দখলকারী ভূমিহীন কৃষকদের তাদের স্ব স্ব দখলীয় জমিতে স্বত্ব দিতে হইবে এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন করিয়াও দিতে হইবে। বন্টন কালে Allotment Rules অনুসারে তপশীলভুক্ত উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতি ভূমিহীনদের এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যাহারা দুর্বলতম তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

voice Ayes

As many as as are of contrary opinion will please say 'NOES' (No voice) Now I think "Ayes" have it, "Ayes" have it, "Ayes" have it. The amended resolution is carried. The House is adjourned till II a.m. Monday the 30th March 1970.

Annexure'A'

Starred Question No. 122

By :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১৭/২/৭০ এর "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় আগরতলার Consumers Wholesale Cooperative এর উপর একটি সংবাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি ?

২) সরকার অভিযোগ সমুহ তদন্ত করিয়া দেখিবেন কি ?

উত্তর

১) হাঁ। ।

২) ডিপার্টমেন্টেল ষ্টোর্স'টি সরকার মনোনীত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কার্য্যকরী কমিটির পরিচালনাধীন। ডিপার্টমেন্টেল ষ্টোর্স সম্পর্কীয় সংবাদ কার্য্যকরী কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গত ১২।৩।৭০ ইং তারিখে কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচনাক্রমে স্থির হইয়াছে যে ষ্টক ভেরিফিকেশন এর রিপোর্ট ইত্যাদি পাওয়ার পর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হইবে। কার্য্যকরী কমিটির অনুরোধক্রমে ষ্টক ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ষ্টক্ ভেরিফিকেশনের কাজ শেষ হওয়ার পর কার্যকরী কমিটি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে।

Starred Question No. 251.

By :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Will the Hon'ble Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

1. Whether there is any proposal for opening a Sub-Registrar's Office

at Mohanpur, P. S. Sidai, Sadar, Tripura ; and

2. If so, when the said office will be opened ?

ANSWER

1. Yes.
2. It is under consideration.

Starred Question No. 295.

By :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

খাজনার দায়ে সর্ব্বপ্রকার ভূমি নিলাম বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

না ।

Starred Question No. 297 by Shri Suresh Chandra Choudhury,

QUESTION

Will the Hnn'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১) বিলোনীয়া বিভাগে কৃষিজাত দ্রব্যের (ধান চাউল, গুড়, ও সবজী) দাম যে অস্বাভাবিক ভাবে ক'মযা গিয়াছে ইহা সরকার অবগত আছেন কিনা ?

২) যদি অবগত থাকেন, তাহা হইলে ইহা প্রতিকারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER

১) হাঁ ।

২) উৎপাদকের উপযুক্ত মূল্য দিতে সরকার খোলা বাজার হইতে ধান ও চাউল

নির্দ্ধারিত মূল্যে খরিদ করার জন্য একটা পরিকল্পনা চালু করিয়াছেন।

Starred Question No. 353

By :—Shri Abdul Wazid.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

ক) ধর্মনগর-বিভাগের চূড়াইবাড়ী মৌজায় সরকারী এগ্রিকালচার ফার্মের জন্য যে জমি সরকার বাহাদুর এ্যাকোয়ার্ড করিয়াছিলেন তাহার ক্ষতিপূরনের সম্যক টাকা দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং

খ) না দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

ক) না।

খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মাননীয় জুডিসিয়েল কমিশনারের আদালতের ১৯৫৯ ইং সনের ২৭নং মোকদ্দমায় তাহাদের বিপক্ষের খরচ বাবত মং ৫৯ টাকা দাখিল না করায় এবং টাকা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত সালিসিক প্রমাণ দাখিল না করায়।

Starred Question No. 275

By :—Shri Monoranjan Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Department be pleased to state—

ক) কাঞ্চনপুর থানার এলাকায় খনিছড়া, মাছমাড়া মৌজায় কতজন নিজ দখলকৃত খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার প্রার্থনা করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কতজনকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে ?

খ) ইহা কি সত্য প্রায় ১২ বৎসর উর্দ্ধকাল যাবত বহু কৃষক দখলকার থাকা সত্বেও তাহাদিগকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে না।

গ) যদি সত্য হয় অবিলম্বে তাহাদিগকে জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কি ?

ANSWER

ক, খ এবং গ) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Un-Starred Question No 330.
By Shri Bidya Ch. DebBarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State :—

১) অমরপুর চেলাগাং উদ্বাস্তু সমবায় সমিতির সর্বশেষ অডিট রিপোর্টের সারমর্ম ;

২) এই সমিতির মোট মূলধন কত ছিল, তাহার মধ্যে সরকার হইতে গৃহীত ঋণ কত ও মোট বাকী কত ;

৩) বর্তমানে সমিতির কি আয় আছে এবং ইহা কিভাবে খরচ হইতেছে ;

৪) এই সমিতির সম্পত্তি (এসেট) কি কি ;

৫) এই সম্পত্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করিতেছেন ?

ANSWER

১) চেলাগাং উদ্বাস্তু সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতি লিঃ এর সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট (১৯৬৬-৬৭) অনুযায়ী সমিতি লোকসানের পরিমাণ খুবই বেশী। সমিতি কার্যকরী কমিটির সভাবৃন্দ সমিতির কাজে মোটেই উৎসাহী নহেন। সমিতি বর্তমানে অচল অবস্থায় আছে এবং লিকুইডিশনে যাওয়া উচিৎ।

২) সমিতির মোট মূলধনের পরিমাণ ১,১৫,৬৪৮/৩৪ পয়সা মাত্র, তন্মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমান ৮৪,০০০ টাকা এবং উক্ত সম্পূর্ণ ঋণের টাকাই বাকী আছে।

৩) উহার কোন আয় নাই, উপরন্তু উহার মোট লোকসানের পরিমাণ ৩৮,৮৫৪/২০ পয়সা এবং সেই কারণে আয় হইতে ব্যয় করার প্রশ্ন উঠে না।

৪) সমিতির সম্পত্তির বিবরণ :—

ক) স্থাবর সম্পত্তি—	৬,৬৪৫
খ) অন্যান্য সম্পত্তি—	২,৪৫৪
(আসবাব পত্র তাঁতে ও তাঁত সরঞ্জাম ইত্যাদি)	
গ) বিভিন্ন কাজে লগ্নীর পরিমাণ—	২৭,৬৯৩
ঘ) বিভিন্ন সমিতির শেয়ারে লগ্নীর পরিমাণ—	৬২৫
ঙ) আর্ণেষ্ট মানি ও সিকিউরিটি মানি—	১৬৬

চ) বিভিন্ন খাতকের নিকট পাওনা— ৭,৬৫০

ছ) সভ্য ও অন্যান্যদের নিকট প্রাপ্য আগাম—২৫,০৯৪

জ) বকেয়া প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ— ২,৪৪৮

ঝ) নগদ ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ— ৯৫৬

মোট—৭৪,৩৩১ টাকা

৫) যেহেতু সমিতি অচল অবস্থায় আছে এবং সমিতির সভ্যগণের সমিতির ব্যাপারে উৎসাহের অভাবে উহা পুনরায় চালু করার সম্ভাবনা নাই; সেই হেতু উহার লিকুইডিশনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

The 30th MARCH, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. Monday, the 30th March, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 22 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker - To day, in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question (Postponed)— Shri Abhiram Deb Barme.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred question No. 894 (Postponed).

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 894 (Postponed)

প্রশ্ন :—

১) খোয়াই আশারামবাড়ী তহশিলের বনবাজারের হরেন্দ্র মোহন দেবকে কি হত্যা করা হইয়াছে ?

২) ইহা কি সত্য যে নিহত হরেন্দ্র দেবের স্ত্রী খোয়াই থানার দারোগার নিকট এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একখানা আবেদন পেশ করিয়াছেন ?

৩) যদি সত্য হয়, তবে ঐ আবেদনের সারমর্ম কি ?

উত্তর :—

১) খোয়াই আশারামবাড়ী তহশিল অন্তর্গত বনবাজারের হরেন্দ্র দেবকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী হত্যা করিয়াছে সন্দেহে বকুল দেব নামে তাহার ভাই উক্ত হরেন্দ্র দেব নিরুদ্দেশ হইয়াছে এই মর্মে খোয়াই থানায় এজাহার দেন (খোয়াই থানার জি. ডি. এন্ট্রি ২৫।৩।৬৯ ইং ৮৫৫ নং) ভারপ্রাপ্ত দারোগা সি. আর. পি. সি-এর ১৫৭ (১) ধারা অনুসারে তদন্ত আরম্ভ করেন।

২) না, তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে কোন প্রকার নালিশ বা এজাহার থানার দারোগাবাবু পান নাই।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই তদন্ত কবে শুরু হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—In the last part of September, 1969 one Bakul Deb, brother of Harendra Deb of Banbazar gave ezahar in the Khowai P. S. vide G. D. entry No. 855 dt. 25. 9. 69, and the O/C has started investigation under Section 157(1) Cr. P. C.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই হত্যাকাণ্ডের কারণ কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—তদন্ত চলছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলতে পারব না। তবে শুধু এইটুকু বলব যে এই কেসে ৬ জনকে এরেষ্ট করা হয়েছে আর ৪ জন কোর্টে সারেণ্ডার করেছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma & Shri Monoranjan Nath brackated.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 957 (Postponed).

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 957 (Postponed) Sir.

QUESTION

1) Wheather it is a fact that on 30th/31st December, 1969 in the village of Bilthai Chandrapur, Dharmanagar, Shri Kurpan Ali was shot dead by the Panisagar out-post police personnel ;

2) whether any F. I. R. was lodged in this respect in the local P. S. ;

3) if so, whether any person has been arrested so far ;

4) if not, the reason therefor ?

ANSWER

1) Yes, on the night of 30th/31st December, 1969 one Kurpan Ali of village Bilthai Chandrapur, Dharmanagar died of gun shot fired for self defence by a constable of Panisagar out-post.

2) Yes.

3) No.

4) Because, the case was under investigation.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কনেষ্টবল ফায়ার করেছিল, তার নাম কি এবং তাকে এরেষ্ট করা হয়েছে কিনা, করলে কোনদিন এরেষ্ট করা হয়েছে ?

Shri S. L. Singh—It appeared apparently that the firing by Constable Dinabandhu Roy was justified from the point of self defence, he was not arrested. But both the A. S. I., Kanai Dutta and the Constable B. Roy were put under suspension and transferred to Headquarter so that they might not exert any influence on the witnesses of the area during investigation.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেই কনেষ্টবলকে এরেষ্ট না করার কারণ কি ?—সেলফ ডিফেন্সের যে কথা বললেন, সেটা তো কোর্ট রায় দেবে।

শ্রীএস এল সিংহ—বললাম তো যে সেলফ ডিফেন্স প্রুভড হওয়ার সাথে সাথে তার ফায়ারিং জাষ্টিফাইড হয়েছিল, সেজন্য তাকে এরেষ্ট করা হয়নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সেল্‌ফ ডিফেন্সের ব্যাপারে এরেষ্ট না করার কোন কারণ আছে কিনা ? কেননা সেল্‌ফ বা প্রাইভেট ডিফেন্সের জন্য কোর্ট তার রায় দেবে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু কারণ জানা আছে, সেই-টুকু আমি এখানে বলেছি, এর বেশী কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেই কনেষ্টবল এবং এ. এস. আইকে সাসপেনশান করা হয়েছে, তা কবে করা হয়েছে ?

শ্রীএস এল সিংহ—চাই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এটার জুডিসিয়াল ইন্‌কোয়েরী হয়েছে এবং বিবাদীদের বিরুদ্ধে প্রাইমা ফেসী এষ্টাব্লিশড হয়েছে।

Shri S. L. Singh – In case of non-bailable warrants the accused are arrested and produced before the Court and custody. In bailable warrants the accuseds are arrested and released on bail of suitable surity as per order on warrant of arrest is available. The procedure in both cases is that in making an arrest the Police Officer shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be submission to the custody by word or action and if such person forcibly resists the endeavour to arrest him or attempts to evade arrest such Police Officer may use all means and force necessary to affect such arrest. In this connection, Sections 46, 47 and 48 Cr. P. C. may be refered to. Incidentally, it may be mentioned that all procedures in this case were followed and there is no bar in execution of the bailable warrent of arrest at night.

This incident was reported to Dharmanagar Police Station by both the parties i. e. the Police and Tafazzal Ali, son of late Kupan Ali. In this connection Dharmanagar Police Station case No. 30(12)/69/U/S 148, 149, 224, 225B and 307 IPC registered on the complain of Shri Kanilal Dutta ASI, of Police of Panisagar O/P and other case No. 31(12)/69 U/S 302, 395 IPC registered on the complaint of Md. Tafazzal Ali, son of Late Kurpan Ali may be referred to

The complaint of Haradhan Deb Nath was that Kurpan Ali, Bandil

Meah and Dalai Miah of Bilthai Chandrapur P. S. Dharmanagar took Rs. 500/- to expenditure for exchange on promise that they would pay him paddy in exchange of the money. But Kurpan Ali and others on 29-12-69 denied the loan they took. Then assuming that Kurpan Ali and other would be leaving shortly to Pakistan for good. Shri Deb Nath launch a complaint against them to S. D. M., Dharmanagar, who issued bailable warrant evide C. R. Case No. 387/69 U/S 402 IPC. But the warrant of arrest was not followed by detail of the complaint and as such the contents of the complaint was not known to ASI Shri Dutta and party.

A Magisterial enquiry has been made and Inquiring Officer has remarked that the firing could have been avoided. But the ASI and the Constable have been put under suspension and investigation proceedings.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি একটা বেলেবল ওয়ারেন্ট নিয়ে রাত্রি ১২টার সময়ে সেখানে যাওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তার আগেও বর্ণনা করেছি এবং সেটা আমি রেফার করেছি। এর বেশী বলতে গেলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Benode Behari Das.

Shri B. Das—Question No. 967.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 967.

QUESTION,

১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২) Scheduled Castes, Scheduled Tribes ও Other Backward Classএর এর সংখ্যা কত ?

৩) নির্ধারিত quota অনুযায়ী উপরিউক্ত জাতির লোক সরকারী চাকুরী পেয়েছে কি ?

৪) না পেয়ে থাকলে তার কারণ কি ? সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER.

১) ২০,৯১৫ জন

২) Scheduled Castes—১,৮৫৪ জন
Scheduled Tribes—২,৬১৩ জন
Other Backward Class—৮২৬ জন

৩) কোনও কোনও বিভাগে নির্ধারিত quota অনুযায়ী উপরিউক্ত জাতির লোক চাকুরী পেয়েছে। আবার কোনও কোনও বিভাগে নির্ধারিত quota উপরিউক্ত জাতির লোক দ্বারা পূরণ করা যায় নাই।

৪) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব বশতঃ এবং কিছু সংখ্যক উদ্বৃত্ত (surplus) কর্মচারীর পুনঃ কর্মসংস্থানের জন্য, সরকার এ ব্যাপারে বিভিন্ন Appointing authorityর নিকট প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করিয়াছেন।

শ্রী বি. দাস—কোন কোন বিভাগে নেওয়া হয় নাই বলেছেন। সেখানে সরকারের দিক থেকে সেই চেষ্টা থাকবে কি যাতে কোটা ফুলফিল করা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলা হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টিং অথরিটির নিকট প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—কোন্ কোন্ বিভাগে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় নাই ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—পুলিশ অর্গেনাইজেশন, ফায়ার সার্ভিস, ইলেকশান, কয়েট, প্রিজনস্ ডাইরেক্টরেট, লেবার ডাইরেক্টরেট, এগ্রি ডাইরেক্টরেট, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, রিহেবিলিটেশান, ষ্টেটিস্টিক্যাল, কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট অর্গেনাইজেশান, ডিষ্ট্রিক্ট জাজেস্ অফিস, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, প্রিন্টিং অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী। এই জায়গাগুলিতে নেওয়া হয়েছে। আর সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইব ভেকেনসীজ্ হ্যাভ বীন ফুলফিল্ড ইন দি ফলয়িং ডিপার্টমেন্টস :—সিভিল সেক্রেটারীয়েট, টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অর্গেনাইজেশন, এগ্রি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অর্গেনাইজেশন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস এইসব ডিপার্টমেন্ট কি প্রার্থীরা অ্যাপলাই করে নাই? না কি অ্যাপলাই করেও তারা উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—এটা এখানে বলা হয়েছে যে এইগুলি ডিপার্টমেন্টে নেওয়া হয়েছে। সিডিউলড কাষ্টের এগেনষ্টে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট কোটা সাড়ে বার পারসেন্ট, ক্লাস টুতে সাড়ে সাত পারসেন্ট এবং এগেনষ্ট প্রমোশান সাড়ে বার পারসেন্ট। সিডিউলড ট্রাইব ৩০ পারসেন্ট এবং ফাইব পারসেন্ট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে এইসব সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবের রিজার্ভেশনের ব্যাপারে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে কোন সার্কুলার আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—সার্কুলার অনবরতই আসছে এবং সেই অনুসারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে আসে বলেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ সেই যে সার্কুলার এবং ইনস্ট্রাকশন সেটা আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেটে ফলো করা হয় না বলেই আজকে এই প্রশ্নটা উঠেছে এটা স্বীকার করেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্বেও এই প্রশ্নটা এসেছিল। আমি সেটা ষ্টেটমেন্টের আকারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং হাউসে দিয়েছি।

শ্রীবি, দাস যে সার্কুলার এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা এনকোয়ারী করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে নির্দেশ আমরা দিয়েছি এবং আমার যতটুকু জ্ঞান আছে ততটুকু জানি যে তাদের কোটাগুলি ফুলফিল করবার জন্য সর্বরকমে চেষ্টা করছে ?

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—অনুন্নত এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির জন্য কোন কোটা ফিক্সড করা আছে কিনা চাকরীর বেলায় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তা নাই।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma, Shri Suresh Ch. Choudhury, Shri Rajkumar Kamljit Singh.

Shri Upendra Kr. Roy—Mr. Speaker, Sir, I am interested in the question of Shri Suresh Ch. Choudhury. He is absent. It is 81.

Shri S. L. Singh—Mr, Speaker, Sir, Question No. 81.

Question :

বিলোনীয়া সহরের শ্মশানের নিকটবর্তী চরে পাকিস্তানীরা প্রবেশ করিয়া চাষাবাদ করিতেছে ইহা সত্য কিনা ?

Answer :

Materials are under collection.

Shri U. K. Roy—Hon'ble Speaker, Sir, it is an incident. There was a serious dispute and there was regular exchange of fire between India and Pakistan over the dispute of this land. It is a well known fact ; and this creamation ground has been used and is being used for long 60 years by the people of of India and there are jote lands surrounding this which were cultivated by the people of India for about 60 years and they were regularly paying rent to the Belonia Tehshil Kachari. There was serious dispute and there was regular exchange of fire and after that cease fire was effected it was provisionaly agreed upon that neither of these two parties, i. e. India and Pakistan……

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Point of Order, is he making a statement in the question hour ?

Mr. Speaker—Hon'ble Member is trying to clarify his question.

Shri U. K. Roy—It is very important thing and an agreement has been violated by the Pakistan Government, and the Government of India and the Government of Tripura is keeping watch over this. But here it appears that the information is yet to come to Agartala from Belonia town. A member from Belonia living in the Belonia town is raising the question and the ministers are in the dark about this ; it is strange.

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেটেরিয়ালস্ আর আণ্ডার কালেকশান বলেছি উনি যেটা বলেছেন চাষাবাদ করছে কিনা, কায়ার করলো কিনা, দখল করলো কিনা, যুদ্ধ সেখানে করলো কিনা। অতএব পাকিস্তানীরা অনুপ্রবেশ করে সেখানে চাষাবাদ করছে কিনা এই হল উনার প্রশ্ন। অতএব সেই জায়গাতে মেটেরিয়ালস্ আর আণ্ডার কালেকশান বলার সাথে সাথে উনি তা বলেছেন। উনি হয়তো এনলাইটেণ্ড থাকতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে খবর না আসা পর্যন্ত অনুপ্রবেশ হচ্ছে কিনা, হলে পরে কি রকম ভাবে হল, দখলে আছে কিনা, চাষাবাদ হচ্ছে কিনা এই ব্যাপারগুলি পরিষ্কার

ভাবে হাউসের সামনে দিতে হবে। সেই জায়গাতে আমি বলেছি মেটেরিয়েলস্ আর ডাওার কালেকশ্যন।

শ্রী ইউ. কে. রায়—ইনসিডেন্টটা তো অস্বীকার করার মতো নয়।

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Question No. 86.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 86.

QUESTION

1) Was there any Civil Service Rules for the Administrative Service i. e, for S. D. O., Treasury Oficers, Circle Officers, Magistrate of Tripura before integration of Princely State Tripura to the Union of India.

2) If so, what was the name of that Rules and which year the Rule was originally enacted or introduced.

3) Did the said Rule underwent any change or amendment and if so, when

4) Did the said rule was repealed after integration, if so, when.

ANSWER

1) No.

2) Does not arise.

3) Does not arise.

4) Does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—আমাদের ত্রিপুরায় প্রিন্সলী স্টেটের সময়ে, ইন্টিগ্রেশানের আগে যেসব এস. ডি. ও., বি. ডি. ও. ছিল তাদের জন্য কোন সিভিল সার্ভিস রুলস ছিল কি না?

শ্রী এস. এল. সিংহ—আগেই বলা হয়েছে যে, there was no Civil Service Rules.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh— Is it a fact মহারাজার আমলে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস রুলস ছিল এবং সেই রুলস অনুযায়ী তাদের প্রমোশান, এ্যাপয়েন্টমেন্ট, প্রবেশান পিরিয়ড একজামিন করা হত?

Shri S. L. Singh—It is the State Civil Service Rules.

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Question No. 115.

Shri S. L. Singh—Question No. 115 Sir.

প্রশ্ন (১১৫)

১) বন দপ্তরের কর্মচারীরা গত জানুয়ারী মাসে কোন আন্দোলন করিয়াছেন কি?

২) করিয়া থাকিলে তাহাদের দাবী কি?

৩) চীফ কনের্ভ অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি কোন তদন্ত করার দায়িত্ব একজন আই এ এস অফিসারকে দিয়েছেন,

৪) দিয়া থাকিলে উহার ফলাফল কি ?

৫) ইহা কি সত্য যে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে উহা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে ? যদি সত্য হয়, তাহার কারণ কি ?

ANSWER.

An internal fact finding Committee to look into the grievances of Forest employees was formed towards end of Nov. 1969. Tripura Government Employees Association represented against orders of termination of services of some temporary Government servants under Rule 5, reversion of employees from efficiating posts, suppersession in matters of promotion and cases of disciplinary proceedings.

On examination, it was found that the following remedies were available against the grievances ;

Regarding termination under Rule 5, the Administrator either suo moto or on representation might review an order after making such enquiry as he deems fit—such a review is under consideration.

As regards reversion from efficiating posts and supersession in matters of promotion and punishment under Classification Control and Appeal Rules, appeals will be considered according to statutory provision.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, চীফ কন্জারভেটর অফিসারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ, সেই অভিযোগের তদন্ত কার্য্য শুরু হয়েছিল কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে—a fact finding Committee গঠন করা হয়েছে এবং তার নির্দেশ মত কাজ চলছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই অভিযোগের মূলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটা স্টেটমেন্ট এখানে দিয়েছি, এর বেশী জানাতে হলে চাই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে কবে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং কমিটি যে সুপারিশ করেছেন সেটা আমরা দেখছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী এরশাদ আলী চৌধুরী।

শ্রী এরশাদ আলী চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১

শ্রী এস এল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১ স্যার।

প্রশ্ন :—

সংবিধানের ৩০৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১লা জুলাই ১৯৬৩ ইং হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন ডিপার্টমেন্টে কোন ক্যাডারের জন্য রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈয়ারী করা হইয়াছে ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৫।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৫ স্যার।

QUESTION

1) Whether the Government of Tripura has made any reference to the Central Govt. for applying the provisions of the Hindu Marriage Act, 1955 and Hindu Succession Act, 1956 in case of Sch. Tribe Hindus of Tripura, and

2) If so, what was the reply of the Central Govt. ?

ANSWER

Material are under collection

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৭।

শ্রী এস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৭ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে উদ্বাস্তুদের ঋণ মকুব হইয়াছে এবং

খ) সত্য হইয়া থাকিলে কত টাকা পর্য্যন্ত মকুব হইয়াছে ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮ স্যার।

Shri U. K. Roy—On point of information—When the reply is material under collection, usually the reply should be given within 15 days. Can we expect that the Session will continue upto 15th of April ?

Mr. Speaker—Yes.

Shri U. K. Roy—Then we can expect the replies of those questions within 15th April ?

Mr. Speaker—Yes, you can expect.

Shri S. L. Singh—Question No. 318 Sir.

QUESTION

1) Whether it is a fact that the Govt. has decided to remove the police camp situated near the Manpai village of Jampai hills ; and

2) if so, the reasons therefore ?

ANSWER.

Meterial under collection.

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 487

Shri S. L. Singh—Question No. 487 Sir.

প্রশ্ন

১। সরকার কি ইহা অবগত আছেন যে অমরপুরের আইন ব্যবসায়ীরা বার লাইব্রেরীর অভাবে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন ?

২। অবগত থাকিলে, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন ?

উত্তর

(১) ও (২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker—Binoy Bhushan Banerjee.

Shri Binoy Bhushan Banerjee—Question No. 351.

শ্রী এস এল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫১ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত আগষ্ট মাসে পাকিস্থান হইতে ভারতে যাতায়াতের পথে বৈরী ভাবাপন্ন কতিপয় মনিপুরী যুবক ধর্মনগর ও কৈলাসহরে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

২) যদি সত্য হয় তাহাদের সংখ্যা কত এবং গ্রেপ্তারের কারণ কি,

৩) গ্রেপ্তার হইয়া থাকিলে, তাহারা কোন রাজ্যের অধিবাসী, এবং

৪) বর্তমানে তাহারা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) কৈলাসহর এবং ধর্মনগর পুলিশ বিগত ১৯৬৯ সালে আগষ্ট মাসে ৫৬ জন বৈরী মণিপুরি যুবককে সমাজ বিরোধী কাজে পাকিস্তানের সহযোগিতায় লিপ্ত আছে সন্দেহ মূলে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৩) তাহারা মণিপুরে অধিবাসী,

৪) ওয়ার্ডারগণকে সাংঘাতিকভাবে জখম করিয়া বিচারাধীন আটজন ধর্মনগর সাব-জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে, বাকী ৪৮ জন বর্তমানে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের ৮ জন ধর্মনগর সাব-জেল থেকে পালিয়ে গেছে, তারা এখন কোথায় আছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু সে, হোয়ার দে আর নাউ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ২৪।২৫ তারিখের পত্রিকায় দেখা গেছে যে সেই সব লোক পাকিস্তানে ধৃত হইয়াছে, এই সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :– উই আর নট নোন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান সরকারের সাথে করসপণ্ডেন্স্ করবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—পত্রিকার খবরের উপর নির্ভর করে তো এটা করা চলে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে খবরের কথা বলছি, সেটা মণিপুর থেকে পত্রিকাতে দেওয়া হয়েছে।

Shri S. L. Singh—Whatever it may be, if the Manipur Government does not make any correspondence with us, then we can not make any correspondence with them.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে জায়গাতে একটা ওয়ার্ডারকে মার্ডার করে চলে গেল, সেই জায়গাতে তাদের বিচারের জন্য তো সেই লোকগুলিকে ফিরিয়ে আনার দরকার ?

শ্রীএস এল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমরা নিশ্চয় উপলব্ধি করি। কিন্তু একটা পত্রিকাতে খবর উঠলেই তার উপর ভিত্তি করে আমরা একটা গভর্ণমেন্টকে এপ্রোচ করতে পারি না। যদি মণিপুর গভর্ণমেন্ট আমাদেরকে সেই রকম কোন খবর দেন, তাহলে নিশ্চয় আমরা সেটা করব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই পত্রিকা বা পেপারের উপর ভিত্তি করে করেস-পণ্ডেন্স করার কোন বাধা থাকতে পারে কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—অনুরূপ কিছু করতে গেলে পরে অসুবিধায় পড়তে হয় বৈ কি ?

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ--ধর্মনগর জেলখানা থেকে পাকিস্তান বর্ডার কত দূর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—অনুমান করে বলতে পারি ৩ মাইল সাড়ে তিন মাইল হতে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—কিভাবে ১৭৮ জন ছেলে ২ জন জেল ওয়ার্ডারকে খুন জখম করে পালিয়ে গেল, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইন্কোয়ারী করবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—Already there is an enquiry going on.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—ইহা কি সত্য যে আমাদের সাব-জেলখানাগুলি যেভাবে কন্‌ষ্ট্রাক্শান করা হইয়াছে, তাতে অনেক ডিফেক্টিভ থাকায় ঐ ছেলেগুলি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ ডিফেক্টস এভরী হোয়ার লাইস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—আইনের কোন্ ধারা অনুযায়ী তাদেরকে এরেষ্ট করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট ১২০(বি) এ্যাণ্ড ১২১ আই, পি, সি, ডেটেড ২২-৮-৬৯।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাদল রিয়াং এ্যাণ্ড শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৬৫।

শ্রীএস. এল. সিংহ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৬৫ প্রশ্ন।

QUESTION :

1) Whether any Ejahar has been made to the Sidhai P.S. on 13.3.70 by Shri

Prabhat Deb Barman, President of Katlamara H/S School for burning down the school building in the night of 12. 3. 70 by some miscreants ;

2) Whether in the Ejahar a specific name of suspect has been given by the President ; and

3) if so, whether the suspect was arrested or not ?

ANSWER :

1 to 3 : Materials under collection.

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Question No. 918.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 918 (postponed).

QUESTION :

১। উদয়পুরের Asstt. Fisheries Officer (South Zone) শ্রীনারায়ণ ঘোষ ধনিসাগর ফিসারীর কত পরিমাণ জমি ১৯৬৭-৬৯ সালে ভাগচাষ প্রথায় চাষ করান এবং তাহা হইতে কত পরিমাণ ধান পান তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব ;

২। ঐ ধান বিক্রয় করিয়া সরকারের নিকট কত টাকা জমা দিয়াছেন তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব ;

৩। যদি জমা না দিয়া থাকেন তবে সরকার ঐ টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করার কি ব্যবস্থা করবেন ;

ANSWER :

১। ধনিসাগর ফিসারীর কোন জমি এসিষ্ট্যান্ট ফিসারী ডেভেলাপমেন্ট অফিসার শ্রীনারায়ণ ঘোষ. ভাগ প্রথায় বা অন্য কোন ভাবে চাষ করান নাই। অতএব ঐ জমি হইতে তাহার ধান পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—ইহা কি সত্য যে শ্রীনারায়ণ ঘোষ, এ্যাসিসটেন্ট ফিসারী অফিসার তিনি নিজেই ভাগ প্রথায় জমি চাষ করান এবং নিজেই সেটা ভোগ করেন, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এটাতে কোন প্রাইমাফেসী নেই।

Mr. Speaker—Shri Upendra Kumar Roy.

Shri Upendra Kumar Roy—Question No. 134.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 134.

QUESTION :

1. Whether any step has been taken by the Government to replace the Laws of other States extended to Tripura as per Resolution passed by the Assembly on 30. 9. 69.

2. If so, the details thereof ; and

3. If not, the reasons thereof ?

ANSWER :

1. Yes.

2. A Bill called "The Tripura Cooperative Societies Bill" to replace the Bombay Cooperative Societies Act, 1925 has already been prepared. The Bill is being examined by the Government to make the provisions of the Bill suitable for local conditions. Possible steps in regard to replacement of other State Acts, namely, (1) The Bombay Money-landers Act, 1947. (2) The Assam Stamps Act and (3) The U. P. Panchayat Raj Act, 1947 by local Acts are being taking by the Administrative Departments.

3. Does not arise.

Shri U. K. Roy—Will the Hon'ble Minister let me know if it will be possible for them to introduce the Bill in this Session in the Assembly ?

Shri S. L. Singh—As soon as it will be ready and prepared we shall try our best to do this.

Shri **U. K. Roy**—Mr. Speaker, Sir, "As soon as" is a vague term and something evasive. All evasive replies should be avoided. Only the question whether it will be possible to introduce in this Session or not should be replied to.

Shri S. L. **Singh**—If "as soon as" is a vague term I do not find any other term. It may vague term. But I know that I should never given any definite time in the House that I should introduce it in such and such time.

Shri **U. K. Roy**—My definite question was whether it would be possible for the Government to introduce this Bill in the current Session of the Assembly. Whether it will be possible or not ?

Shri S. L. Singh—I have given reply that as soon as it would be prepared it would produced before the House.

Mr. Speaker—Rajkumar Kamljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 83.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 83.

QUESTION

1) How many Govt. Servauts (both Gazetted and non-gazetted) of Tripura have so far been suspended, dismissed, removed from the services due to negligence, corruption and other offence since 1951.

2) How many such government servants (gazetted & non-gazetted) have preferred appeal to Hon'ble Court for redress ;

3) How many so far been acquited by the Hon'ble Court and joined services to the respective posts with their names ?

ANSWER

Materials are under collection.

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri **Bidya Ch. Deb Barma**—Question No. 121.

Shri S. L. **Singh**—Mr. Speaker, Sir, Question No. 121.

QUESTION

১) গত ২৮।১।৭০ ইং-তে লালজুরিতে ভাংক্রাক—মিজোদের কোন আক্রমণ হইয়াছিল কিনা ? এই আক্রমনের ফলে কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কি ?

২) এ' সম্পর্কে কয়জন আক্রমণকারী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

৩) ক্ষতিগ্রস্তদের সরকার কোন সাহায্য করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

ANSWER

Materials are under collection.

Mr. Speaker—Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das—Question No. 309.

Shri S. L. **Singh**—Mr. Speaker, Sir, question No. 309.

Question

a) Whether it is a fact that large number of persons have been migrating to India from East Bengal in Pakistan through Tripura Border ?

(b) If so, the number of persons migrated to India from East Bengal during last six months ?

(c) The reason for their migration ?

Answer

(a) Not large. Some numbers may be.

(b) 2436 persons.

(c) As per verbal statements given by the migrants the reasons for their migration are :—

Forceable harvesting of matured paddy and occupation of land, kidnapping of unmarrid young girl and women and conversion of them and throwing cow-bones in the houses of minorities by the members of the majority community in East Pakistan.

শ্রীনরেশ রায়ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনের জন্য ত্রিপুরা সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—আমাদের এখানে আমরা উদ্বাস্তু ক্যাম্প করেছি এবং সেই ক্যাম্পে থেকে যারা নাম রেজিষ্ট্রি করে তাদিগকে ডোল দেওয়া হয় এবং তারপর বিভিন্ন রাজ্যে তাদিগকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যে সংখ্যা বলা হয়েছে সেটা কি যাদের নাম রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে তাদের সংখ্যা না যারা নাম রেজিষ্ট্রি করে নাই তাদের সংখ্যাও এর মধ্যে আছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই নবাগত উদ্বাস্তুদের কয়টা ক্যাম্পে রাখা হয়েছে এবং ক্যাম্পগুলি কোথায় আছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—আমতলীতে একটা ক্যাম্প আছে। সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা নূতন উদ্বাস্তু আসছে তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করার কোন বাধ্যবাধকতা আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ক্যাম্পে থাকতে হলে পরে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হয়। তা না হলে ডোল দেওয়া যায় না।

Mr. Speaker—Shri Naresh Roy.

Shri **Naresh Roy**—Question No. 317.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 317.

QUESTION,

1. Whether attention of the Govt. has been invited to the news under caption ;

Published in the weekly newspaper 'Samachar' of Agartala on 22. 2. 70 regarding police opression on the local business men and women at Arundhutinagar Drop Gate, Agartala.

2. if so, what action the Govt. has taken against the police personnel responsible for creating such troubles ?

ANSWER .

Materials are under collection.

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 323.

শ্রী এস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৩২৩।

প্রশ্ন

১) বিগত ২১শে আগষ্ট, ১৯৬৯ ইং সনে ভুবনগর, বলংপাশা ও গণ্ডাছড়ায় বৈরী মিজো কর্তৃক আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সরকার হইতে বিভিন্ন প্রকারের লোন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে, কি কি প্রকারের লোন দেওয়া হইবে ; এবং

৩) না থাকিলে উহার কারণ কি ?

উত্তর

১, ২ ও ৩ তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—পয়েন্ট অব ইনফরমেশান। আজকে যে সমস্ত কোয়েশ্চান আছে, লিষ্টে তাদের মধ্যে কয়টা মেটিরিয়েলস্ আওয়ার কালেকশান হয়েছে ?

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা সরকারের। এটা কি করে আওয়ার কালেকশান হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা সেটা না জানা পর্যন্ত কিভাবে পরিকল্পনা থাকবে ? আমাদের কতগুলি প্রসেস আছে প্রসিডিউর আছে। সে প্রসিডিউর অনুসারে চলতে হয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—আমার মনে হয় ডিপার্টমেন্টে যে সব কোয়েশ্চান যাচ্ছে সেগুলির দিকে নজর দেওয়ার জন্য বোধহয় তারা মাথা ঘামায় না। এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে তিন ভাগের দুই ভাগ কোয়েশ্চান মেটিরিয়ালস্ আওয়ার কালেকশান। এই সম্পর্কে মাননীয় স্পীকারের একটা রুলিং চাই।

মিঃ স্পীকার—নির্দেশ দেওয়া আছে যে উত্তর ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হবে।

Mr. Speaker—Shri Abdul Wazid.

Shri Ershad Ali Choudhury—I am authorised sir. Question No. 354.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 354.

QUESTION

১) বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ধর্মনগর বিভাগের বেলছৈ চাঁদপুর মৌজায় পুলিশ ফায়ারিং এর ফলে কোন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল কিনা ?

২) হইয়া থাকিলে, উহা রাত্রে না দিনে হইয়াছিল এবং

৩) ফায়ারিং এর কারণ কি ?

ANSWER

১) হ্যাঁ

২) হ্যাঁ, রাত ১টার সময়।

৩) আত্মরক্ষার্থে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১ স্যার।

শ্রী এস এল সিংহ:—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১ স্যার।

প্রশ্ন :—

১) ১৯৬৯'এর জুলাই মাসে বনবাসা ও গণ্ডাছড়া বৈরী মিজো ত্যাংক্রাক আক্রমণে যাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হন, ভারত সরকারের নিকট তাহাদের জন্য আর্থিক সাহায্যের কোন প্রস্তাব পাঠানো হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ,

২) ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত সরকার কি বলিয়াছেন ?

উত্তর :—

১ ও ২ তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা। শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৩।

শ্রী এস. এল. সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৩ স্যার।

QUESTIONS

1. How many Secretaries and Deputy Secretaries and under Secretaries are there under the Government of Tripura (with names of these persons who are holding the post and scale of pay).

2. How many are confirmed Secretaries ;

3. Out of the Nos. of post of Secretaries, Deputy Secretaries, Under Secretaries how many posts are meant for deputationists.

ANSWER

1. (a) —There are 8 Secretaries including ex-officio Secretaries under the Government of Tripura. Their names and scales of pay are given below :—

i)	Shri I. P. Gupta, I. A. S. —Chief Secretary.	—Scale of Pay Rs. 900-1800/-plus special pay of 300/- per month (I. A. S. scale of pay).
ii)	Shri J. D. Philomen Dos,—Finance Secretary. I. D. A. S.	—Scale of pay of the post if held by IAS Rs. 900-1800/- plus special pay of Rs. 200/- per month (IAS scale of pay). Officer is on deputation terms.
iii)	Shri Amitabha Dutta— Judicial Secretary.	—Scale of pay Rs. 500—1200/- plus special pay of Rs. 100/- per month (Un-revised) . Officer is on deputation terms.
iv)	Shri P. K. Deb Barma —Secretary, Legislative Assembly.	—Scale of Pay Rs. 625—1350/- plus special pay of Rs. 100/- per month.
v)	Shri R. K. Deb Barma —Director of Rehabilitation & ex-officio Secretary.	—Scale of pay of the post if held by IAS Rs.900—1800/- plus special pay of Rs. 200/- per month

		(I.A.S. scale for the post of Director of Rehabilitation).
vi) Shri J. M. Lyngdoh, I.A.S.—	Development Commissioner & ex-officio Secretary,	—Scale of pay Rs. 900—1800/- plus special pay of Rs. 200/- per month (I.A.S. scale). The officer is on deputation terms.
vii) Shri A. K. Sen—	Principal Engineer and ex-officio Secretary.	—Scale of pay Rs. 1500-1800/- (Pay scale of the Principal Engineer).
viii) Shri G. N. Chatterjee—	Director of Education and ex-officio Secretary.	—Scale of pay Rs. 625—1350/- (scale of pay of Director of Education).

1. (b) Deputy Secretaries ...... Nil.

1. (c) Under Secretaries ...... 9 Nos.

1. Shri C. R. Pal, T. C. S.—(Rs. 325-30-475-35-545-EB-35-825-EB-35-1000/- plus special pay of Rs. 100/- as personal to him).
2. Shri S. B. K. Deb Barma, T C.S.—Rs. 325—1000/- plus special pay of Rs. 100/- as personal to him.
3. Shri H. Ghosh, T. C. S. —Rs. 325—1000/-
4. Shri H. Mukherjee, T. C. S. —do—
5. Shri H. G. Roy —Rs. 325-30-475-35-545-EB-35-825-EB-35-1000/- plus special pay of Rs. 100/- per month
6. Shri D. C. Bhattacherjee— —do—
7. Shri S. C. Baul —do—
8. Shri J. Sen Gupta —do—
9. Shri A. K. Bhattacherjee —do— Officer is on deputation terms.

2. One—Shri R K. Dev Barma is a permanent Secretary in the pay scale of Rs. 500—1200/- plus special pay of Rs. 100/- per month (Un revised).

Shri A. K. Sen and Shri G. N. Chatterjee are permanent in the post of Principal Engineer and Director of Education respectively.

Under Secretaries.

Sarvashri C. R. Pal, H. Mukherjee, H. Ghosh and S. B. K. Dev Barma are confirmed in the T. C. S. Cadre.

Shri H. G. Roy is confirmed in the post of Under-Secretary (Non-T. C. S.).

3. Posts 1(a) (i), (ii), (v) and (vi) are I. A. S. Cadre Posts. Posts 1(a) (iii), (iv) & (viii) can be filled by local officers failing which by deputation. Post 1 (a) (vii) is counted as a post of Superintending Engineer for determining percentages of deputation and promotion. According to rules 75% posts of Superintending Engineer are to be filled by deputation and 25% by promotion.

All the posts shown under 1(c) are meant for local officers. The post of Under Secretary (Law) may however be filled on deputation basis in case no suitable local officer is available.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই আটজন সেক্রেটারীর মধ্যে শ্রী এ, কে, সেন এবং শ্রী জি, এন, চাটার্জীর এ্যাপয়েন্টমেন্ট কি যথাক্রমে প্রিন্সীপাল ইঞ্জিনীয়ার এবং ডাইরেক্টার অব এডুকেশান এণ্ড এক্স অফিসিও সেক্রেটারী হিসাবে হয়েছে না সেক্রেটারী, এক্স অফিসিও প্রীন্সপ্যাল ইঞ্জিনীয়ার এণ্ড ডাইরেক্টার অব এডুকেশান হিসাবে হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বলা হয়েছে—

Shri A. K. Sen, Principal Engineer and ex-officio Secretary, scale of pay Rs. 1500-1800/- (Pay scale of the Principal Engineer). and Shri G. N. Chatterjee, Director of Education and ex-officio Secretary, scale of pay Rs. 625 – 1350/- (Scale of pay of Director of Education).

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—এখানে দেখা যাচ্ছে যিনি একটা ডাইরেক্টরেটের চার্জে আছেন। তিনি আবার সেক্রেটারীর চার্জেও আছেন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে একজন ডাইরেক্টার সেক্রেটারী হতে পারেন না একজন সেক্রেটারী ডাইরেক্টার হতে পারেন। সেটার ক্ল্যারিফিকেশান আমি চাচ্ছি। কারণ এখানে একজন কনফারমড সেক্রেটারী শ্রী আর, কে, দেববর্মা, তিনি ডাইরেক্টারের পোষ্ট হোল্ড করছেন। সেটাই আমি জানতে চাই।

শ্রী এস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে তিনি সেক্রেটারীর পোষ্ট হোল্ড করছেন এবং ডাইরেক্টার অব রিহেভিলিটেশান-এর চার্জে আছেন। আর এ, কে, সেন, তিনি প্রিন্সীপাল ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্ট হোল্ড করেন এবং সেক্রেটারীর চার্জে আছেন। এবং সেটা কাজের সুবিধার জন্য করা হয়েছে।

Mr. Speaker—Question hour is over. There is one Unstarred Question to-day. The Minister may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Question and also to Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা এডজোর্নমেন্ট মোশান ছিল।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি শুনুন, আপনার এডজোর্নমেন্ট মোশানটি আমি ডিসএলাউ করেছি।

শ্রীঅভিরাম দেব বর্মা—ডিসএ্যালাউ করলেও বিষয়টা খুব জরুরী, সেটা হাউসে আলোচনা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার—'নো'.........(গণ্ডগোল)। ....

Hon'ble Member, I would request you to take your seat.

I have received Calling Attention Notice from the member, Shri Aghore Deb Barma, on the subject that "Fire gutted at Debendra Sardarpara near Golaghati Bazar, P.S. Bishalgarh, Sadar on 23. 3. 70".

I have given consent to the motion of Shri Deb Barma to-day, I would repuest the Hon'ble Miniter in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not a position to make a statement today, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker Sir, I agree to mak a statement on this subject on 3rd April, 1970.

Mr. Speaker—Hon'ble Minister agreed make a statement on the 3rd April, 1970.

Now discussion on the Budget Estimates for 1970—71 to be continued. I would call on Shri Promode Rn. Das Gupta to start his discussion.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—স্যার, বাজেট ডিস্কাস্শানটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ডিস্কাস্শান। কাজেই এই রকম হলে ডিসকাস্শান করতে অনেক অসুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউ গো অন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—How can I start Sir.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—ডিসকাস্শান করার মত একটা সুবিধা করে দিন, স্যার। না হয় তো আমরা সেটা কি করে করব ?

শ্রীএস এল সিংহ—স্যার, প্রথম কথা হল এখন হাউসে বাজেট ডিস্কাসশান হবে। এবং এটা খুবই প্রয়োজনীয় ডিসকাসশান কাজেই হাউসের মধ্যে যে অবস্থা চল্ছে তার মধ্যে এটা করা অনেকটা অসুবিধা হবে, আমি যেমন মনে করি, তেমনি অন্যান্য সদস্যরা ও মনে করেন। তবে একটা কথা হল মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের রুলিং মেনে চলা উচিত। এখন মাননীয় স্পীকার মহোদয় কি করবেন না করবেন, সেটা উনি নিজেই ঠিক করবেন।

Mr. Speaker—Hon'ble member, will you not stop ? I would request the Hon'ble member to withdraw yourself from the house as you are disturbing the proceedings of the House by your behaviour.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেট ডিস্কাস্শানটা এখন বন্ধ রাখবার জন্য অনুরোধ করব। কেননা, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে এখানে বিক্ষোভ

দেখাচ্ছেন, তাতে এই বাজেট নিয়ে আলোচনা করা মোটেই সম্ভব নয়। আমি মনে করি উনারা যে স্লোগানটা এই হাউসে আনতে চেয়েছিলেন, এবং এতক্ষণ ধরে যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাতে উনাদের উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছে। কাজেই উনারা এখন বিক্ষোভ দেখানো থেকে নিবৃত্ত হতে পারেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার আপনারা বন্ধ করুন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই হাউসের মধ্যে এখন যে একটা অবস্থা চলছে, তার মধ্যে বাজেটের মত গুরুত্বপূর্ণ ডিসকাসশান হওয়া সম্ভব নয় সেজন্য আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে আবেদন রাখব যাতে কয়েক মিনিটের জন্য এই হাউস মুলতুবী রাখা হয়। কারণ, মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমরা এই বাজেট হাউসের মধ্যে পেশ করেছি, যেখানে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি অগ্রগতি সমস্ত কিছু নির্ভর করছে, তাই এই বাজেটের একটা বেটার আলোচনা হওয়া দরকার এবং মাননীয় সদস্যরাও প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বক্তব্য ভালভাবে পেশ করতে পারবেন।

Mr. Speaker—The House stands adjourned for ten minutes only.

Mr. Speaker—Before I ask Shri P. R. Dasgupta to start discussion I shall ask Shri U. L. Singh to lay the report of the Public Accounts Committee and Shri Ershad Ali Choudhury to lay the report of the Estimates Committee. First I would call on Shri U. L. Singh to proceed to present before the House the Fifth Report of the Public Accounts Committee.

Shri U. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Fifth Report of the Public Accounts Committee.

Mr. Speaker—Next I would call on Shri Ershad Ali Choudhury, the Chairman of the Estimates Committee.

Shri Ershad Ali Choudhuy—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the sixth Report of the Committee on Estimates.

Mr. Speaker—Members are requsted to collected their copies of the Reports from the Notice Office. Now I would request the Hon'ble Member Shri P. R. Dasgupta to start discussion.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি এটা হচ্ছে রিসিপ্ট এ্যাণ্ড এক্সপেণ্ডিচারের উপর আলোচনা। আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে আমি দেখছি যে গত বছর বাজেট এস্টিমেট ছিল ২৮,০৩,৮১,০০০ টাকা। তারপর রিভাইজড হয়ে সেটা ৩০,৯৮,০০,০০০ টাকা হয়েছে। এবার আমাদের বাজেট হয়েছে ৩১,২১,৭৮,০০০ টাকা। তবে বাজেটে আমারা এষ্টিমেট অব এক্সপেণ্ডিচার এই বছর যা করব তা আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে যে এতবড় বইটা সেটা হচ্ছে ডিব্বী ওয়াইন ইন ত্রিপুরা বোটল। একথা গতবারও বলেছিলাম এবং এবারও বলতে হচ্ছে এর মধ্যে কোন প্রাণ নাই। কারণ তোতাপাখীকে যেরকম শিখায় সেরকম সে বলে। সে রাম নামই হোক আর কৃষ্ণ নামই হোক।

আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রাও সেইভাবে এই বাজেটের মধ্যে বক্তব্য রেখে তাকে সমর্থন করবেন। কারণ এই বাজেটের যে সমস্ত বিষয় বস্তু, যেসব টাকা খরচ ধরা হয়েছে এবং যেসব প্ল্যান ওয়ার্ক সমস্তই আমাদের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের একজন অ তার সেক্রেটারী একজন সেক্রেটারী ঠিক করে দেন। কিভাবে ত্রিপুরাকে সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হবে, তার মাইনর ইরিগেশান, তার এগ্রিকালচার, তার ইণ্ডাষ্ট্রি তার আদার হেডস্ সেগুলিকে কিভাবে আমাদের ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি ভাবে এ্যাডজাষ্ট করবো টাকাটাকে, সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্য নেই এর মধ্যে। নাই এই জন্য যে আমাদের যে সেক্রেটারীরা, তারা প্রতিটি ষ্টেটমেন্ট, রিকোয়ারমেন্ট অব এক্সপেণ্ডিচার, উনারা নিয়ে যান দিল্লীতে। সেটা সেখানে এক্জামিন হয় এবং অরা সেটাকে ইচ্ছা মত কাটাচেরা করে। সত্য কথা বলতে কি যারা এর উপর দিল্লীতে কলম চালায় তারা ত্রিপুরাকে জানে না, ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা কি, ত্রিপুরার সমস্যা কি, সেটা জানে না। ত্রিপুরার মাটির, জমির অবস্থা কি সেই বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। এজন্য অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের যে পলিসি মেটারস সেই পলিসি মেটারসের সাথে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার. এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথম এই কথাই যে এই বাজেট কেন আমাদের বাজেট নয়? তার কারণ হচ্ছে আমরা আছি ইউনিয়ন টেরীটরী এক্টের মধ্যে এবং আমরা পরিচালিত হচ্ছি ইউনিয়ন টেরিটরী অ্যাক্ট ১৯৬৩ দ্বারা। তাতে আমাদের ক্ষমতা এত সীমিত যে আমাদের লেজিসলেচারের ক্ষমতা এত সীমিত যে, আমাদের কাউন্সিল অব মিনিস্টারদের ক্ষমতা এত সীমিত যে প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আমাদের দিল্লীতে যেতে হয়। অনেক বলে থাকে যে আপনাদের কোন আয় নাই। ১,৮০,০০০০০ টাকা মাত্র আপনাদের আয় আর ৩১ কোটি টাকা ব্যয়। সেটা কেন্দ্র দিচ্ছে। অতএব এই বাজেট কেন আপনারা করবেন। আমি সেখানে বলবো কেন্দ্রের যারা অফিসার কেন্দ্রের যারা সেক্রেটারী তাদের তো টাকা নয় এবং একটা ভারতবর্ষের এই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের যদি সংহতি রক্ষা করতে হয় তাহলে ত্রিপুরাকেও ভারতের একটা অংশ হিসাবে চিন্তা করতে হবে এবং সেজন্যই কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে। দিচ্ছেন এই জন্য ত্রিপুরার যদি উন্নত না হয় এবং ত্রিপুরা যদি ডিস্স্যাটিসফায়েড থাকে তাহলে ভারতের সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে। আজকে দেশ রক্ষার কথাই ধরুণ। দেশকে যদি জোরদার করতে হয় তাহলে ত্রিপুরাকেও উন্নতি করতে হবে, ত্রিপুরার মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবতে হবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এবং তার জন্য যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেটা দান নয়, ভিক্ষা নয়, সেটা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কারণ আমরা ভারতের একটা অংশ এবং শরীরের একটা অংশ যদি ক্ষত বিক্ষত থাকে তাহলে সেই শরীরটাকে সুস্থ শরীর বলা যায় না। আজ ত্রিপুরার যদি উন্নয়ন না হয়, ত্রিপুরা যদি ক্ষত বিক্ষত থাকে তাহলে বলতে হবে যে এটা সারা ভারতের ক্ষত এবং সেই ক্ষত হচ্ছে ভারতের সংহতির পরিপন্থী।

আজকে ত্রিপুরার যদি উন্নতি না হয়, ত্রিপুরা যদি ক্ষত বিক্ষত থাকে, ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে যদি হা-হাকার থাকে, তাহলে এটা সারা ভারতবর্ষেরই ক্ষত, সেটা হবে ভারতের সংহতির পরিপন্থী। তাই এই যে ৩১ কোটি টাকা সেটা হচ্ছে আমাদের ন্যায্য অধিকার এবং তা দিতে ভারত সরকার বাধ্য। কিন্তু এই টাকা আজকে কিভাবে খরচ করা হবে, তার অধিকার কার থাকবে, কার আছে? তার অধিকার থাকবে এই লেজিসলেচারের। তাই আজকে প্রশ্ন হবে আজকে যদি ইউনিয়ন টেরিটোরীজ

এ্যাক্ট অব ১৯৬৩ থাকে, তাহলে ত্রিপুরার আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পারব না। কারণ আমাদের দিল্লীর আণ্ডার সেক্রেটারীর উপর নির্ভর করতে হবে আমাদের বাজেট কি হবে আমাদের পলিসী কি হবে, আমাদের কোন খাতে কি বরাদ্দ হবে তার জন্য। সেই জন্যই আজকে মনিপুর, হিমাচল প্রদেশ, প্রত্যেক জায়গায় ষ্টেটহুডের জন্য ক্রাই উঠেছে। কাজেই আমাদের দাবী হচ্ছে এই যে আমরা ৩১ কোটি টাকা পাচ্ছি, তা কিভাবে বিলি ব্যবস্থা করব, তার সমস্ত অধিকার এই লেজিসলেচার— সুপ্রীম বডি—তাকে দিতে হবে। এই লেজিসলেচার বাজেটের কোন অংশকে এ্যাসেন্ট দেবে, কোন অংশকে এ্যাসেন্ট দেবে না, কোনটাকে মডিফাই করবে, পরিবর্তন করবে, কোনটাকে রিভিউস করবে, তার মূলগত অধিকার হচ্ছে এই এ্যাসেম্বলীর। কাগজে বাজেট নাচক করে দেবার অধিকার আছে, আমরা বাজেট নাচক করে দিতে পারি। কিন্তু বাজেট নাচক করলেই তা শেষ হবে না। কারণ আমাদের বাজেট করবার ক্ষমতা নাই, কাজেই তাদের হাত থেকেই আমাদের তা গ্রহণ করতে হবে। তাই আজকে হাউসের মধ্যে বক্তৃতা, বক্তৃতার ঝুড়ি ঝাড়ছি, কত কথা বলছি বাজেটের মধ্যে। আবার কত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনব, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করতে পারব না। এই বাজেট করার অধিকার যদি আমাদের নিজের হাতে থাকত, পলিসী মেটার আমাদের নিজের হাতে থাকত, তাহলে আজকে আমরা এই বাজেটকে আমাদের ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য রূপায়িত করতে পারতাম। আজকে এই লেজিসলেচারে এই বাজেটে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর ট্যাক্স ইমপোজ করা হবে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হবে না, আমরা সেটা ঠিক করতে পারতাম। কিন্তু আজকে আমাদের লেজিসলেচারের কোন অথরিটি নাই। কারণ কোন বিল যার ফিনানশ্যাল কোন ইম্পিলকেশন নাই, সেই রকম বিল পর্যন্ত আনার ক্ষমতা আমাদের নাই, উইথ আউট কনসেন্ট অব দি হোম মিনিষ্ট্রি আমরা তা আনতে পারিনা। আমরা সো হেল্পলেস, আমাদের ক্ষমতা এখানে কত সীমিত যে আমরা একটা বিল পর্যন্ত আনতে পারি না। এ্যাগ্রিকালচারই হউক, ভূমি সংক্রান্ত বিলই হউক, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সেটআপ এর উপরেই হউক, কোন বিল আনতে যদি চাই তাহলে সেটা দিল্লীতে যাবে, তাদের কনসেন্ট ছাড়া কোন বিল আনা যাবে না। এই অবস্থার পরিবর্তন আমাদের আনতে হবে এবং আমি এই বাজেট আলোচনায় সেই অনুরোধ রাখছি। আমাদের বাজেটের যে রিসিভ এণ্ড এক্সপেনডিচার সাইড, সেটাকে করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের হাতের উপর আসা দরকার।

তারপর আমি বাজেটের আলোচনায় যাচ্ছি। আমি আজকে আমার বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে যেয়ে একটা কথা বলব যে রিসীভ সাইডে আমাদের এক কোটি ৮১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। আমরা ইচ্ছা করলে সেটা অনেক বাড়াতে পারি যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে। যদিও আমি আগেই বলেছি যে বাধা আছে, কারণ আমাদের ইউনিয়ন টেরিটোরি তবুও আমরা দেখি যে ষ্টেট এক্সাইজ ডিউটিতে কান্ট্রি লিকারের লাইসেন্স ফীস সম্পর্কে ছয় লক্ষ টাকা ১৯৬৮-৬৯ এ ধরা হয়েছে সেখানে আমি বলব যে এই যে লাইসেন্স ফি এবং কান্ট্রি লিকারের ইনকাম আমরা বাড়াতে পারি যদি আমাদের ত্রিপুরায় নিজেদের ডিস্‌টিলারী হয়। কারণ আমরা কোথা থেকে সেটা আনছি? সেটা আনছি আমরা বিহার থেকে। তার খরচ, তার ডিউটি আমরা আরও ইউটিলাইজ করতে পারি যদি মিডলম্যানকে যে টাকাটা দিচ্ছি, বিহার গভর্ণমেন্টকে যে টাকাটা দিচ্ছি, সেটা আমরা পেতে পারি, যদি আমরা আমাদের এখানে ডিস্‌টিলারী করতে পারি। ডিসটিলারী করার আরেকটা

দিকও আছে, আমরা ত্রিপুরাতে যদি ডিস্টিলারী করি তাহলে আমাদের ত্রিপুরায় যে সুগার কেন প্রডিউসার আছেন, তারাও ইনসেনটিভ পাবে এবং এনকারেজড হবে। ত্রিপুরার সম্বন্ধে, এমনকি টিলাতেও সুগার কেন হয়। ত্রিপুরার গোমতী নদীর চরে ভাল সুগার কেন হয়। যারা ত্রিপুরার আদি ইতিহাস জানেন, তারা দেখেছেন ত্রিপুরাতে আগে কিরকম সুগার কেন হত। আজকে এটা উঠে যাচ্ছে তার কারণ মার্কেটের অভাব। তাই আমি বলব আমাদের রিসীভ সাইড আমরা বাড়াতে পারতাম যদি আমরা ত্রিপুরায় ডিষ্টিলারী করতে পারতাম। সেজন্য আমি এই বাজেট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে টী গার্ডেনের বিজনেসের জন্য ল্যাণ্ড রেভিন্যু কমে যাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরায় ৫২টি টী গার্ডেন আছে, তার মধ্যে ১০টি চা বাগান ইকনমিক কণ্ডিশানে আছে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। কেন বাগানগুলির এই অবস্থা হচ্ছে, সেইদিকে কি গভর্ণমেন্টের কিছুই করণীয় নাই? আজকে আমাদের মাননীয় লেঃ গভর্ণর বক্তৃতায় চা বাগানের ১২ হাজার শ্রমিকের অবস্থার উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু বক্তব্য রেখেছেন, আমি বলব ১০ বছর বাদে এই চা বাগান গুলিতে বালোয়ারী হওয়ার জায়গা থাকবেনা। তার কারণ ১০ বছর বাদে ১২ হাজার শ্রমিকের মধ্যে হাজার শ্রমিকও থাকবেনা, যদি এইভাবে বাগানগুলি চলতে থাকে, সরকার তার প্রতি কোন নজর না দেন। ত্রিপুরায় মাত্র একটা ইণ্ডাষ্ট্রি এই চা ইণ্ডাষ্ট্রি—যেখানে প্রায় ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার লেবারের প্রভিশন করতে পারে, আজকে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি নিলামে উঠেছে, একটার পর একটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা সত্য কথা যে মালিকদের দোষ আছে, কিন্তু মালিকদের যেমন দোষ আছে, সরকারেরও এই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলির জন্য করণীয় আছে। কারণ একটা ইণ্ডাষ্ট্রি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে ইনকাম হচ্ছে সেটা কমে যাবে, অন্যদিকে আমাদের ল্যাণ্ড রেভিন্যু সেটা কমে যাবে। আরেকটা হচ্ছে যদি ইণ্ডাষ্ট্রি থাকে তাহলে পরে তার যে ট্রান্সপোর্ট, নানা মেশিন আসছে বাইরে থেকে, তারপর লেবার, তাদেরও এর মধ্যে প্রভাইড করা যাচ্ছে। কিন্তু টী গার্ডেন যদি ধ্বংস হয়ে যায়, সেই প্রভিশান চলে যাবে। অতএব যেখানে আন এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম দিনের পর দিন বাড়ছে সেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট আরও বাড়বে। যদি সরকার একটা তদন্ত কমিটি সেট আপ করে এই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি কি ভাবে বাড়ানো যায়, স্ট্রেংথেন করা যায়, তার প্রডাকশান বাড়ানো যায়, তার ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই লেঃ গভর্ণরের যে বক্তৃতা, সেই বক্তৃতা হাটেই মারা যাবে। আজকে লস ইন বিজনেস অব টি গার্ডেন বলা হয়েছে, আমি সেই জায়গাতে বলব যে রেভিন্যু কমার কারণ এখানে নয়, তার কারণ হচ্ছে ঐখানে।

আমি আরেকটা কথা বলব সেটা হচ্ছে আমাদের এবার যে দুইটি প্রস্তাব এসেছে, একটা হচ্ছে খাজনা মুকুব, আরেকটা হচ্ছে যে থ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্য্যন্ত খাজনা যাতে মুক্তি পায় তার জন্য বিল আনা। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বলবেন কিনা আমি জানিনা যে খাজনা মুকুব হলে অনেক টাকা কমে যাবে। তবে আমি বলব এখানে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী। খাজনা বকেয়া পড়ার কারণ হচ্ছে সরকার আইনকে লঙ্ঘন করেছেন, কাজেই সেটা মুকুব করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। কৃষক খাজনা দেয়নি সেজন্য কৃষক দায়ী নয়, তার জন্য দায়ী হচ্ছেন সরকার। কারণ সরকার আইনকে ভংগ করেছেন। ল্যাণ্ড রিফর্ম এণ্ড ল্যাণ্ড রেভিন্যু এক্ট অব ১৯৬০, সেখানে কোন প্রভিশান নাই যে

সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশন চলাকালীন খাজনাকে সাসপেণ্ড করে রাখার, সেই অধিকার কলা'রের কোন সেকশানে ডি, এম,কে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ডি. এম. সার্কুলার দিয়ে চার পাঁচ বছর এই সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশান'এর সময়, ল্যাণ্ড রেভিন্যু সাসপেণ্ড করে একটা বিরাট রেভিন্যু দেওয়ার দায়িত্ব কৃষকের ঘাড়ে ফেলেছেন। সেখানে তারা রেভিন্যু দিতে পারেনি। পারেনি এই জন্য যে তাদের পক্ষে সেটা দেওয়া সম্ভব নয়, বছরের পর বছর সেখানে তাদের রেভিন্যু জমা হয়েছে এবং তাদের উপর সংশিত, নিলাম এবং ক্রোক ইত্যাদি আরোপ হচ্ছে। অতএব আমি বলব খাজনা মুকুব যেখানে ডি. এম-এর বেআইনী অর্ডার দিয়ে করা হয়েছে তার মুকুব আইনতঃ মূলতঃ এবং যদি এই সরকারের নৈতিক বোধ বলে কিছু থাকে তাহলে এই খাজনা মুকুব করা উচিত এবং খাজনা মুকুব করতে হবে। আর তা না হলে জাগ্রত কৃষক সেটা সহ্য করবে না। তারপর আছে তিন স্টাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত খাজনা মুকুবের প্রশ্ন। এটা আমরা প্রায় এক বছর আগেই রিজলিউশানের মারফতে করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে সেটা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কবে সেটা কার্য্যকরী হয়ে আসবে তার কিছুই আমরা জানিনা। খাজনা মুক্তির একমাত্র কারণ হচ্ছে যে গরীব কৃষক যেন তাদের সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে আর সেই সম্পদ সৃষ্টি করতে গিয়ে তারা সংশিতের হাতে, নীলামের হাতে পড়ছে এবং খরা, বন্যা ইত্যাদি ব্যাপারেও তারা তাদের জমির ফসল পাচ্ছে না। তাদের উপর যাতে একটা চাপ না আসতে পারে, সেজন্য এই খাজনা মুকুবের প্রশ্ন উঠেছে। এটা আমাদের কথা নয়, ত্রিপুরার কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গের কথা নয়, বিহার বা পাঞ্জাবের কথা নয়, এটা উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশেও করা হয়েছে। আর বিদেশে যেগুলি নাকি এগ্রিকালচারেল ডেভেলাপ্‌ড কান্‌ট্রিজ আছে, সেখানেও এই কৃষকদের খাজনা মুকুব করা হয়েছে। জাপান তো আর একটা সোসালিষ্ট কান্‌ট্রি নয়, তবু সেখানকার সরকার সেখানে গরীব কৃষকদের খাজনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তারা কেন এই খাজনা থেকে কৃষকদের মুক্তি দিয়েছে? দিয়েছে এই কারণে যে কৃষকেরা সেখানে তাদের জমি থেকে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে। সেই যে ভূমিহীন কৃষক আছে, তারা তাদের জমির উপর নির্ভরশীল হতে পারবে এবং তাদের জমিতে চাষাবাদ করে, রিক্লেমেশান করে তারা সেই জমির আয় দিয়ে তাদের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ করতে পারবে। এতে করে সরকারের যে রেভিন্যু ইন্‌কাম হত সেটা কমে যাবে। অথচ সরকারকে সেই রেভিন্যু আদায় করতে হবে। আদায় করতে হবে কাদের কাছ থেকে, ঐ গরীব কৃষকদের কাছ থেকে? না তা নয়। আদায় করতে হবে যারা বড় বড় জোতদার আছে, তাদের কাছ থেকে আর চা বাগানগুলির মালিকদের কাছ থেকে। তাতে করে সরকারের রেভিন্যু কভার আপ করা যায়। কাজেই গরীব কৃষকদের তাদের বকেয়া খাজনা থেকে মুক্তি দেওয়া দরকার।

তারপরে আছে এগ্রিকালচার—এগ্রিকালচারে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে সেখানে সীডস মেনিউর, ক্যামিকেল সার এবং লিফ্‌ট ইরিগেশানের মাধ্যমে চাষীর জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখানে যে ফিগার দেওয়া আছে তার সঙ্গে যদি আমরা আগের ২।১ বছরের ফিগার মিলিয়ে দেখি তাহলে কি দেখব? দেখব সেলস প্রসিডস যেটা সেটা ১৯৬৮-৬৯, ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ এ একই ধরা হয়েছে। তাতে আমার মনে হয়, কৃষকদের ভিতরে ঐ সার নেওয়ার জন্য এবং আরও সরকারের যে সুবিধা আছে, সেগুলি নেওয়ার মত কোন অনুপ্রেরণাই তাদের নেই। এখনও

আমরা কৃষকদের যেটা প্রয়োজন, সার, বীজ এবং সেচের জলের সেটা আমরা রীতিমত তাদেরকে দিতে পারছি না। এখনও আমরা তাদের সার দিয়ে, বীজ দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারিনি এবং টিলাতে যে চাষ হয়—যেমন কেশোনাট এবং লিচুর আরও অন্যান্য, সেগুলিও আমাদের একই অবস্থায় রয়ে গেছে, সেটা আমরা বৃদ্ধি করতে পারিনি, এই সেলস প্রসিডস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারপরে আছে এ্যানিমেল হ্যাজবেন্ড্রি—এখানে এ্যাক্সপেণ্ডিচার সাইড থেকে রিসিপ্ট সাইডটা কম। অথচ বাজেটে গতবারের তুলনায় এবার পলট্রি ফার্মের জন্য অনেক বেশী টাকা ধরা হয়েছে, দুধের বেলায়ও তাই হয়েছে। কিন্তু বিক্রীর বেলায় বলা হচ্ছে লেস্ ইনকাম ক্রম দি পলট্রি ফার্ম এণ্ড মিল্ক সাপ্লাই ডেয়ারী। তারপরে আর একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে পলট্রি ফার্মে আমরা মুরগী, মুরগীর ছানা ডিম ইত্যাদির উৎপাদন আগের তুলনায় বাড়েনি। এই যে সেলস প্রসিড্স সেটাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। দিনের পর দিন সেখানে এ্যাক্সপেণ্ডিচার বাড়ছে অথচ উৎপাদন ক্রমশঃ কমছে। কাজেই বাজেট যখন করা হয়, তখন এই ইনকাম এবং এক্সপেণ্ডিচার সাইডটা দেখা উচিৎ। আজকে যদি আমাদের সেই অধিকার থাকত তাহলে এখানে একটা ফাইনানসিয়াল কমিটি হত এবং এই কমিটি সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সেজন্য আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপরে আছে ইণ্ডাষ্টি—আমাদের ইণ্ডাস্ট্রীটা একটা চমৎকার ব্যাপার। আমাদের এই ত্রিপুরার মধ্যে যদি কোন অদ্ভুত কিছু থাকে, তাহলে সেটা হ'ল এই ইণ্ডাষ্ট্রি। নামেই ইণ্ডাষ্ট্রি কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে কিছু নেই। আমি এখন এই এণ্ডাষ্ট্রির রিসিপট সাইডটার কথা বলছি—এখানে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ১৯৬৯—৭০ সালে আয় ধরা হয়েছে সেটা কমে গিয়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। তারপরে বাজেট এষ্টিমেট ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আবার সেখানে কিভাবে বলা হয়েছে—ডিক্রিজ ডিউ টু নন-ওয়ার্কিং অব দি মডেল কার্পেণ্টারী এট তেলিয়ামুড়া ইউনিট এ্যাণ্ড এ্যানাদার এট উদয়পুর। এটা একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন। আজকে আমরা আমাদের বোম্বে সম্মেলনে প্রস্তাব নিয়েছি যে যারা ওয়াকারস ওয়ার্কিং ইন আওয়ার ইণ্ডাস্ট্রীজ সুড পার্টিসিপেট ইনক্রিজিংলী ইন দি ম্যানেজমেন্ট সো দ্যাট দে কেন হ্যাভ দেয়ার বিল্ডিং। এই কথা আমরা মুখে বলি। কিন্তু আজকে দেখছি ত্রিপুরাতে ইণ্ডাস্ট্রীয়েল এষ্টেট আছে—যেমন উদয়পুরে আছে, সেখানে সব সময়ে গোলমাল চলছে এবং আমি জানি যে সেখানে একটা কাগজের ইণ্ডাষ্ট্রী আছে, তাতে ৩ জন ইন্সট্রাকটর আছে আর ৩ জন ওয়ারকারস আছে। এটা হল একটা বাস্তব অবস্থা। আমাদের অরুন্ধুতিনগরে একটা জুতা তৈরী করবার ইউনিট আছে, তারা অনেক অর্ডার পাচ্ছে, পুলিশ থেকে পাচ্ছে এবং সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকেও পাচ্ছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার জুতার দরকার। কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে কি করা হচ্ছে? সেই এষ্টেট ম্যানেজার সেগুলি কলকাতা থেকে তৈরী করে আনে আর এখানকার যারা ওয়ারকারস তারা সেজন্য যে কমিশন পেত, সেটা তারা পাচ্ছে না। এই ইতিহাস কিন্তু আজ পর্য্যন্তও উদ্ঘাটিত হয়নি। তারপরে আপনারা জানেন, আমাদের কাঠের আসবাব দরকার, সেগুলি ঐ সব এষ্টেটে তৈরী হতে পারে। কেন দরকার—দরকার এই জন্য যে আমাদের ত্রিপুরাতে পি, ডব্লিউ, ডি থেকে অনেক দালান বাড়ী তৈরী হচ্ছে, সেগুলিতে অফিস কাচারী অনেক কিছু হচ্ছে। কাজেই ঐ সব অফিস কাচারীর জন্য কাঠের অনেক আসবাব পত্র দরকার হয় এবং তারা সেখানে এগুলির জন্য অনেক অর্ডার পাচ্ছে। কিন্তু সেগুলি কি করে সাপ্লাই দেওয়া হয়? সেটা যে আপনারা জানেন না, এমন নয়, সেখানে পুরানো জিনিষ কি করে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। আসল কথা হল আমাদের সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রি করার কোন উদ্দেশ্য নেই। কেবল ইণ্ডাষ্ট্রি নামে একটা ধাপ্পাবাজী দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আজকে সেখানে বিক্ষোভ। আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেটগুলিতে আগে যেখানে ৫০০/৬০০ কর্মচারী ছিল,

সেখানে ১০০ থেকে ১৫০ কর্মচারী আছে কিনা, তাও আমার সন্দেহ হয়। আমি অনেক ঘটনার কথ জানি। আজকে শুধু কর্মচারীদের উপর দোষ দিলেই চলবে না যে তারা কাজ করে না, ষ্ট্রাইক করে, ধর্মঘা করে, গণ অবস্থান ইত্যাদি করে। এর জন্য আর একটা দিকও আছে, সেটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আর নো পে, নো ওয়ার্ক বা তিন টাকা হারিয়া, আবার কোথাও বা তারও কম আছে শুধু তাই নয়, আজকে তাদের যদি চাকুরী যায়, সেটা কি জন্য, না এ্যাকসিডেণ্টের জন্য যেখানে ইণ্ডাষ্ট্রি আছে, কারখানা আছে, সেখানে এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। যেই এ্যাক্সিডেন্ট হয় সেখানে যদি কর্মচারী ৭ দিন তার কাজে অনুপস্থিত থাকে এবং সে যদি আবার তার কাজে ফি আসে তাহলে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয় না। তাকে বলা হয় যে তোমাকে নূতন করে চাকরী নিতে হবে। এটা আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল পলিসি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এই যে প্রবলেম, এটাকে আমাদের ভালভাে দেখতে হবে। কারণ সেখানে ওয়ার্কাসদের উপযুক্ত বেতন দিতে হবে এবং যদি উপযুক্ত বেতন দিতে হয় তাহলে যে ওয়ার্কার ৫/৬ ঘণ্টার মত কাজ করে যে এনার্জি ব্যয় করে, সেটা যাতে সে ফিরিয়ে পেতে পারে, তার জন্য যে মিনিমাম সাবসিসটেন্স দরকার, সেটা তাকে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানে সেই মিনিমামটুকু দেওয়া হচ্ছে না বলে ওয়ার্কাসদের মধ্যে নানা রকম প্রবলেম দেখা দিয়েছে। তা আমি অনুরোধ করব, এদিক দিয়ে যেন ঠিক ঠিক ভাবে বিবেচনা করা হয়। তারপরে আমি রিসিপ্‌টসে কথা বলছি। রিসিপটস না বাড়ার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রির অভাব। আর এ্যাকৃসপেন্ ডিচার সাইড সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য পরে রাখব। আর করেই সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ আছে তা একটা হচ্ছে ইন্‌কাম বেড়েছে। আর অন্য যে সব অভিযোগ আছে, সেগুলির অন্য কারণ, এট আপনারা সবাই জানেন। সেগুলির মধ্যে কতটা সত্য আছে বা নাই……

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

Mr. Speaker—আপনি আর ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

Shri Pramode Rn. Das Gupta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার আরও ২০ মিনিট সময়ের দরকার তবে ১০ মিনিট সময় আপনি না দিলে যতটুকু তাড়াতাড়ি পারি আমার বক্তব্য শেষ করব প্রথমতঃ Demand No. 8.—Parliamentএর, সেখানে নিয়ম হচ্ছে Public Accounts Report এবং Estimate Report of বাজেট অধিবেশনের আগেই আসে সেখানে বাজেটের কারণটা আলো চনাতে যখন আমি কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়লাম তখন Staff Pattern এর জন্য দায়ী। Pattern এবং Staf এর অভাবের জন্য এটা দায়ী। তাই আমি অনুরোধ করব Public Accounts Reports যেটা আমা দের নিকট প্রকাশিত হয়েছে সেটা আমি পড়ছি। আমার সময় অল্প তাই সবটা Report আমি পড়ব না। সেইজন্য স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখব যে staff যদি না বাড়ানো যায় তাহলে আমরা সময়মত এই Report পাবনা। আরেকটি বলব Lagislation সম্পর্কে যেই জিনিস আমি পেয়েছি সেটা হল Estimate সম্পর্কে। সেটা হল The Committee was not happy with the situation and would not, therefore, hesitate to remark that such indifference in the attitude of the development representatives to furnish information to the committee as required, would reflect adversely on implementation of the schemes. সেটা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এই Estimate Commitee

আমরা পাচ্ছি; আমাদের যে দায়িত্বের অভাব সেটা সম্পর্কে উনারা remark করে গিয়েছেন। সেটাও আমি মন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাজেট আলোচনাতে আমি বলেছিলাম যে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হওয়াতে আমরা সব সময় কেন্দ্রের উপর চেয়ে আছি। আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। তারপর Demand No. 10 সম্পর্কে বলছি Separation of Judiciary সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত Separation of Judiciary এর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা এবং এই Demand এর মধ্যে কোন টাকার অঙ্ক দেখা যাচ্ছে না for separation of Judiciary; প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবেও এখানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারপর হচ্ছে Police সম্পর্কে Demand No. 23, আমার সময় অল্প তাই এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি House এ বলে যাচ্ছি যে আমাদের এখানে Police Recruitment সম্পর্কে। Sons of the soil deprived হয় এই ব্যাপারে কারণ হচ্ছে তার measurement। এখন আমাদের এখানের ছেলেদের হচ্ছে 5′—7″ এবং tribalদের হচ্ছে 5′—5″। এই measuement টাকে reluxation না করি তাহলে অনেক ছেলেই B.S.F. বা Police Postএ যেতে পারেনা। তাতে unemployment problem আরও জটিল হবে এবং সেইদিক দিয়ে আমি Houseএর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর Demand No. 14 Education সম্পর্কে আমার অনেক কিছু বলার আছে। তাই Demand wise এর সময় আমি বলব। কারণ বলতে গেলে আমার প্রায় এক ঘন্টা সময়ের দরকার।

তারপর আমি Demand No. 16—Public Health এর Drinking water সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব। আমি একজন কংগ্রেসের এম. এল. এ.। এই কংগ্রেসের প্রস্তাব আছে যে গ্রামে গ্রামে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরায় শতকরা ২৫ ভাগ গ্রামে আজ পর্যন্ত drinking water এর ব্যবস্থা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এবং সেই অবস্থায় যেখানে আমরা M. L. A হিসাবে এবং কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে প্রতিশ্রুত। যেখানে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেখানে আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই drinking waterএর ব্যাপারে আমাদের যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবকে যেন প্রস্তাব আকারে না রাখি এবং এটাকে যেন যথাযথ implement করি।

তারপর আমি আমার বক্তব্য Agricultuer এর উপর রাখছি; Agriculture এর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি বলব যে কোন দেশই Food এ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবে না যদি তার Land Revenue & Land Reforms Act কে ঠিকমত কার্য্যকরী না করা হয় এবং এই Land Revenue and Land Reforms Act এর আরো Amendment এর দরকার। সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি শুধু একটা কথার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। কারণ আমি বিশ্বাস করি আমাদের কংগ্রেসের যে Plan and Programme এবং এর Programmeএর মধ্যেই আমাদের সমস্ত কিছু আছে যার জন্য আমরা সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হতে পারব যদি implement করার জন্য আমাদের আন্তরিকতা থাকে। কিন্তু সেই আন্তরিকতারই আমাদের অভাব। সেখানে একটা কথা বলা আছে everything relating to Land Reforms should be fully implemented by 1970-71. আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে এই প্রশ্ন যে ১৯৭০-৭১ সালে ভূমি সংস্কার আইন মারফতে Landlessদের জমি দেওয়ার জন্য আমরা বলেছি এবং Survey Settlement এর পর যে Khas Land পাওয়া যাবে তা ভূমিহীনদের মধ্যে ১৯৭০-৭১ সালে বিতরণ করব। আর যদি না করতে পারি তাহলে মনে

করব আমরা আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করছি। আবার এই কথাও বলা হয়েছে যে Acquisition of Taluk by the end of 1970. আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরার এখনো অনেক তালুকদারের তালুক Final Survey হয়নি। কাজেই সেগুলি এখনই শেষ করা দরকার এবং তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে landlessদেরে land দেওয়া। সেখানে একটা কথা আছে A vigorous Programme for assignment of Govt. waste land suitable for cultivation to landless labour with special programme to Sch. Castes & Sch. Tribes within 2 years and provision of adequate financial assistance for improvement of Khas Land. কিন্তু আজকে আমাদের বাজেটে যে provision আছে Landless Sch. Castes & Sch. tribesকে দেওয়ার সেই provision দেখে আমার মনে হয় দুই বৎসরের মধ্যেও সেটা আমরা পূরণ করতে পারব না। সম্পূর্ণ টাকা আমাদের ফেরৎ যাবে। তাই আজকে এই আলোচনার মধ্যে আমি বলব যে Agriculture Programme implement করতে গিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভূমি সংস্কার আইনকে কার্য্যকরী না করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।

Mr. Speaker—Hon'ble Minister can discuss these things during discussion on Demand for grants. Financial policy of the Government are discussed during the Budget discussion.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—Agriculture সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। তারপর Animal Husbandry সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে লেখা আছে Increase of 1.28 lacs of Rupees mainly due to sanction of enhanced rate. না এখানে নয়, Purchase of more milk to cope with the increased demand of public for the same. আর একটি হচ্ছে increase of 5.36 lacs is mainly due to filling up of vacant posts, creation of posts, implementation of some new schemes, purchase of vehicle, increased provision for purchase of more vehicles to cope with the increased demand for the same and increased provision towords cost of medicines etc. এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, receipt sideটা যেন বাড়ে। কারণ আমরা যখন দেখি যে receipt side টায় টাকার অংক কম এবং expenditure side টায় বেশী তখনই আমাদের মনে এই প্রশ্নটা জাগে যে, সেখানে কিছু একটা গোলমাল আছে। তারপরই আমি আসবো Industries সম্বন্ধে। আমাদের মাননীয় Lt. Governor তাঁর বক্তৃতায় আমাদের ত্রিপুরায় Plywood factory, Cashewnut factory সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু আমি Budget খুঁজে দেখলাম প্রতিটি পাতা, কিন্তু টাকার কোন provision সেখানে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সেই বক্তৃতা শুনে যে আশা আমাদের মনে জেগেছিল কিন্তু কার্য্যতঃ বাজেট দেখার পর সেই আশা আমাদের মন থেকে দূর হয়ে গেছে।

তারপর Block extensionএর জন্য ১,৩৭,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রতি Blockএ একজন Extension Officer। আমি জানি যে Evaluation Council Report করেছে যে এই Industrial Extension abolish করে দেওয়া হউক Block থেকে। তার কারণ হচ্ছে যে, ৫০০০ টাকা বিলি করতে গিয়ে ৬০০০ টাকা কর্মচারীর বেতন প্রতি বছর দিতে হয়। সেটা হচ্ছে wastage.

সেটা Departmentএর H. Q. থেকেই দেওয়া চলে। সেই পলিসির দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি বলব যে সেটা একদম বন্ধ করে দেওয়া হউক।

তারপর আমি বলব Demand No. 37—Industries সম্বন্ধে। আমি সেখানে দেখাব আমরা কাজ তার কতটুকু করেছি। এখানে দেখা যায় ১০,০০,০০০ টাকা ধরা হয়েছিল। Investment in Govt. Commercial & Industrial undertakings which causes expenditure on share capital contribution to spining Mills. আবার এবার ১৯৬৯—৭০ সালের বক্তব্যে রাখা হচ্ছে ১৯৭০ সালের যে decrease of Rs. 19·28 lakhs is mainly due to non-requirement of fund for share capital contribution to Spining Mills Ltd.। আমি সেই কথাই বলছিলাম ১৯৬৯-৭০ সালের বক্তৃতার। সেই বক্তৃতা আমাদের Lt. Governor দিয়ে গেছেন এবং সেইজন্য টাকাও রাখা হয়েছে। অজকে দেখা যাচ্ছে যে Spining Mill এর টাকা ব্যয়িত হয় নাই এবং তারজন্য কোন উদ্যোগও ত্রিপুরা সরকার নেননি। অতএব বক্তৃতায় আমরা Spining Mill এর কথা বলব, Spining Mill করব। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় Spining Millএর টাকা non-utilised. এভাবে টাকা ফেরৎ যাবে। কিন্তু ত্রিপুরায় Industries হচ্ছেনা। Industryর কথা উঠলেই বলা হয় যে power এবং রেলের অভাব। আমি তাই বলব যে, আমাদের Lt. Governor বলেছেন যে, ১৯৭০—৭১ সালে Umium থেকে power এসে যাবে, ১৯৭১—৭২ সালে আমাদের ডুম্বুর প্রকল্পও চালু হবে। যদি তাই হয় তাহলে আমি কেন বলবনা যে এখনই একটা Industry Plan start করতে? তার জন্য machinaryর parts যোগাড় করতে অনেক সময় foreign exchange দরকার হয়। তাই এখন থেকেই plan তৈরী করা দরকার। একটা কথা আমার মনে পড়ছে। একবার আমরা study tourএ গিয়েছিলাম। সুনীলবাবু সাথে ছিলেন। সেখানে রামসুভগ সিং বলেছেন তোমরা তো railway করতে চাও। সেই railwayতে একটা work load দেখাতে হবে। এখন থেকেই তোমরা একটা Industryর পত্তন করনা কেন?" তৎকালীন রেলমন্ত্রী রামসুভগ সিং সেকথা বলেছিলেন। তাই আমি প্রশ্ন করছি যে, Industry নাই কাজেই Indnstry করা হচ্ছে না" এই যে বক্তব্য সেটি ঠিক নয় এবং ralway যদি করতেই হয় তাহলে Industryর পত্তন এখন থেকেই আমাদের করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আরও ছিল। কিন্তু লালবাতি জ্বালাতে আমি আর বলতে পারছি না। তবে আমার বন্ধু এরশাদ আলী সাহেব এখানেই শেষ করতে আমায় বলছেন। তাই আমি এখানেই শেষ করছি। তবে আমার কথা হচ্ছে Loans for development of Small Scale Industriesএর জন্য ২,২৮,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। এই যে লোন দেওয়া হয় ছোট ছোট Industry গড়ার জন্য, সে টাকায় industry না করে, দালানবাড়ী না করে এবং তার জন্য একটা evaluation council করা দরকার। যাতে তারা দেখতে পারে যে, ঠিক ঠিক মতো industry করা হলো কিনা। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ত্রিপুরার মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করেছে, সেই বাজেট একটি

গতানুগতিক বাজেট। এই বাজেটে এমন কোন বিষয়ের অবতারনা করা হয়নি যা আগামী এক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বাজেট প্রধানতঃ কর্মচারীদের বেতন এবং দালানবাড়ী করা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই বাজেটে কৃষির উপর তথা কৃষকের সুযোগ সুবিধার উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। ত্রিপুরাও কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ জীবিকার্জন করে থাকেন কৃষি কাজ করে। যেখানে তিনি ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট উপস্থিত করেছেন, সেখানে ত্রিপুরার কৃষকদের উন্নতির উপরে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

তিনি তার বাজেট বক্তৃতায় এক স্থানে বলেছেন যে, ত্রিপুরা সবুজ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই সবুজ বিপ্লবটা কি করে অগ্রসর হল সেইটাই এখানে আলোচনার বিষয়। আমরা দেখতে পাই, বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় কৃষকরা সেই সবুজ বিপ্লবকে সফল করবে। সেই সবুজ বিপ্লব নমুনা হিসাবে আমরা তুলে ধরতে চাই। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে হারে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে, সেই ভাবে জলের স্রোতের মত উদ্বাস্তু আসতে আরম্ভ করেছে এবং মানুষের মধ্যে যেভাবে অভাব অনটন দেখা দিয়াছে। জমির উপর যেভাবে তাদের দৃষ্টি পড়েছে, জমি যে ভাবে তাদের দেওয়া হচ্ছে, ভূমিহীনদের সংখ্যা যেখানে বাড়ছে, জুমিয়ার সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে সেখানে আজকে সবুজ বিপ্লবের কথা কোনমতেই আসতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষতঃ কয়েকটি বিভাগে ভূমিহীনদের সংখ্যা হচ্ছে সরকারী তথ্যানুযায়ী বিলোনীয়ায় শতকরা ৩০, সোনামুড়ায় শতকরা ২৫, খোয়াইতে শতকরা ২২, কমলপুরে শতকরা ৩০, অমরপুরে শতকরা ৩৬'৪। এই হচ্ছে ত্রিপুরার ভূমিহীনের সংখ্যা। ত্রিপুরায় কৃষি মজুরের সংখ্যা সরকারী হিসাব মতে দেখা যায় ৩২৩১২। এছাড়া জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৩২১২৫। আর ৫ কানির কম জমি আছে এরকম ছোট কৃষকের সংখ্যা হচ্ছে ২,৩০,৯৫২। সেক্ষেত্রে এইটি হল ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। সেখানে স্বভাবতই আমাদের বলতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে যেভাবে কৃষিসঙ্কট দেখা দিয়েছে, এই সংকটের পটভূমিকায় কিভাবে আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা চিন্তা করতে পারি। জানিনা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একথাটি এখানে উপস্থিত করেছেন। আমরা আরও জানি, ত্রিপুরার এই যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিহীনরা ভূমি পাচ্ছেনা, জুমিয়ারা ভূমি পাচ্ছেনা। অপরদিকে আমরা কি দেখি? যেমন কালাছড়া চা বাগান......

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি এই আলোচনায় সরকারের অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—আমি তাই করছি। আমি সরকারের বাজেট ভাষণের উপর অর্থনীতি নিয়েই আলোচনা করছি। Demandwise আলোচনা করছি না।

এই যে ত্রিপুরার কৃষি অর্থনীতি এই অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আমরা নিশ্চয়ই সবুজ বিপ্লবের একথা চিন্তা করতে পারিনা। প্রথমেই আমাদের চিন্তা করতে হবে ত্রিপুরা হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই কৃষি অর্থনীতির উপর আমাদের জোর দিতে হবে। তাই আমি বলতে চাইছি যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কৃষির উপর ভিত্তি করে এই যে সবুজ বিপ্লবের কথা বলছেন সেই কথাটাই আমি এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

এই কৃষি অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে যে আমরা আজ একথা চিন্তা করতে পারিনা। চিন্তা করতে

পারবো তখনই যখন আমরা irrigation এর ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। সারের ব্যবস্থা, বীজধানের ব্যবস্থা, কৃষিঋণের ব্যবস্থা, আমরা করে দিতে পারবো তখনই আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা বলতে পারবো।

আজকে বড়সাকরাইলছড়া বাঁধ দিলে পরে সেখানে ১০০ দ্রোণের মতো জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু সেখানে বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। সেইখানকার ১০০ দ্রোণের মতো জমিতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই। এই বাঁধ হলে পরে প্রায় ৩০০ পরিবার জমিতে ফসল করার সুযোগ পাবে। সেই বাঁধ হচ্ছে না। অথচ ১৯৬৬ ইং সালে সেখানে তপশীলীদের দ্বারা বাঁধ দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। বর্ষার ফলে সেটা ভেঙ্গে যায়। তারপর কৃষকদের যেই অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই হল। জমিতে জলসেচের আর কোন ব্যবস্থা হলো না।

তারপর কাদলিছড়া, এই ছড়ায় যদি বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলে ৪০৫০ দ্রোণের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। এই যে জিরানিয়ার কাছে রাইমাছড়া, সেই রাইমাছড়াতে যদি বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে প্রায় ১০০ দ্রোণ জমিতে জলসেচ করা যায় এবং তাহলে সেখানকার কৃষকদের ফসল করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা যেত। কিন্তু সেটা করা হচ্ছেনা। গতবারও আমরা দেখেছি যে সেখানে টেষ্ট রিলিফে এবং Projectএ কিছু টাকা দিয়ে কিছু বাঁধ করা হয়েছিল। কিন্তু বাঁধটি যেভাবে করা উচিত ছিল সেভাবে করা হয়নি। ফলে সমস্ত বাঁধ ধ্বসে যায়। বাঁধটি ছিল কাঁচা। তাই সেখানে আর ফসল করা সম্ভব হয়নি। সমস্ত মাঠ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তারপর মান্দাই বাজারের কাছে একটা নূতন বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে, প্রায় দুই লাখ টাকার সেখানে দুই দ্রোণের মত জায়গা কৃষকদের নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণের কোন পরিকল্পনা না থাকায় সেই বাঁধ আজও হচ্ছেনা, হতে পারেনি। এই বাঁধটি হলে পরে কাইর ইছড়া থেকে আরম্ভ করে জিরানিয়া বাঁধের পশ্চিম দিক পর্যন্ত জলের সেচের ফেসিলিটি পাওয়া যেত। কিন্তু সেটা করা হচ্ছেনা। কারণ সেখানে যে ৮০০ শত কৃষক পরিবার আছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। সেইজন্যই আজকে এই বাঁধটি হচ্ছে না। ফলে কৃষকদের জমিতে জলসেচেরও ব্যবস্থা হচ্ছেনা।

তারপর বেলবাড়ী এলাকায় জোতইছড়া বলে একটি ছড়া আছে। এই ছড়া গভীর হয়ে যাওয়ার ফলে গোটা বেলবাড়ীতে আজকে জলের অসুবিধায় ফসল হচ্ছেনা। আজকে সেখানে ফসল করার কোন ব্যবস্থা নেই। সেই সমস্ত জায়গায় যদি সুন্দরভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেত এবং সরকার যদি নিজের দায়িত্বে, ঐ সমস্ত জায়গায় এই বাঁধগুলি করার পরিকল্পনা নিতেন এবং খুব গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এই সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা চিন্তা করতে পারতাম। কারণ কৃষকের একমাত্র উপায় হচ্ছে জল। যেখানে জল নেই সেখানে ফসলের কোন কল্পনাই করা যায় না। এখানে তিনি সার প্রভৃতি দেওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু জমিতে যখন জলই থাকবে না তখন সার আমি কোথায় দেব? গাছের আগায়? সেই গাছের আগায় কি সার ছিটিয়ে দেব? সার ছিটিয়ে দিলেই কি জমিতে ফসল বৃদ্ধি পাবে? শুধুমাত্র সারেই কি জমির ফসল বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হবে? হবে না। কাজেই এই যে রাসায়নিক সারগুলি দেওয়ার কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বলতে চেষ্টা করেছেন সেটা নিছক একটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সার কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ঐ কৃষকের জমিতে জল দেওয়ার সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ

করে তাদের কাছে এগিয়ে না যাচ্ছি। আজকে শুধু এই সাধারণ কয়েকটি বাঁধের কথা আমি উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও আমরা দেখি—তেলিয়ামুড়ার নিকট হত্রাইবাড়ীর কাছে একটি বাঁধ কয়েক বৎসর আগে সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাঁধটা হলে পরে সেখানকার বিরাট একটা মাঠে জল দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ যেখানে বাঁধ দিয়েছিল সেখানে আপত্তি জানিয়েছিল। কারণ এখানে বাঁধ দিলে এই মাঠে জল পাবেনা বরং ক্ষতি হবে। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণের কথা তারা মানেন নি। নিজেদের খেয়াল খুশিমত তারা বাঁধ দিয়েছেন। সরকারের বরাদ্দে টাকা আছে, খরচ করতে হবে, নিজেদেরও কিছু মারতে হবে এই সব হিসাব করেই তারা সেখানে বাঁধ দিয়েছে। মূলতঃ সেখানে কয়েকটি ইট ও রড ছাড়া আর কিছু নেই। এইভাবে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, কৃষকের কল্যাণের জন্য যে অর্থ আসছে সেই অর্থের অপব্যবহার করা হচ্ছে। বাজেট বক্তৃতায় আমরা দেখতে পাই যে আমরা এই করব, সেই করব, আমরা এই করছি, সেই করছি। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে আমরা কি তাই দেখি? ত্রিপুরার উন্নতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারি কখন? ত্রিপুরাতে যে জুমিয়া—সরকারী হিসাবে তাদের সংখ্যা ৮৫ ৩৬ হাজার। এইসব জুমিয়াদের যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ আমরা ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির কথা চিন্তা করতে পারিনা। ভূমিহীনের সংখ্যা তো এখানে দিন দিনই বাড়ছে। এই ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের কথা এই বাজেটে সর্বপ্রথমেই স্থান পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে দেখা গেল যে উনি সেটা উল্লেখ করা পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেন নি। আজকে জুমিয়াদের কেন এই অবস্থা? আমরা যখন Demandwise আলোচনা করতে যাব তখন নিশ্চয়ই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। কিন্তু এখন এই সব কথা বলার প্রয়োজন মনে করি এই কারণে যে আজকে আমরা যেখানে বাজেটের সাধারণ আলোচনা করতে যাচ্ছি সেখানে আজকে হচ্ছে বন অধিকার। আমরা বার বার বলেছি এবং আমরা বন হওয়া দরকার বলেই মনে করি। বনের প্রয়োজনীয়তা আছে একথাও স্বীকার করি। কিন্তু বনটা যদি মানুষের প্রয়োজনে না হয়ে বনের প্রয়োজনে যদি মানুষ হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেই বন সৃষ্টি করার পরিকল্পনা সার্থক হতে পারেনা। সেটাকে মানুষ কোন ভাবেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনা। মানুষের প্রয়োজনে বন হতে হবে তা না হলে কিছুই হবে না। কিন্তু আজকে আমরা ত্রিপুরায় কি দেখি! বনের প্রয়োজনে মানুষ, মানুষের প্রয়োজনে বন নয়—এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থা নিশ্চয়ই মানুষ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করতে পারেনা। টিলাভূমিতে জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা যাদের একমাত্র পথ তাদের সর্বাঙ্গীণভাবে পুনর্বাসন দিয়ে বন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা চলুক এটা আমরা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু তা হচ্ছে না। কাজেই এই দিক থেকে আমরা মনে করি যে জুমিয়াদের পুনর্বাসন আর ভূমিহীনদের পুনর্বাসন সম্ভব হয় কিভাবে। ৫২টি চা বাগান আছে সে বাগানে অনেকগুলি জমি আছে। যে জমিগুলি উদ্ধার করলে পরে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা যায়। যেমন খোয়াইপাড়ায় চা বাগান সেটা রাণীরবাজারের কাছে। সেখানে ১১০ একর জমি উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকে। সেখানে বাঙ্গালী ভূমিহীনরা জমি দখল করিতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার কি করেছিলেন? সেখানে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ঐ চা বাগানের ১১০ একর উদ্বৃত্ত জমি বাঙালী ভূমিহীনরা দখল করিতে না পারে। চা বাগানের জন্য ঐ জমি যাতে ব্যবহৃত হয় সেইজন্য

এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে যেখানে ভূমিহীনদের কথা এত জোর গলায় বলা হয় সেখানে ভূমিহীনদের স্বার্থ না দেখে মালিকদের স্বার্থের দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়। আমরা যদি দেখি বক্সর চা বাগানের দিকে তাকাই তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই এই সরকারের কোন ভূমিহীন পুনর্বাসনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা আছে কিনা। যারা আজকে সমাজের মধ্যে দুর্বল, অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা আজ দুর্বল তাদেরই পুনর্বাসন সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। সরকার ঢাক পিটিয়ে, জোর প্রচার চালিয়ে, অনেক টালবাহনা করে অমরপুরে একটা Pilot Project Scheme চালু করেছে। এই Project এর আসল ? আসল চেহারা হচ্ছে সরকার বলেছেন—৪০০ শত, ৫০০ শত পরিবারের মধ্যে আমরা ৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দিতে পেরেছি। আগামীতে আমরা আরও বাকী জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি। সেখানে 30টি পরিবারের বেশী পুনর্বাসন হয় নি। বাকী 20টি পরিবার এখনও ঘর তৈরী করছেন। বাকী ২০টি পরিবারকে Pilot project এর মধ্যে বসবাস করার মত কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন নি। ৩০ টি পরিবারকে মাত্র তারা পেরেছে সরকার বলেছেন যে ১৯৬৯-৭০ সনের জন্য ১৮ লক্ষ টাকার মত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। কিন্তু ২ লক্ষ টাকার মত খরচ করতে পারেনি। সরকারের মতে সেখানে ৫০ জনের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে আসলে সেখানে ৫০ জন পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। তারা বলছেন সেখানে Labour পাওয়া যায় না। সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়। গত বৎসরে অভাবের সময় Test Relief এর জন্য মানুষ সেখানে দৌড়িয়ে গেছে কাজের জন্য ? Test Relief খোলা হবে কিনা। এই যে ত্রিপুরায় অবস্থা আজকে যেখানে Pilot Project গঠন করার জন্য এবং কলোনী করার জন্য মাটি কাটবার লেবার পাওয়া যায় না সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। প্রধান কথা হল সেখানে পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই শ্রমিকদের থাকবার মত কোন ব্যবস্থা নেই, কোন ডাক্তারখানার ব্যবস্থা নেই, এই অবস্থার মধ্যে কোন Labour সেখানে মরতে যেতে পারে ? পারে না। এই অবস্থায় যে কেউ আত্মহত্যা করার জন্য যেতে পারে না।

Mr. Speaker—সেটা বাজেটে সাধারণ আলোচনার বিষয় নয়।

Shri Abhiram Deb Barma—এইগুলিই হবে আমার বাজেটে সাধারণ আলোচনার বিষয়; ডাক্তারখানা নাই সেখানে। কলোনীগুলির যে অবস্থা এই অবস্থায় কি আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হবে ? এইভাবে জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। স্কুল সম্বন্ধে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সদরের চাম্পা বাড়ীতে একটা প্রাইমারী স্কুল আছে। এই চাম্পা বাড়ীর Primary স্কুল……

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য, আপনি যখন Demand for grant সম্বন্ধে আলোচনা করবেন তখন এখানে এ বিষয়ে বলবেন।

Mr. Abhiram Deb Barma—চম্পকনগরে একটি স্কুল আছে। স্কুলে লেখাপড়া হয় না। শিক্ষক ও ছাত্ররা সারাদিন আড্ডা দিয়ে কাটায়। শান্তির বাড়ীতে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। সেই স্কুলের অবস্থাও তাই। যেখানে আজ স্কুলের জন্য জনসাধারণ আন্দোলন করছে সেখানে এই স্কুলগুলো এই অবস্থায় আছে, মাসে মাসে শিক্ষক মহাশয়রা বেতন নিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু একজন ছাত্রও সেখানে

নেই। তাই আমাদের দেখতে হবে বর্তমান আমাদের শিক্ষার যে নীতি সেই নীতিতে আমরা বিশেষ ভাবে অগ্রসর হতে পারব কিনা এবং এই শিক্ষার নীতিতে ত্রিপুরার প্রতিটি ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে কিনা। সেটা আজকে আমাদের দেখার বিষয়। চাম্পাবাড়ীতে কয়েকটি জুমিয়া পরিবার আছে। জুম করাই যাদের একমাত্র জীবিকা। কিন্তু আজ তারা জুম করতে না পারায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। ভিক্ষা না করলে তারা উপবাস করবে। এই অবস্থাতে তারা স্কুলে ছাত্র পাঠায় কি করে? কাজেই আমাদের দেখতে হবে কেন স্কুল থাকা সত্ত্বেও আজ ছাত্ররা স্কুলে আসছে না। এগুলো যদি না দেখি তাহলে Assembly তে বড় বড় বক্তৃতা দিলে তার কোন সার্থকতা থাকে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের যদি সাহস থাকে তবে তিনি আমার সাথে যেতে পারেন। আমি ঐ সমস্ত স্কুলের বাস্তব চেহারা তাঁকে দেখাতে রাজী আছি।

এ অবস্থার পরও আজকে আমরা যা দেখছি তা হল বেকার সমস্যা। মাননীয় লেঃ গভর্ণর নিজেও স্বীকার করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বেকারদের কর্ম সংস্থানের কি ব্যবস্থা হবে তার কোন ইঙ্গিত তিনি দেন নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বাজেট বক্তৃতায়ও এই বেকার সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত দেন নি। ত্রিপুরায় যদি কিছু কিছু Industry হয় তবে হয়ত কিছু বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রবোধ দাশগুপ্ত মহাশয়ও এই Industry সম্বন্ধে বলেছেন। Ruling partyর আরও অনেক সদস্য এই সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করেছেন। বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখেই তারা এই সমালোচনা করেছেন বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া পূর্বে Ruling party-র সদস্যদের মুখে এই রকম কোন সমালোচনা আমরা শুনিনি। আমার মনে হয় এটা তাদের সস্তায় নাম কেনার একটা পলিসি।

জনস্বাস্থ্যের কথা তিনি বলেছেন। আজকে জনস্বাস্থ্যের কথা বলতে আমরা বুঝি পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকতে হবে, হসপিটালের ব্যবস্থা, গাড়ীঘোড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এগুলো প্রয়োজন মত হচ্ছে না। এই সমস্ত বিস্তারিতভাবে এখন আলোচনা করব না। Demand discussion-এ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পূর্বে বলা হত আমরা জরুর পরিকল্পনা করছি। বহু লোককে ওখানে আমরা কর্মে নিয়োগ করব। কিন্তু আজ আমরা দেখছি তার বিপরীত। N.P.C.C. কে এই পরিকল্পনায় কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা বাহির থেকে শ্রমিক, কর্মচারী এনে এই পরিকল্পনার কাজে নিয়োগ করছে। ফলে আমাদের এখানকার বেকাররা কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। Oil and Natural Gas Commission আমাদের ত্রিপুরায় যে খনন কার্য্য শুরু করেছে, তাতেও দেখতে পাচ্ছি যে এই সব কাজে বাহির থেকে লোক আনছে। ফলে ত্রিপুরার মানুষ কাজ পাচ্ছে না।

কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যায়, গুড় এবং আরও অন্যান্য কতগুলো কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেখা যায় কৃষকরা তাদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সাব্রুম এবং অমরপুর অঞ্চলে যেখানে ত্রিপুরার গুড় উৎপন্ন হয় ওখানে আজ গুড়ের দর ২০/২২ টাকার উর্দ্ধে নয়। সরকারের উচিত এই সমস্ত জিনিষগুলো ন্যায্য দামে ক্রয় করা যাতে কৃষকরা তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পায়। কিন্তু দেখা যায় যখন কোন জিনিষের দাম বাড়তে থাকে তখন সরকার তার দাম নির্দ্ধারিত করে দিয়ে কিনতে থাকে। তখন কৃষকদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০—৭১ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারছিনা। তার কারণ ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সাথে কোন সঙ্গতি রেখে এটা করা হয় নি। এজন্য আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker—Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৭০-৭১ সালের ত্রিপুরায় যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাহা সমর্থন করছি এবং সমর্থনের সাথে সাথে আমি আমার বক্তব্য রাখব। আমাদের এখানে যে বাজেট পেশ করা হয় সেটাতে আমাদের পূর্বে আলোচনা করার সুযোগ থাকে না এই কারণে, এটা Union Territory বিধায় আমাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। কেন্দ্রের তৈরী করা বাজেটই আমাদের Assembly তে পেশ করি। এই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কাজেই আমরা এখান থেকে যাহা তৈরী করে পাঠাই সেখানে তাহা কেটে কুটে যাহা আমাদের কাছে দেয় তাহাই আমাদের মানতে বাধ্য করা হয়। এই বাধ্যতামূলক বাজেটই আমরা আলাপ-আলোচনা করে থাকি। এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব আমাদের ত্রিপুরায় State hood এর যে দাবী এই State hood যদি আমরা পেতাম তাহলে ত্রিপুরার কল্যাণের দিকে নজর দেওয়ার আরও বেশী সুযোগ আমাদের থাকত।

আমাদের এখানে সরকারী স্বীকৃত বেকারের সংখ্যা হল ২২ হাজারের মত। তাদের চাকুরী দেওয়ার কোন সংস্থান নাই। Industry তে তাদের চাকুরীর সুযোগ দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা ও আমাদের নাই। প্রতি বৎসর বাজেটে Industry খাতে নামমাত্র বরাদ্দ ধরা হয়। ত্রিপুরায় ৫২টি চা বাগান আছে। সেখানে প্রায় ১০/১৫ হাজার শ্রমিক আছে। তার মধ্যে বহু সংখ্যক শ্রমিকই আজ বেকার আছে। আমাদের কমলপুরে ২টি চা বাগান আছে। সেখানকার লেবাররা আজ বেকার। তারা কৃষকদের বাড়ীতে গিয়ে কাজ করছে আজ ২ বৎসর যাবত। সরকার এই বাগানগুলোর আর্থিক দিক দিয়ে একটু নজর দিলে এবং Loan এর ব্যবস্থা করে দিলে সেই বাগানগুলো আবার চালু হতে পারত। আমাদের এখানে একটি Labour Deptt. আছে। Labour দের মধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে Higher Secondry, School final পাশ আছে। বাগানেও ওদের চাকুরী দেয় না. Labour Deptt. ও সেই দিকে চেষ্টা করে না। আমাদের কমলপুরে রামদুর্লভপুর চা বাগানের একটি ছেলে School Final পাশ করেছে ৪/৫ বৎসর আগে, তার নাম হল শ্রীশচীন্দ্র গোয়ালা। এখন পর্যন্ত সে চাকুরী পায় নাই। তার বাবা মারা গিয়াছে ২ বৎসর পূর্ব্বে। তার মা ঐ বাগানের একজন শ্রমিক। অথচ ছেলেটা যদি একটি চাকুরী পেত তবে তাদের অভাব কিছুটা দূর হত। ছেলেটা একদিন আমার নিকট আক্ষেপ করে বলল, লেখাপড়া না শিখে যদি বাগানের কাজও শিখতাম তবে শ্রমিকের কাজ করে দু'পয়সা পেতাম। আমাদের Labour Deptt. সেদিকে নজর দেয় না। আর একটি কথা অতি দুঃখের সাথে বলছি। আমরা House এ যে সমস্ত কথা বলি Deptt. গুলো সেগুলো সম্বন্ধে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে না। আজকে House এ General Discussion চলছে। কিন্তু বিভিন্ন Deptt. থেকে কোন Officer এমন কি কোন প্রতিনিধি পর্যন্ত এই House এ উপস্থিত নাই। কাজেই আমি বলছি, হয় ঐ সমস্ত অফিসাররা আমাদের অবজ্ঞা করছে আর না হয় ভাবছে যে আমাদের যথেষ্ট কল্যাণই হচ্ছে, তাই আমাদের না থাকলেও চলবে। কোন Deptt. এর আলোচনা চললে

সেই Deptt. এর অফিসার অথবা প্রতিনিধি House এ উপস্থিত থাকা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন তাহা আমি আনন্দের সহিত সমর্থন করি। প্রথমে আমি কৃষি সম্বন্ধে বলব। পূর্বের তুলনায় ত্রিপুরার লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। বর্তমানের এই ১৬ লক্ষ লোককে বাঁচাইতে হইলে কৃষিই বিশেষ প্রয়োজন। ত্রিপুরার জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ নির্ভর করে কৃষির উপর। কিন্তু কৃষির বিশেষ অন্তরায় হচ্ছে উপযুক্ত জলসেচের অভাব। এই জলাভাবের অভাব যাতে দূর হয়, বাঁধ নির্মাণের বিভিন্ন পরিকল্পনা যাতে গ্রহন করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট বক্তব্য রাখছি। যাতে এই সমস্ত স্থানে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। জয়কুমারছড়া, নগরাই, প্রভৃতি স্থানে যদি উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে প্রায় ৩ হাজার একর জমি চাষাবাদের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। তাছাড়া নালাকাটা, বলছড়া, রাঙামাটি, বানপুর, ঠাকুরছড়া প্রভৃতি স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমি আর একটি জিনিষের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ত্রিপুরার অনেক স্থানে এমন ভাবে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, যেগুলি কৃষির সাহায্য না করে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে প্রভৃতি স্থানে যে বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে তা কোন কাজে আসে না। এইখানে বহু নাম আমি দিতে পারি। বিভিন্ন স্থানে যাতে উপযুক্ত তদন্ত করে কাজ আরম্ভ করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। আমার আর একটি বক্তব্য হ'ল যাতে বাঁধ নির্মাণের আগে সরকার স্থানীয় জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলব। ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রসার হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনলক্ষ আদিবাসীদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা যে হয়নি আমি তা বলব না, কিন্তু এই দিকে শিক্ষা বিভাগের কিছু নজর কম। আদিবাসী এলাকায় অনেক দুর্গম স্থানে স্কুল আছে। সেই স্কুলগুলি ভালভাবে চলেনা, Inspector নিয়মিত যান না। সুতরাং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে এদিকে তিনি দৃষ্টি দেন। রাঙামাটি, নগরাই, অম্পি প্রভৃতি স্থানে কোন স্কুল ঘর নেই, ঐ সমস্ত স্থানে স্কুল ঘর হওয়া দরকার বলে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব। এছাড়া মাননীয় স্পীকার স্যার, বহু স্কুল আছে, যেখানে কোন শিক্ষক নেই। কোথায় তিনি থাকেন তাও কেউ বলতে পারেনা। এইরকম ভাবে বহু স্থানে মাষ্টার স্কুলে যান না। অথচ বসে বসে বেতন নেন। এর প্রতি আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

খোয়াই সাবডিভিসনে তেলিয়ামুড়াতে অতি সত্বর স্কুল ঘর বাড়ানো দরকার। তেলিয়ামুড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে যতদিন বৃষ্টি হয় ততদিন স্কুল হয় না। সুতরাং স্কুল ঘর মেরামত হওয়া দরকার।

পানীয় জল সম্পর্কে আমি বলব যে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার থেকে অনেক করা হয়েছে ; কিন্তু লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তারজন্য আরও আরও পানীয় জলের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

Industry সম্পর্কে আমি বলব যে অম্পিতে একটা Industry গড়ে উঠতে পারে। কিছুদিন আগে ভাল ভাল কাপড় তৈরী হত অম্পিতে, কিন্তু কি কারণে সেটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তাহা আমি জানিনা।

সেটা চেষ্টা করলে চালু হতে পারে বলে আমি মনে করি। বগাংবাসা প্রভৃতি স্থানে তাঁতশিল্প গড়ে উঠতে পারে, এবং তার জন্য কিছু সরকারী প্রচেষ্টা থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। প্রায় দুই তিন বৎসর পূর্বে তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়ীতে একটি Training-cum-production Centre খোলা হয়েছিল। বর্তমানে সেটার Instructor, Storekeeper ইত্যাদি আছেন ও তাদের বেতন ও ভাতা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু centre এর কোন কাজ হচ্ছে না। সেই সম্পর্কে আমি সরকারকে অনুসন্ধান করতে বলব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসাম—আগরতলা রাস্তাটা হল ত্রিপুরার একটা প্রধান রাস্তা। তেলিয়ামুড়া হইতে হাওয়াইবাড়ী পর্য্যন্ত চারটি পাকা পুল প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তৈরী হচ্ছে। এই পাকা পুল তৈরী হওয়ার সাপক্ষে জনসাধারণের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কারণ যখনই একটু বৃষ্টি পড়ে তখন আর যাতায়াত করা যায় না। সমস্ত গাড়ী বন্ধ থাকে। বর্ষা অতি নিকটবর্তী। কাজেই যাতে পুলটি অতি সত্বর তৈরী হয় তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব। বর্তমানে দেখা যায় দুইটি পুলের কাজও বন্ধ। যাতে বৃষ্টি পড়ার আগেই পুলগুলির কাজ আরম্ভ হয় তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে অনুরোধ রাখছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Next Business of the House is discussion on matters of urgent Public Importance for short duration on ত্রিপুরা সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থাগুলির উন্নয়নমূলক কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সম্পর্কে। Notice has been given by Shri Nishikanta Sarkar. So I request Shri Sarkar to start discussion. মাননীয় সদস্য আমি ২০ মিনিট এই discussion এর জন্য সময় দিচ্ছি।

Shri Nishikanta Sarkar—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি Houseএর সম্মুখে ত্রিপুরার সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থাগুলির উন্নয়নমূলক কাজে অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যর্থতা সম্পর্কে বলছি। আমি কেন বলছি—এটা অতি দুঃখের সহিতই বলছি, লজ্জাও হচ্ছে। উন্নয়ন সংস্থার ব্যর্থতা সম্বন্ধে আজ এই House এ আলোচনা করতে হল। আজকে আমি এই কারণেই House এর সম্মুখে আলোচনা রাখছি যে সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা তার অর্থ আমরা এই বুঝি বাংলা কথায় যে গ্রামের অবস্থা কি। গ্রামীন কৃষক শ্রেণীকে ধাপে ধাপে যাতে উন্নতি করতে পারে তারজন্য সরকার ব্লক সৃষ্টি করেছে এবং এতে সরকার প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে একজন করে লোক রেখেছেন। যেমন পঞ্চায়েত extension কর্মচারী, P. W. D. কর্মচারী, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী, পশুপালন বিভাগের কর্মচারী ইত্যাদি করে যতগুলি দপ্তর ত্রিপুরা সরকারের আছে প্রত্যেক বিভাগের একজন করে লোক আছে আমি দেখেছি, তার Block ই আজকে যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যেখানেই যাইনা কেন দেখি যে ঐ সংস্থা তার প্রতি যেন জনসাধারণের একটা বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দিয়েছে। তা হয়েছে বিভিন্ন কারণে। প্রথমে Tube well হচ্ছে, সরকার থেকে প্রত্যেক বৎসর Tubewell, Ringwell দিচ্ছে। এই Houseএ এই আলোচনা হয় আমরা, নিজেও বলি। যেখানেই যাই না কেন যার মাসই বলছে Tubewellটা খারাপ, Ringwellটা খারাপ। সরকার কিন্তু প্রথমে হবে হবে বলে, তারপর একদিন বলবে হয়ে গিয়েছে ত। কিন্তু এর উদাহরণ

করার কেউ নেই। সেখানে হয়ত বলা হবে তুমিত B. D. C. এর Chairman, সব জনসাধারণ তোমাকে জানে, সেটা সত্যি কথা। কিন্তু যদি আমাদেরকে না জানায়, আমাদের Report দিলে যদি সেটা কার্য্যকরী না হয় তবে Chairmanই কি করবে আর গাঁওপ্রধানই কি করবে। এদিকে পানীয় জলের ব্যবস্থা এই পর্য্যন্ত হল। ওদিকে কিছু কিছু রাস্তাঘাট দেওয়া হয় গ্রাম্য সংস্থার মাধ্যমে করার জন্যে। যদিও এটা ব্লকের নিয়মের মধ্যে আছে যে, Village Committeeর মাধ্যমে ঐ কাজগুলো করাবে। হয়তো সেখানে কাজ হয় অন্য সংস্থার মাধ্যমে। প্রধান তা জানেনা। তখন প্রধান অভি-যোগ করল যে আমার এলাকায় কাজটি হল অথচ আমি জানিতে পারলাম না।

রাণীবিল ট্রাইবেল কলোনীতে একটা centre আছে। আশ্চর্য্যের কথা সেই centreএ কর্মচারী আছে। এত বছর ধরে সে কিছুই করেনি। সে সেখানে থাকেই না। সে থাকে সহরে। কি নাদুস নুদুস চেহারা তার —দেখলে মনে হয় যেন নবাব খাঁ সাহেব।

জোলাইবাড়ী চন্দ্রপুরের মধ্যে বোধ হয় লক্ষ দেড় টাকা ব্যয় হয়েছে। তাঁত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সেখানে আছে। এখানে বলা হয়ে থাকে আদিবাসী মেয়ে বিয়ে থা হলে চলে যায়। ভালো কথা। তাদের কাজ শিখিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে তাঁত দিয়েও দেওয়া যেতে পারে। আরও কথা হচ্ছে যে, তাদের যে stipend দেওয়ার কথা সেই stipendটা খুব সামান্য। তাহলেও তারা উৎসাহিত হয়। কিন্তু সেই stipend পেতে ৮।৯ মাস লাগে। আমি বলেছিলাম যে, তাঁত তো আছে। ট্রাইবেলরা যখন চলে যায় তখন nontribalদের কেন কাজে নিয়োগ করা হয় না। তারা stipend না হয় না পেলো। কিন্তু তাঁদের কাজ শেখাতে বাধা কি ?

আর একটা কথা হচ্ছে যে, B. D. O. 'র যে ক্ষমতা আছে ১টি Bridge এ ৫০০০ টাকার বেশী sanction করতে পারে না। হয়ত একটি ব্লকে ৩টি ব্রিজের প্রস্তাব আসলো। কবে যে প্রস্তাব গেলো কবে কাজ হলো তার ঠিক নেই। ২টি ব্রীজ একত্র করে দিলে ঐ রাস্তাটি হয়ত কাজে আসতো। কিন্তু ফল হলো কি ? ৫ ফুট বা ১০ ফুট—টাকাও এলো না কাজও হলো না। অনেক প্রধান অভিযোগ করে থাকেন যে তাদের কাছে যে কাগজ আসে তুমি এটা কর, ওটা কর, বাজেট কর ইত্যাদি। বাজেট দেওয়ার পর আর তো খবর তারা পায় না।

আমার মূল কথা হচ্ছে, আমরা হয়ত অনেক দাবী করে থাকি। কিন্তু ব্লকের মাধ্যমে ছোট ছোট কাজগুলি হয় তার জন্য প্রধানদের কাছেই যাওয়া হয়। B. D. C'র চেয়ারম্যানকে বলা হয়, যে সই করে দাও। কিন্তু কখন সে যাচ্ছে, ১০০০০ টাকার স্থলে ২০০০ টাকা পেলো কি পেলোনা এটা গাঁও প্রধান আর জানে না। এই সব গাঁও প্রধান এবং গাঁও সভার মেম্বাররাই গ্রামে থাকেন, রাস্তাঘাট ব্যবহার করেন। তাদের তখন জনগণের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এই কারণেই বলছি যে, এই যে মার্চ্চ মাস এসেছে, এখন দিনরাত্র গাড়ী চলবে। গাড়ীর বিলের টাকা, Petrol mobil, ইত্যাদি কাজ এবং T. A., D. A. বাবদ প্রচুর টাকা খরচ হবে। আর Telephone বাবদ বোধহয় ১০০০/ ১২০০ টাকা খরচ হবে। কেন ? আর মানামানি সেখানে নেই। কারণ B. D. O. B. A. পাশ করে চাকরী করছেন, আমিও B. A. পাশ করেছি। B. D. O. আমার Service Book কেন লিখবেন ? B. D. O'র কথায় আমি চলবো—তা হয় নাকি ? তাই তার কথা কেউ মানে না।

একটি Overseer যদি ৫০০০ মাইলের জায়গায় ১০০০০ মাইল লিখে, তখন B. D. O. তার উপরই সই করে পাঠিয়ে দেয়। কারণ Estimator বা Overseer এর কাজ সম্বন্ধে B. D. O'র কোন জ্ঞানই নেই। আজ লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে অপচয় হচ্ছে। আজকে এই সব নানা ধরণের কাজের জন্য সরকারের কৃষি, শিল্প, পূর্ত বিভাগ রয়ে গেছে।

বছর বছর ৫ হাজার, ৩ হাজার, ২ হাজার, টাকা খরচ করে বহু রাস্তাঘাট করা হয়। কিন্তু করার পর আর সেই রাস্তার maintenance করা হয় না। ফলে কয়েক বছরের পর মধ্যে রাস্তাগুলো অকেজো হয়ে যায়। ব্লক থেকে তো সেসব রাস্তা বা ব্রীজ maintain করা হয়ই না। পূর্ত বিভাগকে বললেও তারা টাকার অভাব এবং অসংখ্য রাস্তার অজুহাতে করেন না। একটি পুলের কথা বলছি। যেভাবে হউক পুলটা হল। কিন্তু গত ৪ বছর যাবত পুলটি স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গেছে। মেরামত হয় না। কত গরু আর মানুষ যে এই পুলের উপর দিয়ে যেতে পড়ে আঘাত পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বছর বছর এই অসুবিধা ভোগ করছে সেখানকার জনসাধারণ। একটি গেঁয়ো কথা মনে পড়ছে। কৃষির সময় যখন হয় তখন একটি কৃষক তার যুবক পুত্রকে নিয়ে মাঠে যায়। মাঠে গিয়ে সে বলে "দেখ হে মোড়ল, আমার পুত্রকে বিয়ে করাবো। একটি ছোট সুন্দরী মেয়ে দেখে দাও।" ছেলে তো ভাবলো যে বাবা যখন বলেছেন, বিয়ে তো হবেই কাজেই সে এক ঘন্টার স্থলে চার ঘন্টা যাবত চাষ করতে লাগলো। এভাবে চলছে বেশ কিছুদিন। আউস ফসলের সময় যখন এলো, তখন চৈত্র মাসের দিন। ছেলে তো কাজ করছে, বাবাও আসবেন। কিন্তু বিয়ের তো কিছুই হলো না। তখন ছেলে চাষ করতে করতে গরুগুলোকে বললে "শালার গরু হ্যাঁ, শালার গরু হ্যাঁ এই বছর না সেই বছর, মানুষ বাঁচে কয় বছর।" বাবা এটা দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন যে, ছেলের আমার রাগ হয়েছে। সর্বনাশ আর তো বিয়ে না করালে চলবেনা। তাই আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। প্রতি বছর টিউবওয়েল, রিংওয়েল, রাস্তা, ব্রীজ সম্বন্ধে শুধু বলা হচ্ছে হবে, হবে। কিন্তু এই বছর না সেই বছর হবে, কবে হবে জানি না।

আমি নিজে দেখেছি Telephone করে ব্লকের অফিসার বাবুদের পাত্তাই পাওয়া যায় না। শুধু টাকা খরচ হচ্ছে, কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আমি বলছি, শিক্ষা বিভাগের কাজ শিক্ষা বিভাগ দিয়ে করা হউক। পূর্ত, কৃষি ও শিল্প বিভাগের কাজ সেই সেই বিভাগ থেকেই করা হউক। ব্লক অফিস থাকুক, কারণ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এখন থাকা দরকার। কিন্তু কাজগুলো যার যার ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হউক। ব্লক স্টাফ গ্রামের লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যার কাজ সেই বিভাগকে জানিয়ে দিবে। সেই বিভাগ তখন কাজ করাবে।

আমার মূল কথা হলো ব্লকের এই ব্যর্থতার নিরসন করা দরকার। অবশ্য এই ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগীতা বা Co-ordination এর অভাব। বি. ডি. ও যদি Agriculture Staffকে কোন কাজের কথা বলে Agriculture Deptt. থেকে অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত সেই স্টাফ্ হয়ত বি. ডি. ও-র কথা মত কাজ করে না। এই সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে Co-ordination আগে করা দরকার এবং এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা এম. এল. এরা এবং মন্ত্রীরা যখন গ্রামে গ্রামে যাই জনসাধারণ

তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলে কিন্তু আমরা যাদের দিয়ে কাজ করাব সেই বি. ডি. ও গণ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীগণ জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে চান না, তাদের সাহেবী মনোভাবই ছাড়তে পারেন না। এই জন্যই জনকল্যাণমূলক কাজগুলি সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক হচ্ছে না। গ্রামে জনসাধারণ V. L. W কে যদি স্যার স্যার না বলে এবং চেয়ার টেনে বসতে না দেয় তবে ত সাংঘাতিক বিপদ। গ্রামের গামছা লুঙ্গি পড়া এই লোকগুলি থেকে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মন্ত্রীরা ও মাঝে মাঝে যান তারা আমার কথাগুলি পরীক্ষা করে দেখুন সত্য কি না। দেখবেন সম্পূর্ণ সত্য। এই সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আশা করি মন্ত্রীগণ এই সম্পর্কেও চিন্তা করবেন। এই সব চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে উন্নয়ন সংস্থাগুলি জনসাধারণের উন্নয়ন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ব্লকগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শুধু টাকা খরচই হচ্ছে। কাজেই এই ব্লকগুলি তুলে দিয়ে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী সেই সেই ডিপার্টমেন্টে ভাগ করে দেওয়া হোক এবং এইজন্য এই হাউসে একটা কমিটি করা হউক যে কমিটি জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা শুনবে এবং বুঝতে চেষ্টা করবে। এই বলেই আমি আমার discussion এর সমর্থনে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Is any other member willing to discuss? Hon'ble member, you, please sit down. Hon'ble chief Minister stood. There is another notice for discussion on matters of urgent Public Importance.

Shri Kamaljit Singh—No Sir. I want to discuss about the short discussion of Matters of Urgent Public Importance of Hon'ble Member Shri Nishi kanta Sarker.

Mr. Speaker—Time is very short. Please say 5 minutes only.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থাগুলির ব্যর্থতা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত বাবু যা বলেছেন সেই সঙ্গে আমি আরও একটা কথা যোগ করে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। সেই হচ্ছে যে উন্নয়ন সংস্থাগুলির organisation set up. বর্তমানে যে organisation set up আছে তার পরিবর্তন করা দরকার। প্রত্যেক Block এ প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন করে responsible officer ডেপুটি করা দরকার। Block এ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এর যে ষ্টাফ আছে তাদের কন্ট্রোল করার ক্ষমতা B. D. O. এর নাই। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ development activites গুলি Execution এর সময় যদি অন্য ডিপার্টমেন্ট এর Sub-ordinate staff এর সঙ্গে B. D. O. র মত পার্থক্য হয় তখনই ঐ development programme টা ব্যর্থ হয়। ঐ বিশেষ প্রগ্রামটা বেস্পার করে। ব্লক শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নেই। সারা ভারতবর্ষেই ব্লক আছে। একই বিশেষ প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে এই ব্লকগুলি করা হয়। আমি ১৫ বৎসর চলার পর আমাদের সামনে যে অসুবিধাগুলি দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে প্রায় প্রত্যেকটা ব্লকই stage-I পার হয়ে গিয়েছে এবং সেটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নর্মেল ওয়ার্ক-এ চলে গিয়েছে। কোনটা stage-II তে আছে কোনটা stage-II এ আছে। এই Termination period এর মধ্যে among the field staff দের মধ্যে এমন একটা মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে cordination এর অভাবটা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় এবং এই কো-অর্ডিনেশানের অভাবের দরুন আমাদের ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কগুলি বিশেষ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যগণ এই বিষয়ে অবগত আছেন।

কাজেই আমি এই সম্পর্কে আজকে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই In order to implement the all programmes, সেখানে আমি বলব আগরতলা A. D. M. (Development) হেড কোয়ার্টারে যে সমস্ত টাক আছে সেখানে একজন এসিঃ ইঞ্জিনিয়ারও আছেন বিভিন্ন ডেভলাপমেন্ট এষ্টিমেটগুলি চেক করার জন্য। কিন্তু তার পাওয়ার খুব সীমিত। এই সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলি সব ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্ক ঠিকভাবে চেক আপ করা সম্ভব নয়। তাই সেখানে একজন Executive Eng. রাখা দরকার। তাকে টাক ও গাড়ী দিবে এবং অতি সহজে কাজ করতে পারবে। আর একটি কথা হচ্ছে যেখানে co-ordination এর একান্ত অভাব সেখানে কোন development work successful করা সম্ভব নয়। আজকে ভারতবর্ষে যতগুলি উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে সর্বত্রই একই গলদ, co-ordination এর অভাব। কাজেই এই coordination কি ভাবে করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—There is another discussion on Matters of Urgent Public Importance of Short Duration.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উন্নয়ন ব্লকগুলি সম্পর্কে ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজে চীফ মিনিষ্টারদের একটা কনফারেন্স হয়। সেখানে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—"সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক চালিয়ে যাওয়া।" অন্যান্য জায়গায় লোকসংখ্যা, মাইলেজ ইত্যাদির ভিত্তি করে যে পেটার্ণ-এ করা হয়েছে সেটা আমাদের এখানে সম্ভব নয়। আমাদের এখানে ১৭টি ব্লক আছে। তার মধ্যে ৫টি হল ট্রাইবেল ব্লক—বাকী ১২টি হল নন্‌ট্রাইবেল ব্লক। Post I, Post II—ভাগ করা আছে। এইসব stage I & 2 ও একটা অঙ্ক নির্দিষ্ট করা আছে। ১২ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ৪০ হাজার এই করে প্রতিটি ব্লকে কার্য্য গ্রহণ করা হয়েছে। কেন গ্রহন করা হল? গ্রামের যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে গ্রামের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করতে হয়। সেখানে গ্রামের জনসাধারণ একত্রে বসে, প্রত্যেকটা কাজে যাতে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে, সেইভাবে ব্লককে দিয়ে কার্য্য করিয়ে নেওয়া হয়। সেইজন্যই Block Committee করা হয় যাতে সেই Block Committee একটা agency স্বরূপে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কাজ চালিয়ে যেতে হলে— রাস্তা ঘাটের কাজ, tubewell এর কাজ করতে হবে। তাতে একজন Engineer বা Overseer এর দরকার হয়। তারপর সেখানে যদি কোন Production Centre করতে হয়, অথবা কুটীর শিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে হয়, তাহলে আজকে যে সমস্ত নতুন নতুন design আছে, সে সমস্ত design সম্পর্কে লোককে অবহিত করে তোলা দরকার। তারপর এভাবে একটি agency-র মত কাজ করতে হয়। তার জন্যেই সেটা করা হয়েছে। Education এর কতগুলি বালোয়ারী Centre আছে সেগুলো দেখাশুনা করা। Agriculture Officer, Fishery Officer আছে। অর্থাৎ গ্রামের সমষ্টিগত ভাবে উন্নতি করতে গেলে পরে সেখানে all work গুলোকে concentrate করে তাকে develop করা হয়। সেই উদ্দেশ্য রেখেই ব্লক উন্নয়ন সমষ্টি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। অতএব সেই অনুসারে আমাদের ও organisal development করা হয়েছে।

অতএব আমি আশা করব, Coordination যদি আমরা আরও develop করে তুলতে পারি, তাহলে পরে সমষ্টি উন্নয়ন কাজের মধ্য দিয়ে আমরা গ্রামকে উন্নত করতে পারবো। এবং সেই বিশ্বাস নিয়েই এটাকে আমরা পরিচালনা করছি। তাই আমি আশা করবো, যদি আমরা কাজ করি তাহলে সমষ্টি উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে আমরা একটি বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারবো এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের কার্য্য গ্রহণ করেছি।

Mr. Speaker—There is another discussion on matters of urgent public importance for duration on "deterioration of law & order situation at Cechuria and Katlamara, P. S. Sidhai, Sadar, Tripura." Notice, given by Shri Rajkumar Kamaljit Singh & Shri Benode Behari Das—brackated.

Shri B. Das—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার matters of urgent public imporiance এর বিষয় সম্বন্ধে যে points গুলো তুলে ধরতে চাই তা প্রথমেই হল—1। Continuous assault on person public thorough fare, 2) Burning of Katlamara High School, 3) provacative postering. 4) Cattle lifting & questional attitude of Sidhai P. S.

এখানে যে প্রশ্নটা গোড়াতেই আমি তুলে ধরতে চাই সেটা হল, গত ১/২/৭০ ইং তারিখ বেলা ১১টার সময় কাতলামারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের একজন করণিককে প্রকাশ্য দিবালোকে ভীষণভাবে মারধোর করা হয়। সিধাই থানায় সঙ্গে সঙ্গে এজাহার দেওয়া হয় arrest ও করা হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে থানা থেকে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়। সেদিন এমন বিশেষ রাত্রি হয়নি বা অন্ধকার হয়নি, মাত্র সন্ধ্যা ৭টা, এমন সময় একজন শিক্ষক ভীষণভাবে প্রহৃত হয়, তার bone fracture হয়ে যায়, ঘাড়ে তার বেশ চোট্ লাগে সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দেওয়া হয়, arrest ও হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর ১২/৩/৭০ ইং তারিখে কোন একটি রাজনৈতিক দলের লোক ট্যাক্সি করে সেখানে যান এবং কিছু লোকজন জোগাড় করে তারমধ্যে কিছু সমাজ বিরোধী লোকও ছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল বের করে। তারা মিছিলে যে শ্লোগান দিচ্ছিল—সেটা আমি তুলে ধরছি। তা ছিল, ১) ছাত্র ফেডারেশন দিকে ডাক প্রমোদ দাশগুপ্ত নিপাত যাক্, ২) শচীন সিং মুর্দাবাদ, নৃপেন চক্রবর্তী লাল সেলাম, এই সব ছিল তাদের শ্লোগান এবং প্রকাশ্য দিবালোকে। সেই ১২ তারিখ রাত্রিবেলা কাতলামারা স্কুল পুড়ে ছাই করে গেল। ১৪ই তাং সেখানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির পল্লী সম্মেলন ডাকা হল। সেখানে তারা আলাপ আলোচনা করলেন যে হিসাবপত্রে কিছু কারচুপি ছিল, সেই জন্যই ইচ্ছে করে তারা আগুন লাগিয়েছে। কিন্তু পরে জানতে পারল যে হিসাবপত্রের কাগজপত্র ঐ স্কুলে রাখা হয় না, কারণ ছনের ঘরে যে কোন সময় আগুন লাগতে পারে ঐ ভয়ে কাগজপত্র অন্যত্র রাখা হয়। তখন ঐ বিশেষ রাজনৈতিক পার্টি হঠাৎ চাড়ল কোন কাগজপত্র সেখানে রাখা হয় না? এই হল তাদের আস্থা ও কীর্তিকলাপ। সেখানে পুলিশ কি করলেন, জনসাধারণই বা কি করলেন? তাদের ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার ছেড়ে দিল। অবশ্য সেখানে বাঘা বাঘা লোক গিয়েছিলেন সেটাও সত্যি কথা। এই হল রাজনৈতিক চক্র ও তাদের কার্য্যকলাপ, এতে বলি হল কে? একটি স্কুল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ক্ষতি হল কাদের? কিছু ছেলেমেয়ের, ছাত্রছাত্রীর। তারা শিক্ষার সুযোগ

থেকে তারা বঞ্চিত হল। চেষ্টা চলছে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সেখানে পুলিশ কি করছিল, স্কুলটিকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের কি কিছু করণীয় ছিল না? কিন্তু কই তারাও কোন কিছু করলেন না? আর একটা দিক চলছে cattle lifting, একটি গৃহস্থও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারেন না, গরুর ঘরে গরু রাখা যায় না। এমন কি গরুর পায়ের সাথে দড়ি বেঁধে তাদের পায়ে লাগিয়ে তারপর তাদের শুতে হয়। এমনও দেখা যায় দরজা কেটে বা বেড়া কেটে গরু নিয়ে যায়। যেখানে থানা আছে, পুলিশ আছে, আইন আছে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তবে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। কাজেই হাউসের সামনে এটা তুলে ধরতে চাই – যে Law & Order এর যেএকটা deterioration অবস্থা সেদিকে সরকার দৃষ্টি দিন। পুলিশকে সক্রিয় করে তুলুন। রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ছাত্রদের শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা এই সব কার্য্যকলাপ সরকার বন্ধ করুন। এই বলেই আমার ডিস্‌কাসন্ শেষ করছি।

Mr. Speaker—Shri Kamaljit Singh.

Shri Kamaljit Singh—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে discussion এর যে topic তাতে আমার মনে হয় সেই সম্পর্কে কিছু controversy রয়েছে। কারণ Law & Order detori-oration of Katlamara সম্পর্কে আমার যে নোট তাতে Law & Order detoiioration এর কারণ হচ্ছে যে due to withdrawal of Police Camp. আর শ্রী বি. দাস মহাশয় যে ডিস্‌কাসন এনেছেন তার কারণ হল political affairs এর জন্য সেখানে পুলিশ কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না—এই একটু difference of view আছে বলে আমি মনে করি। যা হোক মাননীয় স্পীকার স্যার Law & order detorioration হয়েছে কিনা এই সম্পর্কে আমাদের মনে একটা শঙ্কা এসেছে যে Law & order detorioration হয়েছে কিনা তা জানবার ক্ষমতা Police Deptt এর না District Collector এর? 144 ধারা জারী করেন District Magistrate না Police? তার কারণ হচ্ছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ডারে বর্ডার সিকিরিটি ফোর্স আছে। তারা বিভিন্ন জায়গায় বিরাট বিরাট ক্যাম্প করেছেন। এই B.S.F. এর কার্য্যকলাপ নিয়ে এই হাউসে আলোচনা হয়েছে। B.S.F. এর কোন সিভিল ডিউটি নেই। তাদের কাজ হল বর্ডারে। গরু চুরি করে যদি পাকিস্তানে নিয়ে যায় তারা কিছুই করেনা। বর্ডার অঞ্চলে গরুচুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধ দমনের জন্য সিভিল পুলিশের সাহায্যার্থে জায়গায় জায়গায় B. S. F. এর ক্যাম্প করা হইয়াছে। এই রকম বামুটিয়া অন্তর্গত চেচুরিয়া গ্রামে একটা ক্যাম্প করা হইয়াছিল। এই ক্যাম্প করার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে একটা আস্থার ভাব ফিরে আসছিল। কিছুদিন পূর্বে ঐ অঞ্চলে একটা বিরাট ডাকাতি হয়েছিল এবং ঘন ঘন চুরি ডাকাতি হইতেছিল। তাই সরকার একটা পুলিশ ক্যাম্প করা দরকার মনে করেন। D. M., I. G. P. এবং S. P. মিলে একটা মিটিং করে সেখানে ক্যাম্প করলেন এবং পুলিশ অপারেশন এর ফলে সেখানে চুরি ডাকাতির সংখ্যা কমে গেল এবং বহু অপরাধী ধরা পড়ল। পুলিশ এবং অধিবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। এই ক্যাম্প হওয়ায় এই এলেকার লোকেরা শান্তিতে ছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল কাহারও সঙ্গে কোন যুক্তি না করেই ঐ পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়া হল মাসখানেক আগে। তারপর আবার দেখা গেল চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাই বেড়ে গিয়েছে, দুস্কৃতিকারীদের সাহস বেড়ে গিয়েছে। অপরাধীর সংখ্যাও বেড়ে চলছে। গরুচুরিও অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। এই পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়া সম্পর্কে D. M.

এবং S. D. O.কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তখন তারা বললেন আমরা কিছুই জানিনা। S. P.কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তিনি বললেন, এখানে কোন কাজ হচ্ছেনা তাই withdraw করা হয়েছে। এখন আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন হচ্ছে Law & Order রক্ষার executionএর দায়িত্ব কার, পুলিশের না ডি. এম কালেক্টারের ?

যদিও বর্ডার এলাকার B. S. F. দেওয়া হইয়াছে কিন্তু they are not useful to civil people life of border people. কাজেই মন্ত্রী মহোদয়কে এদিকে দৃষ্টি রাখতে বলব যেন এই B. S. F. বা বর্ডার পিপুলদের সিভিল লাইফ ডিষ্টার্ব না করে। এইভাবে হঠাৎ পুলিশ ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়ার দুষ্কৃতিকারীরা সাহস পেয়ে গেছে। অপরাধের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, পুলিশের সঙ্গে অপরাধীদের যোগাযোগ আছে এবং লেনদেনের বন্দোবস্ত আছে—যদি এই রকম চিন্তা আমরা করি তাহলে তা অন্যায় হবেনা কাজেই আমি এই হাউসের সামনে দাবী রাখছি যে যখনই যে স্থানের জনসাধারণ প্রয়োজনবোধ করবেন তখনই যেন পুলিশের সংরক্ষিতা পায় এই দিকে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যেন দৃষ্টি দেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাতলামারার, চেছুরিয়াতে Law & order diteriorate করছে বলে যে ২টি পয়েন্ট নিয়ে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে আমি সেই সম্পর্কে কিপারট ই তুলে ধরছি। চেছুরিয়াতে পুলিশ ক্যাম্প...during the 1st quarter of 69 only one case of theft was reported from the area failing on the Checuria Police Camp. But during the current year upto-date no crime against the party has been reported so far. One case of theft under section 307 of I. P. C. attempt to commit murder was registered in the month of February this year. In this case guardian of a student of Harinakhola Senior Basic School attacked a teacher of school with Dao on the ground that the teacher mostly bitten the students of the school. The accused absconded to avoide Police arrest and later surrendered to the Court. The case is still under investigation. তারপর কাতলামারা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে স্কুলকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনার সূত্রপাত চলছে—ছেলেরা, গার্জিয়ান, শিক্ষক এবং স্কুল কমিটি। সেই অনুসারে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট একটি Administratorবসান এবং তার বিরুদ্ধে একটা case করা হয় এবং যার ফলে সেখানে এডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। তারপর এ নিয়ে পত্র পত্রিকায় নানারকম রিপোর্ট হয়েছে। অথচ কাতামারার লোকেরাই প্রথম সেই অভিযোগ করে during 1st quarter of 1969. This year also no crime against the party has sofar been reported from this area. This goes to show that there has been no detororiation of law and order situation sofar as private parties concernd. তারপর স্কুল পুড়ে গিয়েছে। শ্লোগান দেওয়া হল শচীন সিং মুর্দাবাদ। এই শ্লোগান দেওয়ার অধিকার ভারতবর্ষের সমস্ত লোকের আছে। সে নিপাত যাউক এইসব বলার অধিকার প্রত্যেক দলের আছে। সেইভাবে চিৎকার হয়, ধ্বনি হয়

এবং ধৈর্য্য সহকারে তাদের দাবী দাওয়ার কথা শুনতে হয়। যারা অসহিষ্ণু তারা ডেমোক্রেটিক মনোভাবের পরিচয় দেন না। গণতন্ত্রের প্রথম কথাই হল মানুষের মতামত প্রকাশ করার, জনসভা করার, মিছিল করার অধিকার আছে। সেই অধিকার ক্ষুন্ন করা হলে আর গণতন্ত্র থাকেনা। তখন হবে ডিক্টেটারশিপ। আমাদের দেশ হল গণতান্ত্রিক দেশ। অতএব management এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার এবং বলার অধিকার ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক সকলেরই আছে এবং প্রত্যেকটা স্কুলেই এরকম চলছে। এর আগে আমরা হরিণাখোলা সম্পর্কেও বলেছিলাম teacher bitten a student and he attempt to kill the teacher এবং একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই Law & order detoriation হলো বলে যারা চীৎকার করছেন তারা সত্যের অপলাপ করছেন। অতএব আমি সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব।

শ্লোগান দেওয়া, Poster লাগানো বে-আইনী নয়, তারা তা করতে পারেন। সেই শ্লোগানে যাতে মারামারি বা কোনরকম গোলমালের সৃষ্টি না হয় তারজন্য আমরা সেখানে পুলিশ নিয়োগ করি। অতএব এখানে যা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত teachers এবং studentsদের satisfied করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত School Management Committee will be fully responsible for it. অতএব আমি সেখানকার Management Committeeর কাছে আবেদন রাখব যাতে তারা students এবং guardian of students এর সাথে বসে আলোচনা করতে পারেন। আমরা Administrator করে দিলাম। সেই নিয়োগের বিরুদ্ধে High Courtএ appeal করা হয়েছে। কাজেই সেই সম্বন্ধে আমি ভাল বা মন্দ কিছুই বলতে পারছিনা। তারপর প্রশ্ন হয়েছে যে আমাদের স্কুলের খাতাপত্র, টেবিল চেয়ার আমরা নিতে পারি কিনা। সেটা আইনগত সমস্যা। স্কুলের খাতাপত্র বা আসবাবপত্র স্কুলের ভিতরেই থাকবে, এটা স্বাভাবিক কথা। কেউ যদি সেটা স্কুল থেকে নিয়ে যেতে চান তবে তার জন্য permission নেওয়া উচিত। তার সাথে মনে একটা সন্দেহ আসতে পারে। সেই দিক দিয়ে সব সময়েই আমাদের সন্দেহ নিরসন করা উচিত। স্কুলের property স্কুলেই থাকবে। স্কুলের propety আমি বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারি না, তাহলে সব স্কুলেই এ রকম কাজ করবে। অতএব Managing Committee-র সদস্য এবং guardian দের প্রতি আমি অনুরোধ করব সেই দিক দিয়ে যেন দৃষ্টি রাখেন। Case টা যখন High Court এর বিচারাধীন আছে তখন আমার এখন বলার কিছু নেই। তবে detarioration of law & order যারা বলছেন তারা সত্যের অপলাপ করছেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Shri Raj Kumar Kamaljit Singh.

Sri Raj Kumar Kamaljit Singh—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে Pointটা তুলেছিলাম সেই সম্বন্ধে এখন আমি বলছি। আমাদের Hon'ble Minister discussion এ বলেছেন Police থাকা সত্ত্বেও সেখানে law & order detorioration করেছে। কিন্তু আমার argument হচ্ছে police নাই বলেই সেখানে law & order detorioration করেছে। কাজেই discussionএ একটা main point এ আমার সাথে misunderstanding হয়েছিল। কাজেই Hon'ble Minister যে reply দিয়েছেন সেটা আমার বক্তৃতার সাথে একটু গরমিল হয়ে গেছে।

Mr. Speaker—Next discussion on matters urgent Public Importance for short

duration on killing of Arun Paul & Elfouj Mia at Maharani Udaipur, notice given by Shri Nishi Kanta Sarker. Now I would request the Hon'ble Member Shri N. K. Sarker to start discussion.

Shri N. K. Sarker—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি হাউসের সামনে যে আলোচনাটা রাখছি সেটা উদয়পুর সাব ডিভিসনের উত্তর মহারাণী অঞ্চলের ঘটনা। গত ৪।২।৭০ তারিখে বৃহস্পতিবারে মহারাণী বাজার বার ছিল, সেখানে ১৪।১৫ বৎসরের ছেলে তিন মাস যাবৎ এক মহাজনের চাকুরী করছিল, ছেলেটির নাম হল অরুন পাল। তার বাড়ী হল উদয়পুর টাউনে, অমরসাগরের পাড়ে; সেদিন ছেলেটি মহাজন পুলিন সাহার ঘরে ঘুমায়। পরদিন সকালবেলায় আমি সেখানে গিয়ে দেখি বহু পুলিশ জমায়েত এবং ছেলেটি বিছানার মধ্যে রক্তাপ্লুত অবস্থায়। তখন ছেলেটাকে নৌকা করে উদয়পুর পাঠানো হয়। ধারাল অস্ত্র দ্বারা ছেলেটাকে আঘাত করা হয়। তখন প্রায় রাত্রি ১২টা। তখন স্থানীয় লোকেরা থানায় খবর দেয়। কিন্তু রাত্রিতে পুলিশ আসে নাই। পুলিশ আসে পরদিন সকালবেলা। উদয়পুর যখন ছেলেটাকে আনে তখনও ছেলেটার প্রাণ ছিল। উদয়পুর থেকে যখন আগরতলা জি, বি. হাসপাতালে আনে তখন ছেলেটা মারা যায়। তার কিছুদিন আগে এলফোজ মিয়া ঐ মহারাণীতে হাটবারে রবিবার দিন বাজার থেকে আসার সময় মারা যায়। সকালবেলা লোকজন আমার নিকট ছুটে আসে। তখন আমি সেখানে যাই বেলা ১১-৩০ টার সময়। এর আগেও সেখানে একটা মানুষ খুন হয় এবং তাকে কবর থেকে বের করা হয়। এভাবে পর পর উদয়পুরে কয়েকটা হত্যাকাণ্ড হল। এছাড়াও জগৎবন্ধু দেবনাথ নামে এক গৃহস্থের ঘরে একদিন একই সঙ্গে ৪টি খুন হয়ে গেল। তন্মধ্যে ঘরের মালিক ঐ জগবন্ধু দেবনাথ এবং তার তিনটী শিশু সন্তান ছিল। যোগাজলায় ১২/১৩ বৎসরের ১টি ছেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ছাড়াও পর পর কয়েকটি ডাকাতি হয় উদয়পুরে। তাইচং খোলায় রুক্ত ভক্তের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতি এবং খুন উদয়পুরে বহু হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটা আসামীর সাজা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। পালপাড়াতে বাজার বার দিন একটা লোককে আঘাত করা হয়। লোকজন রাত্রিবেলায় আমার কাছে এই ঘটনা নিয়ে যায় এবং থানায় যায়। পরদিন পুলিশ তদন্ত করে। সেই অঞ্চলটা হল Tribal অঞ্চল। বেশীর ভাগ লোকই হল জমাতিয়া। এখানে নক্সালদের উপদ্রবও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু শিক্ষিত যুবক B. A. পাশ, M. A. পাশ তথায় পাড়ায় পাড়ায় টিউশানি করে এখনে বাস করছে। পয়সা কড়ি নেয় না। ভিতরে ভিতরে তারা একটা দল সৃষ্টি করছে। আমি বহু আগে এ সম্বন্ধে বলেছিলাম। এই লোকগুলো স্থানীয় লোকদের সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করছে। পুলিশ এই সম্বন্ধে এখনো নিষ্ক্রিয়। আমি এলফুজ এবং অরু যে একটি শিশুর খুনের কথা বলছিলাম, আমার মনে হয় তাহা ঐ দলেরই কাজ।

আমি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বলেছি যে পুলিশ যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ খুনগুলোর প্রকৃত আসামীকে ধরতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ত, কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে। তাতে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। তোমরা তোমাদের চাষাবাদ নষ্ট করো না। আমি আগেও বলেছি Tribalরা পুলিশকে অত্যন্ত ভয় করে। গ্রেপ্তার করার ফলে চাষাবাদ ত্যাগ করে তারা অন্তত্র চলে যাচ্ছে। আমার কথা হল আমরা যদি পুলিশকে সাহায্য না করি তাহলে তারা কখনো এইসব আসামীদের

সন্ধান পাবে না। আমরা পুলিশকে সাহায্য করতে চেষ্টাও করি। Tribal দেরও সাহায্য করতে আমি বলেছি। তারা বলে যদি আমরা প্রকৃত সংবাদ জানাই তবে দুস্কৃতকারীরা আমাদের মেরে ফেলবে। তাই আমার অনুরোধ হল তারা প্রকৃত আসামী ধরবার জন্য আরও যেন সক্রিয় হন। অবশ্য ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক দুস্কৃতকারী ধরা পড়েছে। সেজন্য পুলিশকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। নক্সালরা আজকাল উদয়পুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লোকের নামে চিঠিপত্র ছাড়ছে তাদের বিভিন্ন শ্লোগান উল্লেখ করে। আমার কথা হচ্ছে কোন দেশ থেকে এ সমস্ত বিজ্ঞাপন, Poster ছাপানো হচ্ছে সেটা আমাদের বের করা দরকার। আমার বক্তব্য হল এসব রাষ্ট্রদ্রোহীদের পুলিশ ধরে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করুক। আজকে বাগমাতে একজন ভদ্রলোকের নামে একখানা চিঠি তারা ছাড়ল যে সাবধান, তোমাকে এত দিনের মধ্যে আমরা মারব, ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি আমাদের ১ হাজার টাকা দাও। সেই চিঠি সে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি বললাম চিঠিটি পুলিশকে দাও। আমি বলব পুলিশ যে সব আদিবাসীকে ধরেছে তার ফলে ঐ সব অঞ্চলে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। আদিবাসীরা চাষাবাদ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে আমাদের কার্য্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলে একটা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমি বলছি পুলিশ যেন এদিকেও একটু নজরে রাখেন আমি বিধানসভার নিকট আর একটি অনুরোধ করব যে ঐ নকশাল দলটাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হউক। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখলাম যুক্ত ফ্রন্টের আমলে এই দলকে পরিষ্কার করতে পারল না। কিন্তু এখন কিছু কিছু লোককে তারা খুনে বের করেছে। আমাদের কোনও খুঁজে নকশালিষ্টদের বের করতে হবে। নতুবা ত্রিপুরার পক্ষে ঘোর সঙ্কটের আশঙ্কা করছি। তাই আমি আজকে বলছি তারা যে সব poster দেওয়ালে দেওয়ালে দিচ্ছে পুলিশ কি সেটা দেখেনা? তারা এখনো কি ধরতে পারে না? তারা ত্রিপুরার শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে তোলার চেষ্টা করছে। তাই আমি আজকে এই আবেদন রাখছি দেওয়ালে দেওয়ালে যারা বিজ্ঞাপন লাগাচ্ছে তাদেরকে ধরবার জন্য পুলিশ যেন সক্রিয় ভাব অবলম্বন করেন। উদয়পুরে এতগুলো ঘটনা হল। কিন্তু একটি দোষীও আজ পর্য্যন্ত শাস্তি পেলনা। যদি পুলিশরা দোষীদিগকে ধরতেই না পারে তবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই পুলিশ বাহিনী রাখার সার্থকতা কোথায়? এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য উদয়পুরের যে ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বলেছেন আমি তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। Case No. 3-11-69 under section 302 of I P. C. এটা South Maharani র Case date of occurance হল ৯-১১-৬৯ ইং সেই Case এ পুলিশ ১৭ জনকে ধরেছে। ২ জন হাজতে আছে,

বাকী ১৫ জনকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। killing of Arun Paul, এই case এ যারা arrest হয়েছে তারমধ্যে একটি স্বীকারোক্তি আছে যে তাদের দলই একাজ করেছে। সেটার জন্য 396 এবং 102 B ধারামতে অরুণ পাল murder case হয়েছে, সেই case এ আমরা ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। তাদের মধ্যে West Bengal থেকে আসা ২ জন লোক আছে। তাদের নিকট আমরা অনেকগুলো armsও পেয়েছি। এ ছাড়াও a specific case was registured at Radhakishorepur under

section 399, 402 এবং পুলিশ সেদিকে তৎপর আছে। অতএব আমি আবেদন করব, পুলিশ culprit কে ধরার চেষ্টা করবে, তাতে জনসাধারণ যেন আতঙ্কগ্রস্ত না হন এবং তারা যেন তাদের moral কে হারিয়ে না ফেলেন। আমরা যে সব arms sieze করেছি এবং যেসব আসামীকে আমরা ধরেছি সেটা সেখানকার জনসাধারণের সহযোগিতার দরুনই সম্ভব হয়েছে। জনসাধারণ থেকে আরও সক্রিয় সহযোগিতা যাতে আমরা পাই, তবে সাংক্রাক এবং other disturbance আমরা বন্ধ করতে পারব। এই সব কাজে যুক্ত বাকী লোকদের ধরবার জন্য আমরা investigation চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা চেষ্টা করব যারা জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই সব সমাজ বিরোধী কাজ পরিচালনা করে তাদের ধরবার জন্য। কারণ তারা দেশের এবং জাতির শত্রু। তাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা কার্পণ্য করব না। সেজন্য জনসাধারণের মধ্যে সাহস সঞ্চার হয়েছে, যার ফলে আমরা তাদের plan অধিকার করতে সক্ষম হব এবং ত্রিপুরার বুক থেকে anti national এবং anti social activities কে আমরা দমন করতে পারব।

Mr. Speaker—Next item in the list of Business is Private Members', Resolution by Shri Kshitish Ch. Das. I would call on Shri Das to move his Resolution that—এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরার অনগ্রসর বাস্তকর, শব্দকর ও ঢোলী সম্প্রদায়কে তপশীল জাতির অন্তর্গত করা হউক।

Shri Kshitish Ch. Das--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উত্তরাঞ্চলের মহকুমাগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ধর্মনগর, কৈলাসহর এবং খোয়াই এর কিছু অংশে শব্দকর, বাদ্যকর এবং ঢোলী এই নামে পরিচিত একটি অনগ্রসর সমাজ বাস করছে। এই সম্প্রদায়গুলোর লোকগুলো তপশীলভুক্ত জাতি থেকেও শিক্ষা দীক্ষা ও আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে আছে। তপশীলভুক্ত জাতির যে সুবিধা সুযোগ বর্তমানে চালু আছে সেটা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে এবং সেটা অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হয়েছিল। সেটা হয়েছিল আমাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে যাতে তারা বেশীদিন রাজত্ব করতে পারে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সেই সময় ত্রিপুরা ছিল মহারাজার শাসনে। তপশীলভুক্ত জাতির লিষ্টিতে শব্দকর, বাস্তকর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আমরা সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা বলছি। সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হলে এই সব অনগ্রসর জাতির কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। তারা শিক্ষা দীক্ষায় একেবারে অনুন্নত। ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলের যারা সদস্য আছেন তারা এ সম্বন্ধে আশা করি ওয়াকিবহাল। আমি অনুরোধ করব তারা যেন এই সম্প্রদায়গুলোর কথা হাউসের মধ্যে তুলে ধরেন সেই সঙ্গে আমি আর একটি সম্প্রদায়ের কথা বলব সেটা হল কপালী সম্প্রদায়। তারাও শিক্ষা দীক্ষায়, অর্থনীতিতে backward। তাদের কথাও যেন বিবেচনা করা হয়। House এর কাছে আমি অনুরোধ করছি যাতে এই দুটো সম্প্রদায় তপশীলভুক্ত জাতি হিসাবে স্থান পায়। আশা করি আমার এই প্রস্তাব House গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Radhika Ranjan Gupta.

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশ দাস মহাশয় বাস্তকর, শব্দকর, এবং ঢোলী সম্প্রদায়কে তপশীলভুক্ত করার জন্য যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন আমি তাহা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। এটা বাস্তবিক আজকে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে সমস্ত সামাজিক ও

অর্থনৈতিক কারণগুলি সামনে রেখে তপশীলি জাতির লিষ্ট তৈয়ারী করা হয়েছে। সেদিকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে তাদের এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। তিনি আজ যে এমন একটি প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছেন তার জন্য আমি উনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য আমি হাউসের কাছে আবেদন রাখব। আপনারা জানেন ত্রিপুরা উত্তর অঞ্চলে ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর ও খোয়াই-এ এসব লোক বাস করে। শিক্ষা দীক্ষা এবং অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে তারা ত্রিপুরার তপশীলভুক্ত জাতিদের অপেক্ষাও পিছিয়ে পড়া সমাজ। কাজেই আমি House এর কাছে অনুরোধ করব ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করার জন্য যাতে এই সম্প্রদায়কে তপশীলভুক্ত জাতিতে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই বলে আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন জানাচ্ছি।

Shri Benoy Bhusan Banerjee—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেট অধিবেশনে এই বঞ্চিত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের দুর্দশার কথা আমি এই হাউসে তুলে ধরেছিলাম। আমি তখন বলেছিলাম তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য তাদের Scheduled শ্রেণীর ভুক্ত করা হউক। ত্রিপুরার এই অনুন্নত সমাজ রাজার আমল থেকে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে। আমি জানি না কেন তাদের Scheduled শ্রেণীর ভুক্ত করা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কেন তারা Backward class এ বা Scheduled Caste এ স্থান পেলনা। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কোন পশ্চাদ্‌পদ সমাজ থেকে থাকে তাহলে এই ঢুলী সম্প্রদায় এবং শব্দকর ও বাস্তকর সম্প্রদায়। তারা বিক্ষিপ্ত ভাবে সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে আছে তাদের না আছে মাথা গুজবার জায়গা না আছে কর্ষণযোগ্য ভূমি, না আছে কোন ব্যবসা বাণিজ্য। ত্রিপুরার শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সেটা আমিও স্বীকার করি। আমি বলব, এই যে বঞ্চিত সম্প্রদায় মেট্রিক পাশ করতে পারেনি এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমি আবার এই প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Prafulla Kr. Das—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাস্তকর, শব্দকর এবং ঢুলী সম্প্রদায় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত এটা আমি স্বীকার করি। এই সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, যেমন Schedule Caste এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সম্প্রদায় আছে। আমার মনে হয় Scheduled Caste এর অন্তর্ভুক্ত যে মালী সম্প্রদায় আছে সেই মালী সম্প্রদায়ের কতগুলো অংশ হচ্ছে ঢুলী, শব্দকর এবং বাস্তকর। পেশাগত ভাবে এ দের নামাকরণ করা হয়েছে। যেমন মালী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বাজনা বাজায় তারা হল বাস্তকর আমি প্রস্তাবকের সাথে একমত যে এই অনগ্রসর এবং অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর উন্নতির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি সম্প্রদায়ের কথা উত্থাপন করতে চাই সেটা হল মাল, যাদের পেশা হচ্ছে মাছ ধরা, জাতিগত ভাবে এবং পেশাগত ভাবে তারা হল মৎস্যজীবি, জেলেদের মধ্যে একটা branch বলা যেতে পারে, কিন্তু সামাজিক কিছুটা difference আছে। এই difference দিয়ে স দিক ব্যাপারে থাকলেও যে সমস্ত facts এবং consideration এর মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র, মালাকার ইত্যাদি সম্প্রদায়কে Scheduled Caste এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই সমস্ত facts এদের বেলাতেও প্রযোজ্য এবং এই সম্প্রদায়কে Scheduled Caste এর অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। সেই দিক থেকে

আমাদের ত্রিপুরা সরকার মাল, বাস্তকর, শব্দকর এবং চুলী সম্প্রদায়কে Schedule Caste এর তালিকা-ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় এবারের Parliament অধিবেশনে এই রকমের একটা বিল আসতে পারে for inclusion of Mala, শব্দকর, বাস্তকর, চুলীকে Schedule Caste এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। সুতরাং মনে করি যে ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার already একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন সেই অবস্থায় আর একটি প্রস্তাব এই বিধানসভায় না নিলেই ভাল হয়। বরং সেটাকে expedite করার জন্য আমাদের দিক থেকে আর একটু তাগিদের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। যদিও শব্দকর, বাস্তকর এবং চুলি সম্প্রদায় Scheduled caste লিষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও তাদের সাথে scheduled caste এর একটা যোগাযোগ আছে। যেমন ত্রিপুরা তপশিলী সমিতির মধ্যে তাদের representation আছে। সেই দিক থেকে education এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য Mr. Banrejee বলেছেন যে বাস্তকর, শব্দকর এবং চুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনও মেট্রিক পাশ নেই আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের বোধ হয় মনে আছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি ছেলে কৈলাশহর কলেজে পড়ে, সেটা আমি জানি। সুতরাং আমি বলব উনার এই প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত এবং এই সম্প্রদায়গুলোকে যাতে অতিসত্বর Scheduldcd caste এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধান সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ মহাশয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। সমর্থন জানাতে গিয়ে আরও ২।১টি জাতিকে এই Schedule Caste এর অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। সেটা হল ঝাল, মাল, মল্ল বর্মণ ও কপালী। কেন তাদের include করা প্রয়োজন তা বলছি ১৯৬৮ সালে এখানে একটা Parliamentary Delegation এসেছিল। তারা এখানে এসে local situation study করে দেখেছেন আর কোন কোন সম্প্রদায়কে এই তপশীলভুক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং কাদের বাদ দেওয়া যায়। সে সময় আমরা তুলে ধরেছিলাম যে ঝাল, মাল ও মল্লবর্মণদের include করা হউক। আর বলা হয়েছিল কপালী সম্প্রদায়কে include করার জন্য। একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, জালিয়া, মালো ও ঝাল, মাল পেশাগত ভাবে এক। কিন্তু তা ঠিক নয়। সেটা সেই Delegationও স্বীকার করে গিয়েছেন। কাজেই এখান থেকে কি প্রস্তাব পাঠান হয়েছে সেটা আমার জানা নেই। নিয়ম হচ্ছে Parliament সেটা include করবে। Parliamentই সেটা approve করে। মাঝে মাঝে delegation আসে এবং listও সেখানেই তারা তৈরী করে। বাদও দেন যোগও করেন। এখান থেকে আমরা শুধু প্রস্তাব পাঠাতে পারি। কাজেই এখান থেকে যদি প্রস্তাব পাঠান হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী সে কথা বললেন যে, এখান থেকে তা expedite করার জন্য তাগিদ দেওয়া যেতে পারে, এটা ঠিক নয়। এখানে আমরা যে প্রস্তাব এনেছি, আমি Houseকে অনুরোধ করবো এই প্রস্তাবটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হউক।

এখন ঝাল, মাল ও মল্লবর্মণ তারা জেলেদের sub-caste নয়। একথাটি হয়ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা নেই। না জানাটা স্বাভাবিক। তবু জেনে নিলে ভালো করতেন। তারা পেশাগত ভাবে এক নয়। প্রথম থেকেই ঝাল, মাল, মল্লবর্মণ হিসাবেই পরিচিত। জেলে

কৈবর্ত হিসেবেই পরিচিত। শব্দকর বাস্তকর, তারাও সব আলাদা আলাদা। ঝালকে যদি মাল বলা যায় তা তারা স্বীকার করবেন না। সেখানেও প্রশ্ন ছিল তারা কি sub-caste। আমি সেখানে আপত্তি করেছিলাম যে তা নয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু চিন্তা করলে ভালো করবেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথা মাননীয় সদস্য শ্রীব্যানার্জি তুলে ধরেছেন, Schedule Casteএর অন্তর্ভুক্ত যে জাতিগুলি আছে। তারা কি কি facilities পেয়েছে গত কয়েক বছরে? আমি যদি বলি, গত ১৬ বছরের সেই খতিয়ান যদি নেওয়া যায় তবে, তার একটা চমৎকার ইতিহাস আছে। যথাসময়ে আমি সেই ইতিহাস এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এখন শুধু একথাটাই বলতে চাই যে, Schedule Caste এর জন্য যে টাকাটা ধরা হয়, সে টাকাটা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হয় না।

কপালী একটি জাতি আছে, তাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি নগণ্য। কারণ তারা লেখা-পড়া, আর্থিক এবং অন্যান্য দিক দিয়ে অগ্রসর হতে পারছে না। বিশেষ করে তারা বাঁশবেতের কাজ করেই জীবিকানির্বাহ করছে। এই জাতিটাও যদি Schedule Caste এর মধ্যে included হয় তাহলে তারাও সেই সুযোগ সুবিধা পাবে এবং এগিয়ে যেতে পারবে। কাজেই এই কপালী সম্প্রদায়কে Scheduled Caste এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি Houseএর নিকট অনুরোধ রাখবো। ঝাল, মাল, মল্লবর্মণ ও কপালি এই জাতিগুলিকেও প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং এই যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীকীর্তিশ চন্দ্র দাস মহাশয় এনেছেন, তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Hon'ble Chief Minister will give his reply now.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief-Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চুলি কলুনিটি, বাস্তকর, শব্দকর is included in the list of the Sch. caste as per constitution, Sch. castes & Sch. tribes list modification order 1956. তারপর as the aforesaid community suffered from untouchability and is also socially and economically backward, the Government recommended to include them in the list of Sch. caste to the Government of India. Accordingly the said community has been included in the list of Sch. castes of Tripura in the Sch. caste and Sch. tribe order amendment Bill 1967. The Bill has been passed by Parliament. যারা এখানে বলেছেন ঝালু, মালু, মল্লবর্মণ তাদেরেও আমরা recommend করেছি। এখন কথা হল caste and sub-caste কিনা। Sub-caste কিনা এটা খুব ইন্টিরিয় ব্যাপার। কারণ Sch. casteএর মধ্যে যারা ঝালু এবং মল্লবর্মণ in West Bengal all fisherman, সেখানে যে সকল আছেন তারাও অধিকাংশ fisherman. অতএব এরা sub-caste কি caste কি হবে সেটা অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন শব্দকর যারা ঢোল সানাই বাজিয়েছে সেই অনুসারে তাদের সেই সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও শব্দকর এবং বাস্তকর ছিল। তারা untouchable ছিল in Muslim community. অতএব দেখা যায় caste এবং sub-caste পশ্চিমবঙ্গে এবং সারা ভারতবর্ষে according to tradition গড়ে উঠেছে। আমরা যদি ধর্মীয় শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করি তা হলে দেখি—

ধর্মঃ ন যায়তে শূদ্র। শূদ্রের মধ্যে কতগুলি sub-caste গড়ে উঠেছে accrding to occupation and tradition of trade. অতএব সেইদিক দিয়ে আমরা এখনও অনুসন্ধান করিনি। এগুলি অনুসন্ধান সাপেক্ষ। Culturally, economically, এবং socially কতটুকু কোথায় কোন জায়গাতে বৈষম্য আছে তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। যারা বালু ছিল তারা এখানে এসে হয়ত চাষ করছে কেউবা ব্যবসা বাণিজ্য করছে। তারা মৎস্য চাষ করত। West Bengalএ হয়ত এখনও সেই সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু এখানে এসে তা পাচ্ছে না। এখানে এসে হয়ত তারা সম্পূর্ণ occupationটা change করে ফেলেছে। দেশ বিভাগের ফলে সমাজের সর্বস্তরেই একটা বিরাট পরিবর্ত্তন চলছে। মহারাজার আমলেও occupation দিয়ে অনেক caste সৃষ্টি হয়েছিল। এখন দেশে নানা পরিবর্ত্তন চলছে। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অনেকে এখন চাকরীও করে। যাহোক সবকিছু নতুন ভাবে চিন্তাভাবনা করে আমরা recommend করে দিয়েছি Sch. caste কমিশনের কাছে এবং কমিশন সেটা উপস্থাপিত করবেন। তারপরও যদি চান একটা প্রস্তাব পাশ করে পাঠান—অধিকন্তু নঃ দোষায়। তবে যারা বলেছেন include করার জন্য—include করতে হলে একটা amendment আনতে হবে। কিন্তু amendment তো কেউ তোলেন নি। মুখে মুখে বলছেন কেবল। অতএব যারা কেবল include কর include কর বলছেন আমি বলব সবগুলিকে include করে একটা amendment আকারে যদি পাঠান বয় তাহলে ভাল হয়। অতএব যারা এই প্রস্তাব এনেছেন তারা যেন সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং সংশোধনী প্রস্তাব আনেন সেইজন্য আমি অনুরোধ করব।

Mr. Speaker—Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমার এই যে প্রস্তাব চুলি, শব্দকর, বাস্তকর সম্প্রদায় তপশীলভুক্ত জাতির অন্তর্ভুক্তির সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছেন তার মধ্যে একটা কথা আছে যে তপশীল জাতির list ভুক্ত করার জন্য একটা list রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রী সরকারের নিকট পাঠান হয়েছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট Bill পাঠান হয়েছে এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলাম।

Mr. Speaker—Now the Question before the House is that the leave of the House to withdraw the Resolution moved by Sri Kshitish Ch. Das be granted.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'—voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'—No voice.

I think 'Ayes have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it. The leave is granted.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Tuesday, the 31st March, 1970.

ANNEXURE—"A"

STARRED QUESTION NO. 9.

By Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১) গত ১৯৬১ সনের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৬৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তান হতে ত্রিপুরায় কত লোক আসিয়াছে ?

২) নবাগত লোকদের মধ্যে কত পরিবার নিজেদের উদ্যোগে বাড়ীঘর করিতে সক্ষম হইয়াছে ?

৩) নবাগতদের মধ্যে রাজ্য সরকারের ভূমিহীন পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনা মতে কত পরিবারকে পুনর্বাসন কিংবা ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

ANSWER :

১) ৩৫৩৮ পরিবার অর্থাৎ ১৭.৮০৬ জন লোক ত্রিপুরায় আসিয়াছে।

২) ৩২টি পরিবার নিজেদের উদ্যোগে বাড়ীঘড় করিয়াছে।

৩) নবাগত উদ্বাস্তদের মধ্যে যাহারা নিজেদের উদ্যোগে জমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহাদিগকে ঋণ দিয়া পুনর্ব্বাসনের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ভূমিহীন পুনর্বাসন পরিকল্পনায় কোন নবাগত উদ্বাস্তুকে কোন সাহায্য অথবা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই।

STARRED QUESTION No. 123

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমবাসায় একটি চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া আরতি নাম্নীয় একটি মেয়ের উপর অত্যাচারের সংবাদ সরকার অবগত আছেন কি ?

২) এই অত্যাচারের সহিত কোন পুলিশ অফিসার জড়িত থাকিলে তাহার নাম।

৩) সরকার ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১, ২ ও ৩— তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION No. 423

By Shri Rabindra Ch. Deb Rankkal.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the (Police) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়ার লেম্বুছড়া এস. এস. বি. সেন্টারটি পারমানেন্ট করা হইয়াছে কি না ?

২) যদি হইয়া থাকে, তবে সেখানে ঠাক থাকার জন্য সরকার হইতে কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

৩) সেখানকার পানীয় জলের সুবিধার্থে সরকারের কি কি ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর

১, ২ ও ৩— তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Starred Question No. 137.

By Shri Aghore Deb Barma.

1. The amount of T. A. & D. A. drawn by the Chief Minister during the years from 1967-68 to 1969-70 (upto February, 1970) year wise ;

2. Amount drawn for journey outside Tripura.

ANSWER

1.	Year	T. A & D. A Drawn.
	1967-68	Rs. 7,524·55 P.
	1968-69	Rs. 7.873·40 P.
	1969-70	Rs. 10,969·50 P.
2.	Year	T. A & D. A Drawn outside Tripura.
	1967-68	Rs. 6.996·20 P.
	1968-69	Rs. 7,652·45 P.
	1969-70	Rs. 10,825·00 P.

ANNEXURE "B"

UNSTARRED QUESTION NO. 100

By Shri Rajkumar Kamaljit Singh, M. L. A

Will the Hon'ble Minister in-charge of the appointment and Services Department be pleased to state—

QUESTION

1. How much amount have so far been paid to those Govt. servants who have joined to service after acquital by the Hon'ble Court since 1951 from the date of suspension or dismissal till rejoining (with their names and designations) ;

2. how much amount have so far been spent in each case by the Government to conduct those cases referred to above ?

ANSWER

1. & 2. The materials are under collection.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963

31st March, 1970

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 31st March, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister Four Ministers, the Deputy Speaker and 21 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned, Started Question. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Question No. 30.

Shri S. L. Shingh—Mr. Speaker, Sir, question No. 30.

QUESTION

১) ১৯৫৯ ইং-এর তুলনায় ১৯৬৯ ইং-এ চায়ের দর প্রতি কেজি কত বৃদ্ধি পাইয়াছে ;

২) যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তবে শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা ?

ANSWER

১) ১৯৫৯ ইং-এর তুলনায় ১৯৬৯ ইং এ চায়ের দর বৃদ্ধি পায় নাই।

২) নিষ্প্রয়োজন।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 46.

Shri T. M. Dasgupta—Mr. Speaker, Sir question No. 46.

QUESTION

(১) Tripura Tea Workers Union এর পক্ষ হইতে ত্রিপুরা সরকার রাংকং চা শ্রমিক সম্মেলনে গৃহীত দাবীর তালিকাটি পাইয়াছেন কি।

(২) যদি পাইয়া থাকেন তবে উহার মর্ম।

(৩) ঐ সকল দাবী সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করিতেছেন, তাহার দাবী ভিত্তিক মতামত।

(৪) ঐ দাবী তালিকা বিবেচনার জন্য সরকার ত্রিদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিবেন কি ?

ANSWER

(১) হ্যাঁ,

(২) এই বিষয়ে দাবীর তালিকার মর্ম দেওয়া হইল।

(৩) এই বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

(৪) এই বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

(১) পুরুষ ও নারী শ্রমিকের দৈনিক ৩·০০ টাকা হারে মুজুরী সাব-ষ্টাফকে ত্রিপুরা সরকারের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর হারে এবং ষ্টাফদের কেন্দ্রীয় ওয়েজ বোর্ডের নির্দ্ধারিত হারে বেতন ও ভাতা দাবী। প্রত্যেক বাগানে সাব-ষ্টাফ নিয়োগ, তার বাৎসরিক ভাতা এবং টীলা বাবুকে অফিসার গণ্য করার দাবী।

(২) কাজের নিরিখ ইউনিয়নের অন্তর্গত বাগান কর্মির সহিত আলোচনাক্রমে স্থির করা, অতিরিক্ত কাজের জন্য হাজিরার ডবল হারে ওভার টাইম, পাক্ষিক হাজিরার হার, ১৬ কেজি ও প্রতি কেজির জন্য ৭ পয়সা দেওয়ার দাবী।

(৩) কেজুয়েল লীভ, সীক লীভ ও আর্ণড লীভ [ত্রিপুরা সরকারের হারে] চালু, লীভবুক চালু এবং প্রজাতন্ত্র দিবস (১) দোল (৩) স্বাধীনতা দিবস (১) দুর্গাপূজা (৪) কালী পূজা (২) মনসা পূজা (১) পৌষ সংক্রান্তি (১) নেতাজী জন্মজয়ন্তী (১) এই ১৪ দিনের সবেতন ছুটি দাবী। ত্রিপুরায় সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারে করার দাবী।

(৪) রেশনে সাব-সিডির, অস্থায়ী বস্থি শ্রমিকের জন্য রেশন, বর্ধিত হারে (চাউল ২॥ কেজি আটা ২ কেজি] সংবৎসর রেশন এবং সস্তা দরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দাবী।

(৫) দখলীকৃত জমি ও ভিটাতে স্বায়ীসত্ব ও বাগানের বাড়তি জমিতে স্থায়ী অধিকার দাবী।

(৬) গেজেটের নির্দ্দেশ অনুসারে গৃহ নির্ম্মাণ ও সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও টী বোর্ডের সাহায্য দাবী।

(৭) বকেয়া প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড দাবী। প্রত্যেক সভ্যকে প্রতি বছর কণ্ট্রিবিউশান কার্ড ও প্রতি মাসে ফাণ্ডের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ইউনিয়নের কার্য্যকারককে রশিদ দেখানোর এবং প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তির দাবী। প্রভিডেণ্ড রিজিওন্যাল কমিশনারের অফিস অথবা ষ্টেট বোর্ড দাবী। গ্রেচুইটি চালুর দাবী।

(৮) বকেয়া বোনাস এবং সর্বস্তরের শ্রমিকের জন্য বোনাস দাবী।

(৯) প্রসূতিদের হাজিরার তারতম্য না করার এবং তাদের ভাতার দাবী।

(১০) বিনা খরচে ঔষধ ও চিকিৎসা, সীক লীভের জন্য পুরা হাজিরা এবং হাসপাতালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বেডের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও টী বোর্ডের সাহায্য দাবী।

(১১) লক্ আউটের সময় শ্রমিকের মুজুরী, রেশন, ভাতা চালু রাখার প্রয়োজন, সরকারের রাখার অথবা ইউনিয়ন বাগান খোলার জন্য টী বোর্ডের উপর চাপ দেওয়ার দাবী।

(১২) আয়তন ও উৎপাদন অনুপাতে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ানো, তিন মাস কাজের পর স্থায়ী করণ এবং বেকারদের সরকার কর্ত্তৃক কাজ অথবা বেকার ভাতা দেওয়ার দাবী।

(১৩) শ্রমিক, সর্দ্দার, চৌকিদার ও নাইট গার্ডদের কাজের ইউনিফর্ম ও বিভিন্ন কাজের জন্য

ছাতা, গামছা, পাতাছাতি, ওয়াটার প্রুফ ও খাগড়া দাবী।

(১৪) উপরোক্ত দাবীগুলি সহ শিক্ষা, ছাটাই, সাসপেণ্ড ও অন্তবর্তী কালীন সাহায্য সম্পর্কে এড্‌মিনিষ্টেটরের কাছে আইন সংশোধনের দাবী।

(১৫) প্রতি বাগানে প্রাথমিক স্কুল, বাধ্যতামূলক বিনা পয়সায় ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত বইপত্র, ক্লাব ও নৈশ কলেজ দাবী।

(১৬) শ্রম দপ্তরের মালীক ঘেষা নীতির পরিবর্ত্তন, শ্রম আইন কার্য্যকরী করা হয়েছে কিনা তার জন্য কমিশন, ইউনিয়নের সঙ্গে ইন্সপেক্টরদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বাগান মালিকের দুর্নীতির তদন্ত দাবী।

(১৭) রেজিষ্টারীকৃত চা শ্রমিকদের ইউনিয়ন সংক্রান্ত কাজ চালাইবার পূর্ণ সুযোগ সুবিধা, ইউনিয়ন করার জন্য ছাটাই কর্মীদের পুনর্বহাল ও আইন অনুযায়ী প্রটেক্টেড ইউনিয়ন কর্মীদের কোন হস্তক্ষেপ না করার দাবী।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দাবীগুলির মধ্যে কারো মজুরী বৃদ্ধির কোন দাবী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—মজুরী বৃদ্ধির দাবী এর মধ্যে আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমান মজুরী কত দৈনিক ?

শ্রী টি, এম দাশগুপ্ত—বিভিন্ন শ্রমিকদের কাজের নিরিখ অনুযায়ী পার্থক্য আছে। তবে ঠিক করে সব বলতে হলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তাদের দাবীর মধ্যে ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে ওভারটাইম দেওয়ার জন্য কোন দাবী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—এই দাবীর তালিকায় এই ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে তাদের মজুরী বাকী পাওনার জন্য কোন দাবী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—আমি বললামতো উনারা যা দিয়েছেন তার প্রত্যেকটা দাবী এর মধ্যে আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কালাছড়া চা বাগানের ১৯৬৭ ইং এর এক সপ্তাহ, ১৯৬৯ ইং এর ৩ সপ্তাহ এবং লাষ্ট দেড় সপ্তাহের মজুরী তাদের বাকী আছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—দ্যাট ইজ-এ সেপারেট কোয়েশ্চান স্যার, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মজুরদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বকেয়া আছে এবং তাদের বকেয়া দেওয়ার জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত— সেই বিষয়ে কিছু সেপারেট কোয়েশ্চান আছে স্যার। তখন সেটা বলা হবে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma and Shri Abhiram Deb Barma bracketed.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 108.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 108.

~~QUESTION~~ ~~ANSWER~~

QUESTION

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা তৈরী ও অন্যান্য কাজ কি শেষ হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে, তাহার কারণ ?

২। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় জুডিশিয়াল কমিশনার কি কোন মন্তব্য করিয়াছিলেন, করিয়া থাকিলে এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করা হইতেছে কেন ?

ANSWER

১। ভোটার তালিকা এখনও তৈরী হয় নাই। ইলেকশন রুলস ইতিপূর্ব্বেই তৈরী করা হইয়াছে। ভোটার তালিকা তৈরী ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পাদন করার জন্য এক জন অফিসারকে মিউনিসিপ্যালিটিতে depute করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই সম্পর্কে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

২। হাঁ, অগ্রাহ্য করা হয় নাই। পৌর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য সরকার ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই বিবেচনাধীন কতদিন ধরে চলবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বিবেচনাধীন আছে। অতএব দ্রুতই সেটা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে সরকার কোন পরিষ্কার প্ল্যান নিয়েছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—পরিষ্কার প্ল্যান আছে বলেই একজন অফিসারকে মিউনিসিপ্যালিটিতে ডিপুট করার প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—যদি প্ল্যান থাকে তাহলে প্ল্যান মত ভোটার লিষ্ট তৈরী করা ইত্যাদি কাজ দেখা হচ্ছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে "ভোটার তালিকা এখনও তৈরী হয় নাই। ইলেকসন রুলস্ ইতিপূর্বেই তৈরী করা হইয়াছে" এবং সেই অনুযায়ী একজন অফিসার নিযুক্ত করা হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কত সালে সুপারসীড করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—দ্বিতীয় প্রশ্নে লেখা আছে "আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় জুডিসিয়াল কমিশনার কি কোন মন্তব্য করিয়াছিলেন, করিয়া থাকিলে এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করা হইতেছে কেন ?" তা হলে এই মন্তব্যটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা রিলেভেন্ট। কারণ এর মধ্যে আছেই যে জুডিশিয়াল কমিশনার কি কোন মন্তব্য করিয়াছিলেন ? তা হলে সেই মন্তব্যটা কি তিনি তা বলবেন না কেন ? সেখানে তিনি কেন নোটিশ চাই বুঝি না। এটা তো প্রশ্নের মধ্যে পরিষ্কারই আছে।
Mr. Speaker—I cannot compel him to reply if the hon'ble Minister demands notice.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১০।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় ভি, এ, এসগণ ওয়েষ্ট বেঙ্গল এর স্কেল অব পে পায় না, এবং	(ক) ইহা সত্য নহে।
(খ) সত্য হইলে, না পাওয়ার কারন কি ?	(খ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চাই যে ত্রিপুরার ভি, এস,রা ওয়েষ্ট বেংগলের পে-স্কেল পাচ্ছেন ?

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাশ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিম বংগ সরকারের অধিনস্ত বিভিন্ন কর্ম্মচারী-দের বেতনের প্রবর্তিত হার ত্রিপুরা সরকারের কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়ে থাকে। ১৯৬১ সালে সেই সংশোধিত বেতনের হার ত্রিপুরার চিকিৎসকদেরও দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম বংগের পশু চিকিৎসকগণকে গেজেটেড র‍্যাংকে উন্নীত করা হয়েছে এবং ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্ত পশু চিকীৎসকগণও যাতে অনুরূপ মর্যাদাবিশিষ্ট হতে পারেন, তার জন্য ভারত সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া তাদের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে রিকম্যাণ্ডেশান ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, সেটা কোন তারিখে পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—এগজাক্ট ডেট বলতে পারছিনা, পরে প্রশ্ন করলে জানান যাবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ভি, এস, এর পে-স্কেল ওয়েষ্ট বেংগলে কত এবং ত্রিপুরায় কত এবং তার পার্থক্য কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—ওয়েষ্ট বেংগলেও ২০০-৪০০, ত্রিপুরায়ও ২০০-৪০০/-

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭।

শ্রী এস এল সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৭ স্যার।

Question	Answer
1. Whether the Government has any proposal to in increase the amount of Jumia rehabilitation grant ;	Yes
2. If not what are those reasons ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া—মাননীয় মন্ত্রী মোহদয়, প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি 'ইয়েস' হয়ে থাকে, তাহলে বলতে পারেন কি সেই ইনক্রীজড এ্যামাউন্ট অব গ্র্যাণ্টটা কত ?

শ্রী এস এল সিংহ—কষ্ট অব বুলক্স, সীডস, ফার্টিলাইজার, মেনিউরক এণ্ড সাবসিস্টেন্স এলাউয়েন্স হচ্ছে ৭৫০ টাকা, কষ্ট অব সাপ্লাই অব হাউস বিল্ডিং মেটেরিয়্যালস ফর কন্সট্রাক্শান অব ডুয়েলিং হাউস হচ্ছে ২০০, কষ্ট অব সাপ্লাই অব সীডস এণ্ড ফার্টিলাইজারস হচ্ছে ৩৫০

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই স্কীম ত্রিপুরার জুমিয়া পুনর্ব্বাসন ক্ষেত্রে ইম্পলীমেণ্ট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এই স্কীম মতে ডুম্বুর প্রজেক্টের কাজ সুরু হয়েছে এখানে বলা হয়েছে এবং সেই অনুসারে কাজ চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই স্কীম মতে বা এই যে এ্যামাউণ্ট এর কথা বলা হয়েছে, এই মতে কতজন জুমিয়া পরিবারকে এই পর্য্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—স্কীম ছিল ৪০০ জন'এর, মোট প্রোবেবলী ৭০ জনকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—এই যে ৭৫০, ২০০ এবং ৩৫০' এর কথা বলা হয়েছে, এই টাকাগুলি ইনষ্টলমেণ্টে দেওয়ার প্রভিশান আছে না এ্যাট এ টাইম সেগুলি দেওয়া হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রথমে ট্রাক্টার দিয়ে সেই জায়গাগুলি পরিষ্কার করা হয়, তারপর তাহাদিগকে সেই জায়গায় বসাবার পর তাদের আমরা এই জিনিষগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—আমাদের এগজিষ্টিং রুলসে যে জুমিয়া গ্রাণ্ট দেওয়া হয় তাতে প্রথমে ২০০ টাকা এবং পরে ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। এখানে যে স্কীমের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, সেই স্কীমে ইনষ্টলমেণ্টে দেওয়া প্রভিশান আছে না এ্যাট এ টাইম সেটা দেওয়া হয়, সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম।

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রথমে ট্রাক্টার দিয়ে সেই সমস্ত জায়গাগুলি ক্লিয়ের করার পর সেখানে হাউস বিল্ডিং মেটিরিয়েলস ফর কনষ্ট্রাক্শান অব ডোয়েলিং হাউস, কষ্ট অব বুলক্স কষ্ট অব ফার্টিলাইজার এই সমস্তের জন্য গ্রাণ্ট আমরা দিতে পারব। অতএব এই কার্যগুলি সাইমালটেনিয়াসলী করতে হবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—জুমিয়া গ্রাণ্ট কি তারা ইন কাইণ্ড পাচ্ছে না ইনক্যাশ পাচ্ছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ—সাবসিসটেণ্টস এ্যালাউয়েন্স ইনক্যাশই দিতে হবে, সেটা আমরা ইন কাইণ্ডস দিতে পারব না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই সকীমে এই এই যে ট্রাক্টার দিয়ে রিক্লেমেশান করা হয়, সেই খরচটা এই এ্যামাউন্টের অন্তর্ভুক্ত না বাইরে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এটা বাইরে।

শ্রী বাজুবন রিয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রিভাইজড স্কীমটা কি সেন্ট্রাল স্পন্সরড স্কীম না ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের স্কীম ?

শ্রী এস এল সিংহ—আমরা স্কীম করে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। এটা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের স্কীম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে রিভাইজড এ্যামাউন্ট, এটা কি শুধু অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট, বর্ত্তমানে যেখানে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেখানেই করা হবে, না ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গাও জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে ইম্পলীমেণ্ট করা হবে ?

শ্রী এস, এল সিংহ—পাইলট প্রজেক্ট যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে উইল্যাল ইম্পলীমেণ্ট দিস স্কীম অল ওভার ত্রিপুরা।

শ্রী বাজুবন রিয়ান--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই স্কীম চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ওলড স্কীম বন্ধ করে দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী এস এল সিংহ—সেটা অবস্থার উপর নিভর করবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্া—এই পাইলট স্কীম সাকসেসফুল হওয়ার সাপেক্ষে ত্রিপুরার অন্যত্র জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে না, এ কথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান ?

শ্রী এস এল সিংহ—অবস্থার উপর সেটা নির্ভর করবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২।

ডাঃ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ভি, এম, এবং জি, বি, হাসপাতালের জন্য কতটি এম্বুলেন্স আছে ?

খ) কতটি এম্বুলেন্স চালু অবস্থায় আছে ?

উত্তর

ক) ৫টি (তিনটি সহসা বাতিল করা বাদে)।

খ) গড়ে তিনটি।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উত্তরে বলেছেন পাঁচটি আছে, তিনটি বাতিল করা বাদে। তাহলে আমরা পাঁচটি প্লাস তিনটি সর্বমোট আটটি ধরব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—আটটি ছিল, এখন পাঁচটি আছে, তিনটি বাতিল হয়ে গেছে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে তিনটি চালু অবস্থায় আছে বলেছেন, সেগুলি সবসময় কি চালু অবস্থায় থাকে ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—গড়ে তিনটি চালু অবস্থায় থাকে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে তিনটি চালু অবস্থায় থাকে, সেইগুলি সব কল এটেণ্ড করে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—সমস্ত কলই এটেণ্ড করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যদি দূরে কোথাও মফঃস্বলে যায়, তাহলে কোন ক্ষেত্রে একটু দেরী হয়ে থাকে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে দিনে কয়টি গড়ে কল থাকে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—গড়ে ডেইলী ২২ থেকে ২৫টি কল থাকে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বলেছেন যে এই সব কলগুলি এটেণ্ড করা হয়ে থাকে। তারমধ্যে কোন প্রায়রিটি দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—নরম্যালী অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ ফার্ষ্ট কাম ফার্ষ্ট সার্ভ হয়ে থাকে। তারপরে অবস্থা বুঝে যদি কোন কেস ডিপ্রেশান করে তাহলে সেটা করতে পারে। তবে তার জন্য কোন নির্দেশ নেই।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম প্রায়রিটির কথা। যেমন কতগুলি রোগ আছে, কলেরা এবং ডেলিভারী ইত্যাদি কেস, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রায়রিটি দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি বল্লাম তো যে নরম্যালী নিয়ম হ'ল ফার্ষ্ট কাম, ফার্ষ্ট সার্ভ—এছাড়া যদি অন্য কেস থাকে তাহলে সেই কেসের গুরুত্ব অনুযায়ী তারা সেটা করে থাকে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে উত্তরটা চাইছি যে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফার্ষ্ট কাম ফার্ষ্ট সার্ভ হয়। ধরুন ফার্ষ্ট যে কলটা আসলো ফিভারের, তারপরে যে কলটা আসলো সেটা হ'ল ডেলিভারী এখন কোনটাকে প্রায়রিটি দেওয়া হয়ে থাকে, সেটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—স্যার, আমি তো প্রিন্সিপালটা বলে দিয়েছি। তবে এর পর যদি কোন হয়, তাহলে সেখানে অফিসার থাকেন, তার ডিস্ক্রিয়েশনানের উপর সেটা নির্ভর করবে এবং

তিনি সেটা বিচার বিবেচনা করবেন।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে যেখানে প্রায়রিটি দেওয়ার দরকার সেখানে ঠিকঠিক মত প্রায়রিটি দেওয়া হয় না অর্থাৎ ডিস্ক্রিমেশনারী পাওয়ার খাটানোর মধ্যে তারতম্য করা হয়ে থাকে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—স্পেশিফিক কেস দিলে পরে সেটা আমি দেখব। জেনারেলী এই ধরণের কিছু করা হয় না বলে আমি জানি।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে তিনটি এম্বুলেন্স চালু অবস্থায় আছে, আপনি বলেছেন, সেই তিনটিও সব সময় চালু অবস্থায় থাকে না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—গড়ে কতটা চালু থাকে, সেটা আমি এখানে বলেছি। আর গাড়ীটা তো মেসিনারী, কাজেই সেটা যে কোন সময়ে খারাপ হতে পারে। আবার এমনও দেখা যায় যে গাড়ীটা খারাপ হ'ল সেটিকে একটু দেখাশুনা করার পর ভাল হয়ে যায়, অর্থাৎ গড়ীটি ৫-৬ ঘণ্টার জন্য খারাপ ছিল। সেই রকম ধরলে সেটা হতে পারে। কিন্তু এভারেজ ৩টী গাড়ী থাকে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, আপনি কি অবগত আছেন যে টাকা দিলে যখন খুসী তখন যে কোন রোগীর জন্য এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই রকম কোন অভিযোগ আমি পাইনি।

রাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে আমাদের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীগুলি কোথায় ম্যাণ্টেইনান্স করা হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—লাইট ভিহিক্যালগুলি নিজেদের ওয়ার্কসপে মেরামত করা হয়, আর বাকীগুলি পি, ডব্লিউ, ডির ওয়ার্কসপে মেরামত করা হয়ে থাকে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি অবগত আছেন কি যে পি, ডব্লিউ, ডির ওয়ার্ক সপে গাড়ী মেরামতের জন্য দিলে সেগুলি ১ মাসের মধ্যেও ফেরৎ পাওয়া যায়না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আংশিক, তা সত্য।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের যে সব গাড়ী আছে, সেগুলির মেরামত এ ডিপার্টমেণ্ট থেকে ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা, আপনি স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীতড়িত্‌ মোহন দাশগুপ্ত—হ্যাঁ, এই রকম একটা ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। সেজন্য এই ডিপার্টমেণ্টের যাতে ওয়ার্কসপ হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিছু কিছু কাজ এখন হচ্ছে, আরও ভালভাবে হতে পারে সেই ব্যবস্থাও আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনেশ্যাম দেওয়ান—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪৯।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪৯, স্যার।

প্রশ্ন

১। কররুক স্কীমে-উপজাতি কল্যাণ-দপ্তর চলিত আর্থিক সনে জুমিয়া পুনর্বাসনে কত টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন :

২। তন্মধ্যে চলিত ৩১ শে মার্চের মধ্যে কত টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইবে ;

৩। এবং তাহা সর্বসাকুল্যে কত পরিবার জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হইবে ?

উত্তর

১। ১৫,০০,০০০ টাকা।

২। ৪,৬৫,৬৬০ টাকা।

৩। ৫০টি পরিবার।

শ্রীঘনেশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে ৫,৬১,৬৬০ টাকা তাদেরকে দেওয়ার পর যে টাকাটা বাকী রইল, সেটা ফেরত দেওয়া হ'ল কেন, জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল,সিংহ—ফেরৎ তো দেওয়া হয়নি, সেখানে প্রত্যেকটি এস, ডি, ওর কাছে চেয়ে পাঠানো হয়েছে যে যারা সেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট পাননি, তাদেরকে যেন সেটা দিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই স্কীমটা কার্য্যকরী করার কোন টারগেট টাইম আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি স্কীমই থাকে। এখন সেটা ৩১শে মার্চের মধ্যে খরচ না হয়, তাহলে জুমিয়াদের জন্য যে সব স্কীম আছে সেগুলিতে খরচ করা হয়ে থাকে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—আমার জিজ্ঞাসা হ'ল এই টাকগুলি কি কারণে ফেরৎ দেওয়া হ'ল, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমাদের সেই জায়গাতে কতকগুলি অসুবিধা ছিল। আমরা মনে করেছিলাম যে সেখানে যে লোক আছে বা লেবার আছে তাদেরকে দিয়ে এখানকার জমিগুলি রিক্লেমেশান করাব, কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় লেবার পাওয়া যায়নি, সে জন্য আমাদের কাজটা সেখানে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেনি। তারপর জমিগুলি রিক্লেমেশান করার জন্য আমাদের ট্রাক্টর আনতে হয়েছে যাতে করে কাজটা দ্রুত করা যেতে পারে এবং আমরা এই ট্রাক্টার পার্চেজ করার জন্য : লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা

রেখেছি।

শ্রীঘনেশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত যে সমস্ত জুমিয়া অমরপুর এবং অন্যান্য জায়গাতে আছে, তাদের কি এই স্কীম সম্পর্কে আগ্রহ নাই যার জন্য এই টাকাগুলি ফেরং দেওয়া হল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ —আগ্রহ আছে, আগ্রহ থাকবে না কেন ? সেখানে আমরা রিক্লেমেশান করতে পারিনি। অতএব সেই জায়গাতে আমরা এখন ট্রাক্টর আনার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ট্রাক্টর যদি আনা হয় এবং সেই দিয়ে যে কাজ হবে, ট্রাক্টর না এনে যদি ম্যান পাওয়ার দিয়ে কাজকটা করা হত তাহলে এই ট্রাক্টরের জন্য যে টাকাটা ব্যয় হল, সেটা তো সেখানকার অধিবাসীরা পেত। কাজেই ট্রাক্টর না এনে কাজটা ম্যান পাওয়ার দিয়ে করলে ভাল হত না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আশা করেছিলাম যে এই স্কীমের মাধ্যমে সেখানকার লোকদের দিয়ে সেখানকার জমিগুলি রিক্লেমেশান করাব, কিন্তু সেটা হয়ে উঠেনি। কারন, এখানে লেবার পাওয়া যায়নি। অতএব সেজন্য আমরা এই ট্রাক্টর আনছি যাতে করে কাজটা দ্রুত হয়। সেখানে ম্যান দিয়ে করলে অনেক সময় লাগত। অতএব এই অবস্থায় পড়ে আমরা এটা করতে বাধ্য হয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে করবুক স্কীম ইম্প্লিমেণ্টেশানের জন্য রাজ্য সরকারের এমন কোন সংস্থা আছে কিনা, যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা কোন কোন ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেখানে পাইলট প্রজেক্ট নামে একটা ডিপার্টমেট করে তার মাধ্যমে কর্ম্মচারীদের নিয়োজিত করা হয়েছে। এবং তারা সেখানে কাজ করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন যে সেই দপ্তরে বর্ত্তমানে কতজন লোক কাজ করছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কাজের জন্য কর্ম্মচারীরা কি করবুকে থাকেন না অন্য কোথাও থাকেন, তাদের হেড কোয়াটার কোথায় বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—হেড কোয়াটার বর্ত্তমানে অমরপুরে আছে বলে জানি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পাইলট প্রজেক্ট অফিসার ট্রাইবেল-ওয়েলফেয়ার বিষয়ে ট্রেইণ্ড কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমাদের এখানে স্পেশাল ট্রেইণ্ড আছে বলে আমি জানি না। স্পেশাল ট্রেইণ্ড ফর দি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীম অর সামথিং আমরা প্রতিবছর এই ধরণের যে সব কন্-

ফারেন্স হয়, সেখানে লোক পাঠিয়ে থাকি এবং তারা সেখানে গিয়ে আলাপ আলোচনা করে এবং বিভিন্ন ভাবে মত বিনিময় করে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন।

শ্রীএরাসদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে রিক্লেমেশনের জন্য যে সমস্ত মজুর কাজ করতো তাদের বেতন (মজুরী) কত ছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মজুর না পাওয়ার কারন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমাদের ত্রিপুরার লোকেরা এ'সমস্ত কাজ সম্পর্কে অনভ্যস্ত।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থাপনার অভাবেই শ্রমিকরা কাজ করতে চায় না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—শ্রমিকরা যখনি কাজ করে তখনি সেই জায়গাতে আমরা টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের ব্যবস্থা করি। আগে যদি লোকজন না যায় তা হলে টিউবওয়েল রিংওয়েল করা যায় না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে সেখানে কয়টা টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জায়গাতে অর্থাৎ করবুকে যে স্কীমটা আরম্ভ করা হয়েছে এই জায়গাতে ট্রাইবেল-ওয়েলফেয়ারের কলোনী ছাড়া সিমিলার আর কোন কলোনী ছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি পরিকল্পনার ত্রুটির জন্যই সেখানে কর্ম্মী পাওয়া যাচ্ছে না এবং এটা অনভ্যস্ততার কারন নহে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য নয়। পরিকল্পনাটি ছিল খুব ভাল। হয়তো এ' জায়গাতে অ্যানটিসোশ্যাল অ্যাকটিভিটিস্ কিছু ছিল এবং তারা বলেছে যে এ' জায়গাতে তোমরা কাজ করবে না। তাও একটা অন্যতম কারন আছে। এইরকম প্রচার তারা করেছে। সবে মিলে যদি আমরা তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারতাম তাহলে তারা যদি কাজ করতো তাহলে সেটাই ভাল হত এবং এই ভাবে ম্যান পাওয়ার ইউটিলাইজড হত।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—এই পরিকল্পনার কাজ কর্ম ত্রিপুরার অন্যান্য সাবডিভিশনেও আরম্ভ হবে কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমরা যদি এটাকে সাকসেসফুল করতে পারি তা হলে ত্রিপুরার সর্ব্বত্রই সেটা ব্যাপকভাবে সুরু করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—তাহলে বুঝা যায় যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সন্দেহ আছে এর সফলতা সম্পর্কে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—সন্দেহের কোন কারণ নাই। ট্রাক্টার অরগেনাইজেশনকে আমরা এটা প্রেস করেছি। সেই অরগেনাইজেশান দিয়েই আমরা সেটা করবার চেষ্টা করব।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—যেখানে মূল পরিকল্পনা ছিল এ' এলাকার লোকজন দিয়ে করানো সেটা না করতে পারার ফলে সরকারের ব্যর্থতার প্রমাণ হয় না কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—না সেটা আমি স্বীকার করতে মোটেই রাজী নয়। কারণ আমরা ম্যান পাওয়ার ইউটিলাইজ করছি। ট্রাক্টার দিয়ে ম্যান পাওয়ার ইউটিলাইজ করা যাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে যে সংস্থার উপর স্কীমটা ইমপ্লিমেণ্ট করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই সংস্থার মধ্যে কতজন অফিসার আছে এবং কে কোন্ পদ অলঙ্কৃত করছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Angju Mog.

Shri Raj Kumar Kamaljit Singh— Mr. Speaker, Sir, I am interested in the question of Shri Angju Mog Question No. 347.

Shri T. M. Dasgupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 347.

QUESTIONS

১। সাব্রুমের শিলাছড়িতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি স্থাপন করা হইয়াছে কি ?

২। যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে উহা কি ধরণের বিল্ডিং।

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ইহা সুরু হয় একটি দত্ত কাঁচা বাড়ীতে, এখন উহা একটি ভাড়া করা বাড়ীতে আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই শিলাছড়িতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য কোন জমি কেনা হয়েছিল কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত— না, কোন জমি এর জন্য কেনা হয় নি। তবে কাছাকাছি যে সমস্ত জমি ছিল এই সময়ের মধ্যে সে গুলির পজেশান নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মোহদয় কি বলতে পারেন এ জমিতে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী করা হবে কি না ?

শ্রী টি, এম দাশগুপ্ত—একটা জমি সেটেল করা হয়েছে। আর প্ল্যান অ্যাণ্ড এষ্টিমেট হ্যাজ বীন

প্রিপেয়ার্ড বাই দি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ইজ বিয়িং মুভড ফর অ্যাপ্রোভ্যাল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—ইহা কি সত্য যে জমিতে পজেশান নেওয়া হয়েছে সেখানে কো-অপারেটিভের ঘর বাড়ী উঠেছে।

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—শিলাছড়িতে সাইট সিলেক্ট করবার জন্য সাইট সিলেকশান কমিটির অ্যাপ্রোভ্যাল নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Binoy Bhushan Banerjee.

Shri Binoy Bhushan Banerjee—Question No. 370.

Shri T. M. Das Gupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 370.

প্রশ্ন

বিগত ১৯৬৯ ইং সনের বাজেট ভাষণে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ও মাননীয় মুখ্য প্রশাসক (এডমিনিস্ট্রেটর) ধর্মনগরে টি বি চেষ্ট ক্লিনিক ১৯৬৯ ইং সনের মধ্যে খোলা হইবে বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন ইহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে ?

উত্তর

১৯৬৮-৬৯ ইং সনের পরিকল্পনায় ধর্মনগরে টি বি ক্লিনিক খোলার বিষয়ে উল্লেখ ছিল কিন্তু উক্ত পরিকল্পনা বাজেটে টাকা কম হওয়ায় উহা কার্য্যকরি করা যায় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জায়গাতে অ্যাডমিনিষ্টেটার ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন বাজেটে এষ্টিমেটে না দেখেই কি ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন ?

শ্রী টি, এম, দাসগুপ্ত—আই এক্সপ্রেসড দি ফ্যাক্ট স্যার।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে জায়গাতে অ্যাডমিনিষ্টেটার ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন হাউসের সামনে সেই জায়গাতে তাকে পূরন করবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে কি না ?

শ্রী টি এম দাসগুপ্ত—চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ডিউ টু শর্টেজ অব ফাণ্ড সেটা ইম্পলিমেন্টেশান করা যায় নাই।

শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কি কিছুদিন আগে মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন যে সত্বরই কাজ আরম্ভ হবে, তখন কি বাজেটে টাকা ছিল না ?

শ্রী টি, এম, দাসগুপ্ত—সেই চেষ্টাই করা হয়েছিল। কিন্তু পরে কোন অর্থ না পাওয়াতে সেই কাজ করা যায় নাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—ধর্মনগরে টি, বি, ওয়ার্ড খোলার জন্ত আগামী বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে কিনা ১৯৭০-৭১ সালে ?

Mr. Speaker—It has been included in the fourth five year plan and proposed again during 70-71.

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 417.

Shri T. M. Dasgupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 417.

QUESTION

ত্রিপুরায় সর্ব্বমোট কতগুলি Primary Health Centre আছে, তন্মধ্যে 4th Plan এ কতটি Expansion করন হবে, ইহার নাম।

ANSWER

বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় ২৩টি প্রাথমিক চিকিৎসালয় চালু আছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ১০টি প্রাথমিক চিকিৎসালয়ের প্রসার হইবে এবং এই প্রসার কার্য্য স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকরিতার উপর নির্ভর করিবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ফোর্থ প্ল্যানে কয়টি এক্সপানশান করা হবে, উহার নামগুলি আমি জানতে চাইছি।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—নাম এখনও সিদ্ধান্ত কৃত হয়নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যে জায়গাতে ১০টি সাব্যস্থ করা হয়েছে, কোন্ কোন্ জায়গায় প্রায়রিটি দেওয়া হবে, সেটা না জানার কারণ কি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—ফাইনালী এখনও সিলেকটেড হয়নি।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—ধর্মনগরের পানিসাগর প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারটি এক্সপানশানের পরিকল্পনা আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত— :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, পানিসাগর প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের যে বেড সংখ্যা, মোট প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, সেই জন্ত মেডিক্যাল ডাইরেক্টারের কাছে অনেক দরখাস্ত করা হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—এই ধরণের আবেদন অনেক জায়গা থেকে পাওয়া গেছে, সেই জন্তই সবগুলি বিবেচনা করে প্রায়রিটি দেখে সেগুলি করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, ধর্মনগর, পানিসাগরে একটি বেসিক

ট্রেনিং কলেজ আছে, অন্যান্য ব্লক অফিস আছে এবং সেখানে কর্মচারীরা বাস করে, তারা নানারকম অসুবিধা ভোগ করছে এই প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের বেড না বাড়ানোর দরুন ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—বেড না বাড়ানোর জন্য কি অসুবিধা হচ্ছে আমার জানা নেই, তবে প্রয়োজনীয়তা আছে, এই বিষয়ে আমি একমত।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ফোর্থ প্ল্যানের কাজ কবে থেকে আরম্ভ হবে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—ফোর্থ প্ল্যানের কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং যেই যেই বিল্ডিং 'এর জন্য এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাপ্রুভেল ইত্যাদি নিতে হবে, সেগুলি হলে পরে তখন প্রত্যেকটি কাজ আলাদা আলাদা করে আরম্ভ হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ফোর্থ প্ল্যানের কাজ যদি আরম্ভ হয়ে থাকে, তাহলে সেই যে এক্সপানশনের কাজটা, সেটাতে হাত না দিবার কারন কি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি যে ইয়ারওয়াইজ ভি এক্সপানশান হয় এবং আমরা সেই রিকুইজিশানালি পি, ডব্লু, ডি'তে পাঠাই তারা estimate দেয়, তারপর টোট্যাল মানি এ্যালটমেণ্টের উপর সেটা ফাইনালাইজ করি। কাজেই কোন কোন জায়গায় যদি স্যাংশান না হয়, তাহলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে দেরী হয়ে যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার বক্তব্য ছিল, যে জায়গাতে ১০টি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার এক্সপেনশান করা হবে, সেই জায়গাতে এখন পর্যন্ত নামগুলি সিলেক্ট না করার কারন কি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—প্রায়রিটি বিবেচনা করে, তখন সেটা করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন পর্যন্ত কোনটাকেই কি প্রায়রিটি দেওয়া হয় নাই ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—না, আমাদের মাত্র প্রস্তাব আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, নাম ছাড়া কোন প্রস্তাব হয় কি না ? নাম যদি থাকে তাহলে নাম বলতে আপত্তি কি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—নাম নাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—এই বেনামী প্রস্তাবগুলি কি ভাবে স্থান নির্ব্বাচন করা হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারীতার উপর নির্ভর করে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিংহ [

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৫।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৫ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1. Is it a fact that there is Govt. of India's order in the month of July, 1959 that all Licenciate Medical officers i. e. C. A. S. Grade II who have completed ten years continuous service are eligible for promotion to C. A. S. Gd. I ;	An instruction as to that effect has been received.
2. if so, why the Government Doctors of this category have not been promoted so far ?	33 Doctors' cases has already been sent to the Government of India for promotion to G.D.O. Gd. II i.e. C.A.S. Gd. I.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত্‌ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নামের লিষ্ট যখন পাঠান হয়, যারা সিনিয়ার আছেন তাদের নাম লিষ্টের নীচে এবং জুনিয়রদের নাম উপরে, সেটা কি করে হয় জানাতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িত্‌ মোহন দাশগুপ্ত—এই লিষ্টের মধ্যে নাম নীচে, উপরে থাকলে কিছু হবে না। যাদের দশ বৎসর পূরণ হয়েছে, তাদের নামই দেওয়া হয় এবং তাদের ইণ্ডিভিজুয়েল মেরিটের উপর বিচার বিবেচনা করে সেটা করা হয়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের যে কনফিডেনশ্যাল রিপোর্ট এবং আনুসংগিক যে সমস্ত রিপোর্ট ইত্যাদি আছে, তার কতকগুলি পাঠান হয়েছে এবং এই ফেব্রুয়ারীতেও কতকগুলি ক্লেরিফিকেশান চাওয়া হয়েছে, সেইগুলি পাঠান হচ্ছে। কাজেই নাম নীচে উপরে থাকলে পরে সিনিয়রিটি এফেক্ট করবে না।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিত্‌ সিংহ—এই ৩৩ জন বাদে আরও কতজন বাকী রয়ে গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িত্‌ মোহন দাশগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাংথল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাংথল—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৬।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৬ স্যার।

QUESTION

ক) ইহা কি সত্য যে আগরতলায় উপজাতি-অভ্যর্থনা কেন্দ্রটি অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত ;

খ) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত অফিসটি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা সরকার করিবেন কি ;

গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত কেন্দ্রটিতে বসিবার কোন আসন নাই ; এবং

ঘ) সত্য হইলে, উহার কারণ কি ?

ANSWER

ক)
খ)
গ)
ঘ)

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেব বর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪ স্যার।

QUESTION

১) বিড়ি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন মামলা কি চালু আছে।

২) এই মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকার কোন আবেদন পাইয়াছেন কি।

৩) ধর্মঘট শেষ হওয়ার দুই বছর পর ও এক মামলা চালু রাখার কারণ কি।

৪) সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করিবেন কি।

ANSWER

(১, ২, ৩, ৪) প্রশ্নোত্তরের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৩ স্যার।

প্রশ্ন

মহকুমা হাসপাতালগুলিতে বেড সংখ্যা কত ? তাহার হাসপাতাল ভিত্তিক হিসাব।

১৯৬৯ সালে কোন মহকুমা হাসপাতালে কত রোগী প্রতি মাসে ভর্তি হয় তাহার হাসপাতাল ভিত্তিক হিসাব।

যদি রোগীর সংখ্যা বেড সংখ্যার তুলনায় বেশী হইয়া থাকে তবে বেড সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে ?

উত্তর

ক্রমিক নং ও হাসপাতালের নাম		বেড সংখ্যা
১।	খোয়াই	৩০
২।	কৈলাসহর	৩০
৩।	ধর্মনগর	৩০
৪।	উদয়পুর	৩০
৫।	কমলপুর	২০
৬।	মেলাঘর	২০
৭।	অমরপুর	২০
৮।	বিলোনীয়া	২০
৯।	সাব্রুম	২০

ক্রমিক নং ও হাসপাতালের নাম		১৯৬৯ সালের মাসিক গড়
১।	খোয়াই	১৩৭
২।	কৈলাসহর	১২৪
৩।	ধর্মনগর	১৫৯
৪।	উদয়পুর	১৮৪
৫।	কমলপুর	৪৬
৬।	মেলাঘর	৭৩
৭।	অমরপুর	১০৩
৮।	বিলোনীয়া	১১১

চতুর্থ পরিকল্পনায় মহকুমা হাসপাতালের বেড সংখ্যা বাড়াইবার প্রস্তাব আছে। চারিটি ৩০ বেডের হাসপাতালে ৫০ বেড এবং পাঁচটি ২০ বেডের হাসপাতাল ৩০ বেড হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে চারটি ৩০ বেডের হাসপাতালকে ৫০ বেডের হাসপাতাল করা হবে, সেগুলি কোন কোন জায়গায় করা হবে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—বর্তমানে খোয়াই, কৈলাশহর, ধর্মনগর এবং উদয়পুর, এই চার জায়গায় করা হবে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—৩০ বেডের হাসপাতাল যে হবে, সেগুলি কোন কোন জায়গায় হবে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—প্রায় সব সাবডিভিশানের জন্যই চতুর্থ পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে যেমন খোয়াই, কৈলাশহর, ধর্মনগর, উদয়পুর, কমলপুর, মেলাঘর, অমরপুর, বিলোনীয়া এবং সাব্রুম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫ স্যার।

	প্রশ্ন	উত্তর
ক)	১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭০ ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরার জেইল বিভাগে জেইল পুলিশ কতজন নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানে তপশিল ভুক্ত জাতির লোক কত পার্সেণ্ট নেওয়া হইয়াছে ?	আট জন। ১২·৫০ পার্সেণ্ট /-
খ)	ক প্রশ্নে উল্লিখিত তপশিল ভুক্ত জাতির লোক আদৌ নেওয়া হয় নাই ইহা সত্য কিনা ?	সত্য নহে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৬৭ সন হইতে ১৯৭০ সন পর্যন্ত মাত্র আটজন নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে তপশীলভুক্ত কতজন জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—মোট আটজন। তার মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতীর লোক হচ্ছে ১২·৫০ পার্সেণ্ট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ— :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ১২·৫০ পার্সেণ্ট অর্থাৎ পার্সেণ্টেজ বলা হয়েছে, কিন্তু মোট কতজন তপশীলভুক্ত জাতির লোক সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—পার্সেণ্টেজ কসলেই বেড় হবে। বোধ হয় একজন হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—প্রশ্নে উল্লেখিত সময়ে আরও পুলিশ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—আটটি পোষ্ট ছিল, আটজনকেই নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার জেইলগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ জেইল ওয়ার্ডার নাই ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—ডিপার্টমেণ্টে যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ লোকের জন্য রিকুইজিশান দেওয়া হয়, তারপর পোষ্টের এগেইনিষ্টে ডিপার্টমেণ্টে যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন সেই পরিমাণ লোকের জন্য রিকুইজিশান দেওয়া হয়, তারপর পোষ্টের এগেনিষ্টে স্যাংশান পেলে পরে সেই অনুসারে লোক নেওয়া হয়।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তপশিলীভুক্ত লোক যে আদৌ নেওয়া হয়নি, তার উত্তরে আপনি কি বলেছেন ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—এই কথা সত্য হতে পারে না যেহেতু আগের প্রশ্নের উত্তরে বলে গেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে জেল ওয়ার্ডার কম থাকার দরুন কমলপুর এবং ধর্মনগর জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদিরা পালিয়ে গেছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—এই কথা ঠিক নয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে জেল ওয়ার্ডারেরা দীর্ঘদিন যাবত জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে আসছে যে তাদের ডিউটি আওয়ার্স অত্যন্ত বেশী ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ—জেল কোডের নিয়মানুযায়ী তাদের ডিউটি বণ্টন করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে জেল কোডের ডিউটি কত ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে তার উত্তর পাওয়া যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জেলখানা থেকে যে কয়েদীরা পালিয়ে গেছে, তা অবগত আছেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—আলাদা প্রশ্ন চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে ঘুমের মধ্যে কয়েদীরা ওয়ার্ডারদের মেরে পালিয়ে গেছে ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—প্রমাণ থাকলে, তিনি যদি সেটা দেন, তাহলে পর আমরা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৫৪।

শ্রী এস, এল, সিংহ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৫৪, স্যার।

QUESTION

1. Whether the amount of Rs. 50,000/- sanctioned for the development of Lake Chowmuhani Market Agartala have been utilised ?

2. If not, the reason therefor ?

ANSWER

1. No.
2. The work could not be taken up as the area has not been handed over to the Municipality by the Public works Department.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে ৫০ হাজার টাকা এই বাবতে মিউনিসিপ্যালিটি ড্র করে রেখেছে কি না ?

শ্রী এস, এল,সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লেক চৌমুহনী বাজারটা ডেভেলাপ করার জন্য পি, ডব্লিউ, ডি. টাকা দিচ্ছে না, তার কারণটা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—লেক চৌমুহনী বাজারটা যে সব চাইতে ভাল বাজার, সেটা আমার জানা নেই। অতএব ডিটেলস্ জানতে হলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেখানে ৫০ হাজার টাকার একটা স্কীম স্যানকশান করা হয়েছে, সেখানে জায়গা সম্পর্কে কেন ইন্‌ষ্ট্রাকশান দেওয়া হল না মিউনিসিপ্যালিটিকে জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—সেখানে কিছু অসুবিধা আছে, যেমন সেই জায়গাতে পি, ডব্লিউ, ডির রাস্তা পড়ে গেলে অসুবিধা হতে পারে, কাজেই সেই সব দেখতে হবে। আর অন্য জায়গা পেতে গেলে এ্যাকুইজিশান করতে হবে এবং এ্যাকুইজিশান করতে গেলে তার জন্য কত খরচ পড়বে সেটা এষ্টিমেট করে দেখতে হবে। কাজেই এই সব প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেখানে ৫০ হাজার টাকার একটা স্কীম রাখা হল এবং টাকাটাও ড্র করা হল, সেখানে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান করা হল না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ফর দিস আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—স্কীম যখন করা হয়, তখন এ' স্কীমের উপর ভিত্তি করে টাকাটা ড্র করা হয়। এখন কি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলবেন সেই স্কীমটা হাওয়া হয়ে গেছে কি না ?

শ্রী এস এল সিংহ—আপনার কথামত বলতে হয় সেটা হাওয়ার উপরই আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১২।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১২, স্যার।

প্রশ্ন

জনবহুল ও ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি সত্বর সদরের রাণীর বাজার হইতে মোহনপুর সীমানার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে একটি ডিসপেন্সারী স্থাপন করিবার বিবেচনা সরকার দ্রুত কার্য্যকরী করিবেন কি ?

উত্তর

এরূপ কোনও কার্য্যক্রম স্থির করা হয় নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটা ডিস্পেন্সারী স্থাপন করবার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—সব জায়গাতেই এই ডিস্‌পেন্সারী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কি স্মরণ করতে পারেন যে গত সেসানেও আপনি বলেছেন, যে সেটা আপনার বিবেচনাধীন আছে। এখন সেটা আর কত দিন বিবেচনায় থাকবে জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম যে বিষয়টা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ৩ বছরেও সেটা বিবেচনা করা হল না ব্যাপারটা কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—বিবেচনাটা সময়ের সঙ্গে হয় না, সেটা আরও যে সব ফেক্টর থাকে, সেগুলি নিয়ে বিবেচনা করতে হয়।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কি স্বীকার করবেন যে সেখানে জমি পাওয়া গেলে, এ'অঞ্চলের প্রতিনিধিরা যারা আপনার কাছে এসেছিল এই ডিস্‌পেন্সারী করার দাবী নিয়ে, তাদেরকে আপনি বলেছেন যে একটা ডিস্‌পেন্সারী স্থাপন করার ব্যাপারটা বিবেচনা করবেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—হ্যাঁ, এ' এলাকার কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করেছিলেন, আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে উপযুক্ত পরিমান জমি দিতে পারলে এবং আমাদেরও যদি সেই পরিমান অর্থ সংকুলান হয়, তাহলে সেটা আমি বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয়মন্ত্রী মহোদয়, সেই প্রতিনিধিরা আপনাকে জানিয়ে ছিল যে তারা কত পরিমান জমি এই কাজের জন্য দিতে পারবে, সেটা আপনার মনে আছে কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত—আমি বলেছিলাম জমির কথা, কিন্তু তারা কি পরিমান জমি দেবে বা দিতে পারবে কিনা, এইরকম কিছু বলেছিল কিনা সেটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জি।

শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জি—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫০।

শ্রীতড়িত্‌ মোহন দাশগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫০, স্যার।

Question

ধর্মনগর সাব ডিভিশন হাসপাতালের রিফ্রিজারেটর কতদিন যাবত অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ?

ইহা কি সত্য উক্ত রিফ্রিজারেটরটি অকেজো থাকায় বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসায় অসুবিধা হইতেছে।

অবিলম্বে নূতন রিফ্রিজারেটর দেওয়া হইবে কি ?

Answer

চার বৎসরের কিছু বেশী দিন।

B.C.G. রেফ্রিজারেটর ও অন্য বিভাগের রিফ্রিজারেটর ব্যবহার করা হয় উক্ত রিফ্রিজারেটর অকেজো অবস্থায়।

উক্তটি মেরামতের চেষ্টা চলিতেছে, উহা সম্ভব না হইলে নূতন দেওয়া হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে ১৯৬৭ সালের আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে সেটা অবিলম্বে ঠিক করা হবে। কিন্তু এখন পর্যান্ত ঠিক না করার কারন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ইতি মধ্যে সেই রেফ্রিজেরাটারটার ঠিক করারজন্য একদল এক্সপার্ট এসেছিল, তারা কিছুদিন এখানে সেখানে কাজ করার পর আবার এখান থেকে চলে যায়, সেজন্য এটা ঠিক করানো সম্ভব হয়নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে জায়গাতে একটা সাধারণ হাসপাতালে রেফ্রিজেটার থাকে সেই জায়গাতে এটা একটা সাবডিভিশানাল হাসপাতাল এবং আশে পাশের বহু রোগ এখানে এসে চিকিৎসিত হয় কাজেই এখানে একটা রেফ্রিজেটার থাকার প্রয়োজনীয় তা মনে করেন কিনা ?

শ্রীতড়িত্ মোহন দাশগুপ্ত—প্রয়োজন মনে না করার কোন কারণই থাকতে পারে না, প্রয়োজন সর্বত্র আছে কিন্তু প্রয়োজন মাফিক সর্বত্র দেওয়া সম্ভব হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭০ সনের মধ্যে সেটা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িত্ মোহন দাশগুপ্ত—সম্ভাবনা আছে।

Mr. Speaker—Question hour is over. There are seven Unstarred questions. The ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred questions and also the replies of the starred questions which could not be answered in the house.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker—I have received calling attention from the Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma on the subect—

"গত ২৭শে মার্চ্চ সিভিল সেক্রেটারিয়েটের কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে কর্ম্মচারীদের কার্যবিরতি বিক্ষোভ।"

I have given consent of the notice of Shri Bidya Ch. Deb Barma. Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the same will be shown on the order paper.

Shri S. L. Singha (Chief Minister)—Mr. Speaker, Sir, I shall make a statement on the 6th April, 1970.

Mr Speaker—The Hon'ble Minister agreed to make a statement on the 6th April, 1970.

Mr. Speaker—There are Calling Attention given notices of by Shri Naresh Roy on 20. 3. 70, Shri Rajkumar Kamaljit Singh on 25. 3. 70 and Shri Abhiram Deb Barma on 27. 3. 70 to which the Ministers concerned agreed to make statement to-day, the 31st March, 1970.

Mr. Speaker—I wonld call on Hon'ble Minister-in-charge -to make a state. ment on—"Fire accident took place at Katlamara Higher Secondary School on 13. 3. 70. "

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, fire accident are normally happening in dry season ; these do not necessarily draw attention of the people unless this is of serious nature. But motivated cases of incendiary are sure to draw attention of all.

It appeares from the complaint ledged by Shri Pravat Deb Bama, President of Katlamara Higher Secondary Schools to Sidhai Ps. on 13th March, 1970, this was not an accidental case of fire. The fire accident of Katlamara Higher Secondary School occurred on the night of 12th March, 1970. According to the complaint of Shri Deb Barma this is a motivated case of incendiary. Shri Deb Barma also gave out a name, whom he suspected to be the miscreant or responsible for this case incendiary. In this connection a case was registered vide Sidhai P. S. Case No, 4(3) 70 U/S 436 IPC. The Police investigated this case ; but no evidence came forth against that suspected person. It is why the Police could not arrest him. But there is no doubt that such things should always be discouraged by all. The Educational institutiona are sacred places and should be respected by all.

Mr. Speaker—Next I would call Hon'ble Minister-in-charge to make a statement on—"Boycott of the Harinakhola Senior Basic School under Inspectorate of School Sadar—B by the teachers from 26-2-70."

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Harinakhola Senior Basic School is under the control of the Inspector of Schools, Sadar "B". The Education Department had not issued any orders clossing the school from 26. 2. 70. The Inspector of Schools, Sadar "B" has reported that the teachers of the school did not attend school for 6 days from 26. 2. 70 on cosideration of their security. and as a result normal school work remained under suspension during the period.

The reasons leading to such a situation in the school are as followers :—

On 25. 2. 70. Santi Ranjan Ghosh, an an Asstt, teacher of the school, gave some minor punishment to one Sri Sukesh Rn. Dhar, a s tudent of Class V, for violation of School discipline, while Sri Ghosh accompanied by some other teachers of the school was returning home on the day after school hours, the father of the student Sri Naresh Ch Dhar, attacked him on the way all on a suddent with a 'Ramda'. But for the timely intervention of his colleagues and some local men Sri Ghosh would have been killed there on the day. Sri Ghosh reported the matter to Sidhai P. S. on 26. 2. 70 requesting necessary action.

In protest against this behavious from a guardian of a student and out of a sense of insecurity the Headmaster and other teachers of the school decided not to attend school from 26. 2. 70 untill their security was ensured and the situation was brought under control. The Tripura Govt. Teachers' Association also supported the teachers of the school and adopted resolutions condemning the deeds of the guardian and called.upon all staff of the school not to attend scool from 26. 2. 70 until normaly was restored there.

On the initiative of the Tripura Govt. Teachers' Association and local guardians a meeriing of teachers, students, guardians and local youths was held on 3. 3. 70. The meeting unanimously condemned the incident of assault of the 25th February, 1970, and the villagers having given assurance

for the security of teachers the teachers decided to attend school from 4. 3. 70. as usual. The school has been functioning regularly from 4. 3. 70.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Point of clarification. The Hon'ble Minister made the statement that a student was beaten by a teacher. I want to know what kind of fault it caused to be beaten by the teacher? I have got a statement from the guardian of the student that there was a quarrel in the house of the student between the teacher and the father of the student and the teacher has taken revenge in the school by beating the student. Is it a fact ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—There is no such fact in my file.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—আর একটা হল নরেশ চন্দ্র সূত্রধর যে বলেছেন তার বাড়ী কি রাস্তার পাশে।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য—সেটা আমি বলতে পারব না। আমি সেখানে যাই নি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—ছেলেটাকে কাষ্ট এড দিয়ে হসপিটাল থেকে চিকিৎসিত হতে হয়েছে মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন সেটা ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য—এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে সে রকম কোন খবর নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় ফ্যাক্টকে সাপপ্রেস করা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে গিয়েছিলাম এবং ফ্যাক্ট হচ্ছে একটা পরিবারের দুই ভাই ঝগড়া করেছে এবং সেই মাষ্টার তাদের পাশের বাড়ীতেই থাকতো। তাতে মাষ্টার মহাশয়ও জড়িত ছিলেন এবং এ ঘটনার সূত্র অনুযায়ী স্কুলে গিয়ে ছেলেটাকে মারধোর করে। ছেলে তখন তার বাবার কাছে সব বলে এবং মাষ্টার যখন স্কুল থেকে ফিরছিলেন তখন বাবা বেতের কাজ করছিলেন। তিনি মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কেন মারলেন ? তখন সেখানে বচসা হয় এবং মাষ্টার অভিযোগ করে যে তাকে মারতে গিয়েছিল। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এটা এনকোয়ারী করতে অনুরোধ করবো।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ব্যাপারটা সেটেল হয়ে গেছে। কাজেই আর এনকোয়ারীর কোন দরকার নাই।

মিঃ স্পীকার—দি ম্যাটার হ্যাজ বীন অ্যামিকেবলী সেটেল্ড।

Calling Attention

Mr. Speaker—Next I would call on Hon'ble Minister in-charge to make a statement on—

'গত ২৩শে মার্চ ঝড়ে কমলপুর মহারাণীতে একজনের মৃত্যু ও সদর জিরানিয়া আতপাড়া, ভক্ত নারায়ন পাড়া (রক্তিয়া পাড়া) অগ্নিকাণ্ড এবং ক্ষয়ক্ষতি।'

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, the information from other areas is yet to be received. There was fire havoc on the 23rd March, at Dukly (or Pratapgarh area) and on the representation made by the victims of Dukli area a sum of Rs. 500/- (five hundred) was placed at the disposal of the District Magistrate on the 24th March, 1970 for extending immediate relief to the fire victims of the Dukli (Pratapgarh) on the 23rd March, 1970. The total extent of loss is being ascertained.

It is understood that due to the storm on the 23rd March, 1970 there were damages in different parts of the territory. But detailed reports have not yet been received. These are under collection.

House will be apprised hereafter about the extent of damages etc. due to the storm on 23.3.70.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখানে কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১ দেওয়া ছিল কিন্তু সেটা সময়ের অভাবে ষ্টার্ড কোয়েশ্চান হিসাবে রিপ্লাই আসে নাই, এটাকে মিনিষ্টার কনসারণ্ড আনষ্টার্ড হিসাবে টেবিলে লে করার কথা, সেটা তিনি করেছেন কি না, কারণ সেটার রিপ্লাই আমার দরকার আছে।

Mr. Speaker—The replies of all the questions have been laid down.

GOVT. BUSINESS (FINANCIAL)

General discussion on Budget Estimates for 1970.

Mr. Speaker—Now I Would call on Shri Radhika Rn. Gupta to start the discussion.

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—অনারেবল স্পীকার স্যার, ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট আমাদের অর্থমন্ত্রী এখানে-পেশ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলব। এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করা হবে। আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছি, সেই আদর্শকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করব এই বাজেটের মধ্য দিয়ে। আজকের এই বাজেটে যে অংক......

Mr. Speaker—Hon'ble Members, you are allowed only 10 minutes time for discussion.

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—Alright. I shall try to finish.

এই বাজেটে যে অংক বরাদ্দ করা হয়েছে, গত বছর এর সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব এই বাজেট বৃদ্ধি অতি সাধারণ. গত বছর ৩০ কোটি টাকা ছিল, এবারে ৩১·৫০ কোটি টাকার বাজেট অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন। আমরা জানি গতবার, এ যে সমস্যা, যে অভাব ছিল, আজকে কোন কোন দিক দিয়ে—যদিও গতবার অনেক কাজ হয়েছে, বর্ত্তমান সমস্যা আমাদের সামনে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে আজকে এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে যদি রূপ দিতে হয়, তাহলে সমাজে যারা দুঃস্থ, যার পেছনে পড়ে আছে, আমি বলব বিশেষ করে আদিবাসী এবং তপশিলী জাতীর কথা। তারা দীর্ঘদিন এইভাবে অপেক্ষা করে থাকতে পারেনা। সরকারী হিসাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে তের হাজার জুমিয়া পরিবার এবং এইরকম সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক আছেন। তাদের অতি দ্রুত জমিতে পুনর্বসতি হতে পারে, তারা যাতে একটা অর্থকরী কাজে নিয়োজিত হতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমাদের করে দিতে হবে। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে এই বাজেট দ্বারা কিছু সংখ্যক লোকের ব্যবস্থা হবে ঠিক, কিন্তু এই যে অগণিত লোক, এর দ্বারা—এই বাজেট দ্বারা কিছু করা যাবেনা। আজকে সুখের বিষয় আমাদের লেফটানেন্ট গভর্ণর এই হাউসে বলেছেন সবুজ বিপ্লব'এর কথা, সবুজ বিপ্লব নিশ্চয়ই আমরা চাই। কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানীরা যে তাইচুং ইত্যাদি উন্নত ধরণের ধানের বীজ এবং উন্নত ধরণের পাটের বীজ লেবরেটরীতে আবিষ্কার করেছেন, আমাদের কৃষক জমিতে তা রূপায়িত করছেন এবং তার ফলে ফলন অনেক বাড়ছে। মোটামুটিভাবে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আমরা দেখব ত্রিপুরার যে প্রধান ক্রপ্স ধান এবং পাট, কৃষকরা তার প্রায় ২০ কোটি টাকার সম্পদ প্রতি বৎসর ত্রিপুরায় উৎপাদন করছেন। তবে এটা ঠিক আজকে যদি কৃষি বিপ্লব আনতে হয়, তাহলে কৃষকদের সাহায্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে, বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে, ভাল বীজ সরবরাহ করতে হবে, এবং স্বল্প সুদে টাকা যাতে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। গতবারে এই কৃষি ঋণ খাতে ছিল দেড় লক্ষ টাকা, এবারেও সেই অংকই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই দেড় লক্ষ টাকা নিয়োগ করে একটা বিপ্লব আনা যায় না। কৃষক ২০ কোটি টাকার সম্পদ তৈরী করছে। আমি বলব অন্ততঃ তার এই চতুর্থাংশ তারা যাতে ঋন পেতে পারে স্বল্প মেয়াদি ঋন, মধ্য মেয়াদি ঋণ অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা উচিত তাদের পেছনে এবং সেই বিনিয়োগ যদি না করতে পারি, দেশের যারা এই সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবে, সেই সবুজ বিপ্লবের আওয়াজ সেটা কার্যে রূপায়িত হবে না। আমরা দেখছি ব্যাংক থেকে কৃষি খাতে ১৪/১৫ লক্ষ টাকার বেশী বিনিয়োগ করা হয় না। অথচ ইন্ডাষ্ট্রি খাতে, শিল্প খাতে, শিল্প পতিরা যা উৎপাদন করেন তার অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী সেখানে বিনিয়োগ করা হয়।

কাজেই কৃষকের ক্ষেত্রে অন্ততঃ উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ বিনিয়োগ করার জন্য সরকারকে চেষ্টা করতে হবে। আমি অনুরোধ করব কিভাবে এ্যাগ্রিকালচার ক্রেডীট কোর্পোরেশানের মারফত এই বিনোয়গ করা যেতে পারে, সেই দিকে সরকারকে চেষ্টা করতে হবে তা না হলে বক্তৃতা, শ্লোগান দিয়ে বিপ্লব আনা যাবে না। সেই বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে জলসেচের ব্যবস্থা, স্বল্প সুদে তারা যাতে ঋণ পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে সরকার এবং কৃষক একযোগে, এক সাথে হাত মিলিয়ে ত্রিপুরাতে কাজ করেন এবং তাহলেই আমি বিশ্বাস করি এখানে সবুজ বিপ্লব আনা সম্ভব।

তারপর কথা হচ্ছে আজকে আরেকটা বড় সমস্যা—সেটা হচ্ছে বেকার সমস্যা। আমাদের এই যে বাজেট, যে বাজেটে আজকে বেকারদের সম্পর্কে যদিও একটা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিক আজকে বেকারদের মনে হতাশা, তাদের মা, বাবার মনে শান্তি নেই, বেদনায় আজকে তারা জর্জরিত। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে পারেনা। তাদের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ওপোরচুনিটি ক্রীয়েট করতে হবে। আমি একথা বলছিনা যে সকলকে সরকারী কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হউক। অন্তত: এই যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাবটি যাতে অতি দ্রুত কার্যকরী হতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার বা এই যে ব্যাংক ন্যাশানালাইজ করা হয়েছে, সেই ব্যাংকের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরার ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পে ত্রিপুরার শিক্ষিত বেকাররা আজকে নিয়োজিত হতে পারেন তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

কাজেই আজকে সেই দিক থেকে এই যে বাজেট, এই বাজেটের আশান্বিত বা আশাপ্রদ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যদিও শিক্ষা খাতে, স্বাস্থ্য খাতে, পূর্ত বিভাগের উপর, নানা-দিক থেকে এক্সপানশানের জন্য টাকা বরাদ্দ আছে, কাজ হবে কিন্তু মূল যে আমাদের সমস্যা, সেই সমস্যা হচ্ছে অগণিত ভূমিহীন আদিবাসী সমস্যা, ভূমিহীন কৃষি সমস্যা, শিল্প স্থাপনের সমস্যা, সেই সমস্ত সমস্যাকে ত্বরান্বিত ভাবে দূরিভূত করতে হবে। এটা যদি না করতে পারি তাহলে' উই কমিট টু ডেমক্রেটিট সোশ্যালিজম, এই কমিটমেন্টের কোন অর্থ থাকবে না। যদি না আমরা মেহনতি মানুষ, দুস্থ মানুষ, যারা গরীব, যাদের প্রয়োজনে এবং যাদের স্বার্থে আজকে আমরা কাজ করছি তাদের মনে যদি শান্তি আনতে না পারি, তাদেরকে আশান্বিত যদি করতে না পারি, শিক্ষিত করতে না পারি। তাই বলব আজকে এই বাজেট বরাদ্দকে আরও যাতে বাড়ানো যায়, সেই দিকে যেন সরকার চেষ্টা করেন।

আরেকটা কথা আমি বলব, ত্রিপুরার কতকগুলি অঞ্চলের কতকগুলি পকেটের কথা বলব যে সেই সমস্ত পকেটে প্রতি বৎসর বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চল; সেখানে অভাব দেখা দেয় এবং অভাবের সময় এ সমস্ত জায়গায় টেষ্ট রিলিফ এবং অন্যান্য সাহায্য দিয়ে তাদের সরকার সাহায্য করেন এই যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পকেট যেমন ধর্মনগরের সেই দামছড়া, এলাকা কৈলাশহরে ছামনু, ধুমাছড়ি অমরপুর সর্মা এলাকা, এই জাতীয় কয়েকটি পকেট আছে, সেখানে প্রতি বৎসর অভাবের সময়

ঠিকমত মানুষ খাওয়া পায় না, কাজ পায় না। আমি দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার'এর যে বাজেট এ বাজেটেও এ'জাতীয় অঞ্চলের জন্য গ্রামীন পুর্তী সাহায্য, এর জন্য টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আমি অনুরোধ রাখব ত্রিপুরার এ'অঞ্চলের জন্য সেই সমস্ত জায়গায় অভাবের সময় যাতে প্রয়োগ করা যায় তার যেন চেষ্টা করা হয়। বর্ষা এসে যাচ্ছে, কাজেই সেই বিষয়ে সরকারকে সচেতন হওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। পরিশেষে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই যে ১৯৭০-৭১ সালের বাজেট এই হাউসে উপস্থিত করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে দুই একটি কথা আমি এখানে বলছি। আমার প্রথম কথা হল, আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ভিতরে যে একটা ডিটরিয়রেশান দেখছি, সে দিকে আমাদের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডিটরিয়রেশান এই জন্য বলছি যে এখানে একটা ইনডিসিপ্লিন এর রাজত্ব ইনসাব-অর্ডিনেশানের রাজত্ব এবং ডিসরিগার্ড টু দি অথরিটিস চলছে। আমাদের সেক্রেটারিয়েটে বসে যখন কর্ম্মচারীরা শ্লোগান দেয় অফিসার এবং সেক্রেটারীদের পর্যাপ্ত গ্রাহ্য করে না, তখন আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশান যে ঠিক মত চলছে এটা কোন মতেই মনে করা যায় না। এখন আমি কার দোষ, কার অপরাধ বা কে নির-পরাধ, এটা বলবার সম্পূর্ণ মেটারিয়েলস আমার নাই। তবে বলছি, এই যে জিনিষটা এটা যদি চলতে থাকে তাহলে সেই প্রসাশন থেকে কিছুই আশা করা যায় না। কারণ, উপরে যারা আছেন, আমাদের মন্ত্রী মহাশয়রা আছেন, অথবা সেক্রেটারীরা আছেন, ডাইরক্টরেরা আছেন, কিন্তু যারা র‍্যাঙ্ক ফাইল করছেন, তারা যদি অসন্তোষ্ট থাকেন বা ননকোঅপারেশান করেন, তাহলে ঠিক ঠিক মত ভাল ফল পাওয়া যাবে না। এটা কেন হচ্ছে? আমার একটা স্থির বিশ্বাস এবং নিশ্চিত বিশ্বাস, এই যে বিপুল সংখ্যক সরকারী কর্মচারী তাদের মধ্যে অনেক বা বেশী সংখ্যক যারা ল এবাইডিং, যারা কোন প্রকার গোলমাল সৃষ্টি করতে চান না। আর যারা গোলমাল সৃষ্টি করতে চান তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য, তবে নগণ্য হলেও তাদের কথাগুলি খুব কার্য্যকরী হয় সেটা অগণ্যরা গ্রহন করে থাকেন যদি সেটা তাদের জেনুয়িন গ্রিভায়েন্স হয়। সুতরাং সরকারের উচিত যে যতটুকু সম্ভব তাদের জেনুয়িন গ্রিভায়েন্স যে গুলি আছে, সেগুলি যেন তাড়াতাড়ি দুর করেন। দুর করলে চলবে না, সেটাও সময় মতন তাড়াতাড়ি দুর করা করা প্রয়োজন। এই হিসাবে মেসিনারীটা ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে এই কাজ হবে না, এই আমার বিশ্বাস। তাদের জেনুয়ীন গ্রিভায়েন্স বলতে আমি যা বুঝি তার একটা হ'ল এনামলী। কর্ম্মচারীদের পে-স্কেলের মধ্যে ইনহ্যামারবেল এনামলিজ আছে। আমি যেটা বুঝি সেটা হল যদি আমি মনে করি যে আমার যতটুকু জাষ্টিস পাওয়ার কথা, সেটুকু পাচ্ছি, তাহলে সরকারের উপর বিরূপ হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। আর যার এ্যাবষ্টিন্স মাইণ্ডেড, এ্যাবষ্টিন্স মাইণ্ডেড যে থাকে না, সেটা আমি বলছি না তারা তো কোন অবস্থাতেই সন্তোষ হন না। কিন্তু আমার মানুষের উপর

বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে। এই বিপুল সংখ্যক কর্মচারী তাদের পার্সেন্টেজ আমি বলতে পারব না, তবে অধিকাংশ বললেও ভুল যাবে না, তারা সবাই ল এবাইডিং এবং তারা কাজ করতে চান। কিন্তু যখন একটা জেন্যুয়িন গ্রিভায়েন্সের ভিত্তিতে একটা দাবীকে দাঁড় করানো হয়, তখন তারাও সেটাকে সার্পোর্ট করে নিজের স্বার্থে এবং পরের স্বার্থে। এই যে এনামলীজ, এগুলি যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তা নয়। আমি জানি এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে যে যখন শ্রীইউ, এন, সর্মা মহাশয় আমাদের চীপ কমীশনার ছিলেন তখন বিভিন্ন কর্মচারীরা দলবদ্ধ হয়ে ডিপুটেশান নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিল। তিনি একবার ডিটারমাইণ্ড করেছিলেন যে এই এনামলীগুলি যেন সর্ব্ব প্রথম দূর করা হয়, কেননা, কারো উপর অবিচার যাতে না হয়, সেটা তিনি চেয়ে ছিলেন। আমাদের রিসোর্স লিমিটেড এবং আমাদের সমস্ত টাকা পয়সাই সেন্ট্রাল থেকে আসে। কাজেই রিসোর্সের উপর নির্ভর করে কারো উপর যেন অন্যায় না হয় তাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু যেন তারা পায়, সেটা আমাদের দেখতে হবে। একজন কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ ভাজন কাজেই সে বেশী পাবে আর একজন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন কাজেই সে কম পাবে, এই যদি কারো মনে ধারনা হয়, তাহলে তার মধ্যে বিদ্বেষভাব আসবে। আমি জানি সেজন্য তিনি আমাদের ফিনান্স সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ এরেডি, উনার রিটায়ারমেন্টের পর উনাকে ছয় মাসের জন্য এ্যাক্সটেনশান দিয়ে একটা পার্সোন্যাল সেল করা হয়েছিল যাতে করে কর্মচারীদের এই বেতন বৈষম্যগুলি দূর করা যায়। তারপরে সর্মা মহাশয় চলে গেলেন, মিঃ এরিডিও গেলেন এবং তারপরে আমাদের আর একজন চীপ কমিশনারও এসে চলে গেলেন আর এখন এসেন একজন লেফটেনান্ট গভর্ণর। কিন্তু এ' এনামলির আর কিছুই হল না। এখনও সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এতবেশী যদি দেরী হয় তাহলে তারা এতে কোন সান্ত্বনা পায় না। সেজন্য আমি বলছিলাম যে এটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে এক্সপেডাইট করে তাদের গ্রিভান্সটা যাতে দূর হতে পারে সেজন্য চেষ্টা করতে হবে এবং মনের মধ্য থেকে সরকার যে কিছু করছে না এই জন্য সেটা দূর করতে হবে। এখানে আমি একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে বলছি যে কর্মচারীদের পে-স্কেল কি রকমের এন্যামলি হয়েছে। এখনও দেখা যায় যে কোন কোন কেটগরীর রিভিশাণ হয়েছে, আর কোন কোন ক্যাটোগরীর কোন রিভিশানই হয়নি। আমি এখানে যেটা বলতে চাইছি সেটা হল মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। যেমন সেনিটারী এ্যাসিসটেন্ট আর সেনিটারী ইন্সপেক্টর এই দুইটি পোষ্টস্ আছে। প্রথমটার গোড়াতে যে স্কেল ছিল,—সেটা হল ৫৫,-১৩০ টাকা, এটা রিভিশান হয়ে হল—১২৫-২০০ টাকা। আর দ্বিতীয়টার গোড়াতে ছিল ১৩০-১৮০, এটা রিভিশান হয়ে হল—১২৫-২০০ টাকা। এখন সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের কাজ হল সেনিটারী এ্যাসিস্টেন্দের কাজকর্ম সুপারভাইজ করা। একজন সেনিটারী ইন্সপেক্টারের আণ্ডারে ৫/৭ জন করে সেনিটারী এ্যাসিস্টেন্ট থাকে। এখন সেনিটারী ইন্সপেক্টার স্বভাবতই মনে করতে পারে যে আমি এবং আমার অধীনস্থ তো সমান মাইনে পাই; আমি শুধু মাত্র সুপারভাইজ করি।

কাজেই এই অবস্থায় তার মনের মধ্যে কোন রকম সান্তনাই থাকতে পারে না। আর অন্য দিকে ঐ যে সাবরডিন্যাট সেনিটারী এ্যাসিস্‌টেণ্ট আছে সেও মনে করতে পারে যে আমি হচ্ছি সেনিটারী এ্যাসিস্‌টেণ্ট আর উনি হচ্ছেন সেনিটারী ইন্সপেক্টার। কিন্তু মাইনে তো সমানই পাচ্ছি। কাজেই এই ধরণের যে এন্যামলি, সেটা সর্ব্ব প্রথমে দুর করা দরকার বলে আমি মনে করি।

কারণ আগে যন্ত্রটা ঠিক ঠিক মত বসাতে হবে। তারপর আমরা অন্য বিষয়ে চেষ্টা করব এবং এই যে বর্ত্তমান একটা অসন্তোষ চলছে বিটোয়িন দি এপ্রয়িজ অ্যানণ্ড দি গভর্ণমেণ্ট এটা অত্যন্ত আনহেলদি এবং দৃষ্টি কটু মনে হয়, কারণ আমাদের দেশে এটা কোনদিন ছিলনা। উইদাউট রিফ্লেকশান টু এনিবডি আমি এই কথা বলছি। এই কানেকশনে আমি একটা কথা বলব। সেটা অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট সম্পর্কে। আমাদের অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েটের যে লেজিসলেচার সেকশান তার যে অফিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট হী ইজ ক্যাপেবল ম্যান এণ্ড রেণ্ডারিং মোষ্ট ভ্যালুয়েবল সার্ভিসেস টু দি অ্যাসেম্বলী। তিনি অফিসে তো অনারেবল স্পীকারকে সাহায্য করেনই, এই হাউসেও যেটা তার কর্ত্তব্য নয় সেখানেও তিনি অল পসিবল হেলপ—রেণ্ডার করছেন। সম্প্রতি দেখা যায় ট্রেজারী বেঞ্চ থেকেও তার ডাক পড়ে। যখন কোন পয়েণ্ট রেজড্‌ হয় অ্যাবাউট দি পার্লামেণ্টারী প্রসিডিওর তখন তিনি রেফারেন্স দেখিয়ে দেন এবং সেটা দিয়েই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা জোর গলায় বক্তৃতা দেন। এই যে একটা ইরিগুলারিটি হচ্ছে, আমার বেষ্ট ইনফরমেশান আছে যে এ মেম্বার অব দি ষ্টাফ অব দি অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট বিলো দি র‍্যাঙ্ক অব দি ডেপুটি সেক্রেটারী ক্যান নট গো টু দি স্পীকার উইথ হীজ সাজেশান্স। এখন আমার হাম্বল সাবমিশান হল, এই যে পোষ্ট অব দি অফিস সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট এটাকে আপগ্রেড করে অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীর পোষ্ট করে দিলে সব দিক থেকে সুবিধা হবে। তা হলে আমাদের ইরিগুলারিটি হবে না। আর উই উইস বি এবল টু এপ্রিসিয়েট হিজ সার্ভিস।

Mr. Speaker——Hon'ble Member, your time is over.

Shri U. K. Roy—Thank you sir, I stop here.

Mr. Speaker—Shri Sunil Ch. Dutta. Hon'ble Member please speak for 10 minutes.

Shri Sunil Ch. Dutta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০—৭১ সালের যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেটা আমি সমর্থন করি। বাজেট সমর্থন করতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলব যে অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যে বলেছিলেন আমাদের ষ্টেটাসের উন্নতি হয়েছে, আমাদের লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্যই ষ্টেটাসের উন্নতি হয়েছে আমি তার সংগে একমত নই। লেফটেনাণ্ট গভর্ণারের বিশেষ ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমাদের লেজিসলেচারের ক্ষমতা

পূর্ব্বে যেরূপ সীমাবদ্ধ ছিল তাই আছে এবং লেজিসলেচারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকার ফলে জনসাধারণের যে ইচ্ছা বা আগ্রহ, ইচ্ছা থাকলেও আমরা তা কার্য্যে রূপায়িত করতে পারিনা। কয়েকটা আইনের বেলায় আমরা দেখি যেমন কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট, বোম্বে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্ট, পঞ্চায়েত অ্যাক্ট, এইগুলি সংশোধনের কথা আমরা আলোচনা করেছি, আমরা পারিনি। ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব ভূমি সংস্কার আইন যেটা পার্লামেন্ট পাশ করেছেন সেটার এমেণ্ডমেন্ট অতি সত্বর প্রয়োজন। কিন্তু তাও আমরা করতে সক্ষম নই। কারণ বিল আনলেও কেন্দ্রের সাহযোগিতার প্রয়োজন। কাজেই যে পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ষ্টেটের মর্য্যাদা না পাচ্ছে সেই পর্য্যন্ত আমাদের এই অসুবিধা দুরীভূত হবে না এবং এই প্রসংগে আমি এই কথা বলতে চাই যে কিছুদিন পূর্বে আমরা যখন পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন দিল্লীতে যাই সেখানে আমরা দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর সংগে দেখা করি এবং ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়ার কথা উত্থাপন করি। আলোচনা প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে ত্রিপুরা, মনিপুর, হিমাচল প্রদেশকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়া যায় কিনা। তবে একটা কথা বলেছিলেন যে ত্রিপুরার ইক্‌নমিক্যাল ভাইয়্যাবিলিটি নাই। আমরা তখন বলেছিলাম ত্রিপুরাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় বিবেচনা না করে ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়া হোক। তিনি তখন সহাস্যে বলেছিলেন আমি সেটা বিবেচনা করবো। আর একটা বিষয় হলো রাষ্ট্রপতির যে নির্বাচন হয়ে গেল সেখানে আমরা ত্রিপুরার লেজিসলেচারসরা ভোট দিতে পারি নাই। তাহলে বুঝতে হয় যে অন্য ষ্টেটের নাগরিকদের সমান অধিকারও আমাদের নাই। তবে আমরা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? এই প্রশ্নটা বিবেচনা করা দরকার।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আর একটা বিষয় হল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েটের যে ষ্টাফ প্যাটার্ণ সেটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। আমরা হিমাচল প্রদেশে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি শুধু একজন সেক্রেটারী নয়, আরও কয়েকজন এ্যাসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারী আছে। একটু আগে মাননীয় সদস্য ইউ, কে, রায় বলেছেন একজন ও এস, দিয়ে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এখানে যে নানা রকম কমিটি মিটিং হয় তার জন্যও একজন কমিটি অফিসার থাকা দরকার। সেক্রেটারীর অনুপস্থিতিতে আমাদের কাজ চলে না। তখন যদি একজন কমিটি অফিসার থাকেন তাহলে কাজ চলতে পারে। কাজেই এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে ত্রিপুরা প্রশাসন যেন আমাদের এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েটকে তাদের ব্রাঞ্চ হিসাবে মনে না করেন। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে শুরু করা মাত্রই লাল বাতি জ্বলে উঠলো। কিন্তু আমার তো আরও সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার—ঠিক আছে আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরাকে তিনটি জেলায় ভাগ করার কথা বলা

হয়েছে। সেটা অবিলম্বেই কার্যকরী করবার জন্য বলব এবং সংগে সংগে কয়েকটা মহকুমার অ্যাডজাষ্টমেন্টের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি খোয়াই মহকুমার দক্ষিনাঞ্চলের যোগাযোগ কমলপুর মহকুমার ভিতর দিয়ে। এই অঞ্চলটা কমলপুর মহকুমায় আসা দরকার। এই হাউসে এই কথা আমি প্রথমেই বলেছি। তেমনি সাব্রুম মহকুমার শিলাছড়ি অঞ্চলকেও অ্যাডজাষ্ট করতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য আরও অ্যাডজাষ্টমেন্টের প্রয়োজন আছে। সেগুলি এক মহকুমার অঞ্চল অন্য মহকুমায় যাবে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট ভাষণে অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু একটা বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা শীঘ্রই করা দরকার। এটার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। আমরা আইন পাশ করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে অন্ততঃ জিলা পর্যায়ে ব্যবহার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশ এখনও পালন করা হচ্ছে না। সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা

মাননীয় : লেফন্যান্ট গভর্ণর তার ভাষণে দুই একটি শব্দ বাংলায় বলে আমাদের মনে একটা আশা জাগিয়েছেন। যে ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজার আমল থেকে রাজকার্যে বাংলা অধিষ্ঠিত ছিল, বহিরাগত কিছু সংখ্যক কর্মচারীর চক্রান্তে সেটা আজকে পরিত্যাক্ত হয়েছে আমরা আইন পাশ করেছি, সেই আইনের দ্বারা বাংলা ভাষাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দায়িত্ব। বাজেটের আয় ব্যয় সম্পর্কে অনেকে বলেছেন আমাদের যে বাজেট বরাদ্দ তা অপ্রচুর, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমরা যা পাঠাই সেটা কাট সাট করে দেন। আমি মনে করি আমরা যদি মর্য্যাদা উন্নত করতে পারি, ষ্টেটহুড পাই, তাহলে আমরা আমাদের বক্তব্য, আমাদের দাবী যথাযথভাবে কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরতে পারব এবং তার সুফলও পাব। আমাদের আয় হচ্ছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, আর ব্যয় হচ্ছে ৩১ কোটি টাকার উপর। আয়ের কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যে ল্যাণ্ড রেভিন্যু থেকে বর্তমানে যে আয় আমাদের হচ্ছে, বহুলাংশে আমরা সেই আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, কারণ অধিকাংশ জোতদারের জমি আছে, অথচ তার জমির কোন ফয়সলা হচ্ছে না বিধায় তাকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাচ্ছে না। তারপর তিন একর পর্য্যন্ত জমির খাজনা মকুব করার কথা যে বলা হয়েছে, তাতেও আমাদের কিছু আয় কম হবে। কিন্তু আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি, সেমিলি হোল্ডিং এবং ভূমি বন্দবোস্ত ঠিক ঠিক মত যদি জোতদারকে দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় এখানে যে ৩০ লক্ষ টাকা আয় ধরা হয়েছে, সেটা আমরা ৪০।৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারি।

তারপর এক্সাইজ ডিউটির কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু ডিষ্টিলারীর কথা বলেছেন। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বত্র ইল্লীসিট ডিষ্টিলারী হচ্ছে, সেটা যদি আমরা বন্ধ করতে পারি এবং এখানে ত্রিপুরার ডিষ্টিলারী স্থাপন করতে পারি, তাহলে এই যে সাত লক্ষ টাকা আয় যেখান হয়েছে সেটা দশ টাকা হতে পারে। তার পর ট্যাক্স অন ভেহিকল্‌স, এখানে যে

ট্যাক্স ধরা হয়েছে, সেটা যদি ঠিক ঠিক মত আদায় করা হয় এবং পশ্চিম বঙ্গে যেভাবে গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধরা হয়েছে, সেইভাবে যদি এখানে ট্যাক্স ধার্য করা হয় তাহলে আমাদের আয় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে সেটা সাত লক্ষ হতে পারে।

তারপর ষ্টাম্প ট্যাক্স সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে ত্রিপুরার মফঃস্বল অঞ্চলে ষ্টাম্প পাওয়া যায় না, এবং মাসের শেষের দিকে বিশেষ করে ষ্টাম্পের অভাব দেখা দেয়, সেটা যদি দুরিভূত করা যায় তাহলে বর্তমানে যে ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আয় দেখান হয়েছে, সেটা ২১ লক্ষ টাকা হতে পারে।

ফরেষ্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে ব্রিটিশ শাসিত ত্রিপুরায় মহারাজার আমলে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার ফরেষ্টের ছন, বাঁশ, বেত ইত্যাদি ত্রিপুরার বাইরে বিশেষ করে পাকিস্তানে যেত এবং প্রচুর আয় সেখান থেকে হত। আমাদের ভারত সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের লেন-দেন আছে। যদি ভারত সরকারের মাধ্যমে এই ফরেষ্ট সম্পদ ত্রিপুরার বাইরে পাঠান যায় তাহলে আমার মনে হয় তার থেকে আমাদের ৩০ লক্ষ টাকার মত আয় হতে পারত। আমি এটা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মহারাজার আমলে এই থেকে প্রায় আঠার লক্ষ টাকার মত আয় হত।

তারপর হচ্ছে এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স, এই সম্পর্কে আমি বলব আগরতলা শহরে মাত্র তিনটি সিনেমা হল, সেখানে লোকের ভীড় সবসময়ে লেগে থাকে। এখানে যদি আরও কয়েকটি সিনেমা হল করা যেত এবং ত্রিপুরার মফঃস্বল টাউনগুলিতে যদি সিনেমা হল করা যেত, তার থেকে আমাদের বর্তমান যে আয় ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ টাকা, সেটা আট লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা হতে পারত।

রেড লাইট

মিঃ স্পীকার—ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—আর দুই মিনিট আমি সময় চাই।

বাজেটের উপর ভাষণ দিতে গিয়ে অনেকে সমাজবাদ, ইত্যাদির কথা বলেছেন। আমাদের যদি গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে সমাজের অনুন্নত অংশের যারা আছেন, তাদের উন্নতিবিধান করা প্রয়োজন। এই অনুন্নত সমাজে পড়ে আদিবাসী, সিডুল ট্রাইব, সিডুল কাষ্ট, তারপর উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুর জন্য এই বাজেটে কোন প্রভিশন নাই যেখানে ত্রিপুরার শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ জন লোক উদ্বাস্তু। আর আদিবাসীদের যে উন্নতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটা গতানুগতিক। অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট এ যে স্কীম নেওয়া হয়েছে, সেটা প্রথমে জমি ট্রাক্টার দিয়ে বুল ডজার দিয়ে কর্ষন করে, জল সেচের ব্যবস্থা করে, হাসপাতাল নির্মাণ করে, তারপর তাদের সেখানে বসান উচিৎ ছিল। তা না হলে তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। গত দশ বছরে আমাদের বহু অর্থ এই পুনর্বাসনের জন্য চলে গেছে, যেমন আগরতলা বিশ্রামগঞ্জ কলোনী, কমলপুর শিকারী বাড়ী কলোনী। কোন জায়গায়ই লোক থাকে না, তাদের ঘরবাড়ী করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা

সেই সমস্ত ছেড়ে চলে গেছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে যদি আদিবাসীদের পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেটা ব্যর্থতার পর্যবসিত হতে বাধ্য।

মিঃ স্পীকার—সুরেশ চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে যে.........

Mr. Speaker—Please speak for 10 minutes. Try to be very brief ;

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—অর্থ বরাদ্দ করেছেন এবং হাউসে সেটা রেখেছেন, তা আমি সমর্থন করি। আমি মনে করি এই অর্থ যদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয়, তাহলে ত্রিপুরার অনেক মংগল হবে। তবে এই বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে ত্রিপুরার আরও বেশী মংগল করা যেত যদি প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই বরাদ্দ করা হত। অর্থাৎ প্রায়রিটি ভিত্তিতে—যেখানে যে কাজ আগে দরকার, সেই কাজের প্রতি দৃষ্টি যদি দেওয়া হত, যে কাজ এই বছর না করলে চলে, সেই কাজকে বাদ দিয়ে আজকে যে কাজসমূহ করা দরকার এবং এই অর্থ যদি সেইভাবে ব্যয় করা হত, তাহলে আরও ভালভাবে করা যেত বলে আমি মনে করি। তবে এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে কতকগুলি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে হয়। আজকে এই বাজেটকে যদি আমরা আগাগোড়া আলোচনা করি, তাহলে দেখা যায়, এটা সম্পূর্ণ গতানুগতিক বাজেট, কারন এর আগে আরও দুইটি বাজেট মিটিং'এ আমি উপস্থিত ছিলাম, তাতে দেখা গেছে, যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, প্রতি বৎসরই কিছু কিছু বাড়ছে। গত বছর ৩০ কোটির সামান্য কিছু বেশী টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে, এবার ৩১ কোটির আরেকটু বেশী। এতে দেখা যায় এষ্টাব্লিসমেন্ট খাতে প্রতি বৎসর কিছু কিছু বাড়ে, বিভিন্ন কর্মচারীর বেতন, ইনক্রীমেন্ট, ভাতা বাবদ যে টাকা বৃদ্ধি হয়, বাজেটেও ঠিক সেইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, নূতন কিছু বা বৈপ্লবিক কিছু এর মধ্যে নাই। যদিও আমরা বলি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা, ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরায় যদি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে এই বাজেটের ভিত্তিতেই করতে হবে। বাজেট আলোচনা করলে দেখা যায়, ত্রিপুরার যে সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ, যারা ভূমিহীন, যারা নিঃস্ব, তাদের জন্য তেমন কিছু ধরা হয় নাই। ভূমিহীনদের জন্য যা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ গতানুগতিক, এর মধ্যে নূতন কিছু নাই বলেই আমি মনে করি। আমাদের সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। কারণ ভূমিহীন বলতে হাজার হাজর আদিবাসী যারা রয়েছে, তাদের কথাই শুধু বলি, কিন্তু আদিবাসী ছাড়াও হাজার হাজার উদ্বাস্তু যারা ত্রিপুরায় এসেছে, তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে, আবার উদ্বাস্তু ছাড়াও যারা স্থানীয় লোক ৩০ বছরেরও বেশী, পার্টিশানের পূর্ব থেকেই যারা এই রাজ্যে রয়েছেন ভূমিহীনতাদের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের তেমন কোন উৎসাহ এই বাজেটে আছে বলে দেখছি না। এদিকে আমাদের এই বাজেটে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ ছিল। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেটা হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা, সেটা হচ্ছে বেকার সমস্যা, এদিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে অর্ধ শিক্ষিত, স্কুল

ফাইন্যাল পাশ, প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ, বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ, আণ্ডার গ্রেজুয়েট, বা গ্রেজুয়েটের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। পি, ইউ স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। কিন্তু এদের কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি, তদুপরি বৎসর বৎসর যে কর্মনিয়োগের ব্যবস্থা আছে, যেমন এতদিন পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একমাত্র শিক্ষা খাতে বিভিন্ন হেডে— সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের কথা ভেবেছি, এবং সেইভাবে চলছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাতেও সুবিধা নাই। স্কুল দেওয়ার এখন আর খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু গতানুগতিকভাবে দেখা যায় যে হারে রিটায়ার করে, মৃত্যু হয়, তার পরিবর্তে কিছু লোক নেওয়া যায় এবং আর যে কয়েকটি স্কুল বৃদ্ধি পায়, সেখানে কিছু লোক নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যেও আমরা দেখি যে যারা গরীব মানুষ, আর্থিক অনটনে আছে, যারা সর্বস্ব দিয়ে হয়তো কায় ক্লেশে তাদের ছেলেকে বি, এ, পাশ করিয়েছেন, বা মেট্রিক পাশ করিয়েছেন তাদের সর্বস্ব পণ করে, তাদের কোন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা নাই।

আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয় তাতে বলা হয়েছে যে হাইয়েষ্ট মার্ক যাদের আছে, তাদের একটা হিসাব করে কয়েকজনকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু গরীব যারা, তাদের ছেলেমেয়েরা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে ভালভাবে পড়াশুনা করতে পারে না এবং তাদের পরীক্ষায় সেই রকম ভাল মার্ক থাকে না, সেজন্য তাদের জন্য কোন চাকুরীর ব্যবস্থা নেই এবং তাদের জন্য কোন রকম চিন্তা করবার সুযোগও আমাদের নেই। আর যারা শহরে থাকে যারা চাকুরী করে, এবং অন্যান্য ভাল রুজি রোজগার করে, তাদের ছেলেমেয়েদের ভালভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করা সম্ভব হয় এবং তারা পরীক্ষা ভাল মার্ক পায়, কাজেই তাদের জন্য চাকুরীরও ব্যবস্থা আছে। কাজেই তাদের শুধু চাকুরী হবে, আর যারা গরীব এবং চাষী আছেন, তাদের ছেলে মেয়েরা দুঃখ কষ্টে লেখা পড়া করে যদি পরীক্ষায় পাশও করে, তাদের কোন চাকুরীই হবে না। আমি বলি এটা কি আমাদের সমাজবাদের লক্ষ্য? আর এই বুঝি আমাদের সমাজবাদের নীতি। সেজন্য আমি বলছি যে আমাদের পলিসির পরিবর্তন করা একান্ত দরকার। তা না হলে আমাদের বেকার সমস্যার কোন সুরাহা হবে না এবং যারা গরীব তাদেরকে চাকুরী দিয়ে, তাদের অর্থনৈতিক যে সংকট, সেটা থেকেও আমরা তাদের মুক্তি দিতে পারব না। আর যে পরিবারে একাধিক লোক চকুরী করে তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে নুতন করে চিন্তা করতে হবে যে পরিবার ইনকাম ট্যাক্স দেয়, আর হাজার হাজার টাকা যাদের আয় আছে, তাদের পরিবারের লোকদের নিয়োগ করবার সময়েও আমাদের নুতন করে চিন্তা করে দেখতে হবে। কাজেই এই অবস্থার পরিবর্তন করে যদি আমরা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে সব গরীব মানুষ আছে, তাদের ছেলে-মেয়েদের, যারা নাকি অনেক অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখেছে তাদেরকে চাকুরী

দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করি তাহলে অনেক ভাল হয় বলে আমি মনে করি। আর তা নাহলে আমাদের যে সমাজবাদের দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সেটা কোন অবস্থাতেই আমরা আনতে পারব না। ফলে আমাদের দেশের যেসব লোকের অবস্থা ভাল আছে, তারা ক্রমশঃ আরও ভালর দিকে যাবে আর যারা গরীব সাধারণ মানুষ তারা আরো নীচের দিকে যাবে। কাজেই আজকে একটা পরিবর্তনের দরকার, এ নাহলে পরে আমাদের পক্ষে আর অন্য কোন অবস্থায় পরিবর্তন সম্ভব নয়।

আর একটা কথা হচ্ছে এই যে গ্রামীন নিয়োগের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে হয়তো আমরা কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে এবং কিছু কৃষির ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগ করতে পারি। কিন্তু সেই সংগে শিল্প ক্ষেত্রে যে বাজেট আছে তা দেখলে দেখা যাবে যে প্রতি বছর কর্মচারীদের বেতন, গাড়ী মেরামর্ত, টি, এ, এবং কিছু দালান বাড়ী তৈরী করে এই সব শেষ। তারপরে আর আমাদের হাতে কিছু থাকে না। অতএব নুতন করে যদি কোন শিল্প গড়ার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে আমাদের এই গরীব দেশের অর্থনীতির কোন উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সে দিক দিয়ে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তাই আমাদের এই বাজেটে আরও বেশী বরাদ্দ থাকা উচিত ছিল। যদি আমরা নুতন করে কিছু মাঝারী ধরণের শিল্প করতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের বেকার সমস্যার কিছু হতে পারে। যেমন অনেকদিন আগে আমরা শুনে আসছি যে এখানে নাকি সুগার মিল হবে, পেপার মিল হবে, চট কল হবে, প্লাই উড ফেক্টরী হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হবে আর হবেই রয়ে গেল অথচ তার কোনটাই হচ্ছে না। দিনের পর দিন আমরা শুধু এভাবে জল্পনা কল্পনা করছি। কিন্তু কোন দিক দিয়ে কি করলে যে আমাদের শিল্পের অগ্রসরতা হবে, সেটা আমরা মোটেই ভাবছি না। এতদিন আমরা মনে করেছিলাম যে আমাদের পাওয়ারের অভাব, কেননা পাওয়ার না হলে পরে এই সব শিল্প করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন তো আমাদের পাওয়ার আসছে। আসাম থেকে আমরা পাওয়ার আনছি এবং সেটা যাতে তাড়াতাড়ি করে আনা যায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অধিবাসীদের যাতে উন্নয়ন হয়, সেই দিকটা আমাদের চিন্তা করা দরকার। আর কৃষি ক্ষেত্রে যে নিয়োগ হবে, সেটার কথা আমি বলব যে এই খাতে টাকা পয়সা যেটা ধরা হয়েছে, তা খুব বেশী পরিকল্পনামূলক নয়। বর্তমানে আমাদের কৃষি যেভাবে গতানুগতিক ভাবে চলছে এবং এটাকে যাতে আরও উন্নত বা আধুনিক ধরণের করা যায় সেজন্য আমি সরকারকে এদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। এই কৃষি সম্পর্কে আমি আমার বিলোনীয়া সাব-ডিভিশানের কথা বলব যে সেটা একটা কৃষি প্রধান অঞ্চল এবং সত্যি সেখানে ভাল কৃষি হয় এবং কৃষির দিকে সেখানকার কৃষকদেরও যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। বলে আমি মনে করি। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে কি হবে? আজকে যেভাবে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে, তাতে অদুর ভবিষ্যতে তাদের আর এই কৃষিতে মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমে যাবে বলে আমি মনে করি। সেখানে আলুর কি অবস্থা আপনারা যদি কেউ সেখানে যান তাহলে দেখতে পাবেন। সেখানে আলুর দাম এত কম যে সে

আলু বিক্রি করলে পর তার উৎপাদন করতে যে খরচ পড়েছে, সেটাও উঠে না। এই জন্য আমরা এই এ্যাসেম্বলীতে অনেক চীৎকার দিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। কাজেই কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে যদি এই কারণে তারা হয়তো এই আলুর চাষ এক রকম বন্ধ করে দিচ্ছে। আজকে যদি এই আলুর জন্য বা অন্যান্য কাঁচা মাল রাখার জন্য একটা কল্ড ষ্টোরেজ থাকতো, তাহলে তারা সেই সব জিনিষ এ' কল্ড ষ্টোরেজে রেখে বিক্রি করতে পারত, এবং কিছু দাম পেত। কিন্তু সেদিকে আমাদের সরকারের কোন দৃষ্টি নেই। এই কোল্ড ষ্টোরেজ করবার জন্য আমরা যারা সদস্য আছি, প্রতি বছর চীৎকার করে যাচ্ছি, কেননা এই চীৎকার করার অধিকার আমাদের আছে, কিন্তু সেই চীৎকার কারো কর্ণে প্রবেশ করছে না। এবং তার কোন প্রতিকার আমরা দেখছি না। এমন কি কোন রকম আভাষও পাচ্ছি না। আর কৃষির উন্নয়নের জন্য আমরা যা কিছু বলি না কেন, সেটা আমাদের বলা মধ্যেই থেকে যাবে। আজকে আমরা যদি আমাদের কৃষকদের জমিতে জল না দিতে পারি, তাহলে কোন অবস্থাতেই আমাদের কৃষি ফলন বাড়বে না এবং কৃষিরও কোন উন্নয়ন হবে না। আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাদের কৃষি ও কৃষকের অগ্রগতির উপর নির্ভর করতে হবে। যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ফলন হবে, আর বৃষ্টি না হলে ফলন হবে না। তাই আমাদের জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিপুরার প্রকৃতি অনেক সুবিধা আমাদের দিয়েছে, যেমন অনেক নদী ও ছড়া শাখা প্রশাখার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আমরা সেগুলি থেকে সহজে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু সেই রকম কোন কিছুর প্রয়োজন আছে বলে সরকার মনে করেন কিনা, আমার জানা নেই। যদি থাকত তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই জন্য একটা সমীক্ষা চালানো হত এবং এই রকম একটা সমীক্ষার প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেই সম্পর্কে কিছু করা হচ্ছে না। শুধু পাওয়ারের অপেক্ষায় আমাদের বসে থাকতে হবে।

Mr. Speaker—The house stands adjcurne till 2 P. M. to-day.

Sri Suresh Ch. Choudhury—বিলোনীয়া সাবডিভিশানে মাইনর ইরিগেশানে যে তিনটি গেইট সিষ্টেম বাঁধ দেওয়া হয়েছে তা প্রায় ১০ বৎসর আগে সেই বাঁধগুলির দিকে যদি আমরা এখন তাকাই তাহলে দেখি মাইনর ইরিগেশানের সেই বাঁধ কৃষিকার্যের বিশেষ কোন সাহায্যই করতে পারে নাই। এই তিনটি বাঁধের কোনটা দ্বারাই ১০ একরের বেশী জমিতে জল সেচ করা যায় না। বিলোনীয়ার একটা বাঁধ সম্বন্ধে গত দুই বৎসর যাবৎ আমি অনেক ভাবে বলেছি। ডিপার্টমেন্টও বুঝেন যে এই বাঁধের দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হচ্ছে না। তার প্রতিকার করা যে সম্ভব তাও ডিপার্টমেন্ট বুঝেন। কিছু টাকা খরচ করে বাঁধগুলির একটু পরিবর্তন করলে প্রত্যেক বাঁধের দ্বারাই প্রায় ৫০ | ৬০ দ্রোণ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এটা করবেন না। কেন করবেন না—আমার মনে হয় এটা প্রেষ্টিজ এর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে যেটা করেছি সেটা আবার ভেঙ্গে করব সেটা

যেন প্রেষ্টিজে লাগে ডিপার্টমেন্টের। ডিপার্টমেন্টের প্রেষ্টিজ রাখতে হবে সেই জন্যই এটাকে আর কিছু পরিবর্ত্তন করতে চাইছেন না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে এই তিনটি বাঁধে প্রায় দেড় লাখ টাকার মত খরচ হয়েছে কিন্তু সেই টাকগুলি জনসাধারণের কোন উপকারেই আসল না। আমরা পাওয়ারের জন্য অপেক্ষা করছি কিন্তু সেই পাওয়ার আসলেও তা আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারব না যদি না আমরা এখন থেকে পরিকল্পনা না করি। সেই পাওয়ারকে কাজে লাগানোর জন্য এখন সেই শিল্প, কৃষি, প্রভৃতিতে, বিভিন্ন পরিকল্পনা দেওয়া দরকার এবং তাতে বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে। অনাবাদি জমি আবাদের কোন ব্যবস্থা আমি দেখছি না। কিন্তু অনাবাদী জমিকে আবাদ করা এবং অসমতল জমিকে সমতল করার প্রচেষ্টা আমি জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। কাজেই সরকারও যদি এই বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেন তা হলে এই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হবে। কাজেই সরকারের এই বিষয়ে পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। তারপর উন্নত ধরণের চাষ বাসের ব্যবস্থা যদি সরকার করেন, যেমন ছোট ছোট ট্রাক্টার, উন্নত বীজ, এবং সার ইত্যাদি দিয়ে তা হলে ছোট ছোট কৃষকরা আরও বেশী উৎসাহ পাবে। কিন্তু আমদের সরকার সেদিকে এখনও দৃষ্টি দিচ্ছেন না। এই বাজেটে সেই রকম কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। আজকে আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা বলছি। কিন্তু সর্ব্বস্তরে কৃষকদের সর্বপ্রকার অভাব অভিযোগ এবং অসুবিধা দূর করার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সবুজ বিপ্লব কখন সম্ভব হবে না। অর্থাৎ নূতন জমি আবাদে সাহায্য, জলসেচের বিশেষ সুযোগ সুবিধা, উন্নত বীজ সার, সময়মত কৃষি ঋণ তাদের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে কৃষকদেরে যদি আমরা সাহায্য করতে পারি তবেই আমরা সবুজ বিপ্লবকে সম্ভব করতে পারব। আজকে বিলোনীয়ার ঋষ্যমুখ ইত্যাদি এলাকায় চাউলের দর খুব কম। কৃষকদের হাতে যথেষ্ঠ ধান চাউল আছে কিন্তু দাম খুব কম বলে তারা তা বিক্রি করতে পারছে না। এই শস্য বাহিরে নিয়ে বিক্রী করারও সুবিধা নেই। গতবার এই অবস্থা দেখে তারা আখ চাষের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল এবং যথেষ্ঠ আখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেখা গেল গুড়ের দাম খুব কমে গিয়েছে। সরকার কৃষকদেরে ন্যায্য দামের প্রটেকশান দিতে পারে নাই। স্বভাবিক ভাবেই তাদের উৎসাহ কমে যাবে। সরকার যদি তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর এবং ন্যায্য মূল্য পাওয়ার প্রটেক্শান না দেন তাহলে কৃষকদের আর্থিক দুর্গতির সীমা থাকবে না। কৃষকদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেলে দেশেরই সর্ব্বনাশ। আমি বিলোনীয়াতে বহু জায়গায় দেখেছি যে সব কৃষক অতি উৎসাহে তাদের জমিতে ২।৩ ফসল ধান চাষ করেছিল ২ বার ধান চাষ করার পর তৃতীয় বার গম চাষ শুরু করল কারণ ধানের দাম এত কমেছিল যে তারা খরচই পোষাতে পারে না। প্রচুর গম হয় প্রতি কানিতে ২৫ থেকে ৩০ মন পর্য্যন্ত গম হয়। এই ভাবে ত্রিপুরার কিছু সংখ্যক জমিতেও ২ ফসল ধান এবং এক ফসল গম চাষ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় বাহির থেকে এত প্রচুর পঁচা গম, আটা এবং পঁচা আর ভাঙ্গা চাউল আর সরকারকে

আমদানী করতে হবে না। এ কথা সত্য যে সবুজ বিপ্লবকে যদি আমরা সার্থক করতে পারি তাহলে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণত হবই এবং আমাদের বহু সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হব। এবং সেই উদ্দেশে এই বাজেটে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এই দিকে আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে চতুর্থ পরিকল্পনার শুরু থেকেই কৃষির উপরই বিশেষ নজর দেওয়া এবং মাঝারী শিল্পের ব্যবস্থা করে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিপূর্ব্বে কোন কোন সদস্য কর্মচারীদের সম্পর্কে বলেছেন। এই সম্পর্কে আমিও দুইএক কথা বলতে চাই। আজকে কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে এই অসন্তোষের পেছনে যে কোন কারণই নেই তা বলা ঠিক নয়। পে-স্কেল, বদলী, নিয়োগ প্রমোশন এই সব বিষয়ে অনু-সন্ধান করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আর একটা বিষয় হচ্ছে এযাবৎ কাল কর্ম-চারীরা পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন ভাতা ইত্যাদি পাচ্ছিল ইদানিং হঠাৎ দেখা গেল কেন্দ্রীয় হারে বেতন ভাতা চালু করা হয়েছে।

যখনই পশ্চিম বঙ্গে পে-কমিশনের রিপোর্ট অনুযাই নূতন স্কেল চালু হতে যাচ্ছিল তখনই কেন্দ্রীয় পে-স্কেল চাপিয়ে দেওয়া হল। এর ফলেও কর্মচারীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এতদিন যদি সরকার পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন ভাতা দিয়ে থাকেন এতদিন যদি সরকার এই নিয়মটা ফলো করে থাকেন তাহলে এখন যদি পশ্চিমবঙ্গে নূতন পে-স্কেল দেওয়া হয় তাহলে এক্ষেত্রে এখানে কেন দেওয়া হবে না ? এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া এবং চিন্তা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। আমি এই বাজেট সমর্থন করি। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker—I call on Hon'ble Member, Shri Bidya Ch. Deb Barma Honble member আপনি ১৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট এই হাউসে উপস্থিত করেছেন তা বিচার বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে এর মধ্যে আছে কর্মচারীদের বেতন ভাতা, গাড়ী ক্রয় দালানপাকা তৈরী এবং রাজবাড়ী ক্রয় করে বিধান সভার মর্য্যাদা বাড়ানো ইত্যাদি। প্রকৃত অবস্থা যদি পর্য্যালোচনা করি তা হলে আমাদের যে লক্ষ্য, সে সমস্যা সমাধান হলে আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারব সেগুলি বাজেটে ধরা হয় নাই। ভূমিহীন, কৃষক এবং আদিবাসী তাদের উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দেন নাই। বিশেষ করে অনেক সদস্যই তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা কত, জুমিয়াদের সংখ্যা কত। সেই সংখ্যা ভিত্তিক তথ্যে আমি আর যাচ্ছি না। এই সরকারের সমাজতন্ত্রকে কার্য্যকরী করার জন্য কর্মসূচী থাকত তাহলে গত ২০ বৎসরে অন্তত কিছুটা অগ্রসর হতে পারত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেরকম কোন কর্মসূচী সরকার নিতে পারে নাই। তাই আমাদের কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়রা, জুমিয়া, ভূমিহীন এবং বর্গাদারদের সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলে থাকেন।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সরকারী খাতায় বর্গাদারদের কোন নাম নেই। বর্গাদারদের অধিকার রক্ষা করা তাদেরে জমি দেওয়া ত দূরের কথা সরকারের কাছে তাদের কোন হিসাব পর্যান্ত নেই। লক্ষ লক্ষ বর্গাদার এই ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্ছেদ হচ্ছে। বিশেষ করে যারা বড় বড় জোতদার, তালুকদার যারা অকৃষক তারাই বেশী করে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করছেন। সেইদিক দিয়ে বর্গাদারদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জোতদার তালুকদারদের স্বার্থের দিকেই নজর দিচ্ছেন। যার ফলে বর্গাদারগন আজ জমির থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। এ ছাড়া ভূমিয়াদের বেলায় দেখি তাদের জন্য কোন কোন বৎসর প্লেন নেওয়া হয় আবার কোন কোন বৎসর নেওয়া হয় না। এছাড়াও দেখি বিশেষ করে খোয়াই সাবডিভিশনে আশারাম বাড়ী এলাকায় যাদের জমি আছে তারা টাকা পায় নাই। আবার এমনও আছে জমি নেই তারাও টাকা পেয়ে গেছে। কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়ায় কিছু কিছু ব্যবসাদারও টাকা পেয়ে গেছে। এই ভাবে আজ বহু বছর যাবত বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও সরকার ঐ সব ভূমিয়াদের কোন সাহায্য দেয়নি। টাকার অভাবে জমি আবাদ করতে না পেরে আজ তারা ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে।

যারা, দিন মজুর, তাদের সংখ্যা যে কতো তার তো হিসাবই নেই। তাদের জন্যে আজ পর্য্যন্ত সরকার কোন চিন্তা করছেন বলে তো আমার মনেই হয় না। তাদের উন্নতির চিন্তা করা দরকার বলে আমি মনে করি। কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার এপর্য্যন্ত অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন কিন্তু তার একটি বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। প্রতি বৎসর জল সেচের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়, সেটা রূপায়ন করার জন্য কোন কর্ম্মসূচী আছে বলে আমার মনে হয় না। আর যদিও থাকে সেটা মুনাফবাজ কন্ট্রাক্টারের হাতেই এই সব কাজ করান হয়। তাই এই সব সমস্যাগুলির সমাধান হচ্ছে না। খোয়াইতে মহারাণীছড়া ও পদ্মং ছড়া ও আর একটি ছড়াতে বাঁধ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সরকার তা সেখানে বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না তাই এই সবুজ বিপ্লবকে কাগজ বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়।

এছাড়া এই সমস্ত কৃষি অর্থনীতির কথা বলে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন। এছাড়া ত্রিপুরায় হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসছে জলস্রোতের মতো, অথচ তাদের পুনর্ব্বাসনের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা বা সরকারী খাতায় কোন রেকর্ড করা হচ্ছে কিনা তা বলা মুস্কিল তাদের নাম-গুলো রেকর্ড করে রাখা দরকার বলে মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ জমি আছে তাতে এই সমস্ত রিফিউজিকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কারণ একমাত্র জমির উপরেই ত্রিপুরাবাসী নির্ভরশীল। এখানে কোন শিল্প নেই।

আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ওনার বাজেট ভাষণে এই কথাটাও প্রকাশ করেছেন যে, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ণের জন্য নতুন পথের সন্ধান নিতে হবে। ত্রিপুরার বেকার সমস্যা

সমাধানের জন্য নূতন করে শিল্পসৃষ্টি করার কোন প্রয়োজনীতা সরকার মনে করেন না। কাগজ-পত্রের মাধ্যমেই আমরা শিল্প কর্মসূচী দেখতে পাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তা রূপায়ণ করা হয় না। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের Lt. Governor বলেছিলেন যে, শিক্ষিত বেকারদের চাকরীর জন্য প্রয়োজন বোধে তাদের বাইরে যেতে হবে। এটাও একটা ব্যর্থতার পরিচায়ক। আমরা দেখতে পাই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ বরাদ্দ দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার অর্থ বরাদ্দের দাবীর জন্য আজ পর্য্যন্ত একটি কথাও উল্লেখ করেন নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

এই বাজেটে যত টাকা ধরা হয়েছে, তার চাইতেও অধিক অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন যদি আমরা ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু এদিকে আমরা দেখছি যে আমাদের অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান দেখিয়েছেন আর এক পথে। কিন্তু ত্রিপুরাতে Oil হবে, Dumbur Project হবে, Oil Centre হবে এবং তখন বেকার সমস্যার সমাধান হবে। এই করে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধান হবে না এটা আমরা জানি। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম অনেক শিল্প আছে। কিন্তু সেখানেও বেকারদের বিক্ষোভ এখনো যায়নি। সেখানকার সমস্ত বন্ধ কল কারখানা খোলার জন্য তারাই বলছে। আমাদের এখানে একটিও Industry নাই। Industry খুলবেন আর বেকার সমস্যার সমাধান করবেন এটা কাগজ কলমে রূপ কথাই থেকে যাবে। সমস্যার আর সমাধান হবে না। এখানে আমরা দেখি এখানে যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী তাদের হাতে দিয়ে সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যদ্রব্যগুলো বিক্রী না করে বড় বড় ব্যবসায়ীদের দ্বারা বিক্রী করা হয়।

বন বিভাগ সম্বন্ধে বলছি। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী হিসাব মতে দেড় লক্ষ একর ভূমি বন বিভাগের অধীনে আছে। এই দেড় লক্ষ একর ভূমিতে যদি ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া যায় তাহলে ভূমিহীনদের একটা উপায় হয়। ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে কিছুই মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষনে তুলে ধরেন নি। পাইলট প্রজেক্ট করে ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দিবেন এটাও সম্ভব কিনা বলতে পারি না। এখানে না আছে ডাক্তারের ব্যবস্থা না আছে জলের ব্যবস্থা, এভাবে কি করে যে এই পরিকল্পনা রূপায়ন করবেন এটা চিন্তা করবার কথা। এবং সেই চিন্তা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ জানাচ্ছি। অমরপুর এলাকায় যেখানে পাইলট প্রজেক্ট হচ্ছে সেখানে আরও ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন হতে পারত। এই সমস্ত জায়গাগুলোতে যাতে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হয় তার ব্যবস্থা করা হয়। অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট-এও যাতে ভূমিহীনরা পুনর্ব্বাসন পায় তার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আমি অনুরোধ করব। ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার ব্যাপারে বলতে হয় যে ত্রিপুরার বহু জিরাতিয়া জমি আছে এবং চা বাগানে বহু উদ্বৃত্ত জায়গা আছে। সেই খাস ভূমিগুলিতে যারা চাষাবাদ করছে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাই আমি বলব যে সব চাষীরা ঐ ভূমিগুলো চাষ করছে সেই ভূমিতে

তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হউক। ভারতের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে যারা অনুন্নত, পশ্চাদপদ তাদের উন্নত করতে হবে। কিন্তু দেখতে পেলাম একটি চা বাগানের শ্রমিকদের ১,০৯,৮৪৪'৭২ পয়সা তাদের পাওনা এর মধ্যে মাত্র ২৫,০০০ টাকা তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এ জমা দেয় নি। একটি চা বাগানে যদি এই রকম অবস্থা হয় তাহলে ত্রিপুরার যে ৫২টি চা বাগান আছে সেগুলোতে যে কত লক্ষ টাকা শ্রমিকদের পাওনা থাকতে পারে তা ভাববার বিষয়। চা শ্রমিকদের যে ডেরাগুলো আছে সামান্য শিলাবৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে। আর এখানে মন্ত্রীমোহদয়রা বিধান সভায় বসে সমাজ তন্ত্রের কথা বলছেন। চমৎকার

Mr. Deputy Speaker—Hon'ble Member time is over.

Sri Bidya Ch. Deb Barma—আমার আরও বক্তব্য রয়ে গেছে স্যার। আমাকে সময় দিতে হবে।

Mr. Dy. Speaker— আর পাঁচ মিনিট—

Sri Bidya Ch. Deb Barma—চেষ্টা করব স্যার। কাজেই চা বাগানের খাসের জমি যারা দখল করে বসে আছে তাদের তা ছাড়তে হবে এবং সেই জমিতে ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দিতে হবে। এক চা বাগানে গিয়ে দেখলাম শ্রমিকরা ৮.৮৬৮ টাকা পাওনা এমন কি যেখানে দৈনিক নগদ মজুরী দেওয়া হয় সেই নগদ মজুরীর টাকা ও সবসময় তাদেরে দেওয়া হয় না।

ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য ডুম্বুর পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার নিজে এই কাজের ভার না নিয়ে N. P. C. C. কে দেওয়া হয়। তারা ত্রিপুরার বাহিরের লোকজন এনে এই কাজে নিয়োগ করে, ফলে ত্রিপুরার বেকাররা বেকারই রয়ে গেল। এমন কি সেখানকার যে সকল ব্রিজ তৈরী করা হচ্ছে সেগুলোর ভারও তাদের দেওয়া হয়। তাদের সাথে চুক্তি ছিল সেখানে যতগুলো কাজ হবে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর তাদের Payment করা হবে। এখানে বহু পাথর থাকা সত্ত্বেও তারা আসাম থেকে পাথর এনে কাজ করছে। ইটের ব্যাপারেও তাই। যেখানে যেখানে ভাল ইট পাওয়া যায় সেখান থেকে তারা ইট ক্রয় না করে কতগুলো মুনাফাবাজ দালালদের নিকট থেকে নিকৃষ্টতর ইট ক্রয় করছে। কর্মচারীদের খরচের কথা বলুন। ত্রিপুরার কর্মচারীদের জন্য ডম্বুরে খরচ হল ২০ হাজার টাকা আর N. P. C. C.র কর্মচারীদের জন্য খরচ হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রী ডুম্বুর পরিদর্শন কালে তাঁহাকে দেখানোর জন্য মাত্র একটি রাস্তার কাজ হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন রাস্তার কাজ সেকালে এ পর্য্যন্ত হয়নি। সেখানকার Executive Engineer হল Sri A. K. Paul, কিন্তু সব সময় তিনি থাকেন আগরতলায়। ১৯৭০ সালে ডুম্বুর প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন আবার বলা হচ্ছে শেষ হবে ১৯৭২ সালে। ক্রমশঃ এটার target date of Completion পিছিয়ে যাচ্ছে। এটা বড়ই দুঃখের কথা। কর্মনিয়োগের

ক্ষেত্রে দেখা যায় N. P. C. C ত্রিপুরার লোকদের সেখানে নিয়োগ না করে ত্রিপুরার বাহিরের লোক এনে সেখানে নিয়োগ করে। ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যা এমনিতে অত্যাধিক বেশী। আমরা আশা করেছিলাম Dumbur Project হলে তার কিছুটা সমাধান হবে। কিন্তু আমাদের সেই আশা আজ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এখানে একটা পিয়নের চাকুরীর জন্য হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছেলেরা দরখাস্ত দিচ্ছে।

আর আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার কোন উল্লেখই নেই এই বাজেটে। কোন গ্রামে কয়টা হাই স্কুল খুলেছেন সেই সম্পর্কে মন্ত্রীমহোদয়রা বলতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। যারা অনুন্নত তারা উন্নত হোক এটা উনারা মনেপ্রাণে চান না। এবং সেই চিন্তা ধারা নিয়ে উনারা গ্রামের মধ্যে হাই স্কুল করতে চান না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা আজকে সহরে আসছে লেখাপড়া শিখবার জন্য তাদেরে গ্রামেই সেই সুযোগটা দেওয়া উচিৎ। তারাও উচ্চশিক্ষা পেতে চায় বড় হতে চায়। তারা তাদের এই ন্যায্য দাবী সরকারের নিকট পেশ করে আসছে, কিন্তু তাহা পূরণ হচ্ছে না। তাই তাদের এসব ন্যায্য দাবী সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করা দরকার আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি তা হল চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে মেয়েদের মজুরীর হার পুরুষের হার থেকে অনেক কম। কিন্তু তারা একই কাজ করে। কাজেই যাতে মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিকরা একই হারে মজুরী পায় তার বিবেচনার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। মাননীয় বহু সদস্য অন্য তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারের কাজের ত্রুটি বিচ্যুতির বহু সমালোচনা করেছেন। আমার বক্তব্য হল এইসব ত্রুটি বিচ্যুতির সম্বন্ধে সরকার সজাগ হবেন এবং যাতে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা যায় সেই সম্বন্ধে চেষ্টা করবেন। সরকারের কর্মসূচী শুধু কাগজের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবেনা। এইসব কর্মসূচীকে কার্য্যে পরিণত করতে হবে। আজ দেখা যায় সরকারী কর্মচারীরাও তাদের দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করে থাকেন। যে সব দাবী সরকার সহজেই মেনে নিতে পারেন সেগুলো মেনে নিলে তবে আন্দোলনে আর তাদের নামতে হয় না। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে একেবারে নীরব। সরকারী কর্মচারীরা তাদের দাবী আদায়ের জন্য ১৯।২০ এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গণছুটি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কাজেই দাবী আদায়ের জন্য তাদের এই আন্দোলনে কোন অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তাদের যে দাবী তাহা ন্যায্য দাবী, এগুলো সরকার মেনে নিতে পারেন। এছাড়া শিক্ষকদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের যে দাবী তাহাও ন্যায্য দাবী। কাজেই তাদের এই ৮টি দাবী যাতে সরকার বিবেচনা করেন এই বলেই এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I call Hon'ble member Sri Ershad Ali Choudhury.

শ্রীএরশাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজ আমাদের হাউস-এ যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করি। মাননীয় অনেক সদস্য বক্তৃতা দিতে গিয়ে এ-

সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। আমার মতে সমালোচনা করারও দরকার আছে। কারণ সমালোচনা করলে সেইসব ত্রুটি বিচ্যুতির কিছুটা সংশোধন হয়, এটা সত্যি কথা। এই বাজেট দেসানে এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েট থেকে আমাদের "সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা" নামে একটি বই দিয়েছে। এই সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই। সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা প্রতি বৎসরই আমরা পেয়ে থাকি। আমার প্রশ্ন হল আমাদের সমৃদ্ধির পথে এগোবার পথ কতটুকু। কবে আমাদের এই ত্রিপুরা সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা হবে, কবে দেশের সব লোকের অভাব অভিযোগ দূর হবে, বেকার সমস্যার সমাধান করে হবে, যদি এই সম্পর্কে আমরা বাজেটে কিছু পেতাম তবে—আমার মনে হয় ভাল হত। প্রতি বৎসরই বাজেটের অ.লোচনা সময়ে দেখা যায় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সমালোচনা করে থাকেন। তাদের সমালোচনা এটা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের ভাষায় এটা সাধাভারী, আমলাতান্ত্রিক। একটা জিনিযে ভালও আছে, খারাপও আছে। কিন্তু ভালটাকে তারা স্বীকার করতে চান না। তাদের মতে পুরো বাজেটটাই খারাপ। ভাল যে দিক সেটা তারা দেখবেন না, খারাপটাই দেখেন। তারা তো ত্রিপুরারই সন্তান। কাজেই তাদের আমি চিন্তা করতে বলব মহারাজার আমলে আমাদের ত্রিপুরার অবস্থা কি রকম ছিল, আর বর্ত্তমানে আমরা কতদুর অগ্রসর হয়েছি। সত্যকে যদি তারা গোপন করেন এবং আমাদের ত্রিপুরার উন্নতিক্ষেত্রেও যদি তারা না দেখেন তবে তাদেরকে আমি আর কি বলব ভেবে পাইনে। মহারাজার আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পূর্ত্ত বিভাগ ইত্যাদি সব কিছু যদি আমরা তলিয়ে দেখি তাহলে দেখব আমরা অনেক উন্নতি লাভ করেছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা দেখব মহারাজার আমলের আমাদের ত্রিপুরায় কয়টি স্কুল ছিল, আর বর্ত্তমানে কতগুলো জুনিয়ার বেসিক সিনিয়ার বেসিক, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং কলেজ হইয়াছে। তবে আরও কতগুলো হওয়া দরকার, এটা আমি স্বীকার করি। ত্রিপুরাতে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও হয়েছে। একটা মেডিকেল কলেজের প্রভিশানও যদি আমাদের এই বাজেটে থাকত তবে ভাল হত। আমাদের এখা'ন যে সমস্ত ডিস্পেন্সারী প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে সেখানে ডাক্তারের খুবই অভাব। আমাদের ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজ না থাকাতে অনেক ছেলে ত্রিপুরার বাইরে গিয়ে মেডিকেল কোর্স এ অধ্যয়ন করিতেছে। যদি আমাদের এখানে মেডিকেল কলেজ থাকত তবে এই অসুবিধা হত না এবং আমদের অভাবও কম হত। আমাদের বাজেটে মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে কিছুই দেখতে পেলাম না। অথচ ত্রিপুরার জনসাধারণের এটা দীর্ঘ দিনের দাবী। আমি আশা করি আগামী বৎসরের বাজেটে এটা সম্পর্কে একটা প্রভিশান রাখা হবে। এডুকেশানেল সার্ভে ত্রিপুরাতে হয়েছিল ১৯৫৭ সনে। তারপর আর সার্ভে হয়নি। আমি মনে করি বর্ত্তমানে আবার এডুকেশানাল সার্ভে করা দরকার। কোথায় স্কুল করা প্রয়োজন বা কোথায় কোথায় প্রায়োরিটি দিতে হবে সার্ভে করে তা ঠিক করলে আমার মনে হয় ভাল হবে।

মেডিকেল এবং পাব্লিক হেল্‌থ সম্বন্ধে কিছু বলব। পূর্বে আমাদের ত্রিপুরায় অল্পাস্ত কয়টি ডিস্পেন্সারী ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরায় অনেক ডিস্পেন্সারী, হসপিটাল এবং প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার করা হয়েছে। এবারের বাজেটে দেখতে পেলাম আরও ১৫টি নতুন ডিস্পেন্সারী হবে, ২০ বেডেড যে সব হসপিটাল আছে সেখানে ৩০ বেড করা হবে। এবং যেখানে ৩০টি বেড আছে ডেখানে ৫০টি বেড করা হবে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে বলেছেন যে কিছুই করা হয় নাই, এটা ঠিক নয়। আমি দেখতেছি বৎসরের পর বৎসর শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবদিক দিয়া আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমরা দেখছি পূর্বে যোগাযোগে খুবই অসুবিধা ছিল। এক সাব ডিভিসন থেকে অন্য সাবডিভিসনে যাতায়াত করা যেত না। কিন্তু বর্তমানে যোগাযোগের অনেক উন্নতি হয়েছে। এমনকি জম্পুই হিলে পর্যন্ত আমরা সহজেই আসাযাওয়া করতে পারছি। সুতরাং যোগাযোগের উন্নতি হয় নাই যাহা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। তবে আরও কিছু যে বাকী আছে সেটা আমি স্বীকার করি। একটা রাস্তা সম্বন্ধে আমি বলছি বিলোনীয়া সাবডিভিসনের বড় পাথারী হতে কাকড়াবন পর্য্যন্ত একটি রাস্তা হবে প্লেনএ আছে। রাস্তার কিছু অংশ করা হয়েছে, বাকী অংশ ৩।৪ বৎস যাবৎ বাজেটে প্রভিশান রাখা হয়, কিন্তু খরচ করা হচ্ছে না। সুতরাং আমি বলব রাস্তাটি করা প্রয়োজন। আর একটা জিনিষ আমি দেখতে পাচ্ছি রাস্তার জন্য, ব্রিজের জন্য বাজেটে প্রভিশান থাকে, কিন্তু সারা বৎসর কাজের বিশেষ প্রগ্রেস হয় না। মার্চ্চ মাস এলেই কাজ নিয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। কারন তাড়াতাড়ি করে কাজ করলে কাজও ভাল হয় না। শুধু কণ্ট্রাক্টারদের বিল নেওয়াই হচ্ছে কাজ।

Minor Irrigation সম্বন্ধে বলছি। Southern Division No. 1. Head quarter হল উদয়পুরে। কিন্তু সেখানের S. D. O. কোন কাজ করতে আমরা দেখছি না। এই বাজেটে দেখছি Minor Irrigation এ ৬টি কাজ ধরা আছে Plan এ, এবং, ঐ ৬টি সোনামূড়া ডিভিশানে। তাহলে আমরা মনে করতে পারি যারা মন্ত্রীরা আছেন তাদের Constituenery উন্নতির জন্য তারা কাজ করছেন। কিন্তু অন্য Sub-Division এর জন্য চেষ্টা করছেন না। উদয়পুর division এ কোন কাজ ধরা হয়নি, এতে আমি আশ্চর্য্য হলাম। যেমন প্রদীপের নিচেই অন্ধকার থাকে এটাও তেমনি। উদয়পুরের Minor Irrigation এর S. D. O. দেখছি অহঃরহ সোনামুড়াতে যাচ্ছেন এবং সেখানে কাজ করছেন। Public আমাকে বলছে আমাদের কাকড়া বনের পথের ধারে কদির জলা, টাকার জলা, বালুর জলাশয়গুলো আছে। এগুলোর কোন সংস্কার হচ্ছে না কেন। এই টাকার জলাতে যদি একটা স্লুইজ গেইট দেওয়া হত তাহলে আমরা ২।৩ টি ফসল করা যেত। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১টি ফসল হয়। একমাত্র সোনামুড়াতে কাজ হচ্ছে, কিন্তু উদয়পুর Subdivision এ কাজ হচ্ছে না।

বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বলছি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম যারা ১৯৫৯ সনে Employment Exchange এ নাম রেজিষ্টারী করেছে তারা আজও চাকুরী পাচ্ছে না, কিন্তু যারা ইদানিং নাম রেজিষ্টারী করেছে তাদের চাকরী দেওয়া হচ্ছে। তারা বলল accordingly to merit. কিন্তু অনেক বিধবার ছেলে বা মেয়ে আছে যাদেরকে ভিক্ষা করে লেখাপড়া শিখিয়েছে, সে হয়ত 3rd division এ পাশ করেছে। ১৯৫৯ সনে যে নাম রেজিষ্টারী করে বসে আছে, চাকুরী হচ্ছে না কিন্তু যারা সচ্ছল, এক পরিবারে ৩।৪ জন চাকুরী করছে, দরবারের জোরে তাদের চাকুরী হচ্ছে। কিন্তু বিধবার ছেলে মেয়েদের দরবারের জোর নাই বলে তাদের চাকুরী হচ্ছে না। এটা বড়ই দুঃখের কথা। আমি মনে করি চাকুরীর ব্যাপারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা দরকার। দেখাযায় একজন সরকারী কর্মচারী হয়ত এক হাজার টাকা মাইনে পায়, তার স্ত্রী, পুত্রবধূও চাকুরী করে। আমি বলব তার একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। তারপর আমি মনে করি যে যদি বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে যারা বহু বৎসর যাবৎ পাশ করে বসে আছে তাদেরে preference দেওয়া উচিত। মাননীয় Lt. Governor এবং অর্থ মন্ত্রী বলেছেন যে যদি দেশের উন্নতি করতে হয় তাহলে Law & Order টি ঠিক থাকা দরকার। কিন্তু আমি দেখছি ইদানিং Law & Order অনেক deteriorate করেছে, তার একটা সমীক্ষা করা দরকার। আমি Estimates Committee এর Chairman হিসাবে কয়েকজন M. L. A সহ যতন বাড়ীতে গিয়েছিলাম সেখানে একটি গণডেপুটেশন হয়েছিল সেখানে ইনক্লাব জিন্দাবাদ হয়েছিল। এটা কেন হচ্ছে? কাজেই তাদের কি অভাব-অভিযোগ তা দেখা দরকার। ছাত্র বিক্ষোভ কেন হইতেছে K. B Institute এ দেখা যাচ্ছে ছাত্ররা ১১ দফা দাবী নিয়ে ৩।৪ বৎসর যাবৎ আন্দোলন করছে। কিন্তু দিব দিচ্ছি বলে তাদের সেই দাবীগুলো পূরণ হচ্ছে না। ২০।২৫ দিন আগে তাদের সেই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তারা Strike করল, গণ-অবস্থান করল, তারপর তাদের দাবীগুলো মেনে নেওয়া হল। আমার কথা হল পূর্বাহ্নে আমাদের সজাগ হওয়া দরকার। যে সমস্ত দাবী সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব তা মেনে নিলে তো আর এই Strike বা গণ-বিক্ষোভ হয় না। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব আমাদের ত্রিপুরাতে যে সমস্ত দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, গণ-অবস্থান হয় সেইগুলো সরকার ভালভাবে বিবেচনা করে যেগুলো মেনে নেওয়া সম্ভব তাহা মেনে নিলে এ রকম বিক্ষোভ আর থাকবে না। সুতরাং আমি বলব আমাদের এবারের Budget এ যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সেটা যাতে যথাযতভাবে ব্যয়িত হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Dy. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Sri Ghanshayam Dewan.

Sri Ghanashyam Dewan—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট মাননীয়

অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন। সেই সম্বন্ধে অনেক সদস্য আলাপ আলোচনা করেছেন আমি কেবল একটি বিষয়ে আলোচনা করবো। সেটা হ'ল ত্রিপুরার উপজাতিদের সম্বন্ধে। প্রতি বৎসরই গতানুগতিক ভাবে উপজাতি খাতে যে ভাবে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় এবারও সেভাবে ধরা হয়েছে তন্মধ্যে যে সবুজ বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে সেটা এবারই আমরা শুনতে পেয়েছি। মাননীয় Lt. Governor ও মাননীয় অর্থ মন্ত্রীও বলেছেন যে সবুজ বিপ্লব আনতে হবে। যদি সবুজ বিপ্লব আনতে হয় তবে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে কৃষক ও জুমিয়াদের কথা। কৃষক লাঙ্গল দিয়ে চাষ করেন আর জুমিয়া টাকল দিয়ে ধান চাষ করেন। তারা হল জুমিয়া কৃষক। তাদের হাতিয়ার হল একমাত্র টাকল। ত্রিপুরার মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার জুমিয়া পরিবার আছে। দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ তারা কোন সরকারী সাহায্য পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না বিশেষ করে উন্নয়ন মূলক কাজে। তবে কিছু কিছু সাহায্য যে পায় না তা নয় যখন পাহাড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, খরা হয়, অর্ধাহার অনাহার দেখা দেয় তখন কিছু কিছু সাহায্য পায়। তবে বৎসরের ৯ মাস তারা বাঁশের কড়ুল ও আলু খেয়ে দিন কাটায়। দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ তারা এভাবেই চলছে। তাদের সম্বন্ধে এই বাজেটে এমন কোন পরিকল্পনা আমি দেখলাম না, যা দিয়ে তাদের Developed করা যায়। একটা আছে সেটা হল অমরপুরের পাইলট প্রজেক্ট সেটাও একটা পরীক্ষা মূলক পরিকল্পনা। চারশত পরিবারের জন্য সেই পরিকল্পনা আর বাকী পরিবারের যে কি হবে সে সম্বন্ধে এমন কোন নির্দেশ এখানে নাই। একটা কথা শুনা যায়, সন্ত্রাস বাদীরা এবং সমাজ বিরোধীরা এমন কাজ করেন যার ফলে জুমিয়ারা পুনর্বাসন নেয় না। আমি বলব যে এই ২০ বৎসর যাবৎ যে সমাজ বিরোধীরা জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যাঘাত ঘটায় সরকারের উচিত তাদের ত্রিপুরা থেকে উচ্ছেদ করা। যদি উচ্ছেদ করা না হয় তাহলে এই চির বঞ্চিত উপজাতি জুমিয়াদের ভাগ্য কি কবে ফিরবে আমি তা বুঝি না। সরকারের সেই জন্য সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। এখানে একটা বিশলক্ষ টাকার token আছে ; aid to non official Organisation Schedule Tribes তার জন্য বিশলক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এই ভাবে বরাদ্দ হয়তো আগেও দেখেছি। আমি জানি ত্রিপুরার উপজাতিদের সেবার জন্য এই non official organisation কি কাজ করে। আমি শুনেছি ত্রিপুরাতে একটা আদিবাসী সেবক সংঘ আছে। এই সেবক সংঘ কোথায় কি করে কোন এলাকায় গিয়ে আদিবাসীদের সেবা করেন সে তথ্য আমার জানা নাই। আমার মনে হয় আমাদের কোন সদস্যও সে তথ্য আমাকে দিতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং যেমন সরকার তেমনই Non official organisation উপজাতিদের নামে বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাৎ করা বা সে টাকাগুলি কি যে করেন তা আমি জানি না। হাউসের সামনে তা আমি রাখছি মাননীয় সদস্যগণ তা বিচার বিবেচনা করবেন এবং সরকারও সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। Non official Orgnisation যেমন আদিবাসী সেবক সংঘ বা এরকম আরও করেছে বা কি ভাবে কোথায় উপজাতিদের উন্নয়ন করেছে সেই তথ্য যেন নেওয়া হয়।

কারণ আদিমজাতির (ট্রাইবেল) নামে টাকা বরাদ্দ করে কিছু লোক তা আত্মসাৎ করছে। আমি সরকারেকে অনুরোধ করব আর যেন এইভাবে টাকা বরাদ্দ না করা হয় কারণ এই টাকা আদিবাসী-দের কোন উপকারে আসে না।

এই বৎসর ২২৭৪৫০০-০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ট্রাইবেল পাইলট প্রজেক্টের জন্য এই টাকাটা অতি যৎসামান্য। ত্রিপুরার মধ্যে শুধু অমরপুরই নয়, সমস্ত বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় জুমিয়া, ভূমিহীন ট্রাইবেল আছে। ইহাদের উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। ত্রিপুরায় এখন ৫ লক্ষ উপজাতি পূর্ব্বে ছিল ৪ লক্ষ এরা ৮ লক্ষ উদ্বাস্তুকে স্থান করে দিয়েছে কাজেই এই জুমিয়া এবং ভূমিহীন জুমিয়া উপজাতীদের উন্নতিকে সর্বোচ্চ অগ্রধিকার দেওয়া উচিৎ ছিল। জানিনা যে টাকা এখানে ধরা হয়েছে তাও ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হবে কিনা? আমি বার বার দাবী করে আসছি ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ ডাইরেকটরেট করা হউক। এবং ত্রিপুরার ট্রাই-বেলদের উন্নতির জন্য সবরকম ক্ষমতা এই ডাইরেকটরেটকে দেওয়া হোক। কিন্তু আমি দেখছি ২০ বৎসরের মধ্যেও সরকার সেই ব্যবস্থা করেন নাই। এটাকে ডি, এম, এর আণ্ডারে একটা সেক্সান করে রাখা হয়েছে, একজন A. D. M. Charge এ আছেন, তিনি কি যে করেন আমরা জানিনা। কারণ ট্রাইবেলদের নামে যে টাকা বরাদ্দ হয় এবং বিভিন্ন স্কীম এর জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, আমি জানি, তা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হয় না। কর্মচারী সমিতি আছেন, শিক্ষক সমিতি আছেন, সমস্ত সমিতির নাম আমার মুখস্ত থাকে না এরা এদের দাবীদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখান শ্লোগান দেন। কিন্তু ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সব আদিবাসী আছে তাদের উন্নতির যে দায়িত্ব এদের উপর দেওয়া আছে সেইদিকে দিয়ে তাদের কোন খেয়াল নেই। এই আদিবাসীদের যে অভাব অভিযোগ আছে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ জমে উঠছে সেই দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। পার্বত্য এলাকায় শিক্ষকরা রীতিমত স্কুল করে না। ব্লকের কর্মচারীরা কোন কাজই করে না। বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী গাড়ি চড়ে ধুলা উড়িয়ে ট্রাইবেল এলাকার মধ্য দিয়ে চলে যান কিন্তু নেমে ট্রাইবেলদের অবস্থা দেখে যাবার প্রয়োজন কখনো মনে করেন না। ট্রাইবেল এলাকায় নালা কাটা সার দেওয়া দরকার কিন্তু তা হয় না। ধুমাছড়া একটা বিরাট লোঙ্গা আছে, জলাভূমি সেখানে নালা কেটে একা বাঁধ দেওয়ার অতি প্রয়োজন। কিন্তু ২০ বৎসরে তা হলনা। সেখানে গাড়ী যায় না বলে কি নালা কাটা হবে না। বড় রাস্তার উপরে পড়ে কাঠাল বাড়ী এবং হরিণছড়া বিরাট বিরাট ট্রাইবেল কলোনী। গোটা এলাকায় ১০০০০ মত পরিবার হবে। অধিকাংশ জুমিয়া, ত্রিপুরা, রিয়াং, সেই কলোনীগুলিতে গিয়ে দেখেন তাদের আছে মাত্র একটা বাড়ী একটা কম্বল আর একটা টাকাল এই তাদের সম্বল সেখানে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কেন? সেখানে কি আনারস, কলা, সুপারী গাছ, নারিকেল গাছ, কাজুবাদাম লাগালে হয় না? কিন্তু সেগুলি করার কোন চেষ্টাই নেই। সরকারের হর্টিকালচার বিভাগ আছে তারা করে কি? বাঁচবার মত কোন একটা ব্যবস্থা তাদের করে দেওয়া

উচিং। লাল ছড়াতে একটা Co-operative farming আছে, সেই লালছড়া কলোনীতে ১০০ পরিবার আদিবাসীকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্বাসন দেওয়া হল। কিন্তু এই একশত পরিবারের চাষ বাসের জন্য আছে মাত্র ৫০ জোড়া গরু। এই ৫০ জোড়া গরু দিয়ে এতগুলি পরিবার কি করে চাষাবাদ করে। সেখানে ৬৫০ কাণি অস্পষ্ট এরিয়া টিলা আছে, তাদেরে বন্দোবস্ত দেওয়ার পর ও সেইগুলো আবাদ করা সম্ভব হয় নাই জঙ্গলপূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। এই টিলাভূমিতে আনারসের চাষ হতে নানারকম ফলের বাগান হতে পারে এবং তার আয় থেকে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। সেই দিকে এগ্রিঃ ডিপার্টমেন্ট এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার। আমি বার বার বলেছি যে ট্রাইবেলদেরে যে জমি দেওয়া হয় সেই কলোনীতে হউক বা বাহিরে হোক তা সম্পূর্ণ আবাদ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে সরকারকে—অবশ্য ট্রাইবেলরাই কাজ করবে। তারপর নালা কেটে বাঁধ দিলে জল সেচের সুযোগ দিতে হবে। বীজ ধান দিতে হবে। জুমিয়াদের কোন বীজ ধান দেওয়া হয় না। তাদের বীজ ধান দিতে হবে। জুমিয়াদেরে সরকার ১০-০০ টাকা থেকে ৫০-০০ টাকা করে দাদন দেন। এই দাদন দিতে দিতে জুমিয়াদের সরকার একবারে লোন মাইনডেড করে ফেলেছে। সারা বৎসর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে গরুনাই, হালনাই, বীজ ধান নাই যখন বর্ষাকাল আসে সময় তখন তাদেরে ১০/২০/৩০ এবং ৪০-০০ টাকা করে দেওয়া হয়। আমি মনে করি অভাবের যদি প্রত্যেক জুমিয়া ফেমিলিকে চাউল দিয়ে সাহায্য করা হয় তা হলে ভাল হয়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকায় বিভিন্ন চাষাবাদের জন্য তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। কিন্তু এই বাজেটে সেইরকম কোন পরিকল্পনা নাই। তাদের কাজ না থাকলে তারা উৎপাত করবে এটা স্বাভাবিক। কাজেই জুমিয়া উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিং। সর্বপ্রথম তাদের সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা উচিং। শুধু পাইলটপ্রজেক্ট করে ২—৪টা ফিমিলিকে সেখানে পরীক্ষা করে ট্রাইবেলদের উন্নতি হবে না। দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ এইরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আরও ২০ বৎসর লাগবে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করতে তারপর ট্রাইবেলদের উন্নতি হবে। ২০ বৎসর চলে গিয়েছে আর ১০ বৎসর আছে তারপর তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। তারা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থায় আছে। উদ্বাস্তুদের তবু কিছুটা শিক্ষা দিক্ষা আছে তারা চাষাবাদ বা বিভিন্ন কাজ জানে তাদের দরকার জমি লাঙ্গল, আর্থিক সাহায্য এবং মেডিকেল সাহায্য। কিন্তু জুমিয়াদের শিক্ষা দিক্ষা নেই তারা চাষাবাদ বা অন্য কোন কাজও বিশেষ জানেনা। ১৩ হাজার আদিবাসী জুমিয়া পরিবারের যদি ২টি করেও সন্তান হয় তা হলে বৎসরে ২৬ হাজার। আমি মনে করি প্রত্যেক বিভাগে জুমিয়াদের জন্য আবাসিক স্কুল খোলা দরকার এবং অতি ছোট বেলা থেকে তাদের প্রত্যেককে এই আবাসিক স্কুলে রেখে সর্বতোভাবে শিক্ষাদিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হলে আপনি যত টাকাই খরচ করে না কেন এদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করতে

পারবেন না। তারা যেখানে আছে সেখানেই তাদের বসবাসের শিক্ষা-দীক্ষা এবং জিবিকার সব রকম সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। তাদের পরিবেশের মধ্যে তাদেরে সর্ব্ব প্রকার সুযোগ দিয়ে তাদের সম্পর্কে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। যাদেরে সমতলে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদেরে কিছু জমি এবং ৫০০'০০ টাকার মধ্যে ৩০০'০০ টাকা দিয়েছেন সেই ২০০'০০ টাকা আজ ৭ বৎসরের মধ্যেও দেওয়া হয় নাই। তারা করবে কি ? তারা সমতলে চাষ করে নাই, তাদেরে হাল, গরু, বীজ ধান কিছুই দেওয়া হয় নাই। এই রকম পুনর্ব্বাসন দিয়ে কি হবে। তার উপর তাদেরে জমিটাও বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই জমির ত সত্ব থাকা দরকার। তাদেরে জমির উপর সত্ব দেন, জল সেচের ব্যবস্থা করে দিন, হাল. গরু, বীজ ধান এবং লোন দিন দেখবেন কোন জুমিয়া জমি ছেড়ে যাবেনা। অনেক ক্ষেত্রে আমি একটা কথা শুনি তারা নাকি তাদের মাইগ্রেটেড স্বভাব ছাড়তে পারবেন না। এটা আমি মানি না। আজকের যুগে আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা দিলে তাদের সেই স্বভাব থাকতে পারে না। আসল কথা তাদের সম্পর্কে পরিকল্পনাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে তদারকি করা হয় না। তাদের অভাব অভিযোগগুলির খোজ খবর নেওয়া হয় না। কোন কলোনীতে কত জন আদিবাসী আছেন কতজন চলে গিয়েছেন আমার মনে হয় তাও সরকারী কর্ম্মচারীরা সঠিক ভাবে বলতে পারবেন না, কোন জায়গায় আছেন কি না তাও তারা বলতে পারবেন না। কেউ বলতে পারবে না কারন তাদের দিকে নজর দেয় না। এ যে বললাম সরকারী কর্ম্মচারীরা বড় রাস্তা পযন্ত যায়। তারা ট্রাইবেল এলাকায় যেতে চায় না। ট্রাইবেল এলাকাতে যাওয়া তারা শাস্তি মূলক মনে করে। ট্রাইবেল এড্‌ভাইজারি কমিটি একটা প্রস্তাব নিয়েছিল যে ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা নাইন টেন পর্য্যন্ত পড়েছে তাদের ট্রাইবেল এলাকায় প্রাইমারী শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ তা করেন না। যারা শহরে হায়ার সেকেণ্ডারী আই, এ, এবং বি, এ তাদেরে দেওয়া হয়। সেই নব্য বাবুরা জঙ্গলে যেতে চায় না। তারা বাজারে যাবেন এবং চা ষ্টলে আড্ডা মারবেন এবং জটলা পাকান। আজ পাহাড়ীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে এই শিক্ষকরা এখানে কেন এসেছেন জটলা পাকাতে, শ্লোগান দিতে না শিক্ষকতা করতে। শিকারী বাড়ী কলোনী, খোয়াইছড়া কলোনী এবং দাদন ছড়া কলোনীগুলি সম্পর্কে ঠিক ঠিক ভবে ট্রাইবেলরা যাতে সেগুলো পায় সেই ব্যব্যস্থা নাই। পত্র পত্রিকায় এসব দেখে কোন বি, ডি, ও সেখানে তদন্ত করতে যায় কি না আমার সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। ট্রাইবেল ডেভলাপমেণ্ট স্কীম এ থেকে কোন রাস্তা হল কি না হল, নাকি বি, ডি, ও এবং কণ্ট্রাকটর এর সহযোগীতায় রাস্তা না হতেই বিল পাশ করে দিল, সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে রাস্তা, রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল করা হয়েছে কিনা ব্রিজ করা হয়েছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার। এগুলো জনস্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন। আমি আশা করি আমি যে তথ্যগুলো হাউস এ আলোচনা করলাম সেগুলো সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে। আমি যতটুকু জানি আমাদের কুলাই হাওরে ধলাই ছড়া

নদীর উপর একটা লিফট ইরিগেশান স্থির হওয়ার কথা। তিন বৎসর যাবত সেখানে কাজ হচ্ছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জল পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। সেলেমায় একটা কলোনী আছে। সেটি এক বিরাট কলোনী। সেখানে ৭০০ রিফিউজি পরিবারের বাস। সেখানে একটি বাঁধ দিলে পরে এ ৭০০ পরিবারের উপকৃত হয়। জলসেচ করে তারা দ্বিগুন ফসল ফলাতে পারে।

দলুছড়াতে, বি, ডি, ও র নাকের ডগায়, যদি একটি বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে প্রায় ১০০০ দ্রো জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়।

হরিসছড়াতেও একটি বাঁধ দিলে পরে সেখানকার বহু জমিতে জলসেচ করে দ্বিগুন ফস উৎপাদন করা যায়। বিভিন্ন স্থানে স্কুলের ঘর নেই। সে সব ঘরগুলো করে দেবার জন্য অনুরে রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I call on Hon'ble member Sri Benoy Bhusan Banerjee.

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন এবং যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী মাননীয় সদস্যগণ অনেক কথাই বলেছেন। কাজে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে পুনরাবৃত্তি হবে। তাই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমি হাউসে দৃষ্টি আকর্ষন করবো। একথা সত্য যে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ অধিবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি এই বাজেটে উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাতে আমরা খুশী নই। এ সব খাতে আরও বেশী করে বরাদ্দ রাখা উচিত ছিল। পূর্ববর্তী বক্তারা যদিও বলেছেন তবুও আ আর একবার বলব যে ত্রিপুরার বাজেট রচনায় ত্রিপুরার মন্ত্রীসভার বিশেষ কোন হাত নেই। য ত্রিপুরার সামগ্রিক প্রয়োজনেরদিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটে রচনা করা হতো তাহলে ত্রিপুরা জনসাধারণ খুশী হতো, এটা আমি উপলব্ধি করি।

মাননীয় লেঃ গভর্ণর এবং অর্থমন্ত্রীও একথা বলেছেন যে, যদি আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ পা তাহলে জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষি কার্য্যের উন্নতি করতে পারবো। ত্রিপুরার বাজেট রচনায় মন্ত্রী পরিষদের কোন হাত না থাকলেও কোন সাবডিভিশনে কোন কাজের প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা মন্ত্রীপরিষদ জানেন। আমি দেখেছি ধর্মনগর সাবডিভিশানে কৃষকদের ফসল হয় কিন্তু বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়। এই যে প্রকৃতির উপর কৃষকদের নির্ভরশীলতা এটা আজকের এই বিজ্ঞানে যুগে আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমরা খেয়ালী প্রকৃতিকে জয় করবো, তার জন্য বিজ্ঞানে সাহায্য নিয়ে আমরা জলসেচের ও সারের ব্যবস্থা করবো, কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলবো তার বাহুতে আসবে বল এবং মনে আসবে ভরসা ত্রিপুরা সুন্দর করে গড়ে উঠবে।

ধর্মনগরে বিরাট বিরাট কয়েকটি মাঠ আছে। সে মাঠের ফসল কৃষক তুলতে পারে না তা

ঘরে। আমি একথা বার বার বলেছি যে সেই সব দুর্গতি কৃষকদের সাহায্য করা প্রয়োজন। সরকার তাদের জন্য প্রেন করলেন, বাজেটে টাকা ধরা হলো। কিন্তু আশ্চর্যের কথা আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সাও ব্যয় করা হলো না। আজ আমার দুঃখ হয় এটা দেখে যে, যেখানে মন্ত্রীপরিষদ আজকে সবুজ বিপ্লব আনতে চান, সেখানে কৃষকের যে হাতিয়ার জলসেচ ও সার। সেই হাতিয়ার তো তাদের দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু বাজেটে প্রভিশান রাখা হয়েছে। সবুজ বিপ্লব আনবে যে কৃষক, তার জন্যে যদি এই হাতিয়ারের ব্যবস্থা শুধু কাগজে পত্রেই থাকে, কার্য্যে রূপায়িত না হয়, তাহলে সবুজ বিপ্লব স্বার্থক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাই আমি আবেদন রাখবো যে বছর বছর বাজেটে প্রভিশান থাকবে অথচ টাকা খরচ হবে না এটা আমি চাই না। আমি চাই যে বাস্তবে সেটা রূপায়িত হউক।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, ধর্মনগরের এই মাইনর ইরিগেশান স্কিমএ বা ড্রেইনেজ স্কিম-এ অত্যন্ত অল্প টাকা রাখা হয়েছে এই টাকা দীর্ঘ তিন বৎসর যাবতই আছে, নতুন কোন ব্যবস্থা নেই। সেই ধর্মনগরের লোক সংখ্যা আগরতলা এবং খোয়াই এর পরেই এবং সেখানকার জমির পরিমাণ ২৭৮৮৯ হেক্টরের মত সেই জায়গায় কৃষকদের আজ জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই।

এই যে কৃষককূল, তাদের যদি আমরা আজ ফ্লাড থেকে রক্ষা করতে না পারি জল সেচের ব্যবস্থা করে উৎসাহিত করতে না পারি তাহলে মাননীয় লেঃ গভর্ণর যে সবুজ বিপ্লবের কথা বলেছেন এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে সবুজ বিপ্লবের চিন্তা করছেন তা সার্থক হবে না।

অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমি আর একটা কথা সংক্ষেপে বলব টেষ্ট রিলিফের জন্য যে বরাদ্দের কথা মাননীয় লেঃ গভর্ণর তার ভাষণে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন, আজ এই বাজেটে তার কোন প্রভিশান হলো না। এই বাজেট দেখে আমি যে স্থান থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেখানকার জনসাধারণকে আমি বলবো যে, এই বাজেটে তোমাদের উন্নতির জন্যে করা হয়েছে, একথা সত্য যে এটাই হচ্ছে ত্রিপুরার আগামী এক বছরের উন্নতির রূপরেখা। এই রূপরেখা দেখেই আমি তাদের বলবো যে, এই তোমাদের জন্যে হচ্ছে। কিন্তু যদি বছরের পর বছর কার্য্য রূপায়িত না হয় তখন আমাকে তারা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি তাদের কি জবাব দেবো? বার বার একথা বলেছি এবং আবারও বলবো, আমরা বাজেট যে ভাবে রচনা করি। কাজগুলো যাতে সেইভাবে সার্থক রূপায়িত হয় সে দিকে যেন আমরা লক্ষ্য রাখি। যদিও ত্রিপুরায় আয় অত্যন্ত সীমিত, কেন্দ্রের দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমরা যে টাকা পেয়ে থাকি, তা যাতে প্রপারলী ইউটিলাইজড হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে আমি মন্ত্রীপরিষদকে অনুরোধ করবো।

আর একটা কথা আমি তুলে ধরতে চাই। অনেক সদস্যই বলেছেন যে, কর্মচারীদের অনেক গ্রিভেন্স আছে এবং সেই গ্রিভেন্স থাকার দরুন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দৈনন্দিন শাসন কার্য

স্থার উন্নতি করতে পারছি না। এটা বলার কোন স্বার্থককতা নাই। এটা দলীয় সার্থেই বলা হয়েছে। কিন্তু একটি কথা সদস্যরা বলেন নি যে, ত্রিপুরার এই ২৩১২৭ হাজার কর্ম্মচারী ছাড়া ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ লোকের মধ্যে বাকী যারা বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং অনুন্নত জনসাধারণ আছে যারা অফিস, কাচারীতে গেলে পরে কি এই কথা ভাবতে বা অনুভব করতে পারে যে এই সরকার আমার এবং এই সব কর্ম্মচারীআমার কথা ভাবে? আমি বলব সরকার যেন তাদের ন্যায্য দাবী পুরণ করেন সাথে সাথে সরকার তাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছে তা যেন কর্ম্মচারীরা পালন করেন। তারা শিক্ষিত। জনসাধারণ তাদের কাছে ভাল ব্যবহার ও সহানুভূতিপুর্ন আচরণ চায়। এবং তাদের যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভের জন্য সরকারের প্রতি তাদের যে অসন্তোস সৃষ্টি হচ্ছে সেই অসন্তোসের সুযোগ নিয়ে, তারা ভিন্ন পথে পরিচালিত হয় এবং সরকারের সে সব শুভ প্রচেষ্টা তাকে তারা বানচাল করে দেয়। সেইদিক দিয়ে আমি আবেদন রাখবো কর্ম্মচারীদের নিকট, যারা দেশের অনুন্নত, অশিক্ষিত তারা অধিকাংশই তাদের শ্রমলব্ধ সম্পদকে আমরা ব্যবহার করি, তাদের এই সম্পদ ছাড়া আমরা জীবন ধারন করতে পারি না। যারা আমাদের শিল্পে কাঁচামাল যোগায় এবং শ্রমিক ভাইদের কাজের সুযোগ করে দেয়, তাদের কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। কিন্তু এটা যে প্রধান অবলম্বন একথাটা আজ মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের মাননীয় লেঃ গভর্ণর। তাই আজ ত্রিপুরা তার উন্নতির পথে যেন ঠিক ঠিক ভাবে অগ্রসর হতে পারে সেই জন্য, আমরা যে যেখানে আছি সকলেই যেন এগিয়ে এসে সরকারের সাথে সহযোগীতা করি এই আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Smt. Renuka Chakrabarty

শ্রীমতী রেনুকা চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, তা আমি সমর্থন করি। প্রত্যেকটি ত্রিপুরা বাসীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচিত হওয়ায় আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। এই বাজেট সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ব্যয় বরাদ্দ ও পরিকল্পনা তাদের কথা সরকারকেও চিন্তা করা দরকার। আমি তাই আজ বলব আমাদের সমাজে যারা শিক্ষিত, যারা সারা পৃথিবীর হালচালের উন্নতি অবনতির খবর রাখে, যারা চিন্তা করে, যারা বলতে পারেন কি করলে আমাদের দেশের উন্নতি হবে। তারাই হলেন এই শিক্ষক ও কর্মচারী। তাদের উপর সরকার যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব তারা যেন ঠিক ঠিক ভাবে পালন করেন এবং দেশবাসীর বিশ্বাসের যেন অবমাননা না করেন সেই আবেদন আমি রাখব। আজ দেশকে গড়ার দায়িত্ব এই শিক্ষক ও কর্মচারীদের উপর।

মাননীয় লেঃ গভর্ণরের ভাষণের জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি তার ভাষণে তিনি তার ভাষণে একটি কথা বলেছেন "আমি আগামী বছরে সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ কাজের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। একটি পরিচ্ছন্ন সুদক্ষ ও জন সেবায় উৎসর্গীকৃত শাসনযন্ত্র সর-

কারকে সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষে পৌছে দেবার একটি প্রধান অবলম্বন।" আমরা অনেক কিছুকেই অবলম্বন মনে করি। করলেই ত্রিপুরার সার্ভিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ত্রিপুরার পরিকল্পনা-গুলির সার্থক রূপায়নের জন্য চাই জনসাধারণের সহযোগীতা ও কর্মপ্রবণতা। সরকার আজ জন-সাধারণের সরকার।

আজকে আমি দুঃখের সাথে একথা বলবো যে, ত্রিপুরার বাজেট নিয়ে আমরা শুধু আলোচনারই অধিকারী। এই বাজেটকে নিজেদের প্রয়োজন মতো রচনা করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আজ ত্রিপুরার এই বাজেট রচনা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। আর একটা দুঃখের কথা হল এই—যে, দেশের জনসাধারণ এই সম্বন্ধে সচেতন নয়। জন সাধারণের ধারণা এই—যে দাবী পুরণ করার ক্ষমতা এই সরকারের আছে। মন্ত্রীদের ইচ্ছার উপরেই দাবী পুরণ সম্ভব। যে সব অসন্তোষ আজ দেখা যাচ্ছে, তার মূলেও তাই। তাজেই আমি বলব, এই যে তিন দিক ঘেরা আমাদের এই ত্রিপুরার ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং আমাদের পূর্ণ রাজ্যের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে আমাদের আদায় করে নিতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে এমন রাজ্য ও আছে যাদের লোকসংখ্যা আমাদের চাইতে অনেক কম, অথচ তারা পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা পেয়েছে। আমরা কেন পাবোনা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সেই দাবী আমাদের আদায় করে নিতে হবে।

ত্রিপুরার বহুমুখী সমস্যা। দারিদ্র, বেকারী, ভূমিহীন ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জ্জরিত এই ত্রিপুরা। আজ ত্রিপুরার এই সীমিত ভূমিতে জলস্রোতের মত উদ্বাস্তু আগমণ করছে। তাদের জমি, ভূমির কোন ব্যবস্থা করার ক্ষমতা ত্রিপুরার নেই। জুমিয়া ও ভুমিহীনদের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়াও একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং ভূমি আইনকে সংশোধন করে ভূমি বণ্টন করার চেষ্টা হচ্ছে। যারা সারা বছর ধরে জমিতে চাষাবাদ করবে এবং ফসল উৎপাদন করবে, তাদের যদি ভূমিতে অধিকার না দেওয়া যায় তাহলে সবুজ বিপ্লব সম্ভব হবেনা। সেদিকে ত্রিপুরা সরকার নজর রেখেছেন, জল সেচ ও সারের ব্যবস্থা ও সরকার করছেন। কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদির জন্যও ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলির স্বার্থক রূপায়ণের উপরই নির্ভর করে সবুজ বিপ্লবের সফলতা। তাই সরকার যেমন ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, তেমনি ঐসব কাজ স্বার্থকভাবে রূপায়িত হয় কিনা সে দিকে জনসাধারণেরও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং সহযোগীতা প্রয়োজন। কেবলমাত্র সরকার এককভাবে তা রূপায়তি করবেন একথা মনে করে জনসাধারণ চুপ করে বসে থাকতে পারেনা।

বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আমি বলবো, এই সমস্যা সর্ব্ব ভারতীয়। ত্রিপুরার ১৬লক্ষ লোকের মধ্যে ২% হলো সরকারী কর্মচারী। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১% সরকারী কর্মচারী। তাই দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার যে এদিকে দৃষ্টি রাখেন নি সেটা আমরা বিশ্বাস করি না। সরকার

এসম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু ত্রিপুরা ক্ষুদ্র রাজ্য, তার আয় সীমিত, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, বিদ্যুৎ ও শিল্পের অভাব। তাই সরকারের ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। বেকাররা শুধু চাকুরীর দিকে নজর না রেখে, ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মনযোগ দিলে এই সমস্যা আংশিক সমাধান করা সম্ভব। ত্রিপুরার বেকাররা একটা সঙ্ঘ করেছেন, এটা খুবই সুখের বিষয়।

যোগাযোগের জন্য আমাদের দরকার সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন। এই রেল লাইন না হলে কোন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এজন্যে জনসাধারণকে আন্দোলন করতে হবে যাতে যতশীঘ্র সম্ভব ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপন করা হয়।

বিমান সম্বন্ধে আমি বলব, বর্ত্তমানে বিমান ভাড়া অত্যাধিক। গত ১লা নভেম্বর থেকে বিমান ভাড়া ৫% বেড়ে গেছে। একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা এই বিমান পথ, এর ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় জন সাধারণের অসুবিধা হচ্ছে। ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিমানভাড়া আরও হ্রাস করা প্রয়োজন। আমি নিজে সেবার দিল্লিতে Secretary to the Ministry of Civil Aviation, Dy. Minister এবং General Manager of I.A.C. সঙ্গে আমি আলোচনা করে ছিলাম। তারা খুব সহানুভূতি সহকারে আমার বক্তব্য শুনেছেন। এবং তারা বিবেচনা করবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি আমাদের সবার পক্ষ থেকে এ দাবী না আসে তাহলে একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় যদি আমরা ত্রিপুরার সবাই বিমান ভাড়া হ্রাসের দাবী করি, তাহলে আমাদের সেই দাবী তারা মানতে বাধ্য হবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমি বলবো যে, যদি দেশকে গড়ে তুলতে হয় তাহলে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই উচ্চ শিক্ষার দিকে নজর বেশী, আমাদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক আমরা সকলে উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবমান হই। ভাব সাধনার সাথে কর্ম্ম সাধনার যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন। কারন আজকে প্রত্যেকটি ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে যায় এবং সেখান থেকে পাশ করে বেকার হয়ে বসে থাকে আর এই শিক্ষিত বেকারের একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সে এই শিক্ষার ফলে যারা কৃষকের ছেলে যারা কর্ম্মকার বা কুম্ভকারের ছেলে তারা আজ তাদের বংশানুক্রমিক কাজে বা ক্ষেতে খামারে যেতে চায় না। তাই আমি বলি কৃষি উন্নতির জন্য আমাদের এখানে এগ্রিঃ স্কুল বা এগ্রিকালচারেল কলেজের প্রতিষ্ঠার দরকার। তারপর মেয়েদের মধ্যেও অনেকে Home Science পড়ে কিন্তু Higher Secondary পাশ করার পর কলেজে এই Home Science পড়ার মত কোন সুবিধা এই ত্রিপুরাতে নাই। সেই Home Science এর কোন ব্যবস্থা না থাকাতে তাহাদিগকে Arts বা Science পড়তে হয়। সেই দিকেও কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা দেখা উচিত। যারা মেধাবী নয় তাহাদিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিত এবং জীবিকা অর্জ্জনের পথ অবলম্বন করতে পারে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া

দরকার। তা না হলে তারা Idle বসে থাকবে এবং নানা প্রকারের উশৃঙ্খলতার দিকে এগিয়ে যাবে। একথা ঠিক যে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও পাইনি। সেটার শিল্পের একটা গুরুত্ব রয়ে গিয়েছে। উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থার মধ্যেও একটা সমতা রক্ষার প্রয়োজন। যদিও ত্রিপুরাতে অনেক শিল্প গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল অবশ্য তা আজও গড়ে তোলা সম্ভব হয় নাই নানাহ অসুবিধার জন্যে। অর্থ বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যাঙ্ক Nationalisation করা হল সেই ব্যাঙ্ক থেকে কৃষক, চাষী এবং গরীব লোকেরা লোন পাওয়ার অধিকারী নন। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে গেলে তাদের সম্পত্তি Mortgage দিতে হয় এবং Mortgage deed Registration এর প্রয়োজন, এই Registration stamp fee বাবত যে টাকার প্রয়োজন তাহা অনেক গরীব কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব তারা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করেন এই ত্রিপুরা রাজ্যকে Notified area বলে গণ্য করা যায় কিনা যাতে এই সমস্ত stamp duty exempt করা যায় কিনা। তাতে আমার মনে হয় গরীব চাষীদের পক্ষে ঋণ নিতে অনেক সুবিধা হবে। West Bengal এবং Assam এই exemption পেয়েছে। এখান থেকে West Bengal গিয়ে Registration করা গরীব চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর দিল্লীতে এবং কলিকাতায় Sales Emporium খোলার জন্যে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত আনন্দের কথা। ত্রিপুরার বাঁশ বেতের নানা রকমের Production হয় সেগুলি ঐসব জায়গার বাজারে পাওয়া যায় না এবং বেশ চাহিদা আছে। সেইগুলি যদি সেখানে বিক্রীর ব্যবস্থা হয় তবে এখানে যে গরীব শিল্পীরা আছে তাদের খুবই সুবিধা হয়। কিন্তু আরেকটি কথা হচ্ছে আগরতলা কামান চৌমুহনীতে যে Sales Emporium আছে সেখানে কিরূপ যে লাভ হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারছিনা। সেখানে উৎপাদক যারা তারা উপযুক্ত মূল্য পায় কিনা সেটা আমাদের দেখা দরকার। উপুর্যপরি হাঙ্গামার ফলে সেখানে যে পরিমান ক্ষতি হয়েছে তাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে যারা জিনিষ পত্রের যোগান দিত তাদের উৎসাহ, আনন্দ, এবং উদ্যম প্রেরণা একেবারে বন্ধ হয়ে তাদের যে ক্ষতি সেটা সরকার থেকে পূরণ করা সম্ভব কিনা, আর যদি সরকার না দেন তবে তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন উপায় ও সামর্থই আর থাকবে না। এখানে আর একটি আইটেম আমরা দেখতে পাই যে Establishment Training Centre এর Tailoring and Weding.-এ এই Tailoring and weding মেয়েদের খুবই সহায়ক। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে সেটা ব্যর্থতাতেই পরিণত হয়েছে। মেয়েরা, ছেলেরা এই Training দিয়ে আসে তার বাজারের রেডিমেড দোকানগুলির সাথে কোন প্রকারেই compete করে উঠতে পারেনা। তাই তাহাদিগকে যদি কোন মিলের সঙ্গে যোগাযোগ. করা যেত তাহা হলে মনে হয় তাদের এই শিক্ষার স্বার্থকতা হত। সুতরাং আমরা যখন কোন plan করি তখন সমস্ত দিকে খেয়াল রেখে যাতে সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত উপকা বা লাভ হয়

তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যে সমস্ত Co-operative Society আছে সেগুলিরও Training এর ব্যবস্থা করা দরকার। মাল সরবরাহ এবং মার্কেটের দিকে দৃষ্টি না রাখলে এসব কুটির শিল্প কোন সময়েই গড়ে উঠতে পারে না।

তারপর মেয়েদের কর্ম শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য আমি এখানে কোন পরিকল্পনা দেখতে পাই না। তাদের জন্য একটা বিশেষ পরিকল্পনা করা দরকার। কর্মশক্তিতে হয়ত তারা সবার সমান থাকতে পারে না, কিন্তু তাদের যে কর্মশক্তি তার যোগ্যতা বিচার করে তাদের জন্যও একটা পরিকল্পনা এখানে রাখলে ভাল হ'ত। কারণ আমি দেখি অর্থাভাব মেয়েদের উপরই বেশী পরে। তাদের সেই অর্থাভাবের দরুন তারা জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য এমন ভাবে তারা বিপর্য্যস্ত হয়ে পরে যে তারা যে কোন চাকুরী নেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়। গতবারও আমি একটা প্রপৃজেল দিয়েছিলাম যদি দুধ ডিস্ট্রিবিউশান সেন্টার মেয়েদের মধ্যে কিছু ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে কিছু সংখ্যক মেয়েদের সেখানে প্রভিশান করা যেত। তাছাড়া কাজু বাদামের যে প্রডাকসান হচ্ছে, সেই কাজু বাদামের প্রডাকসান যাতে বাড়ানো যায় সেই প্রসেজিং এর ব্যপারে যদি ট্রেনিং দেওয়া যায় তাহলে মেয়েরাও সেই কাজু বাদামের প্রডাকসান এর ব্যাপারে অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা করতে পারে। তারপর আমাদের যে ফ্রুট কানিং সেন্টার আছে সেগুলি যদি আমরা সাব-ডিভিশান এর প্রত্যেক জায়গাতে বাড়াতে পারি তাহলে সেখানেও মেয়েদের নিয়োগ করা সম্ভব হবে। তারপর কৃষি ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক শক্তির যে গুরুত্ব আছে সেটা অন্যান্য সদস্যগণও আলোচনা করেছেন, সেই সম্পর্কে আমিও বলব যে ডুম্বুর পরিকল্পনা শেষ হতে আরো দেড় বৎসর দু' বৎসর দেরী আছে। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা বলেছেন যে ডুম্বুর পরিকল্পনা চুক্তি অনুযায়ী শেষ হয় নি। কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারি যে অর্থ অসংকুলানের জন্য পরিকল্পনা অনেক সময় ব্যাহত হয়। সুতরাং আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। ঠিক মত অর্থ না আসলে কোন পরিকল্পনাই সম্ভব হয় না। তারজন্য আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু সেই ডুম্বুর পরিকল্পনা আসার সাপক্ষে আসামের বিদ্যুত-শক্তি আসা সত্বেও আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত শহরে সন্ধ্যার পরে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করার মত লাইটও থাকে না।

Mr. Speaker—Hon'ble member, your time is over.

Smt. Renu Chakraborty. M. L. A—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর একটু সময় বলছি। আমাদের পাওয়ার যেমন দরকার তেমনি Proper utilisation of man power এরও দরকার। সেটা আমরা দেখতে পাই উদয়পুর, অরুন্ধতিনগর, তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি জায়গায় আমাদের প্রডাকসান এর বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যদি আমরা উৎপাদন ব্যাহত করি তাহলে আমাদের দেশ কোনরূপেই উন্নত হ'তে পারে না, আর্থিক সফলতা পাবে না। শ্রমিকদের নানারকম গ্রিভান্স থাকতে পারে কিন্তু তার জন্য কর্মশক্তি

ও অর্থের অপচয় করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কাজেই তাদের যে আলাপ আলোচনা সেটার মধ্যে আপোষ মনোভাব নিয়ে মিমাংসা করাই বাঞ্ছনীয়। তারপর রিলিফ এবং কো-অপারেটিভ সম্পর্কে আমি বলব যে যখনই আমাদের পরিকল্পনা করা হয় তখন সেটার এসেসমেণ্ট আমরা কতদূর করি সেটাও আমাদের দেখা দরকার। কারন অনেক কো-অপারেটিভ রিলিফ এ গড়েউঠেছিল এবং অনেক অর্থও সেখানে খরচ হয়েছিল কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যায় সেগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সেগুলি খোলার জন্য যদি আমরা ব্যবস্থা করতে পারি, এবং রিলিফ-এ যে Fisheries Co-operative-গুলি হয়েছিল, বিপোনিয়াতে লাউগাং শচীন্দ্রনগর কলোনিতে যে কো-অপারেটিভ কিসারীজ হয়েছিল এগুলির জন্য এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কো-অপারেটিভ-এর হেড-এ ফিসারিজ কো-অপারেটিভ-এর জন্য লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়েছে। কিন্তু সেভাবে টাকা ধার্য্য না করে আগে কি হয়েছিল এবং সেগুলির আরো উন্নতি করা যায় কি না সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।

মিউনিসিপালিটি সম্পর্কে আমি বলব যে রাস্তাঘাটের এবং জলের ব্যবস্থার কথা অনেকে বলেছেন যে প্রায় সময়ই জলের অসুবিধা হয়। টিউবওয়েল এবং রাস্তা maintainance হয় না। এগুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাঘাট, খাল ইত্যাদিরও শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। আমি রামনগরের খালগুলির কথা বিশেষ করে বলব। সেগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যে রিপেয়ার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কতগুলি খাল রয়েছে যেগুলির জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোন আউট লেট-এর ব্যবস্থা নেই। এ দিকে আটকানো, ও দিকে আটকানো মাঝ-খানে জল আটকে থাকে। ফলে মশা মাছির উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে। কাজেই সেই মশা মাছির জন্য আগে ডি, টি, টি, এবং অয়েল-স্প্রে করা হ'ত কিন্তু সেগুলিও এখন আর দেওয়া হচ্ছে না যা'র ফলে সন্ধ্যার পর বাড়ীতে বসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট সম্পর্কে বলব যে এ্যাসেম্বলীতে প্রভিশান থাকা সত্বেও লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। স্পীকার হলেন আমাদের হাউসের সুপ্রীম অথরিটি. উনার যদি সাজেশন থাকে এবং সে দিকে যদি কোন ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমরা আজকে বাজেটে দেখতে পাই অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট-এ নানা রকম কর্ম নিয়োগের ব্যবস্থা আছে কিন্তু এ্যাসেম্বলীতে কেন হবে না সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং কমিটি মিটিংএর সময় সেক্রেটারীর একার পক্ষে দৈনিক সমস্ত রকমের কাজ সেরে কমিটি মিটিংএ উপস্থিত থাকা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এ্যাসেম্বলীতেও যদি আরো কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করা যায় তাহলে কাজের দিক দিয়ে ত্বরান্বিত হয় এবং কাজের দিক দিয়ে সুবিধা হয় এবং কণ্টেনজেণ্ট মিনিয়েল আছে এদেরও যদি রেগুলার করা যায় সেদিকে দেখা দরকার। তা না হলে আজকের এই দুর্দিনে এদের পক্ষে পরিবার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তারপর আমি পেনসন হোলডার এবং এম্‌-পলিটিকেল সাফারার সম্পর্কে বলব। চাকুরী জীবন যখন শেষ হয়ে যায় তখন পেনসন এর জন্য তাদের খুব কষ্ট পেতে হয়। টেক্‌নিকেল

ডিফিক্যাল্টিজ যেগুলি থাকে সেগুলি যদি চাকুরীতে থাকা কালিন শেষ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় অবসর গ্রহণের পর তাদের যে আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয় সেটার সম্মুখীন হওয়া থেকে তারা বেঁচে যায়। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যাতে পেনসন হোল্ডারদের পেনসন পেতে দেরী না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে। তাছাড়া এক্স-পলিটিক্যাল সাফারার,

স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তারা তাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টাই জেলে কাটিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, স্বাধীনতার জন্য হাসি মুখে বুলেটের মুখে এগিয়ে গিয়েছেন। তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে মূল্যবান সময়টা হারিয়েছেন এবং দেশ বিভাগের পর তাদের অনেকেই ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে এসে জীবিকার তাগিতে তারা কর্ম সংস্থানের জন্য ঘুরেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সম্মানযোগ্য কাজ পায় নাই। অনেকেই নুন্যতম চাকুরী গ্রহন করেছেন। অর্থাভাবে তারা ব্যবসাতেও বিফল কাম হয়ে গিয়েছে। আমি দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্যাতীত রাজনৈতিক কর্মীদের অবসর গ্রহণের বয়স সীমা ৬৫ বৎসর করে দিয়েছেন। আমি ত্রিপুরা সরকাকেও অনুরোধ করব তারাও যেন অনুরূপ ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বয়স সীমা বাড়িয়ে দেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ৮।১০ বৎসর কাজ করার পরও তারা পারমানেণ্ট হতে পারে নাই এবং পারমানেণ্ট না হওয়ার দরুন তারা পেনসনও পান নাই। এই ভাবে নানা কারণে আমি দেখেছি বৃদ্ধ বয়সে জীবন ধারন করা অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্যাতীত কর্মীর পক্ষে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আমি এই কল্যাণকামী রাষ্ট্রকে অনুরোধ করব যে স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্যাতীত কর্মীদের প্রতি যেন বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বিশেষ করে এদের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব আছে। আর অনুরোধ করব যারা সরকারী কর্মে রত আছেন তাদের অবসর গ্রহণের বয়সীমা ৬৫ বৎসর যেন করা হয়।

বন সম্পর্কে আমি প্রথমই স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে মানুষের প্রয়োজনেই বনের আবশ্যকতা। মাননীয় অভিরাম দেববর্মা বলেছিলেন যে বনের জন্যই মানুষের দরকার। মাননীয় বিদ্যা দেববর্মা বলেছিলেন বনের জন্য যে সব স্থান রিজার্ভ রাখা হয়েছে সেখানে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হত। ওনার মতে বনের জন্য অনর্থক ভূমি নষ্ট না করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া উচিৎ।

কিন্তু উনি ভুলে গিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে বনেই সবচেয়ে বেশী রেভিনিউ আদায় হয় এবং সেই টাকা আবার জনসাধারণের কল্যাণেই ব্যয় হয়। উনি ভুলে গিয়েছেন মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বন অপরিহার্য্য। মানুষের প্রয়োজনেই বন। মানুষের জীবনে প্রতিপদে বনের প্রয়োজন। বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প। বন ব্যতিত ভূমি ক্ষয়, ধ্বস এবং বন্যা প্রতিরোধ করাও সম্ভব নয়।

আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। শুধু পরিকল্পনা করলেই হবে না। পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নের উপরই নির্ভর করছে দেশের উন্নতি। আর তা রূপায়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন সমস্ত জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগীতা এবং সদিচ্ছা। সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে বলতে চাই যে তাদের গ্রিভেন্স আছে। কিন্তু তার জন্য বিক্ষোভের পথ না ধরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোর পথ ধরে এবং সেবার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। সেবার মনোভাব নিয়ে বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিৎ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Sri Naresh Roy—No Sir, Ho.i'ble Chief Minister will not ,speak. I may be given chance.

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন। আমার ধারণা ছিল আপনি বাজেট বক্তৃতা করেছেন।

Sri Naresh Roy— না, আমি করি নাই।

Mr. Speaker—Your name is not in the list.

Sri Naresh Roy—জানিনা কি করে লিষ্ট দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের যে বাজেট এই হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন আমি সেই বাজেট সমর্থন করি। একটা কথা আছে সমাজ, জাতি এবং দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে আয়ের উৎস পথগুলি খুলে দেওয়া এবং ক্ষতির পথগুলি বন্ধ করা। আমাদের ত্রিপুরায় আয়ের উৎস নাই বলিলেই চলে। তথাপি যা কিছু আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে লোন গ্র্যান্ট ইত্যাদি বাবত আমরা যে টাকা পাই সব কিছু মিলিয়ে এবারের বাজেট হল সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকার মত। এই সবটা টাকাই আমরা দেশের জন্য সমাজের জন্য খরচ করব। অবশ্য স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা ধাপে ধাপে কার্য্যের দ্বারা ত্রিপুরাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে এবং বহুলাংশে আমরা অগ্রগতি করতে সমর্থ হয়েছি। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে এই কথা আমরা সহজে বুঝতে পারি যে প্রাক-স্বাধীনতার যুগে ত্রিপুরার অবস্থা যা ছিল তার থেকে বহুলাংশে আমরা উন্নতির অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছি। তথাপি কেন আমরা সমালোচনার সম্মুখীন হই? তারও বিভিন্ন কারণ রয়ে গিয়েছে। সেটা হল ক্ষতির যে সমস্ত পথ রয়েছে তা আমরা সর্ব্বক্ষেত্রে বন্ধ করতে সক্ষম হই নাই। এই ক্ষতির পথগুলি বন্ধ করতে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন মানুষের নৈতিক চরিত্র। যাকে বলে মরেলিটি। কোন জাতির যদি সেই নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটে তাহলে সেই জাতি সেই দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে না! আমাদের দেশের সর্ব্বত্র আজ সেই নৈতিক পরাজয়।

আমরা যারা শিক্ষিত মানুষ, আমি মনে করি চাকুরীজীবি যারা তারাই শিক্ষিত মানুষ বিশেষ করে, আমরা বাঁচার জন্য, বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করি। নায্য আন্দোলনই আমরা করি যেহেতু সেটা আমরা পাওয়ার যোগ্য, যেহেতু অন্যান্য ক্ষেত্রে সবাই পেয়ে থাকে এবং সেইভাবে পেলে পরে আমরা বাঁচতে পারি। এবং সেই বাঁচার জন্যই আন্দোলন করি। কিন্তু আর একটা দিক আমরা ভুলে যাই যে আমরা যে কর্ত্তব্যে নিযুক্ত আছি সেই কর্ত্তব্য আমরা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করি কি না? বহু অফিস আদালত আমি ঘুরে দেখেছি কোন অফিসই ঠিক ঠিক টাইমে বসে না। কমপক্ষে এক ঘণ্টার এদিক সেদিক ত হয়ই। রেগুলার ১ঘণ্টা করে যদি প্রতি অফিসেই কাজের ফাকি পড়তে থাকে তাহলে জাতীয় স্বার্থের প্রতি কতটুকু কর্ত্তব্য করি সেটা শিক্ষিত মানুষের একটা চিন্তনীয় ব্যাপার। জনসাধারণের সুখ সুবিধার জন্য আমাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। জনসাধারণের সুখ সুবিধা আমরা করে থাকি তবে তাদের একটু হেস্ত নেস্ত করে জনসাধারণকে নাস্তানবুদ করে হয়ত করে থাকি তাও বিভিন্ন উপায়ে তাদের থেকে অর্থ আত্মসাত করে। সেটা কি একটা জাতীয় চরিত্র? যে দেশের যে সমাজের জাতীয় চরিত্রের উত্থান না ঘটবে সেখানে দেশ অগ্রগতির পথে যেতে পারেনা। সুতরাং এটা একটা বড় ক্ষতির কারণ। আমরা যখন স্কুলে পড়ি স্কুলের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য আমরা আন্দোলন করি যেটা আমাদের প্রয়োজন। আমরা ভালভাবে শিক্ষা লাভ করব, আমাদেরে ভালভাবে শিক্ষা দিবে এটা আমরা চাই। কিন্তু ইস্কুলে আমরা যখন পরীক্ষা দেই তখন ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়। এটার কারণ কি? আমরা এমন কতগুলি খারাপ কাজ করি যার জন্য এই action নিতে হয়। এটাই কি আমাদের জাতীয় চরিত্র? সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং শিক্ষাব্রতী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য রাখতে হবে যে জাতীয় অগ্রগতি বাধা দিলে সেটার বিরুদ্ধে যেমন আমরা আন্দোলন করব, আমাদের বাঁচার পথের বাধা অতিক্রম করার জন্য যেমন আন্দোলন করব সেই রকম নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করে জাতীয় চরিত্রকে উন্নত করে জাতিকে অগ্রতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

মাননীয় সদস্য একটা কথা বলেছেন যে কৃষকের এবং শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে B. A. পাশ করে তাদের একটা মোটিভ থাকে চাকুরী করার। কৃষি কার্য্যে তারা অনেক সময় যেতে চায় না। এটা স্বাভাবিক। আমার কথা হল কৃষকের ছেলেরা যেমন চাকুরী করতে চায় অন্যেরাও তেমনি কৃষিকার্য্যে ঝোক দিলে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠবে।

বেকার সমস্যা একটা সাংঘাতিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারতেছিনা। বিচার করে দেখা গিয়েছে শিক্ষিত চাকুরীজীবি পরিবারের ছেলেদের দাবীই অগ্রগণ্য, কারণ দেখা গিয়েছে 1st Division, 2nd Division ছাত্রছাত্রীর উদ্ভব হয় তাদের ঘরেই। ঘোড়ার ঘরে ঘোড়ার বাচ্চা হবে—গাভীর বাচ্চা হবে না। কিন্তু সে কথা ত কেউ উপলব্ধি করে না। সিডিওল ট্রাইব এবং সিডিওল কাষ্ট সুযোগ সুবিধা পায় তাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু Sch. Tribes

এবং Sch. Cast এর মধ্যে যারা উন্নত শিক্ষিত যে সব পরিবারে ৪।৫ জন চাকুরী করে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দরকার নেই। Sch. Caste পর্য্যায়ের নয় তাদেরে সুযোগ সুবিধা দেওয়া বন্ধ করুন। Sch. Caste যাদের কোন জমিজমা নেই, যে পরিবারের কেউ চাকুরী করে না যাদের কর্ম সংস্থানের কোন উপায় নাই এরকম পরিবারে ছেলেদের চাকুরী দিতে হবে তা সেই যে ডিভি-শনেই পাশ করুক। সেই রকম Caste হিন্দুদের মধ্যে যে সব পরিবার দুস্থ যাদের কোন সহায় সম্বল নেই তাদেরে চাকুরীর দাবী অগ্রগন্য। Caste হোক Non Caste হোক আমাদের প্রথম চিন্তা করতে হবে সমাজের সহায় সম্বলহীন মানুষগুলি সম্পর্কে। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আইন তাদের সাহায্য করেনা বরং এই আইনের ফলে এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃ বঞ্চিত হচ্ছে। বেকার সমস্যা সমাধানে আমার একটা প্রস্তাব যে সব পরিবারে ৪/৫ জন বা ২ জনের অধিক চাকুরী করে আপাততঃ সেই সব পরিবারের সন্তানদের চাকুরী দেওয়া বন্ধ রাখা হোক আর যে সব পরিবারে কেউই চাকুরী করেনা সেই সব পরিবারের সন্তানদের যোগ্যতা অনুসারে সরকারী এবং বেসরকারী চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক।

আর একটা জিনিষ ঘনশ্যাম বাবু উপজাতিদের কথা বলেছেন। সেটাও চিন্তা করার ব্যাপার। কিন্তু আমার কথা হল সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করতে গেলে শুধুমাত্র একটা শ্রেণীর মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। যারা সত্যিকারের কৃষক যারা কৃষি কাজ জানে তাদের দ্বারা যদি সেই বিপ্লবকে পরিচালিত করা না হয় তাহলে সেই বিপ্লব সার্থক হতে পারেনা। যারা বা যে শ্রেণীর লোক কৃষি কাজ জানেনা তাদের দ্বারা যদি আমরা সবুজ বিপ্লবকে সার্থক রূপায়ণ করতে যাই তা হলে আমরা ভুল করব, আমরা ব্যর্থ হব। কাজেই আমি ট্রাইবেলও বুঝিনা নন-ট্রাইবেলও বুঝিনা যারা প্রকৃত কৃষক বা কৃষি কাজ জানেন আমাদের সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে তাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব এবং দায়িত্ব দিতে হবে। ট্রাইবেল প্রজেক্ট এবং অন্যান্য পরিকল্পনা হয়েছে সেখানেও ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলকে পাশাপাশি সুযোগ দিতে হবে তবে আমরা সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করতে পারব। সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে প্রথমতঃ দরকার পতিত জমি আবাদ করা চাষের জন্য জল সার এবং উন্নত বীজের ব্যবস্থা করা। জল সেচের বিশেষ ব্যবস্থা নেই আমরা প্রতি বৎসরই বলে আসছি। সারের দামও এই বৎসর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এক কাণিতে সার দিতে খরচ পরে প্রায় ৩৫/৪০ টাকা। এত টাকা খরচ করে কোন কৃষক চাষ করতে সাহস পাবে বলে আমার মনে হয় না। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার তা হল ক্রমাগত এবং অব্যাহত উদ্বাস্তুর আগমন। বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু রয়ে গিয়েছে যারা কোন ক্যাম্পে যায় নাই বা সরকারের নিকট নামও রেজিষ্ট্রি করে নাই। সরকারও এই বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তুর খবর রাখেন না। আমার মনে হয় নবাগত এবং পুরাতন মিলিয়ে প্রায় অর্দ্ধেক উদ্বাস্তু নাম রেজিষ্ট্রি করে নাই। অথচ এরাও উদ্বাস্তু। সরকারের উচিৎ বর্ত্তমানে যে সেন্সাস আরম্ভ হয়েছে এই সময়ে এই নন-রেজিষ্টার্ড উদ্বাস্তু যে যে স্থানে যে

অবস্থায় আছে তাদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদেরে নাগরিক অধিকার দিয়ে দেওয়া। তা না হলে এই সব উদ্বাস্তু ফাঁকে পড়ে যাবে। আমি আবার শেষ বারের মত বলছি। আমরা যখনই জাতির অগ্রগতির জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করি তখনই আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যেন ক্ষতির পথগুলি বন্ধ করতে পারি, তা না হলে আমাদের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ হবে না এবং জাতির উন্নতি ব্যাহত হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

Sri Sachindra Lal Singh, (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৭০—৭১ সালের যে বাজেট রাখা হয়েছে তা হল ৩১ কোটি ৫৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। তার মধ্যে ৫৮২·৭৩ লক্ষ টাকা পরিকল্পনার জন্য। ১৯৭০—৭১ সালের পরিকল্পনায় ৮১৬·৮১ লক্ষ টাকার মত হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। আর ৫৫০ লক্ষ টাকার ঋণ বা অনুদান হিসাবে এই পরিকল্পনার জন্য পাওয়ার সম্ভবনা আছে।

এই বাজেটকে আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বাজেট বলছি। কেন বলছি, ব্যাঙ্ক নেশনেলাইজেশন এরপর ভারতবর্ষে একটা নূতন যুগের সূচনা হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের কেপিটেল দেশের অধিকাংশ শিল্প ব্যবসাকে পরিচালিত করছে। সেই ক্যাপিটেল এতদিন ব্যক্তিগত ছিল এখন রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়েছে। এখন এই বিরাট ক্যাপিটেলকে আমরা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারব। প্রায় সব জায়গাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হচ্ছে এবং এই শাখাগুলি মারফত এক কোটি টাকার মত ঋণদানের পরিকল্পনা নেওয়া হবে। সেই ভাবেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটও রচিত হয়েছে। যে পুঁজি ছিল ব্যক্তিগত সেটাকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে দেশের গরীব উৎপাদনশীল মানুষের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই বাজেটেও তার প্রতিফলন হয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বাজেট—। ত্রিপুরা রাজ্য একটি পশ্চাদপদ রাজ্য। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি সেই অনুসারে ত্রিপুরাতেও আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এবং সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই এই বাজেট কোন করও বৃদ্ধি করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারও জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী হচ্ছে ট্রাইবেল এবং উদ্বাস্তু। এবং সেই কারণে আমরা এই বাজেটে কোন টেক্স না ধরেও এত বড় একটা অঙ্ক আমরা পর্যবসিত করতে পেরেছি। সমাজবাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই কেন্দ্রীয় সরকারও এই ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই একটা জাতির শক্তি এবং শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে জনসংখ্যার তুলনায় ভারত উৎপাদনের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। স্বাধীনতার পর আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে উন্নত করার চেষ্টা করেছি। এবং তারই জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহন করেছি। প্রি-ইন্টিগ্রেশান এবং বর্তমান সময়ের সঙ্গে যদি আমরা ত্রিপুরার অবস্থা এবং বাস্তব চিত্র-

তুলনা করি তাহলে কি দেখি—লোক সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষের কোন ষ্টেটে দ্বিগুণ লোক বৃদ্ধি হয় নাই। এমন কি একগুণ বা দ্বিগুণও হয় নাই। এই তিনগুণ লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ভার আমরা সহ্য করতে পেরেছি এই কারণে যে আমাদের চিন্তাধারা ছিল সমাজবাদী। আজকে হয়ত রাস্তা হয়েছে বলতে পারি কিন্তু তখন কি অবস্থা ছিল? There was no road connection. সত্যি কথা বলতে গেলে তখন ত্রিপুরা ছিল সমগ্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অংশ এবং জঙ্গল পূর্ণ। তখন আমাদের সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলে এই জনসমুদ্রকে বাঁচাবার জন্য, তাদের সক্রিয় করে তোলার জন্য, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেন। তখন এই সর্ব্বহারা মানুষদের না ছিল ভূমি না ছিল অর্থ। কোন কিছুই ছিল না এবং তাদের বাঁচার দাবীকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। আজকে ত্রিপুরায় কমিউনিকেশান গড়ে তুলতে পেরেছি। রেল লাইনের জন্য সার্ভে করা হচ্ছে। এই রেল লাইনের জন্য central budget এ অর্থ ধরা হয়েছে। এই স্থানকে যদি আমরা কৃষি, শিল্প সর্ব্বতোভাবে উন্নত করতে চাই তাহলে শুধু মোটর কমিউনিকেশানে হবে না রেলপথ চাই। শুধু তাই নয় আরও চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে সম্পদ বৃদ্ধি করা যায় কি না। তাই প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান চলছে। জিওলজিকেল সার্ভে করা হয়েছে। আমাদের সেইরকম লোক ছিলনা, যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু আমাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল, পরিকল্পনা ছিল যে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে বৃদ্ধি করব এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে ত্রিপুরাতে ড্রিলিং করার জন্য এক কোটি আশি লক্ষ টাকার মেসিন ক্রয় করা হচ্ছে। কেন এইসব হচ্ছে না সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য। পিছিয়ে পড়া, সর্ব্বহারা যে মানুষ তাদের জন্যই সম্পদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বহারা হয়ে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে কামার আছে, কুমার আছে, সুতার আছে। এরা সব স্রষ্টার জাত। এদের সৃষ্টি করার ক্ষমতা জোগানের জন্যই আমরা এতসঃ পরিকল্পনা করেছি। আর দিকে আছে আদিবাসী ভাইরা। তারা শ্রমজীবী মানুষ, তারা পাহাড়ে বন্দরে তাদের আদিম প্রথা অনুসারে চাষ করছে। এই শ্রমজীবী মানুষদেরকে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় শিক্ষিত করতে হবে।

তাই ত্রিপুরারাজ্য বর্ত্তমানে একদিকে চলছে আদিবাসী ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দিয়ে আধুনিক কৃষি কার্য্যে শিক্ষিত করে তোলার পরিকল্পনা আর অপরদিকে যারা পূর্বপাকিস্থান থেকে এসেছে যাদের কিছুই নেই তাদের কৃষি অভিজ্ঞতাকে, তাদের শিল্পকে কাজে লাগিয়ে তাদেরে জীবনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিকল্পনা চলছে। আরও আছে সর্বাধুনিক কৃষি কার্য্যের প্রচলনের মাধ্যমে আদিবাসী এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে মিলনের এক প্রচেষ্টা। তাহলে একথা এখন পরিস্কার যে এ বাজেট হচ্ছে সর্বহারাদের উন্নতিকল্পে এক বিরাট বাজেট।

ভূমিহীন এবং আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের প্রচেষ্টা চলছে। এখন কথা হচ্ছে এই বিষয়ে অগ্রাধিকার কাকে দেব সে কথাও বাজেট ভাষণে উল্লেখ আছে। জুমিয়া এবং সিডিউল কাষ্ট অগ্রাধিকার

দেওয়া হবে, তারপর হল্ যারা নন্-সিডিউল ভূমিহীন কৃষক তাদেরে। অতএব এই বাজেটের কোথায় যে বড় বড় লোকের জন্য টাকা এবং সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে কেউ তা বলেন নি

ত্রিপুরার ছোট ছোট কুটির শিল্পগুলি গড়ে তোলার জন্য এই বাজেটে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চা শিল্পের উন্নতির জন্য এই বাজেট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চা শিল্পের প্রসারের জন্য কর্পোরেশানের মাধ্যমে ঋণ দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যারা পরিশ্রম করে যারা শ্রমিক তারা যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা পেতে পারে তাঁর ব্যবস্থা করার জন্য একটা ত্রিপার্টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শ্রমিকরা যাতে কোনদিক দিয়ে কোন অবস্থায় বঞ্চিত না হতে পারে তার জন্য এই ত্রিপার্টি কমিটি করা হয়েছে।

তারপর ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা আমরা জানি যে "বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।" বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এখানে একটা ভাষা কমিটি করা হয়েছে। কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অল ইণ্ডিয়ায় যে পরিভাষা হচ্ছে এবং বাংলা দেশে যে পরিভাষা হয়েছে সেই পরিভাষা এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যেও যে সব পরিভাষা প্রচলিত আছে, এক সময় ত্রিপুরার সরকারী ভাষা ছিল বাংলা, এই সব পরিভাষা মিলিয়ে আমরা নুতন ভাবে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষাকে রূপ দেওয়া হবে। অপরদিকে ত্রিপুরায় আদিবাসী যারা আছে তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই বাজেটে প্রকল্প রাখা হয়েছে। শুধু এই বৎসর নয় তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য ১৯৪৭ সাল থেকেই বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে আসছে। প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী অল ইণ্ডিয়া নাচ গান কম্পিটিশানে ত্রিপুরার আদিবাসীদের পাঠানো হয়। তাদের জন্য রেডিও প্রতিদিন ১৫ মিনিট ত্রিপুরী ভাষায় প্রগ্রাম রাখা হয়েছে এবং তাদের ভাষায় যে গান আছে তাও দেওয়া হয়।

সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন যে প্রডাক্সন নাকি কমে গিয়েছে। আমি এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯৬৮-৬৯ এবং ৬৯-৭০ সালের উৎপাদনের পরিমান বলছি—

সাল	চাষ ভূমির পরিমান	উৎপাদনের পরিমান
১৯৬৮-৬৯	৬৫২৬'৬০ একর	২০৭৪.৩০ মেট্রিক টন
১৯৬৯-৭০	৬৫৯৫৫০ একর	২২০৬৩০ মেট্রিক টন

সুতরাং ভুল তথ্য হাউসের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন। আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাও দেখতে হবে তা কি পরিস্থিতিতে হয়েছে। যে মানুষদের কোন কিছুই ছিল না তাদের জমির মালিকানা দিয়ে, তাদেরে নুতন আধুনিক ধারায় চাষাবাদে শিক্ষিত করে উন্নত বীজ সার দিয়ে আমরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

সেই মানুষকে জমির মালিকানা দিয়ে চাষাবাদের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা আমরা করেছি। আলুর চাষ, চীনা বাদামের চাষ, ইক্ষুর চাষ প্রভৃতির ব্যাপারে নুতন ভাবে আমরা

তাদের শিক্ষা দিয়েছি। ফসল্ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন সারের। ভারত সরকার কৃষির ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব আনয়ন করার জন্য ভারতবর্ষে মেনিউরের ফেক্টরী গড়ে তুলেন। তাই সস্তা দরে আমরা ক্যামিক্যাল মেনিউর পাচ্ছি। কোন মাটিতে কতটুকু সার দিতে হবে তাহা নির্ণয় করার জন্য পূর্ব্বে আমাদের কোন লোক ছিল না। আজ আমরা দেশের বহু লোককে এই ব্যাপারে ট্রেনিং দিয়েছি। তার জন্যই আজ সবুজ বিপ্লব হচ্ছে। ভূমির পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন জমিতে কি সার দিতে হবে সেই দিক দিয়ে আমাদের কৃষকরা আজ পিছিয়ে নেই। জমিতে কোন সময়ে কতটুকু জল রাখতে হবে সেইদিক দিয়েও আজ তারা শিক্ষিত হয়েছে। কি করে জালা করতে হয়, কতদিন জালা রাখতে হবে, কতটুকু জল দিতে হবে সেখানে কতটুকু ফার্টিলিসার দিতে হবে সেখানে সেই বিষয়ে ত্রিপুরার কৃষকেরা আজ শিক্ষিত। আজ তারা কৃষির দিক দিয়ে ভারতবর্ষের কোন ষ্টেট থেকেই পশ্চাদপদ নন। তার আমরা আশা করছি যে সবুজ বিপ্লবকে আমরা গ্রহণ করেছি সেটাকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারব। যেমন জলের ব্যবস্থা হচ্ছে তার সাথে সাথে কৃষকদের যাতে ঋণ দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও হচ্ছে। ট্রাইবেল কলোনীতে যে সমস্ত উঁচু জায়গা আছে সেখানে হর্টি কাল্চার প্লেনটেশন ইত্যাদি করার ব্যবস্থা হয়েছে। ত্রিপুরার মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে এখানের মাটিতে যথেষ্ঠ উর্ব্বরা শক্তি আছে। ভালভাবে কৃষিকার্য্য করলে এখানে অন্য কোন জায়গা থেকে ফসল কম উৎপন্ন হবে না। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন ত্রিপুরার ধানের চাষ কমে গেছে, ইক্ষুর চাষ কমে গেছে, আলু রাখবার জন্য কোন কোল্ড ষ্টোরেজ নেই আলুর দাম কমে গেছে। আমি এটা স্বীকার করবোনা। উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়াতেই দাম কমেছে। উৎপাদন যদি না হত তাহলে দাম কমার কোন কারণ ছিল না। একদিকে তারা বলছেন দাম কমে গেছে। অন্যদিকে বলেছেন উৎপাদন কমে গেছে। এটা কিভাবে যে সম্ভব আমি বুঝি না। তারা সত্যকে অস্বীকার করছেন। কিছু বলতে হবে তাই তারা বলছেন। আমরা এবার অনেক জায়গায় সিজনেল বাঁধদিয়েছি, কারণ বড় বড় বাঁধ দিতে সময় লাগে। তাই সিজনেল বাঁধ দ্বারা আমরা বরো ফসলের চাষ বৃদ্ধি করেছি। যারা বলেছেন ফসল বৃদ্ধি হয়নি আমি তাদেরকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। গত বৎসর চাষ হয়েছিল ২২,৩৮০ একর এবার চাষ হয়েছে ২৭,০০০ একর জমিতে। যে সব সর্ব্বহারা মানুষের জমি ছিল না, গরু ছিল না সার ছিল না, আজ তারা কৃষির দিক দিয়ে অনেক উন্নত। এ জন্য আমরা সত্যি গর্বিত। এ জন্য আমি বলব এ বাজেটে সমাজ বাদী বাজেট, এ বাজেটে সর্ব্ব হারাদের অধিকার দেওয়ার জন্য বাজেট। সুগার কেন সম্বন্ধে বলব। সুগার কেন ছিল ৬,৬০০ মেট্রিক টন, আর সেখানে হয়েছে ৬,৯১০ মেঃ টন। কাজেই সুগার কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তবু তারা তা বলবেন। কারণ তারা মনে করেন আমাদের বাজেট চীন থেকে অনুমোদিত হয়ে আসেনি। যদি চীন থেকে অনুমোদিত হয়ে আসত তাহলে তারা বলত গণতান্ত্রিক বাজেট। কারণ ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য

সুবন্দোবস্ত আমরা করেছি। তাদের রোগ হলে পরে তাহাদিগকে এম্বুলেন্স করে আনার যে খরচ তাও আমরা দেব, তাদের চিকিৎসা করার জন্য যে খরচ তাও আমরা দেব, কোন দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যদি পাঠাতে হয় তাও আমরা দিব। দেশের উদ্বাস্তু, উপজাতি, সিডউল কাষ্ট ভূমিহীন সবাইর যাতে উন্নতি হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য আছে। তার সাথে সাথে আমরা চিন্তা করছি যারা বর্গাদার তাদের ভূমি থেকে যাতে উচ্ছেদ করতে না পারে। তাদেরকে ভূমির অধিকার দিতে গেলে পরে আমাদের চিন্তা ধারা নিয়ে সেটা করা হবে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি বলব জোর করে অন্যের জায়গা দখল করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হবে। আইনানুগভাবে জায়গা দখল করতে চেষ্টা করুন, তাহলে পরে সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে অনেক মঙ্গল হবে। কারণ জোর যার মুল্লুক তার এটা জঙ্গলের আইনে চলে, এটা সভ্যতার আইনে চলে না। আমরা ফোর্স টাকে গিভ আপ করেছি। ফ্লাড প্রটাকসান আমাদের গড়ে তুলতে হবে তার জন্য এখানে সার্ভে কার্য্য আমরা শুরু করেছি। আমরা জানি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেটাকে যদি সমাজবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হয় তাহলে পাওয়ার প্রয়োজন। সেই পাওয়ার এর পরিকল্পনা নিয়া উমিয়াম থেকে আমরা পাওয়ার আনছি এবং তাহা ধর্মনগর পর্যন্ত এসেছে। রাশিয়ার একটা মেসিন এসেছে। আমরা আশা করি পাওয়ার এর ব্যপারে আমরা সেলফ সাফিসেণ্ট হব। বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আমি বলব যে সমস্ত বেকারদের আমরা চাকুরী দিতে পারব না। অতএব ব্যাঙ্কিং হেল্প আসার সাথে সাথে তারা যেন ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি ট্রেড এণ্ড কমার্স গ্রহণ করার জন্য ছোট ছোট কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করেন। তারা যাতে এই কাজ গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য এই বাজেটে আমরা একটা পরিকল্পনা রেখেছি। অতএব যারা বেকার এডুকেটেড যুবক তাদেরকে বলব এই পরিকল্পনা যেন তারা গ্রহণ করেন। এখানে আই, ও, সি এর যে পেট্রোল আসছে তার জন্য যে সব পাম্প হবে, গ্রেজোয়ট এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রেজোয়েট যারা আছে আমি তাদের বলব তাদের ছাড়া আমরা অন্য কাউকে দিচ্ছি না। তারা যদি কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করে তাহলে আমরা তাহাদিগকে সেই সুযোগ দিব যাতে তারা সেখানে গিয়ে তাদের জীবনকে উন্নত করতে পারে। ত্রিপুরাতে কুটি কুটি টাকা আমাদের বাজেটে প্লেন হচ্ছে, যেই সমস্ত ফার্টিলেজার থেকে শুরু করে রোড কন্সট্রাক্সান পর্য্যন্ত যে সব ওয়ার্ক যদি তারা কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করে তাহলে যারা ব্যক্তিগত ব্যবসা করছেন সেই ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে সমাজগত ভাবে তাদের হাতে তা দিয়ে আমরা সমাজবাদী সমাজ গঠন করব। তাই আমি যুবকদের বলব যে কাম হিয়ার এণ্ড ফরম দি কো-অপারেটিভ সোসাইটি এণ্ড টেইক আপ অল দি প্রডাকসান সোর্স ইন ইউর হেণ্ড বাই হুইচ ইউ কেন আপ লিফট দি ত্রিপুরা সোসাইটি।

আজ ২২ বৎসর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই জায়গাতে উপনীত হয়েছি সমাজ বাদী সমাজকে গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীর মধ্যে একটা অক্কল রয়ে গেছে। তাই আজকে

চৈনিক ভাইদের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। কারণ এটা যদি সাফল্য হয় তাহলে তাদের মহা ক্ষতি হবে। কারণ যে টাকা পয়সা আসছে সেটি বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব সে জন্ম তাদের মনে একটা আতঙ্ক আছে। আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ বাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ম এই বাজেট তৈরী করছি। শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সব দিক দিয়ে লক্ষ্য করে যাতে সাধারণ মানুষের উপকার হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া স্মল পক্স ইত্যাদি যাবতীয় রোগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আমরা করেছি। আমরা দেশের সর্বত্র হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী, প্রাইমার হেলথ সেণ্ট্রার করেছি। সেখানে রোগীদের রাখা হয় এবং বিনা পয়সায় ঔষধ পত্রাদি দেওয়া হয়ে থাকে। উদ্বাস্তু ট্রাইবেল সবাইর চিকিৎসার

ইতিমধ্যে এডুকেটেড ক্লাশ একটি সোসাইটি করেছে এবং আমরা তাদের ২২,০০০ টাকা দিয়েছি এবং তারা কাজ শুরু করেছেন। অতএব আমি বেকার ভাইদিগকে বলব এগিয়ে আসতে। আর একটি কথা বলা হয়েছে বেকার যুবক যারা তাদের এডুকেশান ডিপাঃ এ শিক্ষকের কাজে নেওয়া হচ্ছে না। যারা ট্রাইবেল এণ্ড সিডিউলড কাষ্ট তাহাদিগকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কন্সটিটিউশান ওয়েতে তারা সেই সুযোগ পাবে, রাইট হিসাবে পাবে। এডুকেশান এ একজন এম, এ, বি, এ পাশ করল তাকে দেব না, থার্ড ক্লাশকে দেব, আর এখানে যারা থার্ড ডিভিশান এ যারা পাশ করল তারা গরীবের ছেলে আর ফার্ষ্ট ডিভিশান এবং সেকেণ্ড ডিভিশান এ যারা পাশ করছে তারা ধনীর ছেলে এটা ঠিক নয়। আমি বলব ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ফার্ষ্ট ক্লাশ এবং সেকেণ্ড ক্লাশ এ যারা পাশ করেছে তাদের মধ্যে ৬৫ পার্সেণ্ট ৭৫ পার্সেণ্ট গরীবের ছেলে। এবং এডমিনিষ্ট্রেশানেও তারা আছেন। অতএব গরীবের ছেলেরাও এখানে আছেন। গরীব ছেলেরা ফার্ষ্ট এবং সেকেণ্ড ডিভিশন এ পাশ করবে না এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। বরং যারা বড় লোক হয় লেখাপড়ায় তার একটু উদাসীন থাকে। তাই ফার্ষ্ট ডিভিশন সেকেণ্ড ডিভিশন এ বিশেষ করে বেকওয়ার্ড কমিনিটি বিশেষ করে নাথ সম্প্রদায় যাচ্ছে। ট্রাইভেল এর মধ্যে ফার্ষ্ট এবং সেকেণ্ড ডিভিশন আছে। লেখাপড়া জিনিষটা সমাজের উপর এবং নিজের উপর নির্ভর করে। যেখানে মা বাপ খুব কেয়ারফুল হয়, সেখানে সৃষ্টিও সুন্দর হয়। আর তারা যদি উদাসীন থাকেন তাহলে সৃষ্টিও উদাসীন হতে বাধ্য। The Creature should be aware of Creation. সেজন্ম আমরা পরিবার পরিকল্পনা চাই। অতএব পরিবার পরিকল্পনার দিকে নজর দেওয়ার জন্ম আমি স্রষ্ঠা দিগকে অনুরোধ করব।

আর একটি কথা হল ত্রিপুরাতে আমরা তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট করছি। অতি শীঘ্রই তাহা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা আমরা করব। অতএব যারা শিক্ষা বিভাগে চাকুরী চান শিক্ষার মানকে রাখার জন্ম আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সিডিউল কাষ্ট এবং ট্রাইব যারা আছে তাদের কনষ্টিটিউশনাল যে অধিকার তা তাদের দিতে হবে এবং সেটা দিতে আমরা বাধ্য। অতএব সেই দিকে লক্ষ্য

রেখে আমরা বাজেটে বরাদ্দ করেছি। তাই আমি এই বাজেটকে অভিনন্দন করব একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা রাজনৈতিক বাজেট, আমরা এখানে রাজনৈতিক দল হিসাবে এসেছি, এখানে ঠাকুরের দল বা বৈষ্ণবের দল আসেনি। আমরা চাই গণতান্ত্রিক সমাজ- ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব। এখানে আমরা বৈষ্ণব সেজে হরি সংকীর্ত্তন করতে আসিনি। বিশেষ মতবাদ এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপায়ন করার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করব এবং যাতে সেটা সাফল্যমণ্ডিত হয় তার জন্য চেষ্টা করব। আমি জানি জনসাধারণ সেটাকে অভিনন্দন জানাবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—The General discussion on Budget for 1970-71 is over. Next item in the list of business is private Members Resolution. I would call on Sri Debendra Kishore Choudhury to move his Resolution that this House request the Govt. to form a Committee with the following members of the Assembly to investigate into the auction of Suji and flour on account of Govt of Tripura in the month of November, 1969 in the Union Flour Mill at Silchar.

1) Sri Promode Ranjan Das Gupta
2) Aghore Deb Barma
3) Sunil Ch. Dutta
4) Debendra Kishore Choudhury
5) Abdul Wazid
6) Monomohan Deb Barma
7) J. K. Majumdar.

In absence of the member of the Resolution the Resolution falls through.

The House stands adjourned till 11 A. M on Wednesday the 1st April, 1970.

Annexure "A"

UNSTARRED QUESTION NO. 118
by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Question.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department (Police) be pleased to state.

১। আগরতলায় বেকার যুবকরা সম্প্রতিক বিধানসভা অভিযানের সময় কোন স্মারকলিপি সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন কি ?

২। যদি পেশ করিয়া থাকেন তাহার সারমর্ম।

৩। এ' বেকার যুবকদের দাবী সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য কি ?

Answer

1, 2 & 3 — তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 289

by Manoranjan Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge the Jail Department be pleased to state

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে ধর্মনগর জেল হইতে হাজতী কয়েদী পলাইয়াছে কি ?	হ্যাঁ
(খ) যদি পলাইয়া থাকে ইহার বিবরণ।	বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত্র অনুমান ২টার সময় ধর্মনগর সাব জেইল হইতে ৮জন হাজতী পলায়ন করিয়াছে। পলাতক হাজতীদের সেই জেইলের ২নং লক আপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। পলায়নকারী হাজতীগণ হসেন ক্লথ শিলিং ছিড়িয়া এবং ঢেউ টীনের ছাঁদের ফাঁক দিয়া পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে ডিউটি ওয়ার্ডারের অসাবধানতার জন্য এবং নিয়ম মাফিক ডিউটি না দেওয়ার জন্যই এই পলায়নের প্রধান কারণ।
(গ) Jail Wardenগণ বন্দুক সহ duty করে কি না ?	না।

UNSTARRED QUESTION NO. 299

by Shri Khitish Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ত্রিপুরায় জেইল বিভাগে ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর শ্রেণী ভিত্তিক মোট সংখ্যা কত ?	১ম শ্রেণী—নাই ২য় শ্রেণী—১জন ৩য় শ্রেণী—৪৬জন ৪র্থ শ্রেণী—৯৫ জন
(খ) ক প্রশ্নে বর্ণিত চারি শ্রেণীর কর্মচারীগণ সকলেই পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন পায় কি ?	না।
(গ) না পাইলে কারণ কি ?	যাহারা পায় নাই তাহাদেরকে পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন দেওয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 302.

by Shri Kshitish Ch. Das.

Will the Minister in-charge of the Medical & Public Health Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

(ক) ত্রিপুরায় ১৯৬৫-৬৬, ৬৬-৬৭, ৬৭-৬৮, ৬৮-৬৯ এবং ৬৯-৭০ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গভঃ ষ্টাইপেণ্ড নিয়া বিভিন্ন প্রদেশে M.B;B S, অধ্যয়ন করিতেছে এমন ছাত্রের সংখ্যা কত ?

(খ) ক প্রশ্নে বর্ণিত সনগুলিতে তপশীলভুক্ত জাতির লোক কতজন ও তপশীলভুক্ত উপজাতির লোক কতজন ?

উত্তর

১৯৬৫-৬৬—	১৬ জন।
৬৬-৬৭—	৯ ,,
৬৭-৬৮—	১০ ,,
৬৮-৬৯—	৯ ,,
৬৯-৭০—	৬ ,,
মোট—	৫০ জন

Starred Question No· 215

Annexation—"A"

পশু পালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করিয়া বলিবেন কি—

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সদরের পুরাতন আগরতলা এলাকায় জনসাধারণ হাওড়া নদী পার করিয়া তাঁহাদের গো-মহিষ, ছাগল, হাঁস-মোরগী ইত্যাদি চিকিৎসার জন্য আগরতলা আনিতে ভীষণ অসুবিধায় পড়েন বিধায় উক্ত এলাকায় অনতি বিলম্বে একটি ষ্টকম্যান সেণ্টার স্থাপন করিবার বিবেচনা সরকার কত দিনের মধ্যে করিবেন ?	(ক) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যে সকল ষ্টকম্যান সেণ্টার খোলা হইবে তখন অন্যান্য স্থানের সঙ্গে পুরাতন আগরতলার বিষয়ও বিবেচনা করা হইবে।

Starred Question No. 221.

By Shri Aghore Deb Barma.

Question

Will the Hon'nble Minister in-charge of the Medical Deptt. be pleased to state—

1. Wheather it is a fact that the Health Minister assured the Nurses to grant D. A, and messing allowances from 1. 4. 61 ;

2. If so, wheather the said assurance has been implemented ;

3, If not the the reasons thereof ?

Answer

1, 2 & 3 Assurance was given to grant D. A. messing allowance and other amenities, as admissible under appropriate authority's orders. On 28. 11 69 sanction of the Govt. of India has been received and action is being taken accordingly.

টার্ড প্রশ্নের নম্বর : ৩০১

সভ্যের নাম : শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস।

পশুপালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করিয়া বলিবেন কি—

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরায় ১৯৬৫ ইং হইতে ১৯৭০ ইংরেজী ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট ষ্টাইপেণ্ড নিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বি, ভি, এসসি, কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ;	(ক) সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—১১ (এগার) জন।
(খ) 'ক' প্রশ্নে বর্ণিত বৎসর গুলিতে তপশীলভুক্ত জাতির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ? (বৎসর ভিত্তিক)	(খ) সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্তহীন তপশীলভুক্ত জাতির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা— (এক জন)।

Starred question No. 334 By—**Shri Bidya Chandra Deb Barma**

Will the Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

Question

১। জলাইয়া কররুকে পাইলট সেণ্ডলেস—এগ্রিকালচারিষ্ট রিসেটেলমেন্ট স্কীম ১৯৬৯—৭০ সালে মোট কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ;

২। ঐ টাকায় মোট কতটি ট্রাইবেল ভূমিহীন কৃষক পরিবার পুনর্বাসন হইয়াছে ;

৩। ঐ পাইলট স্কীমে পুনর্ব্বাসনের অমরপুর বিভাগের মোট কতটি ট্রাইবেল ভূমিহীন পরিবার দরখাস্ত করিয়াছেন ;

৪। যাহাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অমরপুর মহকুমার বাইরের কয়জন আছেন এবং তাহাদের কি ভিত্তিতে বাছাই করা হয় ;

৫। অমরপুরের ভূমিহীনদের ট্রাইবেলদের পুনর্ব্বাসনের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে কিনা ?

Answer

১। ১৫,০০,০০০ টাকার। এ পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়াছে মোট ২,০৩ ৬৭৭.৩৯ পঃ।

২। ৫০টি।

৩। ২৬৮টি।

৪। ৭টি পরিবার প্রার্থী প্রকৃতই ভূমিহীন আদিবাসী কিনা এবং সরকার ইহাতে পূর্ব্বে কোন স্কীমে কোন সাহায্য পাইয়াছে কিনা তাহা তদন্ত করিয়া প্রকৃত ভূমিহীন আদিবাসীকে পুনর্ব্বাসনের জন্য বাছাই করা হয়।

৫। সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

	উপ জাতি	তপঃ উপজাতি
৬৫—৬৬—	১—	১
৬৬—৬৭—	২—	—
৬৭—৬৮—	২—	—
৬৮—৬৯—	—	—
৬৯—৭০—	—	২

UNSTARRED QUESTION No. 308

BY Shri Kshitish Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister—in-charge of Jail Department be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ত্রিপুরার সাব-জেইলগুলিতে ও সেণ্ট্রাল জেইলে প্রতি জেইল ওয়ার্ডারকে দৈনিক কত ঘণ্টা করিয়া পাহারা দিতে হয়।	৮ ঘণ্টা করিয়া প্রত্যেক ওয়ার্ডার সাব-জেইলে ও সেণ্ট্রাল জেইলে পাহারা দেয়।
(খ) সাব-জেইলগুলিতে কতজন করিয়া ওয়ার্ডার আছে। (Sub-Division wise)	প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে একটি সাব-জেইল আছে এবং প্রত্যেক সাব-জেইলে ছয়জন ওয়ার্ডার থাকে।
(গ) ইহা কি সত্য যে Sanction থাকা সত্বেও জেইল ওয়ার্ডার নেওয়া হয় নাই।	সত্য।

UNSTARRED QUESTION NO. 361.

by Shri Suresh Chandra Choudhury.

Will the Minister—in-charge of the Tribal Welfare/Community Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। মুহরীপুর মৌজায় কতটি আদিবাসী পরিবার আছে এবং আদিবাসীদের কি পরিমাণ ভূমি আছে।

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 453.

by Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to :—

প্রশ্ন

(১) আগরতলার আদালত সমূহে ১৯৬৫-৬৯এ মোট কতটি শ্রমিক স্বার্থ সম্পর্কিত মামলা শ্রম দপ্তর হইতে দায়ের করা হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

(২) ঐ সকল মামলার মধ্যে কতটি মামলা বর্ত্তমানে বিচারাধীন আছে ?

(৩) ইহা কি সত্য যে, শ্রমিকদের মামলা শেষ হইতে অনেক সময় লাগায় শ্রমিকদের হয়রানি হইতেছে ?

(৪) যদি সত্য হয় তবে শ্রমিকদের মামলা বিচারের জন্য একটি আলাদা বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

(১) আগরতলা আদালতে শ্রম দপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত এ্যাক্ট অনুসারে মোট ২৮৯টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

(ক)	পেমেন্ট অব বোনাস এ্যাক্ট	...	৩টি
(খ)	ইন্ডাষ্ট্রিয়েল ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট	...	৫টি
(গ)	পেমেন্ট অব ওয়েজ এ্যাক্ট	...	৩টি
(ঘ)	এমপ্লোয়িজ প্রভিডেন্ট ফ্যাণ্ড এ্যাক্ট	...	১৩৮টি
(ঙ)	সপস এণ্ড এষ্টাব্লিসমেন্ট এ্যাক্ট	...	১৩৭টি
(চ)	লেবার কোর্ট ট্রাইবেল	... ...	৩টি
		মোট—	২৮৯টি

(২) ১৬৪টি মামলা বর্ত্তমানে বিচারাধীন আছে।

(৩) আংশিকভাবে সত্য।

(৪) বিষয়টি বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।



PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LAGISLATIVE ASSEMBLY ASSEBMLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

THE 1st APRIL, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. Wednesday, the 1st April, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, Deputy Speaker, Deputy Minister and twentythree Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma —Question No. 10.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Question No. 10 Sir.

QUESTIONS

1. Whether an official file containing valuable documents relating to a criminal case of mis-appropriation of money against Shri Umesh Lal Singh, Secretary, Tripura State Rashtra Bhasa Prachar Samity and Shri M. C. Bhattacharjee, the Inspector of Schools and now a Dy. Director of Education Deptt., Tripura is missing from the Chief Minister's office ;

2. if so, whether any employee or officer has been held responsible for this missing ;

3. if the answer to part 2 above is in the affirmative, what action has been taken against such employee or officer concerned ;

4. if the answer to part 2 is in the negative, what steps Govt. have taken for the recovery of the missing file ?

ANSWERS

1. No.
2. Does not arise.
3. Does not arise.
4. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ১৬।৮।৬৩ ইং সনে শ্রীউমেশ লাল সিংহ এবং এম, সি, ভট্টাচার্য এই দুই জনের নামে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির নামে ১৬ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন বাবদ দেওয়া হয়েছিল, সেটা ইউটিলাইজ করা হয় নাই বলে কোর্ট কেস করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—ইট ইজ নট নোন্ টু দি এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ১৯৫৬-৫৭ সনে রাষ্ট্র-ভাষা প্রচার বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ১৬ হাজার টাকা স্যাংশান ছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে ১৬ হাজার টাকা শ্রীউমেশ লাল সিংহ, সেক্রেটারী, রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি এবং এডুকেশানের তৎকালীন ইন্সপেক্টার এম, সি, ভট্টাচার্য, এই দুইজন মিলে ড্র করেছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—কে ড্র করেছিল সেটা এখন বলা আমার পক্ষে মুস্কিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কেস সম্পর্কে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, সেন্ট্রাল ব্যুরো (ইনভেষ্টিগেশান) স্পেশ্যাল ফর মণিপুর ইউনিট, ১৬।১২।৬৯ এর বিলেশন কে এনকোয়েরী করে একটা রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা জানেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—ইট ইজ নট নোন্ টু দি এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—কোয়েশ্চান নম্বর ১১।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১ স্যার।

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার মহারাজার আমলে একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় যেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়াইতে দেওয়া হইত ?

২। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতভুক্তির পর অদ্য পর্যন্ত এই স্কুলে সমস্ত ছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়িতে সুযোগ দেওয়া হয় ?

৩। যদি হাঁ হইয়া থাকে তাহা হইলে মহারাজার আমলে ত্রিপুরার মণিপুরীরা বিনা বেতনে স্কুল কলেজে পড়িত এবং বোর্ডিং-এ বিনা খরচায় থাকিবার যে সুযোগ পাইত তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। হাঁ।

৩। মহারাজার আমলে ত্রিপুরার মণিপুরীরা এ রাজ্যের স্কুল ও কলেজ সমূহে বিনা বেতনে পড়িতে পারিত, স্কুল বোর্ডিং-এ বিনা খরচে থাকিতে পারিত কিন্তু কলেজ বোর্ডিং-এ বিনা খরচায় থাকিতে পারিত না।

ভারত সরকারের অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে ১৯৬৩-৬৪ সাল হইতে কেবলমাত্র তপশিলভুক্ত জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীরাই স্কুল বোর্ডিং-এ বিনা খরচায় থাকিবার অধিকারী। তবে, অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় মণিপুরীরা এখনও স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতে পারে।

১৯৬৪-৬৫ সাল হইতে ভারত সরকার কলেজ পর্যায়ে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে তাহাদের পিতামাতার আয়ের ভিত্তিতে L. I. G. Scholarship দেওয়ার নীতি চালু করায় মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় হিসাবে কলেজে পড়িতে পারে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—এখন মণিপুরীরা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, সেটা কি মণিপুরী হিসাবে, মহারাজার সারকুলার হিসাবে না আদার ব্যাকওয়ার্ড হিসাবে পাচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি হিসাবে পায়, অর্থাৎ যারা নাকি এ' ক্রাইটেরীয়াতে পড়ে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর ক্লারিফিকেশান আমি বলছি। মহারাজার আমলে কোন ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি ছিল না। মহারাজার আমলে যে অর্ডার মূলে মণিপুরীরা যে ত্রিপুরায় সুযোগ সুবিধা পেত, সেই হিসাবে তারা পাচ্ছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—এখানে বলা হইয়াছে যে ভারত সরকারের অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে ১৯৬৩-৬৪ সাল হইতে কেবলমাত্র তপশিলভুক্ত জাতি ও তপশিলী উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরাই স্কুল বোর্ডিং'এ বিনা খরচায় থাকিবার অধিকারী তবে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় মণিপুরীরা এখনও স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মহারাজার আমলে বোর্ডিং-এ বিনা বেতনে থাকবার যে অর্ডার ছিল সেটা রিপীল করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অর্ডার রিপীল করার প্রয়োজন নাই, এ্যাক্ট থাকলে রিপীল করা হয়ে থাকে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মহারাজার আমলে যে অর্ডার, সেগুলি এ্যাক্ট বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে. এইজন্যই রিপীলের প্রশ্ন আসছে স্যার।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাক্ট এণ্ড অর্ডার সেপারেট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মহারাজার আমলে আগরতলা শহরে একটি মাত্র কলেজ ছিল সেই কলেজে ১৯৪৭ সন হইতে সেই অর্ডার মূলে মণিপুরীরা কলেজ বোর্ডিং-এ ফ্রী থাকতে পারত। কিন্তু ১৯৪৯-এ ইনটিগ্রেশান হওয়ার পরও আমরা সে ফেসিলিটীজগুলি উপভোগ করছিলাম ১৯৫১-এ কনষ্টিটিউশান ফ্রেম হওয়ার সময় এই সিড্যুল কাস্ট, সিড্যুল ট্রাইব এবং ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ প্রশ্ন উঠে। কিন্তু সেই সময়ও আমরা মণিপুরী হিসাবে মহারাজার যে সারকুলার ছিল, সেই সারকুলার অনুসারে এইসব ফেসিলিটিজগুলি এভেইল করে আসছিলাম—সেকথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কি?

এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহারাজের আমলে যারা ঠাকুর ক্লাশ ছিলেন, বা কর্তা সম্প্রদায় ছিলেন, কলেজে তখন তাদেরকে বোর্ডিং-ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হত। সেই ওপোরচুনিটি কেবলমাত্র তারা পেত। অতএব মাননীয় মেম্বার যে বলেছেন কলেজ হওয়ার পর সেই সব সুযোগ সুবিধা পেতেন, কোন মহারাজার আমলে, কোন্ মহারাজার অর্ডার বলে হয়েছে সেটা জানা দরকার। তবে এখানে আমি বলব যে, অর্ডার রিপীল করা যায় না, এ্যাক্টটা হলে পরে সেটা রিপীল করা যায়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মহারাজার যে অর্ডার গেজেট নোটিফিকেশান হয়ে সারকুলার দেওয়া হয়, সেটাই আইন বলে আমরা ধরে নিই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, বোর্ডিং বাবৎ অন্যান্য স্কুলে বা বোর্ডিং-এ যে ফেসিলিটীজগুলি পাওয়া যাচ্ছিল, সেগুলি থেকেও তারা ডিপ্রাইভড হওয়ার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অলরেডী বলেছি যে, ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে ১৯৬৩-৬৪ সন থেকে সেটা তারা পাবে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে মণিপুরীরা যে ফেসিলিটিজ ভোগ করতেন, তার জন্য ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের কাছে কোন অনুমোদন চেয়েছেন কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ভারত সরকারের যে নিয়মগুলি আছে, সেটা আমরা পেয়েছি, কাজেই আর কিছু পাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মণিপুরীরা যে ফেসিলিটীজ আগে পেত সেগুলি পাওয়ার জন্য আপনারা কি ভারত সরকারের কাছে কোন চিঠি লিখেছেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এটা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৩, স্যার।

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীরা কি ৩রা এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান আন্দোলন করিয়াছেন ?

২। যদি করিয়া থাকেন, তাহাদের দাবী কি ?

৩। ঐ দাবি সমূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কোন পত্রালাপ হইয়া থাকিলে, তাহার মর্ম ?

৪। সরকারী কর্মচারীদের দাবী সরকার মানিয়া লইবেন কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না

৪। সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য ও ন্যায় সঙ্গত দাবী সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩-৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩-৪ স্যার।

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to refer to the Resolution passed by the Assembly on 29.9/69 for the formation of a fact finding Committee to suggest measure to be taken for the removal of dissatisfaction amongst the Government employees. Students and Youths and state—

১। তথ্য সংগ্রহ কমিটি গঠন করা হইয়াছে কি ?

২। হইয়া থাকিলে কখন এবং কাহাদের নিয়া গঠন করা হইয়াছে ?

৩। না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ২৯-৯-৬৯ ইং সনে এই প্রস্তাবটা এই হাউসে পাশ হয়ে গেছে, কাজেই এই প্রস্তাবমূলে বর্তমানে যে অবস্থা চলছে, সেটা বিবেচনা করে এটা কোন সময়ে করা হবে, সেই আশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কোন সময়ে হবে, এই আশ্বাস দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তার কারণটা কি জানাতে পারবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য—বলেছি তো, সেটা পরীক্ষাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩৭.

কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩৭, স্যার।

প্রশ্ন

১। শিলাছড়ির কাজাছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলটি কতদিন যাবত বন্ধ আছে এবং কি কারণে বন্ধ আছে ?

২। ইহা কি সত্য যে ঐ স্কুলের ট্রাইবেল বোর্ডিং সহ সমস্ত ঘড়-বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, যদি সত্য হয় কবে ভাঙ্গিয়াছে এবং মেরামতের জন্য কি ব্যবস্থা হইয়াছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে ঘর না থাকায় স্কুলের অনেক জিনিষ পত্র খোয়া গিয়াছে ;

৪। ইহা কি সত্য যে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে ; এবং

৫। সত্য হইলে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৮৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৮৬, স্যার।

প্রশ্ন

(ক) বর্ত্তমান বৎসরে ত্রিপুরায় সর্বমোট কতজন গৃহবিজ্ঞানের ছাত্রী Higher Secondary Examination এর পরীক্ষার্থিনী ?

(খ) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ কলেজে গৃহবিজ্ঞান পড়ার সুযোগ আছে ?

(গ) যদি পড়ার সুযোগ না থাকে, তাহলে অবিলম্বে ঐ শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

(ক)
(খ) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
(গ)

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১৮, স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রি করিবার জন্য যে বাজার স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল ইহা এখনও পর্য্যন্ত স্থাপিত না হওয়ার কারণ কি ; এবং

২। অনতিবিলম্বে উক্ত বাজার স্থাপন করার জন্য সরকার সচেষ্ট হইবেন কি ?

উত্তর

১। আলাদা বাজারের প্রয়োজন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে আগরতলা শহরে তাঁত শিল্প দ্রব্যাদির বিক্রি করার জন্য একটা পরিকল্পনা ছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আলাদা বাজার করার কোন পরিকল্পনা নাই। It has been found after due consideration that no marketing centre exclusively for handloom products is necessary. As such the proposal for setting up such centre has been dropped. Instead, arrangement has been made with Agartala Municipality that interested Weavers' Co-operative Societies will be allotted sheds/spaces in the Maharajganj Bazar area. Accordingly, the said societies were requested several times to submit applications for allotment of sheds/spaces, but without any result. Three individual applications of Weaver members of the Societies for allotment of space have however been recommended to the Municipality for consideration.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে ঐ মহারাজগঞ্জ বাজারে সেই সেন্টারটি স্থাপন করা হবে কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে আমরা রিকোয়েষ্ট করেছি, যাতে তাদেরকে সেখানে এলটমেন্ট দেওয়া হয়।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে জায়গার কথা উল্লেখ করলেন, সেখানে তাঁত শিল্পজাত দ্রব্যাদি নিয়ে বর্ত্তমানে কেহ বসেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাম্মন

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাম্মন—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪২৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪২৮, স্যার। প্রশ্ন: —

১। ইহা কি সত্য যে অম্পিনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুল, তৈদু সিনিয়ার বেসিক স্কুল, যাদামাটি সিনিয়ার বেসিক স্কুল, বাইমা সিনিয়ার বেসিক স্কুল ও গণ্ডাছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল (অমরপুর) গুলিতে ঘর দরজা (Accommodation) কম থাকায় ঐ স্কুলগুলিতে শিক্ষার যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছে।

যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ স্কুলগুলিকে সম্প্রসারণ ও সংস্কার করার জন্য সরকার কোন্ ব্যবস্থা করিবেন কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী—হেল্ড কোয়েশ্চন নাম্বার—৪৬১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—হেল্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৬১, স্যার।

প্রশ্ন

ক) সদর মহকুমার অন্তর্গত রাণীর বাজার মোহনপুর এলাকায় বালিকাদের উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি হাইস্কুল স্থাপন করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

খ) থাকিলে, আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে উহা স্থাপন করা হইবে কি ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে একটা গার্লস হাইস্কুল করার জন্য কোন দরখাস্ত পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেখানে বালিকাদের পড়াশুনা করার মত কি ব্যবস্থা আছে (ক্লাশ টেন টু ইলেভেন) ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির আছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে রাণীর বাজার বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদেরই সংকুলান হয় না। ছাত্রীদের কি করে হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ছাত্র ভর্তি হতে পারে না, এমন কোন খবর আমার জানা নেই।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে রকম অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলি জানালে কি গার্লস হাইস্কুল করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আমাদের ফোর্থ প্ল্যানে তিনটি করে হাইস্কুল খোলার কথা আছে কাজেই প্রতিবছর প্রায়রিটির ভিত্তিতে সেটা দেওয়া হবে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেখানে গার্লস হাই-স্কুল করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা এবং যে ৩টি স্কুল খোলার কথা বলেছেন, সেগুলির মধ্যে একটি এখানে করার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আমাদের প্রয়োজন অনেক আছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় আমরা সেগুলি দিতে পারছি না। কাজেই প্রায়রিটির ভিত্তিতে যদি আসে, তাহলে সেটা আমরা দেখব।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ৩টি স্কুল খোলার কথা বললেন

ফোর্থ প্লেনে, সেগুলি কম্বাইণ্ড হবে না গার্লসদের জন্য আলাদাভাবে হবে ? যে তিনটি হাইস্কুলের কথা বললেন ফোর্থ প্ল্যানে সেগুলি কি কো-এডুকেশন না সেপারেটলী গার্লস স্কুল হিসাবে খোলা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেপারেটলী কোন গার্লস হাইস্কুল নাই। যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে গার্লস, হাইস্কুল করা হয়

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই খবরটা দিতে পারেন কি যে এডুকেশান সার্ভেতে কোন গার্লস স্কুল করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—কয়েকটি সাবডিভিসনে গার্লস হাইস্কুল নাই সুতরাং সেগুলিতে না দিয়ে সেখানে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 6.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 6.

প্রশ্ন

১। চম্পকনগর লোক শিক্ষালয়ে কোন পরিচালক কমিটি আছে কিনা :

২। যদি থাকে, তবে ঐ স্কুল কমিটি কিভাবে গঠন করা হইয়াছে এবং কারা এই কমিটির সদস্য

উত্তর

১। না

২। প্রশ্ন উঠে না

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে এবং বোর্ডিং ইত্যাদি যে সেখানে আছে সেগুলি কি স্কুল কর্তৃপক্ষ করেন না সেখানে আলাদা কোন সুপারিনটেনডেন্ট আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—There is one boarding House Committee for looking after the management of the attached School Boarding House. The Committee conists of following.

1. B. D. O., Jirania, Chairman.
2. Inspector of Schools, Sadar-B. Member.
3. Head Master of the School, Ex-Officio Secretary.

Functions of the said committee are to decide admission to the Boarding House, renewal or cancellation of stipends to the existing boarder students, sanction of stipends to new boarders students.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে গত আর্থিক বছরে বোর্ডিং সম্পর্কে তাদের মিটিংএ কোন সুপারিশ করে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট পাঠিয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কি নেচারের সুপারিশ তা'না বললে পরে আমি কি করে বলব ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখানকার বোর্ডিং-এর বর্তমান যে সিষ্টেম, একটা অংশ ছাত্রদের দিতে হয় আর একটা অংশ সরকারের বিয়ার করতে হয়, তাদের ঘরের ব্যবস্থা, তাদের পায়খানার ব্যবস্থা, ইত্যাদি সম্পর্কে কমিটি কোন দিন বসে কোন সুপারিশ করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—কমিটির ফাংশান তো আগেই বলা হয়েছে। Functions of the said Committee are to decide admission to the Boarding House, renewal or cancellation of stipends to the existing boarder students, sanction of stipends to new boarder students.

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Question No. 90.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 90.

QUESTION	ANSWAR
1. How many Inspectorate of schools are at present under the Education Department of Tripura.	Information is under collection.
2. How many Asstt. Inspectors and Sub-Inspectors of Schools are under each Inspectorate ;	
3. What is the number of the schools under each Sub-Inspector of schools and Inspectors ?	

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 446.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir. Question No. 446.

QUESTION

১। সদরের কাতলামারা ভায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলটি ১৯৬২ হইতে ১৯৬৯ সালের মধ্যে (ক) স্কুলগৃহ মেরামত ও নির্মাণ এবং স্কুল ছাত্রাবাস মেরামত ও নির্মাণের জন্য মোট কত টাকা সরকারী সাহায্য পাইয়াছে ?

২। স্কুলগৃহ ও ছাত্রাবাসের বর্তমান অবস্থা কি ?

৩। নূতন স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য সরকার যে অর্থ দিয়াছেন তাহা কবে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট স্কুল কমিটির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে কি ?

৪। বাকি মঞ্জুরীকৃত অর্থ কবে দেওয়া হইবে ?

৫। ছাত্রাবাস মেরামতের জন্য অবিলম্বে অর্থবরাদ্দ করা হইবে কি ?

ANSWER

১ স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য টা ৩৫,০০০-০০

স্কুলগৃহ মেরামতের জন্য টা ৩,৫৫০.০০

স্কুল ছাত্রাবাস নির্মান বা মেরামতের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই।

২। সরকারী সাহায্যে নির্মিত স্কুলগৃহ অসম্পূর্ণ। কাচা স্কুল গৃহটি (দুইটি ঘর) সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া গিয়াছে। ছাত্রাবাসের কাঁচা ঘরের মেরামত প্রয়োজন।

৩। ১৯৬৬—৬৭ সালের ; ঠিক ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাওয়া যায় নাই।

৪। স্কুলগৃহের বাবত মঞ্জুরীকৃত বর্তমানে কোন অর্থ নাই।

৫। স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিয়মানুযায়ী Grant-in-aid-এর প্রস্তাব পাওয়া গেলে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট না পাওয়ার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সার্টিফিকেট চাওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, Office of the Executive Engineer, Agartala Division, 6th June. No. 27-10/7906. Utilisation certificate for 35,000 rupees against Katlamara School.

To

The Secretary, Katlamara Higher Secondary School.

This is to certify that the amount of work done upto date has been assessed and amount not less than Rs 35,000... . In this connection it may be mentioned that a sum of Rs. 80,000 approximately will be needed for completing the plan item works of the above school. এই যে ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট সহ এই জুন মাসের সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে কিনা?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—The Secretary of the school sent a utilisation certificate for the amount of Rs. 35,000/- in July, 1969. But the certificate of the Executive Engineer on the basis of which the utilisation certificate was furnished was found to be incomplete. The matter was informed to the Secretary in July, '69 requesting him to submit proper utilisation certificate. Reminders were also issued subsequently for the same. But the Secretary has again sent a copy of the same utilisation certificate as he had sent previously.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে প্রশ্ন আছে ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে কি? এই ৩৫,০০০ টাকায় সেটা কাভার করে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ইনকম্প্লিট বলা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—আমি বলছি ৩৫,০০০ টাকা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট কাভার করে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—৩৫,০০০ টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ইজ নট ফুল ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—তিনি বলেছেন কম্‌প্লিশান সার্টিফিকেট। ভাট ইজ অ্যানাদার থিং। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে স্পেসিফিকেশান বদলানো হয়েছে, চিঠি দেওয়া হয়েছে, স্কুল বিল্ডিং এক্সটেনশান করা হয়েছে এবং যে স্পেসিফিকেশন ছিল সেই অনুযায়ী হয় নাই। অতএব যে প্রশ্নটা উনি করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—সেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট মানতে রাজী নন। অতএব সেটা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট হিসাবে ট্রিট করা হয় নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বাকী মঞ্জুরীকৃত টাকা না দেওয়ার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—বাকী মঞ্জুরীকৃত কোন টাকা নেই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ৩৫,০০০ টাকা দেওয়া হল এটা কোন স্পেসিফিক স্কীমের উপর দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—সাধারণত তাই দেওয়া হয়। আমার মনে হয় তাই দেওয়া হয়েছে। তবে ডিটেল চাইলে আমি করে দিতে পারব।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় সদস্য যে ৮০,০০০ টাকার কথা বললেন স্পেসিফিকেশান চেঞ্জ এবং বিলডিং এর জন্য স্যাংশান করা হয়েছে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই ৩৫,০০০ টাকা একটা স্পেসিফিক স্কীমের উপর দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—স্পেসিফিক স্কীমের উপর দেওয়া হয় টাকা। স্পেসিফিক প্ল্যানের উপর দেওয়া হয়েছে।

Shri Krishnadas Bhattacherjee—Specific plan and scheme এর উপর দেওয়া হয়। In the year 1966-67 a sum of Rs. 35.00/- was given to the Katlamara H. S. School for construction of school building. Another sum of Rs. 3,550/- was given to the school for the repairs/reconstruction of school buildings.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে স্পেসিফিক প্ল্যানের উপর টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই কনস্‌ট্রাকশান কমপ্লীট হয়েছে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কমপ্লীট হয় নাই সেটা প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় নিজেই বলেছেন. যার জন্য এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে অবজেকশান দিয়েছে যে এই ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট ইজ নট এ কমপ্লীট ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কমপ্লীট না হওয়ার কারণ সম্পর্কে অর্থাৎ যে অর্থ বরাদ্দ ছিল সেই টাকা দিয়ে এটা কমপ্লীট করা যায়না বা কাবদার স্যাংশানের জন্য লেখা হয়েছে কি না এডুকেশান ডিপার্টমেন্টকে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কম্পলীট না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কম্পলীট না হওয়ার কারণ হয়তো ডিপার্টমেন্ট,— যে সেপসিফিক প্ল্যান ছিল, সেই প্ল্যানের বাইরে কাজ হাতে নিয়েছে, সেইজন্য সেই টাকায় কম্পলীট হয় নাই, স্যাট যে বি সো।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—সেই স্কুল বিল্ডিং বর্ত্তমানে আছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—যেটা নবনির্মিত সেটা আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—বর্তমানে সেখানে স্কুল বোর্ডিং আছে কি না এবং থাকলে কি অবস্থায় আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

Mr. Speaker—It is not connected question. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 427.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Question No. 427 Sir.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়ার তৈছিন্দ্রাই সিনিয়ার বেসিক স্কুলে স্থানাভাবে বা accomodation-এর অভাবে ছাত্রছাত্রীগণ রীতিমত লেখাপড়া করিতে পারিতেছেনা একথা সরকার অবগত আছেন কি ; এবং

২। যদি সরকার এই তথ্য জানিয়া থাকেন তবে ঐ স্কুলের ছাত্রদের সুষ্ঠুভাবে লেখা-পড়া করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। স্কুলগৃহ নির্মানের জন্য পূর্ত্ত দপ্তরকে লেখা হইয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাখল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১৪/২/৭০ তারিখে আমি নিজে সেখানে যেয়ে দেখে এসেছি যে সেখানে তারা গাছের নীচে বারান্দার মধ্যে ক্লাশ নিচ্ছে। সেই স্কুলটা অতি সত্বর মেরামত করা হবে কি না ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—There is a proposal for construction of a building measuring 100 × 20′ plus 5′ verandha for Tuichandraibari S. B. School, Khowai. The State P. W. D. has been requested to submit plans and estimates for construction of the proposed school building. Administrative approval and expenditure sanction to the work will be issued as soon as the plans and estimates for the same is received from the executive Engineer concerned. পি, ডব্ল্যু, ডি, থেকে প্ল্যান এণ্ড এষ্টিমেট পাওয়া গেলে আমরা সত্বরই এই কাজ আরম্ভ করব।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—পি, ডব্লু, ডি,-কে কখন লেখা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী কে. ভট্টাচার্য্য—তারিখ আমার কাছে নাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—এই স্কুল করতে হলে কত টাকা দরকার সেটা জানান হয়েছে কি ?

শ্রী কে, ভট্টাচার্য—স্কুল কমিটির যে টাকা খরচ করার ক্ষমতা আছে, তার চেয়ে বেশী টাকার প্রয়োজন, সেই জন্যই পি, ডব্লু, ডি-কে বলা হয়েছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—হাউসে এই প্রশ্ন আসার পূর্বে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট কি জানতেন যে ঐ স্কুল ভগ্ন অবস্থায় আছে ?

শ্রী কে, ভট্টাচার্য—হাঁ, বলা হয়েছে জানতেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রী কে, ভট্টাচার্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১ স্যার।

প্রশ্ন

১। গত ২৯।১১।৭০ ইং তারিখে চড়িলাম তহশীল অন্তর্গত উজান পাথালিয়া গ্রামের জনসাধারণের পক্ষে স্থানীয় এলাকায় প্রাথমিক স্কুল মঞ্জুর করার আবেদন করে সদর দক্ষিণ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট দরখাস্ত করা হয়েছে কি না ?

২। যদি দরখাস্ত করা হয়ে থাকে উক্ত দরখাস্তের ভিত্তিতে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না ?

৩। যদি রাজ্য সরকারের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন তাহার বিবরণ অথবা যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়ে থাকে তাহার কারণ।

উত্তর

১। হাঁ।

২। হাঁ।

৩। সেই এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, দরখাস্ত পাওয়ার কতদিন পর বা কত তারিখে ঐ স্কুল সম্পর্কে তদন্ত করা হয়েছে।

শ্রী কে, ভট্টাচার্য—এ অর্ডারে বলা হয়েছে যে— the area has not matured to get a Jr. Basic School. The area has been served by the Pathalia Jr. Basic School and Taslambari Primary School.

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Question No. 92.

Shri K. Bhattacharjee—Question No. 92 Sir.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বেসরকারী কোন হিন্দী বা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সংস্থা আছে কি না, থাকিলে ঐ সংস্থার নাম কি ?

২। ঐ সংস্থাকে কি গত ১৯৬৮-৬৯ সালে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, দেওয়া হইয়া থাকিলে কত ?

৩। ঐ কেন্দ্রগুলিতে কাহারা পড়তে বা ভর্ত্তি হইতে পারে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ঐ সংস্থার নাম "ত্রিপুরা হিন্দী রাষ্ট্রভাষা প্রচার সংস্থা"।

২। না, প্রশ্নের পরবর্ত্তী অংশ উঠে না।

৩। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন যে কোন লোকই ঐ কেন্দ্রগুলিতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে প্রাইমারী এডুকেশানের জন্য ভর্তি হতে পারে কিনা এবং ভর্তি হতে কোন বাধা আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন সবাই ভর্তি হতে পারে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন অক্ষর জ্ঞান যাদের আছে তারা ভর্তি হতে পারে, অক্ষর জ্ঞান যাদের নাই, তারা কি পারে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—প্রশ্নোত্তর দেখে মনে হয় পারেনা. কেন পারেনা, সেটার কারণ এখানে দেওয়া নাই, যদি মাননীয় সদস্য জানতে চান, আমি সেটা অনুসন্ধান করে বলতে পারি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এই রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতিগুলি কোন কোন জায়গায় অবস্থিত, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বর্তমান যেগুলি চালু আছে তার মধ্যে হচ্ছে— বাধারঘাট রাষ্ট্রভাষা প্রচার সেন্টার, উদয়ন হিন্দি প্রচার সেন্টার, গামছাকোবরা হিন্দি প্রচার সেন্টার, ত্রিবেণী সংঘ এণ্ড সবাক হিন্দি প্রচার সেন্টার, বটতলা, বড়জলা হিন্দি প্রচার সেন্টার, কিরীট বিক্রম পল্লী উন্নয়ন সংঘ প্রচার সেন্টার, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, জলাইতলা হিন্দি প্রচার সেন্টার, কৈলাশহর, চন্দ্রপুর হিন্দি প্রচার সেন্টার, ধর্মনগর, হালাহালি হিন্দি প্রচার সেন্টার, কমলপুর।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—সেন্টারগুলিতে কে পড়ান, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—হিন্দি জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকগণ পড়ান।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—এই শিক্ষকগণের বেতন কে দেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—হিন্দি প্রচারক যারা এখানে পড়াতো তারা গ্রেন্টস্ নিতে প্রস্তুত নন। ফাইনান্সিয়াল এ্যাসিস্টেন্স রুলস্ যেটা প্রস্তুত করা হয়েছে, হিন্দি প্রচারকেরা

একর্ডিং টু ভাট রুল্‌স গ্রেন্ট নিতে প্রস্তুত নন। কাজেই এখানে তাদেরকে কনটিন্‌জেন্ট ওয়ার্কারস করে রাখা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল, এই সংস্থাগুলি হিন্দি প্রচারকেরা পরিচালনা করছেন কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এ' যে নয় জন আছেন, তারাই পরিচালনা করছেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে তাদেরকে কি টাকা দেওয়া হয় না বলতে চাইছেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—তাদেরকে কোন গ্রেন্ট দেওয়া হয় না, তাদেরকে কন্টিজেন্ট ওয়ার্কারস করে রাখা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কন্টিজেন্সীর টাকাটা কোথা থেকে আসে জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কন্টিজেন্সী ফাণ্ড থেকে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কন্টিজেন্সীর টাকাটা কোন হেড থেকে দেওয়া হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কন্টিজেন্সী হেড থেকে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কন্টিজেন্সী হেডে যে প্রভিশান আছে, সেই প্রভিশান অনুযায়ী কি তাদেরকে এ্যাপয়েনমেন্ট দেওয়া হয়েছে কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—কন্টিনজেন্সী হিসাবে এ্যাপয়েন্‌মেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে তারা সরকারী কর্মচারী না, এটা স্বীকার করবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আমি তো বলেছি যে গ্রেন্ট রুল্‌স যেটা এগ্রেড্‌ড আছে সেই অনুসারে তারা গ্রেন্ট নিতে প্রস্তুত নয়, সেজন্য তাদেরকে কনটিনজেন্ট ওয়ার্কারস হিসাবে রাখা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তারা কাদের এমপ্লয়ি জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—তারা এখন আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ত্রিপুরা রাজ্যে বহু গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে যেসব সেন্টার আছে, সেগুলিতে ছেলেরা যায় না। আর আমাদের প্রাইমারী স্কুলগুলিতে সেই সব হিন্দি রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রচারকেরা সেই স্কুলগুলির শিক্ষকদের সহায়তায় ক্লাশ থ্রি এবং ক্লাশ ফোর এর ছেলেদের ২ ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধরে এই হিন্দি ভাষা শিক্ষা দেন। এতে কি আমাদের ছেলেদের উপর একটা বার্ডেন হয় না?

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাস—স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার—এখানে বক্তৃতা হচ্ছে, এটা হতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মেম্বার, আপনি তো নিজেই রুলিং দিয়ে দিলেন।

(হাসির রোল)

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রচারকদের এডুকেশান্যাল কোয়ালিফিকেশান কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—সাধারণতঃ পন্ডিত হয়। তবে তাদের প্রত্যেকের কি কি আছে, সেটা আমি ডিটেইল্‌স জানি না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে সব ছেলেরা পরীক্ষায় এপিয়ার হয়, তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এভাবে ছেলেদের লোভ দেখিয়ে পরীক্ষায় ভর্ত্তি করা হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—অনারেবল মেম্বার যদি এই রকম কমপ্লেইন করেন তাহলে তাদেরকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এডাল্‌ট যেসব ছেলে যাবে, তাদের এলাউ করা হবেনা, আর যারা স্কুলের ছেলে তাদেরকে এলাউ করা হবে, এটা জানেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এডাল্‌ট ছেলে বলে কোন কথা নয়। যে কোন লোক বা স্কুলের ছেলে মেয়েরা সেটা পড়তে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এতে করে কি ছেলেদের উপর একটা বার্ডেন সৃষ্টি করা হচ্ছেনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—সেটা বই পড়তে গেলে বা জানতে গেলে তো একটু বার্ডেন আসবেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির সেক্রেটারী কে এবং কারা এই কমিটির মেম্বার ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—বর্ত্তমানে কোন কমিটি আছে কিনা, সেটা আমার কাছে নেই। যদি মাননীয় সদস্য চান, তাহলে সেটা আমি পরে দিতে পারব। ত্রিপুরা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি সংস্থা আছে, কিন্তু কোন কমিটি আছে কিনা, সেটা আমি পরে জানাব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ডিউরিং ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮-এ রাষ্ট্রভাষা প্রচারের জন্য একটা স্কুল বিল্‌ডিং কনস্ট্রাকশনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৬ হাজার টাকার একটা গ্রেন্ট দেওয়া হয়েছিল ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—It may be done previously. So, I am not bound to give answer to this question.

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রশ্নটা ছিল—ত্রিপুরায় বেসরকারী কোন হিন্দী বা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সংস্থা আছে কি না, থাকিলে ঐ সংস্থার নাম কি ? —আপনি উত্তর দিয়েছেন—'হ্যাঁ'। এখন এটা কি হিন্দী না রাষ্ট্রভাষা প্রচার সংস্থা, কোন্‌টা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—নামটা ত্রিপুরা হিন্দী রাষ্ট্রভাষা প্রচার সংস্থা।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দী, এটা আমরা ধরে নিতে পারি কি না, এই অনুসারে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—তা ধরে নিতে পারেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাষ্ট্রভাষা প্রচার সংস্থার কোন কমিটি আছে কিনা, থাকলে তার মেম্বারদের নাম বলতে পারেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আমি আগেই বলেছি যে এটা এখন আমার কাছে নেই। এই সম্বন্ধে আমি পরে বলব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৪৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৪৫, স্যার।

QUESTIONS

1· Whether the pay-scale for teachers in Polytechnic Institute was revised in 1964, along with revision of pay-scales of other Govt. employees of Tripura.

2. If not, resons there for ?

3. Whether Govt. shall take immediate steps for revision of pay-scales of those teachers ?

ANSWERS

1. No.

2. The matter of revision of pay scales for teachers in Polytechnic Institute was under correspondances with the Govt. of India.

3. Steps have already been taken.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের পে-স্কেল রিভিশানের জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে সেটা কত তারিখে পাঠানো হয়েছে।

Shri Krishnadas Bhattacharjee—The revision of pay scales for Teachers in Polytechnic Institute, Narsingar has not be revised along with the revison of pay scales of other Govt. employees of Tripura w.e.f. 1.4.61. In a letter dated 17.11.62 to the Tripura Govt. Govt. of India sanctioned some revised scales of pay for the Technical teachers of Polytechnic Institute, Narsingar w.e.f. 1. 4. 62 subsequently it has been intimated by the Govt. of India that

the salary scales for the Technical teachers of Polytechnic Institute, Narsingar as sanctioned vide their letter dated 17. 11. 62, may be treated as un-revised scales.

The matter for revision of scales of pay of teaching staff of the Polytechnic Institute has already been taken up with the local Government.

A proposal for revision of pay scales of teaching staff of Polytechnic Institute, Narsingar was sent to the Under Secretary to the Govt. of Tripura (Special Cell) during the month of February, 1970.

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Starred Question No. 425.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Starred Question No. 425, Sir.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া Higher Secondary School এর ক্লাস রুম, স্কুলঘর, boarding House, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কোয়ার্টারস্, Water pump, boundary fencing, ইত্যাদির জন্য চলিত আর্থিক বৎসরে কোন অর্থ সরকার হইতে মঞ্জুর হইয়াছিল কি না ?

২। যদি করা হইয়া থাকে, তবে স্কুলের উল্লেখিত কাজগুলি সম্পন্ন হইয়াছে কি না ; এবং

৩। যদি না হইয়া থাকে, তাহার হেতু কি ?

উত্তর

১

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। পূর্ত বিভাগের সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু কাজগুলি আরম্ভ করার মত আনুসঙ্গিক কাজ এখনও শেষ হয় নাই

Mr. Speaker—Question hour is over. There are eleven Unstarred Questions today. The Ministers may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.

Shri Aghore Deb Barma—Mr. Speaker Sir, I want to raise a breach of of privilege motion against the Education Minister. আর এখানে আমি যেটা বলতে চাই—whether an official file containing documents relating to a criminal case misappropriation of money against Shri Umesh Lal Singh, Secretary, Tripura State Rastrabhasha Prachar Samity and Shri N. C. Bhattacharjee, the then Inspector of Schools, now a Deputy Director of Education Department, Tripura is missing from the Chief Minister's office ? তিনি এখানে 'নো' বলেছেন ; অতএব ঘটনাকে সাপ্রেস করে তিনি হাউসকে মিসলীড করেছেন। অতএব হাউসের অধিকার ভংগ করেছেন। অতএব উনার বিরুদ্ধে একটা ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মুভ করছি। তিনি এখানে

'নো' বলেছেন। যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চান আমি ফাইলটা দিতে পারি। কিন্তু তিনি এখানে নো বলেছেন। অতএব ঘটনাকে সাপ্রেস করে তিনি হাউসের অধিকার ভংগ করেছেন। আমার আর একটা বক্তব্য হলো—

মিঃ স্পীকার—ইউ মে গিভ নোটিশ অব দি ব্রিচ অব প্রিভিলেজ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমার আর একটা বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সাধারণতঃ হাউসের কনভেন্‌শান যেটা এতদিন চলে আসছে, রুলে থাকলেও কনভেনশান চলে আসছে যেমন লিষ্ট অব বিজনেস যেটা, সেটা আগের দিন দেওয়া হয়। কিন্তু আজকে যে লিষ্ট অব বিজনেস সেটা আজকেই পাই। সেটা কালকে দেওয়ার কথা। এটা ইরিগুলারিটিজ। আমার সেকেণ্ড পয়েন্ট হচ্ছে এতদিন পর্য্যন্ত যেটা হাউসে কনভেনশন চলে আসছে, আমি অনেকগুলি কাটমোশন দিয়েছিলাম কিন্তু তার অধিকাংশই মাননীয় স্পীকার রিজেক্ট করে দিয়েছেন। মিস্‌-এপ্রোপ্রিয়েশন বা failure যেটা নাকি অন্যান্য বছরে অ্যাকসেপ্টেড হত বা আলোচনা হত সেইগুলি এই বছর ডিস-এলাও করে দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker—No, no, this is not the fact. We disallowed cut motions in previous years also.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কাজেই এই সম্পর্কে হাউস যেভাবে চলছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে এই ধরণের কাটমোশন যেগুলি অন্য অন্য বছর মুভ করতে পারতাম সেগুলি এবার রিজেক্ট করা হয়েছে। এবার এইগুলি রিজেক্ট করে দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে আমি ৫ মিনিটের জন্য ওয়াক আউট করছি।

মিঃ স্পীকার—উই হ্যাভ ডিস-এলাউড ইওর কাটমোশনস্ অ্যাকর্ডিং টু রুলস্।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—প্রায় সময়েই দেখা যায় আমার মোশন ইত্যাদি ডিস্‌-এলাও করে দেওয়া হয়। আমাদের জানানো পর্য্যন্ত হয় না। উই আর গাইডেড বাই দি রুলস্। কাজেই এর প্রতিবাদে পাঁচ মিনিটের জন্য আমি হাউস ত্যাগ করছি।

Mr. Speaker—I have received a Calling Attention Notice from the member Shri Abhiram Deb Barma on the subject—"গত সপ্তাহে কৈলাসহর মনু ভ্যালী চা বাগানে ৪২ জন চা-শ্রমিককে বে-আইনীভাবে সাসপেণ্ড করা।"

I have not given consent to the notice of Shri Deb Barma.

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker—In excercise of the power coferred by rules laid in Section 11 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly I do hereby nominate the following members for panel of Chairmen :-

1. Shri Binoy Bhushan Banerjee,
2 Shri Promode Rn. Dasgupta,
3. Shri Aghore Deb Barma,
4. Smti. Renu Chakraborty.

GOVERNMENT BUSINESS (Financial)

Voting on Demands for Grants for 1970-71.

Mr. Speaker—To-day in the List of Business there are 6 Demands viz. Demand No. 8—Parliament, State/Union Territory Legislature, 9—General Administration, 10—Administration of Justice, 11—Jails, 13—Miscellaneous Department and 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisation are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose off them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 8, 9 & 10—together and Demand Nos. 13 & 23—together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature : of course I shall dispose of the demands seperately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 8—Parliament, State Union Teeritory Legislature, 9—General Administration & 10—Administration of Justice together

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,75,000/-exclusive charged expenditure of Rs. 37,000 - [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 8— Parliment, State/Union Territory Legislature.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 75,10,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 1,47,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 9—General Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that sum not exceeding Rs. 7,52,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 19,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Aceount) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 10-Adminstration of Justice.

Mr. Speaker—There are two cut motions on Demand for Grant No. 8 moved by Shri Aghore Deb Barma and another by Shri Abhiram Deb Barma. Now, I request Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশনটা মুভ করার আগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি হাউসের সামনে একটা আবেদন রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে গত ৩১শে মার্চ পাটনাতে কমরেড জ্যোতি বসুর উপর যে আক্রমণ হয় তাকে মারার জন্য কনডেম করে একটা প্রস্তাব মুভ করার জন্য আমি আমাদের লীডার অব দি হাউসকে অনুরোধ করছি। এই ধরণের কার্যকলাপের মাধ্যমে, আমরা যে আদর্শবাদ প্রচার করতে চাই সেটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং আজকে জ্যোতি বাবুর বিরুদ্ধে যে আক্রমনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে, ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন জায়গায় এটা চলছে। এই ধরণের কার্যকলাপ আজকে সমাজবাদের পক্ষে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক। কাজেই এটা কনডেম করে একটা প্রস্তাব আনা দরকার। আমি অনুরোধ করব আমাদের লীডার অব দি হাউস যেন প্রস্তাবটা মুভ করেন এবং এই ব্যাপারে সকলেই এক বাক্যে যেন তাকে সমর্থন করেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা গতকালকে এই ড্যাসটার্ড ভায়লেন্সকে কনডেমনড করে একটা মেসেজ পাঠিয়েছি এবং যে একজন নিহত হয়েছেন, তাকে সেটা কনভে করার জন্য জ্যোতিবাবুর কাছে লিখেছি। আমরা বিভিন্নভাবে এই ড্যাসটার্ড আউটরেজকে কনডেমনড করব এবং সেটা করা উচিত। এর উপর প্রস্তাব কোন জায়গা থেকেই আসেনি। হাউসে সেটা ডিসকাশন হতে পারে। রিজল্যুশান না করে উই ক্যান ডিসকাস দি মেটার ইন দি হাউস এণ্ড সেন্ট এ লেটার টু হিম এণ্ড টু হিজ ফেমিলী আফটার আওয়ার ডিসকাশন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিসেস আওয়ারে বসে আলাপ আলোচনা করে কি প্রস্তাব আনা হবে?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার সংগে রীসেস আওয়ারে বসে আলাপ করবেন, তারপর যা করার করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাট মোশানের সপক্ষে কয়েকটি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। এখানে............

Mr. Speaker—Hon'ble Member, please speak for 10 minutes, other Members will also participate in the discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—ডেফিনিট্লী। আমি চেষ্টা করব। পার্টিকুলার একটা ডিম্যান্ডের উপর আলোচনা রাখতে বেশী সময় নেওয়ার কোন প্রশ্ন নাই।

'Shortage of staff in the Assembly,' এই কাট মোশানটি এখানে আমি মুভ করছি। আজকে যদিও মিঃ ডায়াসের বক্তব্যে এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে আমরা চীফ কমিশনারের বদলে লেফ্টানেন্ট গভর্ণর পেয়েছি, অতএব রাজ্যের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাজেট স্পীচে অনেকে তা বলেছেন, ভাল কথা। কিন্তু সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যদি বিভিন্ন প্রদেশের যে সমস্ত এ্যাসেম্ব্রীগুলি আছে, সেগুলি যদি দেখি বা তাদের যে ষ্টাফ প্যাটার্ণ সেটা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই আমাদের এই যে এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েটের ষ্টাফ বা সেক্রেটারিয়েটের যে ক্ষমতা, সেটা যেন অনেকটা প্রহসনের মত। এই এ্যাসেম্ব্রীকে একটা সাবরডিনেট অফিস হিসাবে ট্রিট করা হয়। কেন একথা আমি বলছি, কেবলমাত্র চীফ কমিশনারের পদকে লেফটানেন্ট গভর্ণরের পদে উন্নীত করলেই রাজ্যের পদ মর্য্যাদা বাড়বেনা, যদি রাজ্যের পদ মর্যাদা বাড়াতে হয়, তাহলে আজকে একথা স্বীকার করতে হবে ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্ব্রীর যে একটা ক্ষমতা, তার নিজস্ব ক্ষমতা থাকা দরকার। আমি এখানে ষ্টাফ বিশেষভাবে বক্তব্য রাখছি, এখানে ষ্টাফ বলতে কিছুই নাই। ডে টু ডে ওয়র্ক—আজকে দুর্ভাগ্যই হউক আর সৌভাগ্য বশতঃই হউক, আমরা বিরোধী দলের মাত্র তিনজন সদস্য, যদি আরও একটু সংখ্যা বাড়ত, তাহলে কাজকর্ম্ম এর চাপ যে কিভাবে বাড়ত সেটা কল্পনাতীত। তাছাড়া ডে টু ডে ওয়র্ক পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই, তার একটা বিভিন্ন কমিটি আছে, তার একটা রেসপনসিবিলিটি থাকে কর্ম্মচারীদের মধ্যে। কিন্তু আমাদের সেই অনুপাতে ষ্টাফ নাই। উড়িষ্যায়, পণ্ডিচেরী, কেরালা বা মাদ্রাজে—বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে দেখেছি কমিটি সেক্রেটারী আলাদা আছেন, জয়েন্ট সেক্রেটারী আছেন বা এ্যাসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী আছেন, তাদের উপর বিভিন্ন রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া থাকে, কিন্তু আমাদের এখানে মাত্র একজন সেক্রেটারী, আর বাকী হচ্ছেন সুপারিন-টেনডেন্ট। আমাদের বর্ত্তমানে যে ষ্টাফ আছে সেই ষ্টাফ দিয়ে যদি আত্ম সান্ত্বনা লাভ করা যায় যে আমাদের পদোন্নতি হয়েছে, তাহলে সেটা প্রহসনের মতই হবে। এ্যাসেম্ব্রী সেক্রেটারীয়েট বা পার্লামেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট, তাকে কোন ডিপার্টমেন্টে সাবরডিনেট না রেখে, ফুল ফেলজেড একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট হওয়া উচিত। আজকে ত্রিপুরায় এ্যাসেম্ব্রী এ্যাফেয়ারস্ সম্পর্কে অনেকগুলি কমিটি আছে, যেমন পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, এসটিমেট কমিটি। কতকগুলি কমিটি আছে, তার ফাইনডিংস যখন হয়, তখন রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীদের সেটা রিপ্রেজেন্ট করার কথা, বিভিন্ন তথ্য যেগুলি দেওয়ার কথা, সেগুলি তারা ইচ্ছা হলে দেয়, ইচ্ছা না হলে দেয়না। এটাকে একটা খেলো জিনিষ হিসাবে ট্রিট

করা হয়, সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। এই এ্যাসেম্ব্লীতে অনেকদিন থেকে কতকগুলি পোষ্ট ক্রীয়েট করা আছে—যেমন রিপোর্টারের পোষ্ট ইত্যাদি, কিন্তু সেগুলি বছরের পর বছর চলছে, এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। এই প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলা যায়। এটা আমার শুধু কথা নয়, রুলিং পার্টির অনেক সদস্য আমার সঙ্গে এক মত। এ্যাসেম্ব্লীকে যদি একটা ফুল ফেলজেড—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিপার্টমেন্ট হিসাবে করতে হয়, তাহলে তার ষ্টাফ বাড়ানো দরকার। যে ষ্টাফ বর্ত্তমানে আছে তার দ্বারা ঠিক ঠিক মত কাজ হওয়া সম্ভব নয়। যে কথাটা আমি রেইজ করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের যে লিষ্ট অব বিজনেস সেটা যেদিন আলোচনা হবে, তার আগের দিনে দেওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে বিধানসভার কনভেনশান কিন্তু আমরা দেখছি সেটা বর্তমানে যে ষ্টাফ তার দ্বারা সম্ভবপর হয়ে উঠেনা, এ হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। আজকে এই যে ঘটনা ঘটছে, তার জন্য সংকোভাবে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের রুলিং পার্টি বা যারা মিনিষ্টার বা যারা এ্যাসেম্ব্লীর চার্জে আছেন তারাই মূলতঃ দায়ী। আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করছি না। অনেক সময় এ্যাসেম্ব্লীর মিটিং এ আমরা দেখি যে গভর্ণমেন্ট বিজনেস নাই, উইথ ইন সিক্স মান্থস এ্যাসেম্ব্লী মিটিং ডাকতে হবে, কাজেই ডেকে দেওয়া হল, কিন্তু ত্রিপুরায় অনেক কিছু করণীয় আছে, যেমন রেণ্ট কণ্ট্রোল এ্যাক্ট বিভিন্ন রকম রুলস ইত্যাদি করা যায়, বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে ওয়েষ্ট বেংগলের যে সমস্ত রুলস এ্যাক্ট ইত্যাদি আছে— যেমন বেংগল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, সেগুলিকে এখানে এক্সটেণ্ড করে কাজ চালান হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করলে টি, এম, এ্যাক্ট করতে পারতাম কিন্তু এ্যাসেম্ব্লী সম্পর্কিত মিনিষ্টার যিনি আছেন, তিনি এ সম্পর্কে মাথা ঘামিয়ে যে দায়িত্ব পালন করা, সেটা তিনি পালন করেন না। আমি এই প্রসংগে আর একটা কথা এখানে বলতে চাই যে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় ....

Mr. Speaker—You should not discuss anything regarding Deputy Speaker. This should be expunged from the proceedings.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এ্যাসেম্ব্লী সম্পর্কে আমি মোটামুটি বললাম। আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে বহুদিন যাবৎ কণ্টিজেন্সী ষ্টাফ আছে, তাদের ক্লাশ IV এমপ্লয়ী হিসাবে রেগুলারাইজ করা দরকার এবং

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—রেগুলারাইজ যদি করা হয় তাহলে তারাও ক্লাশ IV ষ্টাফ হিসাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, সেগুলি পেত, কিন্তু তাদের আজ পর্য্যন্ত রেগুলারাইজ করা হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার—ইট্স হেভ অলরেডি বীন টেকেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি কেন এটার উত্তর দিতে যাচ্ছেন। এর জন্য তো মন্ত্রীরা রয়ে গেছেন, তারা এর উত্তর দিবেন। সে যাহা হউক, আমি

* Expunged as per order of the Speaker.

এই সম্পর্কে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর আছে ভোটার লিষ্ট তৈরী সম্পর্কে। এই ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে গিয়ে আমরা দেখছি যে সেখানে অফিসিয়াল যে সব প্রসিডিউর আছে, সেগুলি মানা হচ্ছে। যখন ভোটার লিষ্ট ফাইনাল পাবলিকেশান হয়ে আসে, তখন দেখা যায় যে কোন কোন গ্রামের যে সব ভোটার আছে, তাদের নাম আদৌ উঠেনি। এ ভাবে যে কত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, তার উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। কেন এই রকম হচ্ছে সেটা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান করে দেখা উচিৎ এবং সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার নিবেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে আমার বলার দরকার আছে এবং আমাকে কিছু বলতে দেওয়া উচিৎ। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যা কিছু করা হয় সেটা যেন প্রপারলি করা হয়। কিন্তু সেগুলি করা হচ্ছে না যাদেরকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাদের এই দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা দরকার। তারা তাদের সেই দায়িত্ব পালন করতে পারছে না বলে গ্রামের মধ্যে যে সব ভোটার আছে, তাদের নাম এই ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ পড়ে যায় সেখানে গ্রামের মধ্যে মানুষ আছে, অথচ তাদের নাম ভোটার লিষ্টে উঠছে না। সেজন্য আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহাশয় তিনটি ডিমাণ্ড মুভ করেছেন, এখন সেগুলি কি একটা একটা করে আলোচনা হবে না সবগুলি এক সংগে আলোচনা হবে। এটা আমি জানতে চাই

মিঃ স্পীকার—তিনটির উপরই আলোচনা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তো মাত্র একটা ডিমান্ড নিয়ে আলোচনা করেছি। অন্যগুলির উপর আমাকে কি বলতে দিবেন না? সেগুলির উপর আমার বলার দরকার।

মিঃ স্পীকার—শুধু আপনি বললে তো হবে না, আরও অনেক সদস্য আছেন, তারাও তো বলবেন এবং তাদেরকে বলতে দেওয়া আমার উচিত।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—সেটা তো আর আমি নিষেধ করছি না, তারাও বলবেন কেননা তাদেরও বলার অধিকার আছে কিন্তু আমাদের তো বলতে দেওয়া উচিত। আমাকে যদি বলতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমি ওয়াক-আউট করতে বাধ্য হব। এগুলির প্রত্যেকটার উপর আমার কিছু বলা দরকার। আজকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের ভিতরে যে রকম চলছে, সেগুলি সম্পর্কে খুব বেশী ডিটেইলসে যাচ্ছি না। অথচ এগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। স্পীকার স্যার, আমাকে সময় দিচ্ছেন কি, না?

মিঃ স্পীকার—আপনি কি আমার কাছ থেকে সময় পেয়েছেন? অনারেবল মেম্বার, লেট হিম টু মুভ হিজ কাট মোশান?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কার?

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মার, কাট মোশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাট মোশান না থাকলেও আলোচনা করতে পারা যায়, এটা আমাদের হাউসের কনভেনশান।

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, if you have allotted any fixed time to the Hon'ble member, then he should stop his speech here and he should also obey the ruling of the Chair.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, অভিরাম বাবুরও এই বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে, আপনি উনাকে কিছু বলতে দিন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাত্র একটা ডিমানডের উপর বলেছি, আরও দুইটি ডিমানড রয়ে গেছে, সেগুলির উপর আমার কিছু বলা দরকার। অথচ আমি বুঝতে পারছি, যে আমাকে এগুলি সম্পর্কে কিছুই বলতে দেওয়া হবে না।

মিঃ স্পীকার--শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমানড নাম্বার ৮-এ আমার কাট মোশান হচ্ছে—ভোটার লিষ্ট প্রণয়নে সকল ভোটারকে লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যর্থতা। স্যার, আমরা গতবার—১৯৬৭ ইং সনে যখন ভোটার লিষ্ট তৈরী হয় তখনও দেখেছি যে সেই লিষ্টে কোন কোন গ্রামের কিছু লোকের নাম উঠলো, আর কিছু লোকের নাম উঠলো না। যেমন চারগড়িয়া একটা পাড়া আছে' এ' পাড়ার মধ্যে কিছু অংশ ভোটার লিষ্টে নাম উঠলো, আর কিছু অংশের নাম উঠলো না। আজকে শুধু এ' একটা গ্রামের কথাই আমি বলছি না, ত্রিপুরাতে এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে এই ধরণের অনেক ভুলত্রুটি হয়েছে অর্থাৎ গ্রামগুলির কিছু অংশের লোকের নাম ভোটার লিষ্টে উঠলো, আর কিছু অংশের লোকের নাম উঠলো না। আমি যেসব পাড়ার কথা বলছি, সেগুলিতে সাধারণতঃ উপজাতি লোকেরা বেশীর ভাগ বসবাস করেন। এই উপজাতি পাড়াগুলিতে যেসব ভোটার আছেন, তারা ভোট দেওয়ার যে অধিকার আছে, তা তাদের আছে। তাই তাদের নাম ভোটার লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। অথচ তাদেরকে ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার কারণ হিসাবে আমরা যা দেখলাম, সেটা হল যেসব কর্মচারী এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, তারা তাদের সুবিধা মত কোন পাড়ায় বা বাড়ীতে গিয়ে সেই পুরানো ভোটার লিষ্ট দেখে নূতন করে আর একটা ভোটার লিষ্ট তৈরী করেছেন। তাদের যে প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে ভালভাবে খোঁজ খবর নিয়ে কার বয়স কত এবং কেউ মারা গেল কিনা ইত্যাদি দেখে ভোটার লিষ্টে নাম তোলা উচিত ছিল, সেটা তারা আদৌ করেনি। সেজন্য এই ভোটার লিষ্টে গড়মিল হয়েছে। এভাবে গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের যে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, তাদের নাম ভোটার লিষ্টে না উঠার দরুন, তারা তাদের সেই গণতান্ত্রিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি ত্রিপুরা সরকার তার প্রশাসনের প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছেন না, অথচ এদিকে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে নজর দেওয়া উচিত। গ্রামের মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক যেসব লোক আছে তাদের নাম যাতে ভোটার লিষ্টে উঠতে পারে এবং তারা যাতে তাদের গণতান্ত্রিক

অধিকার ভোটের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারে, সেজন্য সরকার সচেষ্ট থাকবেন বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার তো আরও ৬টি কাট মোশান আছে, সেগুলিও এক সাথে যুক্ত করুন এবং আলোচনা করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমান্ড নাম্বার নাইনে আমার কাট মোশান হচ্ছে—(১) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ী করার ব্যর্থতা, আর (২) নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য। এই কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দীর্ঘদিন চাকরী করা সত্বেও তাদের স্থায়ী করার চেষ্টা হয়নি। তাদের যাতে স্থায়ী করার ব্যবস্থা হয়, তারা যাতে চাকরীতে স্থায়িত্ব পায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। আর এদের চাকরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার

তারপর নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারী ঔদাসিন্য। এই যে নবাগত উদ্বাস্তু, বিশেষ করে যারা কয়েক বছর আগে ত্রিপুরায় এসেছে এবং এই উদ্বাস্তুদের কয়েক বছর আগে দেখা গেছে, সরকার তাদের কোন হিসাব রাখেননি। হিসাব না রাখার জন্য সরকার তাদের কোনরকম ব্যবস্থা করেননি। প্রতিদিন উদ্বাস্তু আসছে। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়ছে এবং ত্রিপুরাতে পুনর্বাসন দেওয়ার মত কোন জায়গা নেই। তাদের ত্রিপুরার বাইরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ত্রিপুরা সরকার একটা উদাসীন ভাব রাখছেন। কিন্তু এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যদি না করা হয় বিভিন্ন প্রদেশে সুষ্ঠু পুনর্বাসন যদি না হয় এবং যারা নূতন আসছেন তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা উচিত।

তারপর ডিমান্ড নং ১০-এর উপর আমার কাটমোশান হল, "শ্রম সম্পর্কিত বিচারের জন্য আলাদা শ্রম আদালত গঠনের জন্য ব্যয়বরাদ্দ না থাকা"। শ্রমিকদের বিচার, মামলা প্রভৃতি শ্রম আদালত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই যে গত ১৯৬৮ সনে বিড়ি শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করে এবং তাদের ধর্মঘট করার ফলে যখন তাদের গ্রেপ্তার করা হল এবং গ্রেপ্তার করে তাদিগকে আটক করে রাখা হয় এবং তারপর তাদের জামিনে মুক্ত দেওয়া হয়। আজকে দুটি বৎসর হয়ে গেল এই দুটি বৎসরের মধ্যে তারিখে তারিখে তাদের হাজিরা দিতে হচ্ছে কিন্তু তাদের বিচারের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। আর আমরা দেখলাম কালাছড়ার চা বাগানের চা শ্রমিকেরা তিন বছর আগে মামলায় পড়েন। আলাদা শ্রম আদালত না থাকার দরুণ শ্রমিকরা কেন ধর্মঘট করে এবং মামলায় পড়ে এই সমস্ত দেখার জন্য যদি শ্রম আদালত থাকে এবং আলাদা যদি আদালতের ব্যবস্থা হয় তাহলে এই শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বিচার প্রভৃতির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু একটা ব্যবস্থা এবং সুবিধা করা যেত। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার সম্পূর্ণ-ভাবে উদাসীন থাকার দরুণ তারা দিনের পর দিন হয়রানি হচ্ছে। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে যে টাকা রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এইজন্য আমি এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার ৮, ৯ এবং ১০ এইগুলির বিরোধিতা করছি এবং আমার কাটমোশনকে সমর্থন করছি।

কারণ এই অবস্থায় কোনদিনই প্রশাসন চলতে পারে না। শ্রমিকদের আমরা দেখেছি অনেক সময়েই তারা বিক্ষুব্ধ।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—কিছু সময় না দিলে কি করে হবে। কাজেই এটা যাতে ব্যবস্থা করা হয় এবং যাতে বেশী ব্যয়বরাদ্দ করা হয় সেজন্য ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ৮, ৯ এবং ১০ ডিমাণ্ডগুলি আছে। এর মধ্যে কাটমোশন আমার মাত্র একটা আছে—"নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়াইয়া মূল্যমান কমানোতে সরকারী ব্যর্থতা।" আমাদের এই যে ত্রিপুরা ষ্টেট, এটা ইউনিয়ন টেরিটরী। কাজেই সেই দিক থেকে ক্ষমতা যা আছে তা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মুখে শুনলাম না যে এই ইউনিয়ন টেরিটরীকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়া হোক। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের উচিত পূর্ণাঙ্গ বিধানসভার এবং রাজ্যের দাবী করা। আর তা যদি না হয় তাহলে কিছুতেই আমাদের বিপদের আশঙ্কা বাড়বে ছাড়া কমবে না। আজকে এডুকেশন মিনিষ্টার বলেছেন যে অর্থ অধিক বরাদ্দ না থাকার ফলে কাজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করতে পারছি না। কিন্তু অধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য আজ পর্য্যন্ত একজনের মুখ থেকেও দাবী শুনতে পেলাম না। পশ্চিমবঙ্গের যে ধাওয়ান সরকার তিনিও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অধিক অর্থ দাবী করেছেন। কিন্তু এখানে কেন্দ্রের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের উদ্যোগে একটা কিছু অর্থ বরাদ্দ করার জন্য উনাদের মুখ থেকে একদিনের জন্যও দাবী শুনতে পেলাম না। কাজেই অর্থ বরাদ্দ যাতে আমাদের বেশী চাওয়া হয় সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আজ এমপ্লয়ীদের সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত আমরা কি দেখি? আমাদের এই অ্যাসেমব্লীর মধ্যে প্রথমে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে আমাদের অ্যাসেমব্লীর যারা টেম্পোরারী ষ্টাফ ক্লাস ফোর আছে তারা এখনও টেম্পোরারীই রয়ে গেছে। তারা এখনও পার্মানেন্ট হয়নি। তাদের আইনমত যা কিছু পাওয়া, তারজন্য মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু কাটমোশন এনেছেন। তিনি বলেছেন শর্টেজ অব ষ্টাফ ইন দি অ্যাসেমব্লী। আর ষ্টাফ যে শর্ট আছে সেটা আমরা সকলেই জানি। মাননীয় মন্ত্রীরা অর্ডার দিচ্ছেন, "এটা আন, সেটা আন।" কিন্তু ষ্টাফ যে কম সেটা তারা দেখছেন না। আমরা মাত্র তিনজন বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে আছি। কিন্তু আমরাও কাগজপত্র চেয়ে সেগুলি সময়মত পাই না।

(রেড লাইট)·········

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—আমরা দেখি আমরা মাত্র তিনজন বিরোধী দলের সদস্য আছি, আমরা যদি কাগজপত্র চাই, সেইগুলি নিয়ম মত পাই না, এই হচ্ছে অবস্থা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি টাইম চাই। অন্ততঃ ১০ মিনিট আমাকে আরও সময় দিন।

মিঃ স্পীকার—আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখনও কয়েকটি কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখতে পারি নাই। এখানে পাঁচটা কাট মোশানের উপর যদি আলোচনা ঠিক ঠিকভাবে রাখতে হয়, তাহলে ২৫ মিনিট সময় দরকার। কাজেই আমাকে সময় দিতে হবে। সময় না দিলে কি করে হবে?

আমার আর একটা কথা হচ্ছে এই যে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা, তাদের যে দাবী দাওয়া, সেগুলি ন্যায্য দাবী দাওয়া, সেই দাবীগুলি ন্যায় সংগত ভাবে না মেটানোর ফলে তারা আজ ধর্মঘট করছেন, এর অর্থ আমরা কি বুঝি, এর অর্থ হল কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ আছে, সরকার সেদিকে নজর দিচ্ছেন না এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন।

আরেকটা কাট মোশান হচ্ছে ভোটার লিষ্ট প্রণয়নে সকল ভোটারকে লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যর্থতা। গত ইলেকশানে আমরা দেখেছি, পঞ্চায়েত ইলেকশানে দেখেছি যে যারা চাকুরীজীবি তাদেরও অনেকে ভোটার হতে পারে নাই। কিন্তু এখন দিন পাল্টে গেছে, মানুষ এখন নিজের সম্পর্কে সচেতন। আমরা জানি কোন কোন গ্রামে এখনও ভোটার লিষ্ট করা হয় নাই, সেই সমস্ত গ্রামগুলিতে অতি সত্বর ভোটার লিষ্ট করা এবং তাদের ভোটার লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন আমাকে আর টাইম দিচ্ছেন না, তখন আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে সেটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী করা হয়। সেদিকে নজর দেন। এই বলে আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা। আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে আমি খুব ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না—কিভাবে যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান দিনের পর দিন ডেটরিয়েট করছে, সেই সম্পর্কে শুধু কয়েকটি ঘটনার কথা আমি এখানে বলব। এখানে যেন একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে। একটা ঘটনা হচ্ছে—এ. ডি. এম. হেডকোয়ার্টারকে চেয়ারম্যান করে, এবং দুইজন আণ্ডার সেক্রেটারীকে সদস্য করে একটা কমিটি করা হল টু রিভিউ দি ফরেষ্ট কেসেস, কমিটি করার পর, কমিটির যে দায়িত্ব এনকোয়েরী করা, সেটা করা হল না। অতএব আমার প্রশ্ন হল কেন এই কমিটি করা হয়েছিল এবং কেনই বা কাজ করতে দেওয়া হল না, সেটা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। কাজেই আমি বলছি সেখানে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে। অবশ্য কেন তাদের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হলনা। সেটা চীফ মিনিষ্টার ভাল করেই জানেন, তিনি তার রিপ্লাই দিবেন। আর কর্মচারীদের সম্পর্কে একটা বক্তব্য এখানে রাখব এই যে কর্মচারীদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ এসেছে তার জন্য কারা দায়ী, তার জন্য দায়ী হচ্ছে রুলিং পার্টি, যারা রাজ্য চালান, সরকার চালান, মূলতঃ তারাই এর জন্য দায়ী। একই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে, চাকুরী করবেন, একই কোয়ালিফিকেশান, একই দায়িত্ব অথচ বেতনের মধ্যে তারতম্য আছে। আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না। আজকে তাদের যে বিরূপ

মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে সেটা একদিনে হয় নাই। তারা ডিপুটেশান দিয়েছে, দরখাস্ত করে করে যখন দেখেছে কোন কিছু হয়না তখন তাদের বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে হয়েছে। কাজেই আজকে তাদের যে বিক্ষোভ, তারা যে আন্দোলন করছে, তার জন্য সামগ্রিকভাবে সরকার দায়ী। এই সম্পর্কে আরেকটা কথা হল—Government of Tripura, Civil Secretariat, Administrative Reforms Department, Central Civil Services (Conduct) Rules 1964—Scope of rule 7 (ii)—এই সম্পর্কে একটা সারকুলার দেওয়া হল এবং তার মধ্যে আছে—"Rule 7 (ii) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 provides that no Government Servant shall resort to or in any way abet any form of strike in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other Government Service. etc. etc. কিন্তু এই সারকুলার সম্পর্কে বলতে হয়, তারা কর্মচারী হতে পারেন, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে একটা জিনিষ আছে। ইন্ডিয়ান কনষ্টিটিউশানে স্বীকৃতি আছে যে কোন মানুষ তার একটা সমিতির মাধ্যমে, তার একটা ইউনিয়নের মাধ্যমে, নিজস্ব দাবী দাওয়া সম্পর্কে পীচফুলি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবী দাওয়া রাখার অধিকার আছে। সেই অধিকারের উপর এই সারকুলার দ্বারা আঘাত আনা হচ্ছে বলেই আমার ধারণা। এনোমেলীস ইন পে—স্কেল, এই সম্পর্কে এনকোয়েরী করে, অভিযোগগুলি যাতে দূর করা যায়, সেই দিকে নজর না দিয়ে, তাদের উপর একটার পর একটা সারকুলার চাপিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে কোন সমস্যার সমাধান হয় না সেইদিকে কোন চেষ্টা নাই, তদুপরি গণতন্ত্রকে যে সাপ্রেস করার অপচেষ্টা, তারই জন্য আজকে কর্মচারীরা আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সম্পর্কে আজকে আরও বলতে হয়, যেমন ডি. এম. অফিস আছে, সেখানে ল' এণ্ড অর্ডার সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজকর্ম আছে,- সেগুলি যে কিভাবে চলছে, বিশেষ করে ধর্মনগরে যে অবস্থা চলছে, কোন মানুষ দরখাস্ত করলে—দুঃস্থ মানুষ, রিলিফ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করে, সেইদিকে কোন নজর নাই, অর্থাৎ সরকারের যেমন কোন দায়িত্ব নাই। আমার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল— একজন জমাতিয়ার জোতের জায়গা নিয়ে ডিসপিউট হয়েছিল, সেই সম্পর্কে ডি. এম. এর কাছে বহু দরখাস্ত করেছে কিন্তু সরকার এই সম্পর্কে কোন দায়িত্ব পালন করেন নি। এই সম্পর্কে অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন আগরতলা কবরখলা সম্পর্কে বলা যায়। আমরা জাতীয় সংহতি ইত্যাদির কথা বলে থাকি। এই যে কবরখলা, এটার দায় দায়িত্ব হল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের। এই রাজ্যে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছেন তাদের যে বিভিন্নভাবে প্রটেকশান দেওয়া দরকার বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে, সরকার আজকে তার দায় দায়িত্ব পালন করছেন না। আজকে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত সমস্ত কবরখলাগুলি জোর জবরদস্তি করে দখল করে নিয়ে গেছে। ডি. এম-এর কাছে বহু দরখাস্ত করা হয়েছে, খুব দূরের কথা নয়, রয়েল ফেমিলীর একটা শ্মশান আগরতলায় আছে, যেটার একটা বেড়া দিয়ে প্রটেকশান দেওয়া দরকার। এটা কি পাবলিকের দায়িত্ব না সরকার করবে? কিন্তু সরকারের দায়িত্ব হলেও সরকার করবেনা। সর্বত্র এইভাবে করাপশান চলছে এবং দিনের পর দিন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ডেটরিয়েট করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর

একটি ঘটনার কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেটা হল ডি. এম, অফিসের হেড ক্লার্ক শ্রীমতী যূথিকা রায়ের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেছিল। সেই অভিযোগ মূলে এ. ডি. এম. শ্রীদেববর্মাকে তদন্ত করবার জন্য ভার দেওয়া হয়। তদন্তের পর সেই অভিযোগ প্রমাণিত হল এবং তাকে সাস্পেনশান করার জন্য একটা অর্ডার হয়। সেই অর্ডার এবং রিপোর্টের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র শ্রীদেববর্মার যে টেবিল ছিল, তাঁর ডেস্কে রেখে ছিল, সেটা নাকি হারিয়ে যায়। তখন শ্রীদেববর্মা নিজে থানাতে একটা ডায়েরী করলো এবং সেই ডায়েরী মূলে থানা থেকে লোকজন এসে এক ভদ্রলোককে এরেষ্ট করে নিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর তাকে আবার ছেড়ে দেওয়া হল। এসব দিক যদি আমরা বিচার বিবেচনা করি, তাহলে দেখব যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মধ্যে অনেক টি বলতে কিছু নেই। তাই আজকে সামগ্রিকভাবে যদি বিচার করতে হয় তাহলে আমাকে এই কথাই বলতে হয় যে আজকে যারা সরকার চালাচ্ছেন, তাদের আর এক মুহূর্তও এই গদীতে বা মন্ত্রীর আসনে থাকা উচিত নয়। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা যখন কীর্ত্তন করেন, তখন তো আপনি তাদেরকে বেশ সময় দেন। কিন্তু আমাদের বেলায় কেন, এই রকম করছেন যে পাঁচ মিনিট বলুন, দশ মিনিট বলুন। তারা আবার আব্দার করে বলছেন যে আমরা মাত্র তিন জন আছি কাজেই আমাদের বেশী সময় দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে আজকে এই ডিমাণ্ড নাম্বার এইটের উপর কাট মোশান এনেছেন, তার বিরোধীতা করে, আমি কিছু বলব। তবে তার আগে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহাশয় যে গ্রেন্ট রেখেছেন এই হাউসের সামনে, সেটাকে আমি সমর্থন করছি। তাদের একটা কাট মোশান আছে, আমাদের এই এ্যাসেম্বলী ষ্টাফ সম্বন্ধে। কিন্তু আমি বলি যে আমরা এর আগে অনেকবার এ্যাসেম্বলীর ষ্টাফ সম্বন্ধে অনেক বলেছি এবং কিছু কিছু কাজ যে হয়নি তা নয়। তবু তারা এটা এনেছেন, শুধু নাম কেনার জন্য। তাদের আর একটা কাট মোশান হল—ভোটারলিষ্ট প্রণয়নে সকল ভোটারকে লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যর্থতা। আমি বলতে চাই তারা কি চান যে ১০/১০ বছরের ছেলেরাও ভোটার হবেন? আর যারা পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসছে, তাদের সিটিজেনসীপ কার্ড নেই, তারাও কি ভোটার হবেন? আবার বলছেন যে পাড়াকে পাড়া নাকি ভোটারলিষ্ট থেকে বাদ পড়ে গেছে, আবার বলছেন না কিছু কিছু উঠেছে। তারা যে এই রকম বলছেন, তাতে তাদের কথার মূল্য কোথায়? কিন্তু আমরা জানি যে যখন ভোটারলিষ্ট তৈরী করা হয় তখন গ্রামে গ্রামে কর্মচারীরা গিয়ে সেই সব ভালভাবে খোঁজ খবর নেন। যেমন প্রথমে একদল যান, তারা প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে, সেই বাড়ীর নাম্বার দিয়ে আসেন। তারপর আর এক দল যান, তারা কোন বাড়ীতে বয়স্ক কত, মাইনর কত ইত্যাদি দেখেন। তারপরে যে দল যান, তারা এই সব জেনে শুনে ভালভাবে ভোটার লিষ্ট তৈরী করেন। এর পরে যদি ভুল ভ্রান্তি থাকে, সেটা ভোটার লিষ্ট ফাইনাল পাবলিকেশান হওয়ার আগে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে তারা যেন সেটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহকুমা অফিসার বা ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে জানান। এই সব প্রসিডিউরের মধ্য দিয়ে

আমাদের ভোটার লিষ্ট তৈরী হয়ে থাকে। কাজেই যদি ভুল হয়, তাহলে তাকে সংশোধন করার জন্য সময় দেওয়া হয়। আমার মনে হয় তারা এসব কোন কিছুই জানেন না। আর না জেনে শুনে তারা এখানে এই কাট মোশানগুলি আনেন। কাজেই এসব কাট মোশানের কোন ভিত্তিই থাকতে পারেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এসব কাট মোশান আনেন, শুধু একটা কীর্ত্তন করবার জন্য কিন্তু তাদের কোন কীর্ত্তনে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। তাদের কীর্ত্তনটা কেমন, সেই সম্পর্কে আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা হল— এক বাড়ীতে কীর্ত্তন হচ্ছে, সেখানে ভক্তগণ খোল-করতাল নিয়ে সবাই বলছেন, নারায়ণ, এসো হে, এসো হে, তুমি আসিলে আনন্দ হবে, এসো হে, এসো হে। এখন সে বাড়ীর কাছ দিয়ে একজন গোয়ালা দুধের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। সে এ' কীর্ত্তন শুনতে পেয়ে ভাবল, আচ্ছা! একবার না হয় কীর্ত্তনে যাওয়া যাক। এই ভেবে সে কীর্ত্তনে গেল। অনেকক্ষণ ধরে সে সেখানে ভক্তদের সঙ্গে কীর্ত্তন করলো। তার পরে যখন তার দুধের ভারের কথা মনে পড়লো তখন সে কীর্ত্তন থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো যে তার সব দুধ বসে গেছে। সে নারায়ণকে গালি দিতে লাগলো আর ভক্তগণের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো—যত সব ব্যাটারা, নারায়ণ, এসো হে, এসো হে। এদিকে আমার সব দুধ নষ্ট হয়ে গেলো। তাই তাদেরও কীর্ত্তনটা এই রকমই হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসল কথা হল এদের কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই। তারপরে উনারা আর একটা কাট মোশান রেখেছেন সেটা হল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের ব্যর্থতা অধ্যক্ষ মহোদয়, চতুর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণী বলে কোন কথা নয়। এই স্থায়ীকরণের নিয়ম আছে, বিধান আছে, যে তিন বছর হলে পরে কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের প্রশ্ন আসে এবং সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের স্থায়ীকরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এটা এখানে নিয়ে আসার একটা কারণ আছে, সেটা হল তারা যখন দেখছে সরকারের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে এভাবে স্থায়ীকরণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তখনই তারা এটা নিয়ে আসলো। কারণ এখানে এটা নিয়ে এলে তো পরে বাহিরে গিয়ে বলতে পারবে দেখ আমরা কিন্তু তোমাদের স্থায়ীকরণের জন্য এ্যাসেম্ব্লীতে বলেছি, তাই তো তোমরা স্থায়ী হতে পেরেছ। এছাড়া তাদের এখানে কাট মোশান আনার কোন অন্য অর্থ আছে কিনা, সেটা আমি বুঝতে পারিনা তারপরে আর একটা কাটমোশান হচ্ছে —নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য। এখন দেখুন না, এদের আর এক চাল। তারা একদিকে ট্রাইবেলদের কাছে বলে বেড়াচ্ছে যে দেখ পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এসে তোমাদের সর্ব্বনাশ করছে এবং ট্রাইবেল ও নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাঁধাবার চেষ্টা করছে, এটা তাদের উদ্দেশ্য। আবার এই এ্যাসেম্ব্লীতে উদ্বাস্তুদের জন্য কি না কাঁদা কাঁদছে। এভাবে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বত্র একটা সাম্প্রদায়িকভাব ছড়িয়ে দিতে চাইছে, যাতে করে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলরা একত্রে বসবাস না করতে পারে।

তাদের আর একটা কাট মোশান হচ্ছে—শ্রম সম্পর্কিত বিচারের জন্য আলাদা শ্রম আদালত গঠনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ না থাকা। এখানে তারা একটা আলাদা বিচারালয় চাইছে। কিন্তু আমাদের এখানে যে সেই বিচারালয় আছে, সেটা তাদের বোধ হয় জানা নেই। তাই

না জেনে শুনে তারা এসব এখানে রাখছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এদের সবকিছুই এই রকম। বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। তাই তাদের সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলতে চাইনা। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে মূল ডিমাণ্ডগুলি এখানে রেখেছেন, সেগুলি আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধীপক্ষ যে সব কাট মোশান রেখেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। এই ডিমাণ্ডগুলি আমি সমর্থন করি, আর কাটমোশনের বিরোধীতা করি। আমি সত্যিই বুঝতে পারছি যে শ্রমিকদের বিচারের জন্য যাতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা যায় ততই ভাল। কিন্তু এর জন্য আদালত রয়ে গেছে, কোর্ট রয়ে গেছে। কিন্তু বলে হল কি শ্রমিকের জন্য আলাদা একটা আদালত কর। তার অর্থই হল শ্রমিকে শ্রমিকে কাটাকাটি মারামারি কর অন্যদিকে তারা সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে হরতাল করাচ্ছে। তারা জানে যে সরকার তাদের ন্যায্য দাবী মেনে নেন। হয়তো একটু দেরী হয়। তারা তখন সরকারী কর্মচারীদের কানে মন্ত্র দেন এবং বলেন চলো হরতাল করি, আর কিছু কর্মচারীদের এই ফাঁকে না পারলে মারে তাদের মুখে বিভিন্নরকম আলোচনা শোনা যায়। অতএব অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কাটমোশানের বিরোধীতা করি এবং ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে আমি সেগুলি সমর্থন করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কাটমোশনগুলি এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে বলছি। এখানে একটা কাটমোশন আছে যে শ্রমিকদের জন্য একটা পৃথক আদালত করা প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি যে যারা শ্রম করে ক্ষেতে খামারে ইণ্ডাষ্ট্রিতে তারা কাজের জন্য, দেশের জন্য নিজেদের নিযুক্ত রাখে। তারা বিচারের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাদিগকে যদি কেউ শ্রম থেকে বিরত করতে চায় তাহলে তাদের বিচারের জন্য আদালত থাকা প্রয়োজন। যারা প্রকৃত শ্রমিক তাদের জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের যে স্বাভাবিক আদালত আছে যদি কোন প্রয়োজন হয় তাহলে সেই আদালতে বিচার হবে। সুতরাং ব্যাপকভাবে আদালতের যে দাবী নিয়ে কাটমোশন নিয়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে সমস্যার সম্মুখীন করতে চাইছেন সেজন্য আমি সেটা সমর্থন করতে পারি না।

আর একটা হল নবাগত উদ্বাস্তু সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য। শুধু নবাগত যারা উদ্বাস্তু তাদের জন্য নয় যারা প্রথম এসেছে তাদের সমস্যা কি নেই? তারা লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে পূর্ব পাকিস্থান থেকে বহু লোক এসেছে এবং নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং তাদের ইন্‌ডাইরেক্টলী উচ্ছেদ করবার ব্যবস্থা করছে। এই হলো তাদের প্ল্যান মত একটা প্রচার। এটা ট্রাইবেল জনসাধারণের কাছে একটা মিথ্যা প্রচার। অথচ এই হাউসের সামনে এসে প্রচার করছে যেন সমস্ত উদ্বাস্তু ভাইদের জন্য আমরা ভাবে গদগদ। এই ভাঁওতাবাজীর খেলা যারা খেলে এই সমস্ত মানুষের কাটমোশনের বিরুদ্ধে না বলে আর কোন গত্যান্তর নেই। এইজন্যই এই কাটমোশনের বিরোধীতা করছি।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ী করার ব্যর্থতা। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছাড়াও তো আরও অনেক শ্রেণীর কর্মচারী আছে প্রথম শ্রেণীর আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর আছে, তৃতীয়

শ্রেণীর আছে। এই শ্রেণীর কর্মচারীগণ আর তাদের ভাঁওতাবাজীতে ভুলতে চায় না। একমাত্র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাই তাদের ভাঁওতা এখনও ধরতে পারেননি। এখন তাদের জন্য দরদ উপচে উঠছে। তাদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে কাটমোশন এনে তাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য একটা প্রয়াস চালাচ্ছে। সুতরাং এই কাটমোশনের আমি বিরোধীতা করছি।

আর একটা কাটমোশন হল যে ভোটার লিষ্ট তালিকা ঠিক ঠিকভাবে হয় নাই। তার কয়েকটা জবাব মাননীয় সদস্য নিশিবাবু দিয়েছেন এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ যখন ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হয় তখন বারবার জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ফাইন্যাল লিষ্ট হবার আগেই জানানো হয় যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে তাহলে যেন তারা সংশোধন করেন এবং যথাসময়ে লোকেরা তা সংশোধন করে নেন। কিন্তু যখন ইলেকশান আসে তখন দেখা যায় ন্যায্যভাবে মানুষের কাছ থেকে ভোট পাবার তাদের কোন আশা থাকে না। তখন এই ভোটকেন্দ্রের লোক ঐ ভোটকেন্দ্রে নেয়, ঐ ভোটকেন্দ্রের লোক এই ভোটকেন্দ্রে আনে। পরে নিজেরা হয় ফেলুয়ার। তারপরে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এসে সরকারের উপর দোষারোপ করে। তারপর বলে সরকারী কর্মচারীদের ব্যর্থতা। তারা ভোটার লিষ্ট ঠিক ঠিকভাবে তৈরী করতে পারেনি। এটাও এক ধরণের ভাঁওতাবাজী এবং এই ভাঁওতার খেলায় মানুষ আর ভুলতে চায় না এবং সেজন্যই একটা কাটমোশন যে তারা এনেছেন সেটাকে সমর্থন আমি করতে পারছি না।

আর একটা জিনিষ অ্যাসেমব্লীতে ষ্টাফের অভাব। সেই কথা আমাদের হাউসে কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়াও তারা জানেন যে সরকারীভাবে প্রস্তাবগুলি বিবেচনাধীন আছে। এটা ঠিক যে ভারতবর্ষের অন্যান্য যে এসেমব্লী আছে সেগুলির মত ষ্টাফ এখানে নেই। এখানে ষ্টাফের জন্য কয়েকটা স্যাংশান আছে এবং ভবিষ্যতে যাতে আরও ষ্টাফ নেওয়া যায় তারজন্য প্রস্তাব আছে। একজন সেক্রেটারী দিয়ে অ্যাসেমব্লী চলে না। অন্যান্য জায়গায় একজন আণ্ডার সেক্রেটারী থাকে বা অন্যান্য ষ্টাফ থাকে, টাইপিষ্ট ষ্টাফ থাকে। আমাদের এখানে তাও করতে হবে। সেজন্য সাংঘাতিক দরদ দেখিয়ে কাটমোশনের মাধ্যমে তাদের যে অ্যাসেমব্লী ষ্টাফের সঙ্গে ভালবাসা আছে সেই ভালবাসাটা দেখাবার জন্য এবং তারাই যে তাদের দরদী বন্ধু সেটাই বুঝাতে চাইছেন। আর এখানে যারা না'কি অন্যান্য সদস্যরা আছেন তারা যেন কিছুই করেন না এইরকম একটা ভাব দেখাবার জন্য তারা অ্যাসেমব্লী ষ্টাফ সম্পর্কে এই কাটমোশনটা এনেছেন। এইজন্য এইগুলির সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে এবং যে সমস্ত ডিমাণ্ড এনেছেন সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ— অনারেবল স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলি আমি সমর্থন করি এবং ডিমাণ্ডগুলির উপর যে কাট-মোশান এসেছে সেগুলির কোন যৌক্তিকতা নেই বলে আমি সেগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। তার কারণ বলতে গিয়ে তারা বলেছেন শর্টেজ অব ষ্টাফ ইন দি অ্যাসেমব্লী। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আমাদের বাজেটে অ্যাসেমব্লী সেক্রেটারী-য়েটের জন্য আলাদা হেড। কিন্তু কতজন ষ্টাফের জন্য এই বাজেট সেই কথাটা এখানে উল্লেখ

নাই। তাতে মনে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যারা বাজেট করে তারা আমাদের অ্যাসেম্‌ব্লী সেক্রেটারীয়েটকে একটা সাবর্ডিনেট ডিপার্টমেন্ট বলে মনে করে বলে আমার বিশ্বাস। যদি এটা মনে না করতো তাহলে এত বড় একটা অ্যাসেম্‌ব্লী, পিপলের রিপ্রেজেনটেটিভের মাধ্যমে যে ত্রিপুরার শাসন ব্যবস্থা চালানো হচ্ছে সেখানে বাজেট ডিমাণ্ড আলাদা ভাবে প্রেস করা উচিত ছিল।............

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2 P. M. The Member speaking will have the floor.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ডিমাণ্ড ফর অ্যান্ট নাম্বার ৮— পার্লামেন্ট স্টেট/ইউনিয়ন টেরিটরী লেজিসলেচার, এই যে হাউসের সামনে রাখা হয়েছে তার উপর আমি বক্তৃতা রাখছিলাম এবং রাখতে যেয়ে বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের এই এ্যাসেম্‌ব্লী সেক্রেটারীয়েট এই বাজেটে আলাদা ভাবে স্থান পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু এটা সেখানে দেখানো হয় নাই। তা-ছাড়া এ্যাসেম্‌ব্লীর যে বিভিন্ন ষ্টাফ রয়েছে সেগুলি এখানে ধরা হয় নাই। এই যে একটা চিন্তাধারা সেটা আমি মনে করব এটা ঠিক বর্ত্তমানে আমাদের যে গণতান্ত্রিক সমাজ-বাদের চিন্তাধারা সেই অনুসারে হয় নাই, এটা হচ্ছে বোরোক্রেট মেশিনারী— যারা এ্যাড-মিনিষ্ট্রেশান চালাচ্ছেন, তাদের চিন্তাধারাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমি আশা করব যে আমাদের যে রিপ্রেজেনটেটিভ হাউস, তার যে সেক্রেটারীয়েট তাকে বাজেটে প্রপার স্থান দিয়ে, তার যথোপযুক্ত কার্যকরী ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং তার জন্য আমি এখানে আবেদন রাখব।

আর ভোটার লিষ্ট সম্বন্ধে এখানে বিরোধী দলের সদস্যগণ কাটমোশান এনেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলব যে এখানে বলা হয়েছে যে ভোটার লিষ্ট প্রণয়নে সকল ভোটারকে লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যর্থতা : ভোটার লিষ্টে নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, এটা ঠিক নয়। এটা ঠিক কথা যে রাজ্য বা যে রাষ্ট্র জনগণের ভোট দ্বারা, পার্টি মেম্বার দ্বারা পরিচালিত হয় না, সেইসব রাষ্ট্রে ভোটার না হওয়া সম্ভব। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিকের ভোটার হওয়ার লেজিটিমেট অধিকার আছে, সেখানে তাদের প্রত্যেককে ভোটার লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তারা আমাদের এখানে ভোটে পার্টিসিপেট করেন, এটা আমাদের সংবিধানগত অধিকার। কাজেই এই যে কাট মোশান এসেছে এটা অবাস্তব, অতএব আমি এই কাটমোশানের বিরোধীতা করছি।

আর জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কথা বলতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে হয়। যদিও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা আছে, সরকার আছে বলে আমি মনে করি এবং সেটা কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে, কিন্তু একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি এখানে আমাদের যে বর্ত্তমান সরকার, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের অধীনে যে সমস্ত প্রমোশান, ডিমোশান এ্যাপয়েন্টমেন্ট সব কিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে হয়। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি স্যার, আমাদের এখানে মার্চ্চ মাসের শেষে ভারত সরকার থেকে একজন আণ্ডার সেক্রেটারী না কে এসেছে, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে যে যে ষ্টাফ আছে সেই ষ্টাফ সাফিসিয়েন্ট

কিনা বা সেই ষ্টাফের সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সেটা ইন্সপেকশান করার জন্য। ইন্সপেকশান করার পর যেখানে গেজেটেড অফিসার সাতজন আছেন, সেখানে তারা বলেছেন দুইজনের প্রয়োজনীয়তা আছে, যেখানে ক্লাশ ফোর, ক্লাশ থ্রি আছে ১০ জন, সেখানে মনে করলেন তিনজনের প্রয়োজনীয়তা আছে, আর বাকী সব কাট আপ করে দিয়ে গেলেন। তাতে লাভ হয়, যাদের সারপ্লাস ষ্টাফ হিসাবে ধরা হয়, তাদের বেতন এ মাস থেকে বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে সরকারী কর্মচারী তাদের ভাগ্য, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নির্ভর করছে সেই কেন্দ্রীয় সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারীর এক কলমের খোঁচার উপর। এর ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে কর্মচারীদের মধ্যে একটা ডিসকন্টেন্ট গ্রো করেছে এবং সেটা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এতে আমাদের সরকারের কোন হাত নেই। ফার্ষ্ট ক্লাশ গেজেটেড অফিসার যারা টি, সি, এস আছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, তাদের মধ্যে একটা ডিসকন্টেন্ট দেখা দিয়েছে, তাদের অনেকে আজকে কোর্টের আশ্রয় নিয়েছে। কোর্টে বিচার চলাকালীন তাদের বলা হল তোমাদের যে যে কারণে কোর্টে যেতে হয়েছে, সেইসব কেসগুলি পুনর্বিবেচনা করা হবে.........

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, দিস ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—কেন ডিসকন্টেন্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে দেখা দিয়েছে সেটা সম্পর্কে আমি বলছি স্যার। কারণ আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মূল ভিত্তি হচ্ছে যারা এক্জিকিউটিভ হেড আছেন তারা, তাদের মধ্যে যদি ডিসকন্টেন্ট থাকে, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে সংগঠনমূলক কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আজকে এই টপ র‍্যাঙ্কিং অফিসার যারা আছেন, তাদের উপর মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকেও নির্ভর করতে হচ্ছে এবং আজকে যে কেন্দ্রের আণ্ডার সেক্রেটারী বোরোক্রেটিক মনোভাব, তার যে বোরোক্রেটিক আচরণ তার জন্য দোষের ভাগী হচ্ছেন আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা পূর্ণ রাজ্যের ক্ষমতা না পাই, দায়িত্ব না পাচ্ছি আমাদের এই সমস্ত দুঃখকষ্ট কায়েমীই থাকবে, যারা শাসকগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হবে, কাজেই আমি সেইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য এখানে অনুরোধ রাখছি।

আরেকটা কথা হচ্ছে আজকে আমরা যেখানে ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমে পা দিয়েছি, সেখানে কর্মচারীদের ক্লাসিফাই করে—ক্লাশ থ্রি, ক্লাশ ফোর ইত্যাদি যে করা হচ্ছে সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। সমস্তই হচ্ছে গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী। সেখানে ক্লাসিফাই করে কাউকে নীচে, কাউকে উপরে তোলার যে চিন্তাধারা সেটা পরিবর্তন করা দরকার বলে আমি মনে করি। কনফারমেশানের যেখানে প্রশ্ন সেখানে শুধু ক্লাশ ফোর নয়, সমস্ত গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীকেই সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলস্ এণ্ড রেগুলেশান যা আছে, সেই অনুসারে করতে হবে। অতএব এখানে পার্টিকুলারলী ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীদের নাম বলে তাদের সিমপেথি ড্র করার জন্যই এখানে কাটমোশান এনেছেন বলে আমি মনে করি। কাজেই এখানে কাটমোশান রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না।

তারপরে মাননীয় বিরোধী সদস্য কাটমোশন রেখেছেন যে নবাগত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনে সরকারী উদাসীনতা। আমি বলব এই ব্যাপারে সরকারের কোন উদাসীনতা

নেই। আমরা এই এ্যাসেম্ব্লীতে উদ্বাস্তদের সম্পর্কে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি। আমরা দেখিতেছি যে সব উদ্বাস্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরাতে আসছে, তাদেরকে প্রথমে টেম্পোরারী ক্যাম্পে রাখা হয়। আর যদি আমাদের ত্রিপুরাতে স্থান সংকুলান না হয়, তাহলে তাদেরকে ত্রিপুরার বাহিরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকারী দায়িত্বে ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই তারা এখানে যে অভিযোগ করেছেন, সেটা আদৌ ঠিক নয়, সেজন্য আমি তাদের এই কাট মোশানের বিরোধীতা করছি।

এরপরে ডিমাণ্ড নাম্বার টেনেতে তারা আর একটা কাট মোশান রেখেছেন, সেটা হল—শ্রম সম্পর্কিত বিচারের জন্য আলাদা শ্রম আদালত গঠনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ না থাকা। আমরা জানি না যে উনারা এখানে কোন্ আদালতের কথা বলছেন, তাদের তো একটা গণ আদালত আছে, সেখানে আইন শৃঙ্খলার ভার তারা নিজেরাই হাতে নিয়ে নিয়েছেন। যার জন্য আজকে বিচারের বেলাতেও একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—কেন রিলিভেন্ট হবে না, স্যার। তারা তো আদালতের কথা বলছেন এবং এই শ্রম আদালত-এ আমাদের এখানে এ্যাকজিসটেন্স আছে। তা থাকা সত্বেও তারা কেন এখানে আদালতের প্রশ্ন উঠাতে চায়। সেজন্য আমি বলছি যে বাস্তবিক এটা শ্রম আদালত না হয়ে তাদের সেই তথাকথিত গণ আদালতই হবে, তার জন্যই উনারা এখানে সে দাবী তুলতে চাইছেন। কাজেই তারা যেখানে গণ আদালতের কথা চিন্তা করছেন, সেখানে তাদের মাথায় এই আদালতের এ্যাকজিসটেন্সের কথা আসেনা। কাজেই তারা যে সব কাট মোশান এখানে রেখেছেন, সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নেই এবং যুক্তি নেই বলে আমি তাদের কাট মোশানের বিরোধীতা করছি এবং মূল ডিমাণ্ডগুলির সমর্থন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অর্থ মন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার এইট, নাইন এবং টেন হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমি সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ যে সব কাট মোশান এই ডিমাণ্ডগুলির উপর রেখেছেন, তার বিরোধীতা করছি। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার এইটের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, আমি বলব আজকে ত্রিপুরা একটা ইউনিয়ন টেরিটরী এবং ইউনিয়ন টেরিটরী থাকায় আমাদের যে এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েট আছে তার সংগে ষ্টেটের যে সেক্রেটারীয়েট আছে তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আমরা যদি এই বিষয়ে আলোচনা করি এবং কন্সটিটিউশান দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে— "The Secretary of a State Legislature's House or each House of the State Legislature of the State shall have a separate Secretariat staff. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত 'এ' ক্লাশ ষ্টেট আছে, সেই সমস্ত ষ্টেটে সেপারেট সেক্রেটারিয়েট থাকে এ্যাসেম্ব্লীর জন্য। কিন্তু আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরীতে এ্যাসেম্ব্লীর জন্য কোন সেপারেট সেক্রেটারীয়েট এর ব্যবস্থা নেই। এই সেপারেট সেক্রেটারীয়েট না থাকার দরুণ এ্যাসেম্ব্লীর যে সমস্ত কাজ আছে, সেগুলির জন্য নির্ভর করতে হয় ঐ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের উপর। ফলে

আমাদের এই এ্যাসেম্ব্লীর ফাংশান চালাতে অনেক অসুবিধা হয়। আজকে এই সেক্রেটারীয়েটের কোন ফাইনান্সিয়েল পাওয়ার নেই, এ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রিক্রুয়েটমেন্টের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই, এমন কি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যদি কোন ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশান নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলেও সেটা নেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। সেই জায়গাতে আমি অনুরোধ জানাব আমাদের যিনি পার্লামেন্টারী মিনিষ্টার আছেন তাঁর কাছে, যাতে করে আমাদের এই এ্যাসেম্ব্লীর ব্যাপারে যেন একটা আলাদা সেক্রেটারীয়েট হয় এবং আমাদের স্পীকারের যে ক্ষমতা, ফাইনান্সিয়াল মেটারে, এ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রিক্রুয়েটমেন্টের ব্যাপারে দেওয়া হয়। তারপরে আমি বলব আমাদের এই এ্যাসেম্ব্লীতে ১৯৬৩ সালে যে ষ্টাফ ছিল, এখনও সেই ষ্টাফই আছে, হয়তো ২/১ জন কেরাণী বাড়তে পারে প্রমোশন ইত্যাদির জন্য এতে করে এই সেক্রেটারীয়েটের ষ্টাফের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এই এ্যাসেম্ব্লীর ১৯৬৩ সালে যে ওয়ার্ক ছিল, এখন সেই ওয়ার্ক লোড আরও বেড়ে গেছে। কেননা আমাদের এখানে বেশ কয়েকটি কমিটি হয়েছে এবং সেই কমিটিগুলির কাজও অনেক পরিমাণে বেড়েছে। এ সব কারণে আমাদের আরও বেশী করে ষ্টাফের দরকার। আমি আর একটা কথা বলব, আমাদের এখানে মাত্র একজন গেজেটেড অফিসার আছেন। যিনি গেজেটের অফিসার আছে, তিনি আমাদের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করছেন। এখন সেই সেক্রেটারী মহোদয়ের যদি কোন অসুখ হল বা অন্য কোন কারণে তিনি লীভে যান বা কোন রকম টোরে যান, তাহলে আমাদের এই এ্যাসেম্ব্লীর কাজকর্ম দেখাশুনা করার মত আর কোন লোকই থাকেন না। ফলে এই এ্যাসেম্বলীর কাজে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেজন্য আমি বলব যাতে করে একজন আণ্ডার সেক্রেটারী এখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। আর ডিমান্ড নাম্বার নাইন সম্পর্কে আমি বলব, আজকে আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তাহলে আমি বলব যে আজকে দেশের মধ্যে যে একটা অবস্থা চলছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে কতগুলি দুর্বৃত্ত লোক নানা রকম ষড়যন্ত্র করে দেশের মধ্যে একটা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বামপন্থীদলগুলি এমন একটা পর্য্যায়ে গিয়ে পড়েছে যে তারা নানা রকম অপকর্ম করে চলছে এবং দেশের মধ্যে নানা রকম অবস্থার সৃষ্টি করছে। তারপরে এই দলগুলি বিদেশী চক্রান্তে পড়ে নানা রকম অস্বাভাবিক কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি আমাদের রোধ করা একান্ত দরকার আর তা না হলে পরে আমাদের দেশের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। এবং এতে করে সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা থাকবে না। সেজন্য আমি বলব যে আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে আরও ষ্ট্রিক্ট করতে হবে এবং যাতে কোন রকম ঢিলামী না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। মানুষ আজ কাল শান্তিতে বসবাস করতে চায় এবং এসব দুর্নীতি পরায়ণ লোক এই ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তারপর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে আমাদের লেফটেনেন্ট গভর্ণর বলেছেন যে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য ত্রিপুরাকে তিনটি ডিসট্রিক্টে ভাগ করা হচ্ছে। এটা সুন্দর ব্যবস্থা আমি বলব। তবে আমার বক্তব্য হল ৩টি ডিষ্ট্রিক্ট হলেই যে সুন্দরভাবে কাজকর্ম হবে, তা নয়। কেবল কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের এ্যাকটিভিটিস

বাড়ানো হবে, তা আমি সমর্থন করতে পারিনা। কেন না আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে এমনিতে কর্মচারীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মধ্যে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। যেমন আজকে যদি একটা দরখাস্ত করা হয়, তাহলে আগামীকাল আর এটার পাত্তা পাওয়া যাবেনা। আজকে যদি একটা কেস ফাইল করা হয়, তাহলে আগামীকাল আর সেটার পাত্তা পাওয়া যাবেনা। এভাবে নানা অসুবিধা হচ্ছে, কাজেই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তারপরে কর্মচারীদের মধ্যে যে একটা ডিস্‌কনটেনট আছে এই এনামলি সম্পর্কে, এটা ঠিক কথা। তাই আমি অনুরোধ করব যাতে সেই এনামলিগুলি অবিলম্বে দূরীকরণ করা হয়, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর এই এনামলী দূর করার জন্য যে একজন আন্‌ডার সেক্রেটারী আছে তাকে এই ব্যাপারে প্রম্‌টলী কাজ করতে পারেন এবং সত্বর কর্মচারীরা যাতে তাদের এনামলী পেতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আর বিচার বিভাগ সম্পর্কে আমি বলব যে গণতান্ত্রিক দেশে বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাতে দেশের মধ্যে কোথাও কোন প্রকার ল লেসনেস্ না আসে, সেজন্য সরকারের দৃষ্টি থাকা দরকার। এই সম্পর্কে আমি বলতে গিয়ে বলব যে উপযুক্ত বিচার যদি হয়, তাহলে ক্রাইম বাড়বে না। কিন্তু আমরা যদি একটা ষ্টেটিষ্টিকস্ নেই, তাহলে দেখব যে আজকাল কেস নাম্বার কমছে অথচ ক্রাইম বাড়ছে। এটাও আমরা জানি যে আজকাল আদালতে বিচারের ঢিলে হয় সেজন্য মানুষ কেস করতে আসে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে যেখানে কেস নাম্বার বাড়বার কথা ক্রাইম অনুসারে, সেখানে তা বাড়ছে না। মোটকথায় কেস নাম্বার কমছে আর ক্রাইম নাম্বার দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। বিচারের বেলায় আমরা দেখছি যে সেখানে বিচারে ঢিলে হচ্ছে এবং কোন কনভিক্‌শান খুব বেশী হচ্ছে না। আমরা যদি আগের দিনের ষ্টেটিষ্টিকস নেই আর এখনকার ষ্টেটিষ্টিকস নেই, তাহলে দেখব যে আগে যেসব কেস হত সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে কনভিক্‌শান হত, আর আজকে কনভিক্‌শান নেই বললে চলে। আগে যদি শতকরা ৭৫টি কেসে কনভিক্‌শান হত এখন সেই জায়গাতে শতকরা ৩০টি কেসে কনভিক্‌শান হচ্ছে।

সুতরাং আমি বলব এই দিক দিয়ে যাতে আমাদের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট যারা আছেন তারা যাতে ষ্ট্রংলী ওয়ার্ক করতে পারেন এবং এক্সপিরিয়েন্ত লইয়ার থেকে জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা দরকার। আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি একজন অর্ডিনারী গ্র্যাজুয়েট কলেজ থেকে বেরোলেই তাকে সার্কল অফিসার করে দেওয়া হয়। এক বছরে সেই সার্কল অফিসার থেকে বি,ডি,ও, হয়ে যায়, তারপর তাকে কোর্টে বসিয়ে দিল। সেই আইন সম্পর্কে কি বুঝবে? সে জন্য কনভিকশন হচ্ছে না ক্রাইম ধরা পড়ছেনা, উচিত বিচার যা হওয়ার তা হচ্ছেনা। এই জন্য মানুষ ডিস্‌হারটেন্‌ড হয়ে পড়ছে। আর একটা আমি এখানে বলব যে পাবলিক প্রসিকিউটার যারা থাকে তারা ল ইয়ার হওয়া আবশ্যক। প্রসিকিউশনের উপর নির্ভর করে কেসের ভবিষ্যত। কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যায় যে একজন এ,এস,আই কেইস সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়, অপর দিকে থাকে এক্সপিরিয়েন্ত ল ইয়ার। সে অবস্থায় কোর্টে কেস্ টিকে না। সেজন্য কেসগুলি ফল করে। কাজেই একজন ল ইয়ারকে

পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত করা দরকার। আমাদের ত্রিপুরাতে একজন জুডিসিয়াল কমিশনার আছে। সেই জুডিসিয়াল কমিশনার ত্রিপুরাতে মাত্র ১০দিন থাকেন, আর বাকী ২০দিন থাকেন মণিপুরে। তাতে হচ্ছে কি, অনেক কেস পেণ্ডিং পড়ে আছে। যদিও বর্ত্তমানে জুডিসিয়াল কমিশনার অনেক কেস ডিসপোজ করেছেন কিন্তু তিনি কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। কারণ মাত্র ১০দিন এখানে থাকেন। সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি বলব। আমাদের ত্রিপুরাতে যাতে একজন সেপারেট জুডিসিয়াল কমিশনার নিয়োগ করা যায় সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আর একটা কথা হল কেস্ ডিলে করা হয় কেন? কেস্ ডিলে হয় প্রসেস সার্ভ না করার ফলে। আসামীই হোক্ বিবাদীই হোক তারা কেসে হাজির হয় না। এখন প্রসেস সার্ভার যারা আছে তারা, সাপোজ আমি ধর্মনগরের কথা বলছি, ধর্মনগরে যে প্রসেস সার্ভার আছে সে কাঞ্চনপুরে যাবে, দশদা যাবে। সেখানে ডিস্টেন্স্ হলো ১০০ মাইল এবং ৬০ মাইল। সেই অবস্থায় সে সমন নিয়ে গেলে সে টি.এ. ডি.এ কিছুই পাবেনা! সেই অবস্থায় সে কয়েকটি কেস যোগাড় করে যাবে। এইজন্য ডিলে হচ্ছে। সুতরাং প্রসেস সার্ভারদের টি.এ. ডি.এ এর ব্যবস্থা করা হোক। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৮, ৯ আর ১০ এসেছে এবং তার উপর কতগুলি কাটমোশন এসেছে। তবে আমি ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি। কারণ প্রথমেই কাটমোশনে আমি দেখছি "শর্টেজ অব ষ্টাফ ইন দি এসেম্ব্লী"। সেটা যা আমার মনে হচ্ছে একটা টোকেন কাট এবং আর একটা হচ্ছে অভিরামবাবুর কাটমোশন, সেটা হচ্ছে বোধহয় পলিসি কাট। এখন কাটমোশনের উপর বলতে গিয়ে আমি হাউসের সামনে আমার বক্তব্য রাখছি পার্লামেন্ট সম্বন্ধে—ষ্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরী লেজিসলেচার। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের এই ডিমাণ্ডটা ষ্টেট লেজিসলেচার সম্বন্ধে, সেক্রেটারী সম্বন্ধে টাকা ধরেছে তা সত্যি কথাই। কিন্তু আমি জানিনা আমাদের মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের এই টাকা ধরার মধ্যে কোন বক্তব্য আছে কিনা কিংবা তার সাজেশান নেওয়া হয়েছে কিনা। প্রথমতঃ যেটা জানি সেটা দেখি আমরা যে এই লেজিসলেচার, এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, কারণ সাধারণতঃ আমাদের যে লেজিসলেচার এবং তার অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এবং লেজিসলেটিভ অ্যাফেয়ার্স অ্যাণ্ড আদার অ্যাফেয়ার্স সবগুলো আণ্ডার দি কনট্রোল অব স্পীকার এবং এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে পরিচালনা করেন স্পীকার। তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং তার সবকিছু হচ্ছে স্পীকারের হাতে। কিন্তু আমরা বামন হয়ে আকাশের চাঁদ নাই-বা ধরলাম কারণ সেই ক্ষমতা যখন দেওয়া হয়নি। আমাদের মাননীয় স্পীকার যে আদার ডিপার্টমেন্ট আছে যারা এইসব বাজেট তৈরী করে কিংবা কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা কোন পোস্ট ক্রিয়েশানের জন্য রিকমেণ্ড করে তাদের কাছে যদি কোন রিকমেণ্ডশান পাঠান কর অগমেন্টেশান অব পোষ্ট অ্যাণ্ড আদার থিংস তারা সেটা কোনরকম রিগার্ড দেয় না, সেটাকে রিজেক্ট করে দেয়, রিটার্ণ করে দেয়। এই যে একটা অবস্থা—

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই

হাউসে স্পীকার সম্পর্কে কি কোন কিছু আলোচনা করতে পারি কিনা স্পীকারের কাজ সম্পর্কে ?

মিঃ স্পীকার—হি ইজ স্পীকিং এগাউট দি পাওয়ার অব স্পীকার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি বলব যে স্পীকারের কথা যে তারা গ্রাহ্য করে না, এই সম্বন্ধে আমি বলব যে স্পীকারের ডিসিশান নিয়ে ডিস্কাশন করা হয়েছে।

Shri S. L. Singh—I draw the attention of the Speaker. He knows Speaker's power and knowing it very well he is going against the Speaker's prestige.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার সম্মান সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত এবং আপনার সম্মানকে রক্ষা করবার দায়-দায়িত্ব শুধু আপনার একার নয়।

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, he has said that the recommendations of the Speaker are not recognised and treated as a scarp of paper. He uttered this. That would be withdrawn.

Mr. Speaker—That is not fact that Speaker's recommendation is not regarded as scarp of paper by the Administration.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন মেম্বার যখন পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেন তখন আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বসে যায়। দ্যাট ইজ দি রুল অব দি হাউস। দ্যাট শুড বি অনারড।

Shri S. L. Singh—When I raised point of order he should have taken his seat.

Shri P. R. Dasgupta—I have taken my seat. Please consult the rule and then say.

Mr. Speaker—Hon'ble Members, when any member raises any point of order the member who is speaking should take his seat. But just now when the Hon'ble Chief Minister raised a point of order you did not take your seat.

Shri P. R. Dasgupta—মাননীয় স্পীকার স্যার, সীটে একবার বসার পর যখন উঠতে হবে কথা বলার জন্য তখন পয়েন্ট অব অর্ডার বলে উঠতে হবে। কিন্তু আমাদের হাউসে অনেক প্র্যাকটিস দেখেছি যে পয়েন্ট অব অর্ডার না বলেই ইনটারভেনশান করেন, এই জন্য আমি এই কথাটা বললাম।

Shri S. L. Singh—Point of order, we want a ruling of the Chair whether he has withdrwan this or not.

Mr. Speaker—Have you meant that speaker's recommendation is regarded as a scrap of paper by the Administration ?

Shri P. R. Dasgupta—I repeat my submission.

Mr. Speaker—What you said before can you recollect ?

Shri P. R. Dasgupta—I do not think I have failed my memory in such a short time. আমার বক্তব্য হচ্ছে এইখানে যে—

শ্রী এস, এল, সিংহ—পয়েন্ট অব অর্ডার। বক্তব্য হচ্ছে না। Whether he has withdrawn it ?

Shri P. R. Dasgupta—Sir, I am not guided by his dictation.

Shri S. L. Singh—Point of order Sir, I always obey the decorum of the House. I raised point of order and prayed ruling of the Speaker. I want to know whether he has told it. If he told it may be withdrawn.

Shri P. R. Dasgupta—It is upto the Speaker, to see, and in this manner I cannot be subdued. মিঃ স্পীকার স্যার আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে............

শ্রী এস, এল, সিংহ—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বক্তব্য হচ্ছে না, Whether he said it previously or not ?

Shri P. R. Dasgupta—I am not abide by his dictation.

Mr. Speaker—No, he wants clarification. Let me know what you said before again.

Shri P. R. Dasgupta—Hon'ble Speaker Sir, in this way I can not be subdued.

Mr. Speaker—Please tell me what you have told about the Speaker.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথমতঃ আমার কথা হচ্ছে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান অব দি লেজিসলেচার হচ্ছে আণ্ডার দি কন্ট্রোল অব দি স্পীকার। কিন্তু সেখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যা দি ব্যাপারে স্পীকারের কোন ক্ষমতা নাই। অল দি ষ্টাফ আর ডিপুটেড বাই দি আদার ডিপার্টমেন্ট। সেখানে স্পীকারের কোন কন্ট্রোল নাই। স্পীকার যদি ফর অগমেন্টেশান অব ষ্টাফ, কোন রিকম্যান্ডেশান পাঠান সেটাকে সেখানে আদার ডিপার্টমেন্ট কম্পিটেন্ট অথরিটি does not give any recognisation, that is my point.

Mr. Speaker—No, you have said they did not give any regard.

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কি বলেছেন সেটা আমি বলতে পারছিনা, কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি হাউসে ছিলাম না। কাজেই কালকে প্রসিডিংস দেখে, সেখানে যদি কোন কিছু থাকে তাহলে সেই পয়েন্টটা সেখানে ক্লারিফাই করতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার ....

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Minister to take his seat. He has raised a point of order.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি জিজ্ঞাসা করছি মাননীয় মন্ত্রী পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ

করেছেন কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান আমি বলছি, এণ্ড নট পয়েন্ট অব অর্ডার। আমার কথা হচ্ছে মাননীয় সদস্য পাঁচ মিনিট আগে কি বলেছেন হয়তো তার মনে নেই, স্পীকার সম্বন্ধে যদি কিছু ডিফেমেটরী হয়ে থাকে, তাহলে কালকে প্রসিডিংস দেখে, যদি কিছু অসংগতি কিছু থাকে তাহলে পরে you can take any decision whatever you like.

Shri S. L. Singh—On point of order. Whether Hon'ble Member can give a suggestion to the Speaker ?

Mr. Speaker—He has given me suggestion for consideration. He has not directed the Speaker. If you can recollect, tell me what you have said before.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে কথা এখানে বলেছি আমি তার উপর স্টাক করছি এবং সেটা আমি মনে করি যে আমাদের স্পীকারের প্রতি সম্মান রেখেছি এবং বিশেষ করে স্পীকারের সম্মানের জন্য একথা আমি বলেছি অতএব সেটাতে আমি স্টাক করছি।

আমি বলেছি অগমেন্টেশান অব দি পোষ্ট এণ্ড আদারস সম্পর্কে যদি স্পীকারের রিকমেন্ডেশান যায়, কারণ স্পীকার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারেন না, সেই রিকম্যাণ্ডেশানে কম্পীটেন্ট অথরিটি, কম্পীটেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেখানে রিকগনিশান পাওয়া যাচ্ছে না, ছাট ইজ মাই পয়েন্ট।

Mr. Speaker—If you mean to say that the Speaker's recommendation is not given due regard by the Administration, that is not desirable. That should be withdrawn.

Shri P. R. Dasgupta—What ?

Mr. Speaker—Speaker's recommendation is not given due regard by the Administration.

Shri S. L. Singh—Point of order— Whether any Member has any right to say 'why' on the ruling of the Chair ?

Mr. Speaker—No Member can cast any reflection on the Speaker's Ruling. Speaker's ruling is this that the Administration is not disregarding the Speaker's recommendation.

Shri S. L. Singh—Point of order— 'Why' whether this word should be withdrawn or not ?

Shri P. R. Dasgupta—I am ready to take any punishment from the Chair, but I shall not withdraw what I have said.

Mr. Speaker—Hon'ble Member, I would request you to express regret for the expression you have made.

Shri P. R. Dasgupta—I did not make such expression with is deragatory to the prestige of the Speaker. So there is no questions of withdrawal.

Mr. Speaker—I think you have forgotten. You have said that the Speaker's recommendation was not given due consideration or regard by the Administration.

Shri P. R. Dasgupta—Regarding augmentation of the posts, recommendation of the Speaker is not given due regard, that I have said, nothing else.

Shri S. L. Singh—Point of order—He said 'why' at the time of your ruling. Whether that very word 'why' can be expressed by any Member challenging the authority of the Speaker ?

Shri P. R. Dasgupta—Hon'ble Speaker Sir, I am not challenging your authority Sir.

Mr. Speaker—Hon'ble Member I would request you to express regret for the words you used in this connection.

Shri P. R. Dasgupta—I am sorry Sir, I am ready to take any punishment. Better you consult the Tape-record, I have not made any derogatory word. If you find any derogatory words, I am bound to withdraw it.

Shri S. L. Singh—Point of order—After the ruling of you he told 'why'. Whether he can utter this ?

Mr. Speaker—Hon'ble Member can not challenge my ruling. I have requested him to withdraw the word what he has used in this connection.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—পয়েন্ট অব অর্ডার—মাননীয় সদস্য প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত যেটা এখানে বলেছেন সেটা হচ্ছে ষ্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্টস, সেটা চ্যালেঞ্জের কোন প্রশ্ন উঠেনা. স্পীকারের যে সমস্ত রিকম্যান্ডেশান যায় পোষ্ট ইত্যাদি ক্রীয়েশানের ব্যাপারে, সেগুলিকে 'ডিউ রিগার্ড দেওয়া হয় না, ইট ইজ ফ্যাক্টস সেটা অস্বীকার করা যায় না। ফ্যাক্টসগুলি যদি আলোচনা করা হয়, সেটা যদি ইন্টারপ্রেট করা হয়, তাহলে সেটা সমর্থনযোগ্য হতে পারেনা। কাজেই সেইদিক দিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেভাবে মাননীয় সদস্যকে পীড়াপীড়ি করছেন, এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি। ইট ইজ ষ্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্টস—ঘটনা সম্পর্কে উনি বলেছেন। অর্থাৎ এসেম্ব্লী সম্পর্কে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কি ভূমিকা এবং কি দৃষ্টি ভংগী, সেটা সকলেরই জানা আছে। কাজেই সেই হিসাবে যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পয়েন্ট অব অর্ডার বলেছেন, সেইজন্য সদস্যকে পীড়াপিড়ী করা এটা ঠিক নয়। এই হাউসে এ্যাসেম্ব্লী সম্পর্কে

মনিষ্টার ইন চার্জ আছেন কি না, সেই সম্পর্কে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। কাজেই এ্যাসেম্ব্লীকে যে একটা সাবরডিনেট ডিপার্টমেন্টের মত করে রাখা হয়, সেই সম্পর্কে মেম্বারস্রা নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন, সেটা কোন অন্যায় নয়। কাজেই সেটা উইদ ড্র করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি যা বলছেন, আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছিনা। স্পীকারের সুপারিশ প্রশাসন অগ্রাহ্য করছেন, তিনি একথা বলেছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—আমার কথা হচ্ছে একটা জিনিষের অর্থ অনেক রকম হতে পারে। প্রথমে আমি বলব আমাদের লেজিসলেচার কি, দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে লেজিসলেচারের ষ্টাফগুলি কারা? এখানে আমাদের লোড অব ওয়ার্ক বেড়ে গেছে, তৃতীয়তঃ হচ্ছে আমাদের লোড অব ওয়ার্ক যদি বেড়ে থাকে, তাহলে আমাদের ষ্টাফের প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু আমাদের ইউনিয়ন টেরিটোরী এ্যাক্ট এখানে প্রযোজ্য, আমাদের স্পীকার কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারেন না এবং ষ্টাফ উনার নয়। আমি আপনার পজিশনকে বড় রাখার জন্য বলছি কারণ আপনার চেয়ারের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী, আপনার চেয়ারকে আমি সম্মান করি। কাজেই আপনি কতকগুলি অগমেন্টেশান অব ষ্টাফের জন্য যে রিকমাণ্ডেশান করেছেন সেগুলি ফুলফিল করা হচ্ছে না, একথা এই এ্যাসেম্ব্লীতে আমরা বহুবার বলেছি, সেখানে হচ্ছে আমাদের দুঃখ। সেখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ষ্টাফ আমাদের স্পীকারের কন্ট্রোলে থাকা উচিত। কিন্তু এ্যাক্ট স্পীকারকে কন্ট্রোলিং পাওয়ার দিচ্ছেনা বলে আজকে এই সাফারিং হচ্ছে। এখন সেখানে মাই স্পীকার, যাকে আমরা দেখি অল ইন অল, সেই স্পীকারের রিকমেণ্ডেশান যদি কনসার্নিং ডিপার্টমেন্ট ফুলফিল না করে, তাহলে আমরা বুঝে নেব যে সেই ডিপার্টমেন্ট ডিউ রিগার্ড দিচ্ছে না। আপনি তো বলছেন না যে আপনার সমস্ত রিকমণ্ডেশান তারা ফুলফিল করছেন। কাজেই সেখানে যদি তারা সেটা ফুলফিল না করে থাকেন, তাহলে আই বিয়িং মেম্বার অব দি হাউস এ্যাণ্ড ইউ বিয়িং অনারেবল স্পীকার, আমি মনে করি যে তারা স্পীকারকে ডিউ রিগার্ড দিচ্ছেন না। আমি তো স্পীকারকে কোন দোষ দিতেছিনা, এটা তো আমি আপ-হলডিং দি প্রেষ্টিজ অব দি স্পীকার, আই হেভ বিন ফাইটিং ফর দি প্রেষ্টিজ অব মাই স্পীকার এ্যাণ্ড আই এম টু রেইজ দি প্রেষ্টিজ অব দি স্পীকার, এভার অল।

মিঃ স্পীকার—নো, আই এ্যাম রিলেভাইড ফর ইউ, বাট দি স্ ছাট আপনি যে কথা বলেছেন যে স্পীকারের সুপারিশ প্রশাসন গ্রাহ্য করছেনা। ছাট ইজ এ রিপ্রেকশান অন দি প্রেষ্টিজ অব দি স্পীকার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আই হেভ অলরেডি ক্লারিফাইড মাই পজিশান। নাউ ইট ইজ ইজিলী আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড হোয়াট আই সেড, হোয়াট ওয়াজ দি স্পিরিট অব মাই সেয়িং?

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—স্যার, ফ্রম দি ভেরি ওয়ার্ড হোয়িচ দি অনারেবল মিনিষ্টার প্লেসড বিফোর দি হাউস। অন দীস পয়েন্ট অনারেবল মেম্বার সেইড ছাট স্পীকার্স রিকমণ্ডেশান ইজ নট কমপ্লাইড উইথ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা কনক্রিট উদাহরণ দিতে চাই, সেটা হল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ও জানেন যে উনার পি, এর বাসার জন্য যখন একটা টেলিফোন দেওয়ার কথা ছিল, সেই সম্পর্কে যখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে লেখা হল, তখন সেটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য স্পীকার মহোদয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করে, সেটা করেছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি যেটা বললেন সেটা ঠিক। কিন্তু তারপরে উনি আমার রিকুয়েষ্ট কমপ্লাই করেছেন।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে স্পীকার'স রিকমেণ্ডশান সরকার গ্রাহ্য করেন নাই, এই কথা মাননীয় সদস্য বললেন, এটা ঠিক হয়নি। ইন দিস কনটেক্সট্ উনি যা বলেছেন, সেটা আমার বক্তব্য নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—কনসার্নিং ডিপার্টমেণ্টের যে আউটলুক, সেখানে স্পীকার যে রিকমেণ্ডাশান করেছেন, সেটা ফুলফিল করছে না। উচিত ছিল স্পীকারকে ডিউ রিগার্ড দেওয়ার, তারা সেটা দিচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার—আপনার বক্তব্য আমি বুঝেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—টেপ রেকর্ড না শুনলে আমি কি বলেছি, সেটা তো আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনি যা এখন বলছেন, সেটা তো আমি বলিনি। তাই আমি বলতে চাই যে যেটা আমি বলেছি, সেটা আমি উইথড্র করব না, উইথড্র করব না।

মিঃ স্পীকার—আপনি কি বলেছেন, যাষ্ট এট দিস মমেণ্ট আমার ঠিক স্মরণ নেই। আমি আপনাকে রিকুয়েষ্ট করছি যে, আপনি যদি বলে থাকেন, তাহলে ঐ এ্যাক্সপ্রেশানটা ঠিক নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আমার যা মনে হয়, আমি বলেছি যে আপনার প্রেসটিজ আপ-হোল্ড করবার জন্য। আপনাকে অপমান করবার কোন ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি যা বলেছি, তা হল আপনার পজিশানকে আপ-হোল্ড করবার জন্য। কাজেই আমার উইথড্র করবার কোন প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার—আমি তো আপনাকে উইথড্র করতে বলছি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আপনি রিগ্রেট করতে বলেছেন। আমি বলেছি তো যে আমার রিগ্রেট করার কোন প্রশ্নই আসে না। আমাকে রিগ্রেট প্রকাশ করার জন্য বলার অর্থ হল আমি আপনাকে অপমান করেছি। কিন্তু আমি বলছি যে আমি সেটা করিনি। কাজেই আমি রিগ্রেট প্রকাশ করব না।

মিঃ স্পীকার—আপনি যে চেয়ারকে অপমান করেছেন, সেই কথা তো আমি বলিনি। আমি বলেছি যে আপনি যে ভাষাতে প্রকাশ করেছেন, সেটা রিগ্রেট করতে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত—মিঃ স্পীকার, স্যার, ইফ আই হু নট মিস-আণ্ডারষ্টুড, যদি আমাকে ভুল বুঝা না হয়, দি ইস্যু রেইজড্। কথাটা দুই পক্ষেরই আমি অবশ্য প্রথম থেকে শুনিনি আমি বলেছিলাম যে মিঃ স্পীকার যে নির্দেশ দিবেন সেটা আমাদের সবারই মেনে নিতে

হবে। কাজেই সেখানে যদি কোনরকম অন্য কথা বা কিছু আন-কন্‌ষ্টিটিউশান্যাল বলা হয়ে থাকে, আমি যে সাজেশানটা স্পীকার মহোদয়কে দিয়েছি, আমি মনে করি, সেটা সকলের পক্ষেই ভাল হবে। তাছাড়া আমার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় দিল্লীতে দেখেছি যে যখন কোথাও একটা ডিফারেন্স অব অপিনিয়ান হয়, তখন সেটা পরের দিন টেপ রেকর্ড বাজিয়ে বা যারা নোট নেয় তাদের নোটে এ্যাকচুয়েলী যা লেখা আছে, তার উপরে বিচার-বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অনেক সময় আমরা যা শুনে থাকি, তা ঠিকমত শুনি না, এক একজন এক এক সময়ে এক এক রকম শুনে থাকেন বা শোনার মধ্যে একটা তারতম্য হয়ে থাকে। কাজেই সব দেখে শুনে বিচার-বিবেচনা করলে ভাল হবে। আবার মাননীয় সদস্য যদি বলেন যে আমি যেটা বলেছি, সেটাতে আমি এটা মীন করতে চাইনি অথচ স্পীকার মহোদয় বলছেন যে, সেটা আমি নিজের কানে শুনেছি। কাজেই এর যদি একটা কারেক্ট ডিসিশান নিতে হয় তাহলে আগামীকাল টেপ রেকর্ড বাজিয়ে বা যারা নোট নেয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে মাননীয় স্পীকার মহোদয় তাঁর ফাইন্যাল ডিসিশান বা রুলিং দেন তাহলে সবদিক দিয়ে ভাল হবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীএস, এল, সিংহ—অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, স্পীকার'স রুলিং ইজ ফাইন্যাল রুলিং।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—স্পীকার মহোদয় যদি না শুনেই থাকেন, তাহলে তিনি রুলিং কি করে দেবেন?

মিঃ স্পীকার—আই উড রিকুয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু এ্যাক্সপ্রেস রিগ্রেট ফর দিস এ্যাক্সপ্রেশান।

শ্রীএস, এল, সিংহ—ইট ইজ দি রুলিং অব দি স্পীকার।

Mr. Speaker—Now, he says that he did not use those words. There is a controversy on this issue. Now, I want to drop the matter here. The Hon'ble member explained that he did not make such reflection but he has tried to keep prestige of the Speaker. Now, I would request the Hon'ble member to start his discussion.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—স্পীকার, স্যার, আমি বক্তব্য রেখেছিলাম যে আমাদের যে লেজিসলেচার তাতে আমাদের যে পাবলিক অ্যাকাউন্‌টস্ কমিটি আছে তাতেও আমি দেখেছি; এখানে আমি সেই অংশটুকু পড়ছি—"Though it is not within the perview of the Appropriation Accounts and Reports referred to above, it will not be out of place to mention the attitude of the Government in matters of augmentation of staff for the Committee works of this Legislature". That is the attitude of the Government. "The work of the Committee Branch of the Assembly has increased considerably and the Committee have felt the need of the increased staff for the efficient and quick disposal of the works of the Committee in general, of the Public Accounts

Committee in particular. The matter has been discussed even in the floor of the House but inspite of that the proposal initiated by the Assembly Secretariat have been turned down by the Government.

Mr. Speaker—For the Secretariat here.

Shri P. R. Dasgupta—Assembly Secretariat. It is under the control of the Speaker and it is turned down by the Government. এটা আমার কথা নয়। এখন তো বুঝলেন স্যার।

শ্রী এস. এম. সিংহ—উনি বলেছেন—recommendation of the Speaker, not the proposal of the Secretariat. So there is no similarity in the previous version and the present version.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট যে প্রপোজাল দিয়েছে ইট হ্যাজ বীন টার্ণড ডাউন। স্টাফ এক্স ফর দি অগমেন্টেশান অব ষ্টাফ সে সম্বন্ধে পজিশনটা আমাদের কি? সেটা আমি বলতে যাচ্ছি। এখন আমার কথা হচ্ছে যেহেতু আমাদের মাননীয় স্পীকার হচ্ছে হেড অব দি লেজিসলেচার, সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সেখানে আজকে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের ডে টু ডে ওয়ার্কস পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি, এষ্টিমেটস্ কমিটি এবং আদার যে কমিটি, যার জন্য আমাদের ওয়ার্ক লোডটা বেড়েছে, তার জন্য আমাদের এই যে ষ্টাফ, এই ষ্টাফের অগমেন্টেশান দরকার। আমি আমার আলোচনায় সেখানে বলেছি এই কথা যে আমাদের ষ্টাফ বাড়ানো সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত এবং পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ার্স সম্বন্ধে মন্ত্রী যদি কেউ থাকেন তাহলে সেই পার্লামেন্টারী মন্ত্রী সুড টেক আপ দি ম্যাটার ইমিডিয়েটলী সেই ম্যাটারটাকে স্পীড আপ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি এই বিষয়ে বক্তব্য বেশী রাখব না। পলিসি কাট যেটা আনা হয়েছে সেটা আমি মনে করি এখানে অ্যাপ্লিকেবল নয়। কারণ পলিসি হচ্ছে যারা বয়স্ক, যারা সাবালক যারা ভোটার তাদের লিষ্ট ভুক্ত করা। যদি কোন ডিস্ক্রিপেন্সী হয় দ্যাট ইজ আপ টু দি ডিপার্টমেন্ট টু রেকটিফাই দিস্। অতএব দিস্ ইজ নট পলিসি। পলিসি অব দি গভর্ণমেন্ট হচ্ছে টু এনলিষ্ট অল দি ভোটারস এলিজিবল ফর কাষ্টিং ভোট। যাদের বয়স হয়েছে তাদের লিষ্ট ভুক্ত করতেই হবে। সুতরাং এটা আমার মনে হয় টোকেন কাট হলেই বোধ হয় ভাল হত। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন— গ্র্যান্ট নাম্বার ৯। সেখানে আমি আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলব যে এখানে চতুর্থ শ্রেণী সম্বন্ধে যে একটা কাট-মোশান আছে, এই সম্বন্ধে আমি বলেছি যে ত্রিপুরা সরকারের একটা জিনিষ চালু হয়ে আছে যে ৫ বছর চাকুরী হলেও তাদের স্থায়ীকরণটা হয়ে উঠে না। এই সম্পর্কে একটা পিকিউলার থাকা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে ৫ বছর চাকুরীর পরেও তাদের কোয়াসী পার্মানেন্ট পর্যন্ত করা হয় না। আমি পকারেক্ত সেক্রেটারীদের কথাও জানি। তারাও] স্থায়ী বা অর্দ্ধ স্থায়ী হতে পারছে না। অতএব দেখার দাই দি এ রুল যে রুল অনুসারে এটা গাইডেড

হওয়া দরকার। ছইম অনুযায়ী তাদের কোয়াসী পার্মানেন্সী এবং পার্মানেন্সী না হয়ে দেয়ার মাষ্ট বি রুল। আমি এক্সপেণ্ডিচার অন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এণ্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে বলছি। এখানে আমি বলব যে ত্রিপুরার—

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ নট আণ্ডার ডিস্কাশন। এটা ডিমাণ্ড নাম্বার ১১।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—নাম্বার নাইন কেডে এক্সপেণ্ডিচার অন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড এক্সপেণ্ডিচার অন কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট একটা আছে। অতএব আমি মনে করি ঠিক জায়গাতেই আমি বলছি। আমার যেন আবার এটা উইথড্র করতে না হয়।

মিঃ স্পীকার—আপনার এই কথার দ্বারাই আপনি চেয়ারকে ডিসরিগার্ড করেছেন। আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু উইথড্র ইট।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—হ্যাঁ, স্যার, এই ধরণের কথা উইথড্র করা উচিত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আপনার উপর যদি কোন রিফ্লেকশান করা হয়ে থাকে তাহলে আমি উইথড্র করছি।

মিঃ স্পীকার—থ্যাঙ্ক ইউ। ঠী ক্লাঙ্ক উইথড্রন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, সামনে পেছনে যে ভাবে চলছে তাতে খেই হারিয়ে ফেলছি। যাই হোক টি. ডি. ব্লক যে সব কাজ করে সেটা রিভাইজ করা উচিত। কারণ ত্রিপুরার উপজাতির যে সমস্যা সেটা সমাধান করতে টি, ডি, ব্লক যে ফেল্যুর হয়েছে ধেবর কমিশনের রিকমণ্ডেশানকে সামনে রেখে কিভাবে সেটাকে সফল করা যায় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব।

তারপরে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস্ সম্বন্ধে ডিমাণ্ড নাম্বার টেন-এ বলছি। একটা কথা আছে যে জাষ্টিস্ ডিলেড জাষ্টিস্ ডিনাইড। এখানে দেখা যাচ্ছে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে কেসগুলির কোন সুরাহা হচ্ছেনা। তারা জাষ্টিস পাচ্ছে না। লোক দিনের পর দিন গ্রাম থেকে আসছে আর টাকা খরচ হচ্ছে, ঘরবাড়ী বিক্রি করছে, কিন্তু জাষ্টিস সেখানে পায় না। অতএব সেই দিক দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে জুডিসিয়ারীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক্জিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা হোক। একজন এস,ডি,ওকে দিয়ে সব কিছু করাতে হয়। সে মফঃস্বল চলে যায়, কোর্টে উঠার সময় পায় না। সেই অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য আমি বলব এক্জিকিউটিভ থেকে জুডিসিয়ারীকে পৃথক করা হোক।

আর একটা কাটমোশান অভিরামবাবু এনেছেন সেটা তো আমি সমর্থন করতে পারছিনা এই জন্য যে যেখানে ক্যালকাটা এবং বড় বড় সিটিতে লেবার কোর্ট আছে, যারা বলেছেন লেবার কোর্ট নেই, সেটা বক্তৃতা হয় নি। কিন্তু ত্রিপুরায় লেবার এত কম সংখ্যক যে এখানে একটা আলাদা এষ্টাব্লিষমেন্টের কোন প্রয়োজন নাই। সেখানে ডিষ্ট্রীক্ট জাজ দিয়ে ট্রাইবুন্যাল হয় এবং তিনি লেবার ট্রাইব্যুনাল হিসাবে কাজ করেন। সেখানে সেই পারপাস সার্ভ হয়। এর কতগুলি প্রসেস থাকে। এইজন্য আমি বলি যে লেবার কোর্টের যে প্রয়োজনীয়তা, লেবার কোর্ট থাকা উচিত সেইসব জায়গায় যেখানে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলাপমেন্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রী নাই, সেখানে এত ডিসপুট হতে পারেনা। অতএব আমরা মনে করি যে টোকেন কাট

যে এনেছেন তার কোন যৌক্তিকতা নাই। সত্যিই যদি কোন সময় ইণ্ডাষ্ট্রী ডেভেলাপ করে এবং শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে এবং তখন যদি কোর্টের প্রয়োজনীয়তা হয় তখন হবে। এখন তার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করিনা এবং সেজন্যই এই কাটমোশনকে আমি সমর্থন করতে পারিনা কারণ এটা সময়োপযোগী হয় নি। আমি আর সময় নেবনা। কারণ অনেক সময় চলে গেছে হৈ চৈ করতে করতে। তবে আমি আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি, শেষ করে আবার বলছি যে আমার লেজিসলেচার, আমার মাননীয় স্পীকারের যে প্রেষ্টিজ এবং পজিশান সেটা যাতে আপহোল্ড থাকে তার জন্য আমাদের ৩০ জন এম,এল,এ-র যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এই বলে আমি শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—অনারাবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীএস, এস, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ৮, ৯ এবং ১০ এই তিনটি ডিমাণ্ড হাউসে রাখা হয়েছে, আমি তার সমর্থন করছি এবং যে যে কাটমোশান এখানে এর পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

প্রথম হল ডিমাণ্ড নম্বর ৮ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনি এ্যাসেম্ব্রী ষ্টাফ সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন তার উত্তরে আমি উনার অবগতির জন্য বলছি যে—The post of the Chief Reporter 1, Stenographer 1, could not be filled up for want of suitable candidates. Efforts are however been made to fill up those posts. A post of clerk has recently fallen vacant due to promotion of the existing staff. This post will be filled up soon. A proposal for creation of 4 class IV posts has been sent to the Government, so that the existing contingent staff may be absorbed in these posts. Government decision is still awaited. A proposal for creation of the post of one officer was sent to the Government but this has not been accepted by the Government of India. অতএব এখানে যে বলা হয়েছে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে কোন কিছু করা হচ্ছে না সেটা সত্য নয়, বাস্তবের সাথে তার কোন মিল নেই। বলতে হবে তাই কতকগুলি কথা এখানে বলা হয়েছে। তারপর এটা প্রকাশ করতে গিয়ে এমনভাবে বলেছেন যে আমি মনে করি সেটা অশোভন, অযৌক্তিক এবং অবৈধ বলে আমি মনে করি এবং এইজন্যই হাউসের এবং স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

তারপর ভোটার লিষ্ট সম্পর্কে একটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে ভোটার লিষ্ট হচ্ছে না এখানে আমি একথা বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে ভোটার লিষ্ট করান হচ্ছে, তার ফলে চীফ ইলেকশান কমিশনার এই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে প্রশংসা করেছেন। অতএব তাদের যুক্তি হল যে ইলেকশান কমিশনারের ধার এরা ধারেন না, কাজেই একথা উনারা বলছেন। কিন্তু আমি এখানে বলব তাঁর কর্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে। একটা কথা হল ত্রিপুরাতে আমরা সকলকে ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করছি। তবে যদি কোন জায়গায় বা কোন এলাকায় কোন ভোটার বাদ পড়ে থাকেন, মাননীয় সদস্যরা তা দেখাতে পারেন প্রত্যেক সময়ে, প্রত্যেক অফিসে তাদের লিষ্ট উঠে, তারা সেই অনুসারে সেটা কাজেই

করে নিতে পারেন। তারপর কথা হচ্ছে নবাগত উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর জন্য সরকারকে বাধ্য করার কথা একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন। কিন্তু কোন্ মন থেকে বলছেন, যেটা বলা উচিত তা তারা বলছেন না। তাতে মনে হচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে তারা আগে যেমন বলেছিলেন উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দিল্লী পাঠাও, এ কথাই তারা আবার বলছেন কিনা, আমি জানি না। অতএব এই যে ভোটার লিষ্ট হচ্ছে, উদ্বাস্তু ভাইয়েরা ভোটার লিষ্ট ভুক্ত হচ্ছেন, তা দেখে উনারা হয়তো ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে তা করেছেন কিনা তা আমি বলতে পারছি না। কারণ তারা যদি ভোটার লিষ্টে এন্‌লিষ্টেড হয়ে যায়, তারা তাদেরকে দিল্লীতে পাঠাবার যে প্রচেষ্টা করেছিলেন সেটা ব্যর্থ হয়ে যায়, এই মনে করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে একথা বলছেন। কিন্তু এটা তারা ঠিকভাবে প্রকাশ করেননি। অতএব তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে এখানে উদ্বাস্তু পরিস্থিতির মনোভাব প্রকাশ করছেন এবং আবার উদ্বাস্তু ভাইদের ভোটার লিষ্টে যে এন্‌লিষ্টেড করা হচ্ছে, তার বিরোধীতা করছেন বলেই আমার মনে হচ্ছে, তারজন্যই এই প্রস্তাব এখানে রেখেছেন।

তারপর ৯ নম্বর ডিমাণ্ড সম্বন্ধে বলেছেন—"চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ী করার ব্যর্থতা"। এই সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে, সেটা কতকগুলি বাস্তব তথ্য দিয়ে বলা উচিত। যদি এভেলএবল ভেকেন্সী থাকে, তাহলে তাকে পার্মানেন্ট পোষ্টে রাখা হয় এই হচ্ছে নিয়ম, অতএব সেটা জেনেশুনে বলা উচিত এবং সেই অনুসারে বক্তব্য পেশ করা উচিত। ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৬৯-৭০ এই সময়ের মধ্যে ৪৪ জন ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীকে এভেইলএবল ভেকেন্সীতে কন্‌ফার্মড করা হয়েছে। অতএব সেই অনুসারে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এষ্টাব্লিশমেন্ট হেডে ১৯৭০-৭১-এর জন্য রাখা হয়েছে। অতএব কতকগুলি অবাস্তব তথ্য এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। তারপর কোন পোষ্ট-এ কন্‌ফার্মড করতে গেলে যেমন পোষ্ট থাকা চাই, তার সাথে সাথে কতকগুলি প্রেসক্রাইবড কণ্ডিশন আছে, ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে, এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট আছে, এই প্রসিডিউরগুলি মানতে হয়। তারপর সিনিয়রিটি—সেটা দেখতে হয়। এইসব দেখে সেইগুলি করতে হয় এবং আমরা সেইভাবে সেটা অনুসরণ করে চলেছি। অতএব যারা বলছেন তাদের হয়তো কোন লোকজন আছে, তারা তাদেরকে সেখানে এই সমস্ত জিনিষ লক্ষ্য না করে জোর করে সেখানে বসানোর মতলব করছেন এবং তারই জন্য এখানে এটা প্রকাশ করছেন। হয়তো তাদের উনারা বলেছেন, ভাই তোমার কথাটা আমি হাউসের সামনে রাখব, তাই তারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাদের গলা জড়িয়ে বলবে, ভাই তুমি অনেক বলেছ, এইজন্যই হয়তো তারা এটা এখানে রেখেছেন।

তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ১০—এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এণ্ড জাষ্টিস্, এই সম্পর্কে আমি বলব যে আমরা একটা সেল করেছি। তারপর জুডিশিয়্যাল কমিশনার সম্পর্কে যেটা বলেছেন, আমি তাদের অবধারণ করার জন্য বলব যে এ্যাডিশন্যাল জুডিশিয়্যাল কমিশনারের নিয়োগপত্র আমরা শীঘ্রই পাব বলে আশা করছি। আর লেবার কোর্ট সম্পর্কে যেটা বলেছেন, লেবার কোর্ট এখানে আছে, ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন জজ সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অতএব কোন ঘটনা বা অবস্থা সম্পর্কে ভাল করে না জেনে, আলাপ-আলোচনা না করে তারা তাদের বক্তব্য পেশ

করছেন এবং তা পেশ করতে গিয়ে তারা জানেন এজ দি লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর হেজ বীন এ্যাপয়েন্টেড, আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আমাদের ফুল পাওয়ার লেজিস্‌লেচার দেওয়া হয়নি, এটা আমরা প্রত্যেকে জানি এবং অবগত আছি। আমরা এও জানি যে ফুল পাওয়ার লেজিস্‌লেচার উই ওয়ান্ট এ্যান্ড ফুল ষ্টেটহুড উই ওয়ান্ট। অথচ আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে ষ্টেটহুড দেওয়া হবে না। তার কারণ নাকি আমাদের পপুলেশান নেই, আমাদের ফাইনান্‌সিয়াল রিসোর্স নেই। তবে আমরা এটা মানতে রাজি নয় এবং শুনতেও রাজি নয়। উই ওয়ান্ট ফুল ষ্টেটহুড ইন ত্রিপুরা। কেননা আমরা আরও জানি যে ভারতের মধ্যে যেসব ষ্টেট আছে, তারাও প্লেন এবং নন-প্লেনে উইদাউট দি হেল্‌প অব সেন্ট্রাল চলতে পারেনা। কাজেই অন্যান্য ষ্টেটগুলি যে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করছে, আমরাও সেটা ভোগ করতে চাই। সেই অনুসারে আমরা চিন্তা করছি, ভাবছি এবং আমাদের রিপ্রেজেনটেশান দিচ্ছি। অতএব যারা এখানে এই কথা বলছেন, আমিও তাদের সংগে আমার কণ্ঠ যোগ করছি। তাই আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্য, সেটাকে আমরা পরিচালনা করতে চাই, আমাদের শক্তি এবং ক্ষমতা অনুসারে। কাজেই সেদিক দিয়ে আমরা আমাদের দাবী রাখব। সেজন্য এই বিষয়ে যারা বলছেন, আমি তাদেরকে সমর্থন করছি। তারপরে দেয়ার ইজ এন এরেঞ্জমেন্ট ফর পার্লিয়ামেন্টারী এফেয়ার্স, তার জন্য আমাদের এই হাউস আছে। আমাদের যে সিমীত ক্ষমতা, তা আমরা জানি এবং সেটা যাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য আমরা চেষ্টা করে যাব। তারপর এখানে মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু কতগুলি সাজেশান রেখেছেন যাতে এক্সিকিউটিভ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হতে পারে। তার জন্য উনি যে প্রথম সাজেশানটা দিয়েছেন, সেটা হল এখানে তিনটা ডিস্‌ট্রিক্ট হচ্ছে, সেখানে যাতে ফাইল থেকে শুরু করে মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হতে পারে, সেটা সরকার অবশ্যই দেখবে। আর ক্রাইম ইন্‌ক্রিজ আর ডিক্রিজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উনি কয়েকটা সাজেশান রেখেছেন। উনি বলেছেন যে ক্রাইম ডিক্রিজ হচ্ছে না, ক্রাইমস বাড়ছে। এটা উনার প্রিজাম্‌শানের কথা। তিনি আরও বলেছেন যে মানুষ নাকি ভয়ে বা আতঙ্কে অনেক সময়ে কেস করতে আসে না। আর কাল নাকি ক্রাইম কেস হলে পরে অনেক ক্ষেত্রে সাজা হয় না, উনি তার একটা ষ্টেটিস্‌টিক্‌সও দিয়েছেন। সেটা হল আগে যে সব কেস আসতো, তার প্রায় ৭০/৭৫ ভাগই সাজা হত, আর এখন সেটা নেমে এসে হয়েছে মাত্র শতকরা ২০ ভাগে। আমরা জানি যে ক্রাইমের কেসগুলি সাধারণতঃ পরিচালনা করে থাকেন একজন প্রসিকিউটার বা কোর্ট দারোগা। তাই আমি বলব যে উনার প্রসিকিউশান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নেই যে জন্য এই অবস্থা চলছে। তবে যে সাজেশানগুলি উনি রেখেছেন, সেগুলি আমি দেখব অন্যান্য রাজ্যে কিভাবে প্রসিকিউশান কেসগুলি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কারণ সাধারণতঃ যারা সাবইন্‌সপেক্টার থাকেন, তাদের ক্রিমিনোলজি সম্পর্কে, এভিডেন্স এ্যাক্ট সম্পর্কে এবং এনকোয়ারী সম্পর্কে পরীক্ষা দিতে হয় এবং পাশ করতে হয় তারপর তারা কতগুলি অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সেইভাবে তাদেরকে আমরা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে থাকি। অতএব ক্রাইম যাতে ডিক্রিজ হতে পারে সেদিক দিয়ে একটা

কথা উনি বলেছেন যে যারা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ করছে তাদেরকে শক্ত হাতে দমন না করে যদি ঢিলামী করা হয় তাহলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মধ্যে শৈথিল্য আসবে, এটা সত্য কথা। আমি বলব সেদিক দিয়ে সরকার সচেতন থাকবেন এবং প্রয়োজনীয় যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার সেগুলি গ্রহণ করবেন এবং তাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হবে না।

তারপরে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে টোট্যাল ফেলিয়্যর হয়েছে। কিন্তু ডেবর কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছে, সেই মত আমরা প্রায় সব কাজই গ্রহণ করেছি। এতে ১২ লক্ষ কেইজ ওয়ার্ক হয়েছে ইন টেক্স টু তে। ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বাবত খরচ করেছি টি. ডি. ব্লকের মাধ্যমে। সেখানে ব্লক কমিটি আছে, সেই কমিটিতে পঞ্চায়েত প্রধান যারা আছেন, আর সেখানকার এম. এল.-এ যারা আছেন, তারাই ঐ কমিটিতে আছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে যে সব ইলেক্টেড মেম্বার আছেন, তাদের পরামর্শ অনুসারে সেই কাজকর্ম করা হচ্ছে এবং তারাই সেটা পরিচালনা করে থাকেন। অতএব টোট্যাল ফেলিয়্যর কোন্ দিক দিয়ে তিনি দেখলেন, সেটা আমি ধারণা করে উঠতে পারছি না। কারণ আমাদের ব্লকগুলি হল লোক্যাল এজেন্সী—টু ইন্‌স্পায়ার দি রুর‍্যাল পিপল অব দ্যাট এরিয়া এ্যাণ্ড দি ট্রাইবেল পিপল অব দ্যাট লোক্যালিটি। অতএব আমরা জানি যে ব্লকগুলিতে একটা বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজকর্ম হচ্ছে, সেখানে রাস্তাঘাট, ব্রীজ, স্কুল, টিউব-ওয়েল, রিং-ওয়েল, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি সব কিছুই তারা করছেন। অতএব এই জিনিষটা কোন্ দিক দিয়ে নালিফাইড করেছেন, আমি বুঝি না। আর নালিফাইড করানো মানে হল, ইলেক্টেড পিপল দ্বারা যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেটাকে, আমার মনে হয়, হয়তো উনার পছন্দ হয়নি তারই জন্য তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন। আর হাই ইল্‌ড কাল্‌টিভেশান যেটা আরম্ভ হয়েছে, সেটা আমি কালকেও এই হাউসে পড়ে শুনিয়েছি। আমাদের এখানকার জনসাধারণ, এটাকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তার ফলে পটেটো, সুগার কেইন, আই-আর-এইট, জয়া, পদ্মা এই যে উন্নত ধরণের বীজ, এগুলিকে তারা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। যারা আমাদের সমাজে আদিম ছিল, তাদের একমাত্র টাক্কলের উপর নির্ভর করতে হত, আর যারা পাকিস্তান থেকে সর্বহারা হয়ে, উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন, তাদের কোন সহায় সম্বল বলতে কিছু ছিল না। আমরা সেইসব মানুষকেও এ'সব ব্লকের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে বসবাস করবার সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছি। তাদের কি কিসারী, কি ভেটারিনারী, কি হেল্‌থ সেনিটেশান এমন কি ড্রিংকিং ওয়াটার থেকে হাই ইল্‌ড কটেজ ইন্‌ড্রি প্রডাকশান সেক্টার গড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তারা তার দ্বারা তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করছে। অতএব তিনি সেই সত্যকে অপলাপ করতে পারেন যদি উনার হৃদয়ে কোন ব্যথা থাকে, বেদনা থাকে, সেটা অবশ্য আমি জানি না। অতএব আমি সেদিক দিয়ে মাননীয় সদস্যকে আবার চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব যে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট এ্যাণ্ড ব্লক ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে। এই বলে আমি আমার ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি এবং এর উপরে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব কাটমোশান রেখেছেন, সেগুলির বিরোধীতা করছি।

আশা করব হাউস আমার ডিমাণ্ডগুলিকে গ্রহণ করে আমাদের কার্য্যক্রমকে সার্থক করে তুলবেন।

Mr. Speaker—Discussion on the cut motions is over. There are two cut motions on demand for Grant No. 8. Now I am putting to vote the cut motions raised by Shri Aghore Deb Barma.

The Cut motion of Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Shortage of staff in the Assembly' was then put and lost.

Then the Cut motion of Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on 'ভোটার লিষ্ট প্রণয়নে সকল ভোটারকে লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করায় ব্যর্থতা' was put and lost.

There are two cut motions on the Demand for Grant No. 9.

The cut motion of Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ী করার ব্যর্থতা' was then put and lost.

Then another cut motion of Shri Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/-to discuss on 'নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য' was put and lost.

There is only one cut motion on the Demand for Grant No. 10.

The Cut Motion of Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on 'শ্রম সম্পর্কিত বিচারের জন্য আলাদা শ্রম আদালত গঠনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ না থাকা' was then put and lost.

Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 8.

The motion of Shri Krishnadas Bhattacharjee that a sum not exceeding Rs. 6,75,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 37,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 8— Parliament, State/Union Territory Legislature was then put and agreed to.

The motion of Shri Krishnadas Bhattacharjee that a sum not exceeding Rs. 75,10,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 1,47,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1970), be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 9—General Administratian was then put and agreed to.

The motion of Shri Krishnadas Bhattacharjee that a sum not exceeding Rs. 7,52,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 19.000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 10- Administration of Justice was then put and agreed to.

Mr. Speaker—Now I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his Grant for Demand No. 11.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,20,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 11— Jails, Major Head 22.

Mr. Speaker—Now I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১১ এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেখানে আমার একটা কাট মোশন আছে সেটা হল—That the Demand be reduced by Rs. 100/-to discuss on 'absence of provision for play ground for prisoners.' এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আগরতলায় বর্তমানে যে জেলখানাটা আছে সেটা স্বর্গীয় মহারাজার আমলে যদিও কিছু এক্সটেনশান হয়েছে কিন্তু বর্তমানে যে হারে লোক বেড়েছে তাতে আগের সেই অবস্থা নেই। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে আগের দৃষ্টি-ভংগী এবং এখনকার দৃষ্টি ভংগীতে পার্থক্য আছে। যেমন এক সময় আমরা বিহারে হাজারীবাগ জেলে ছিলাম। সেখানে কয়েদীদের খেলাধূলার সুবিধা আছে। কিন্তু আগরতলা জেলের মধ্যে সেই রকম কোন সুবিধা নাই। কারণ জায়গার অভাবে সেখানে ইচ্ছা থাকলেও যারা কনভিক্ট বা পলিটিক্যাল প্রিজনার তারা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে বর্তমানে যে জেলখানা আছে, যেমন আসামে নওগাঁতে পলিটিক্যাল ডেটিনিউদের জন্য একটা করা হয়েছে ঠিক সেই রকম নূতন একটা সেন্ট্রাল জেল করা দরকার। যাতে বড় একটা বাউণ্ডারী থাকে, তার ভিতরে খেলাধূলা করা যায়, ঠিক সেই রকম ধরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হতো। কাজেই সেই দিক দিয়ে আগরতলা

জেলে কোন ব্যবস্থা নাই। এই রিলেশানে আমার আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে যে বর্তমানে কনভিক্ট যারা আছে, তাদের যে ওয়েজ দেওয়া হয়, যে হারে ওয়েজ ইনট্রডিউস করা হয়েছে, আমার মনে হয় সেটা বাড়ানো দরকার। তাছাড়া আরেকটা জিনিষ হচ্ছে, আজকে আমরা যদি লোক্যাল পেপারগুলি দেখি প্রায় সময় আমরা দেখতে পাই, কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি ধর্মনগর জেল ওয়ার্ডারকে খুন করে কয়েদি, প্রিজনারস পালিয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার—আপনি আপনার কাটমোশনের উপর বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১— সম্পর্কে বলছি। আমি নিজে জানি জেলে নিয়ম আছে, অর্থাৎ তাদের ডিউটি আওয়ার যেভাবে করার কথা তার থেকে বেশী অতিরিক্ত সময় তাদের ডিউটি দিতে হয়, কাজেই অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও গাফিলতি আসে, অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কাজেই যেহেতু তারা নিম্ন কর্মচারী তাদের উপর একটা ইনহিউম্যান প্রেসার দেওয়া হয়, তাদের পক্ষে বলার জন্য কোন ইউনিয়ন বা সংস্থা নাই, অতএব অনেক সময় তাদের বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটেনা, এই হচ্ছে অবস্থা। যখন কোন একটা ঘটনা ঘটে তখন কার কি দোষ এই নিয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। আজকে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, আমাদের নিয়মকানুন সব ঠিক আছে, এ্যাজ ইট ইজ সেটা থেকে যায়, যদি প্রশ্ন করা হয়, কর ফরম্যালিটি সেগুলির উত্তর দেওয়া হয়, কার্যতঃ বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেগুলি যে তলিয়ে দেখা দরকার, জেলের বর্তমান ষ্টাফ বাড়ানো দরকার, সেইদিকে কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না।

আরেকটা কথা হচ্ছে জেলের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কিভাবে চলছে, সেই সম্পর্কে আমি দুই-একটা কথা বলব। এখানে এই বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে যে একই ব্যক্তি জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আবার তিনিই হচ্ছেন ইন্সপেক্টার জেনারেল অব প্রিজনস। এখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে যদি কোন নালিশ করতে হয়, তাহলে ঐ ইন্সপেক্টার জেনারেল অব প্রিজনস তার কাছে করতে হবে, সেটা কি করে হতে পারে, এই সম্পর্কে এখানে বহু আলাপ-আলোচনা হয়েছে, কাজেই সেখানে ন্যায় এবং নীতি ইচ্ছা থাকলেও কোনো কথা বলা যাচ্ছে না। চোখ বুজে সেগুলি হজম করতে হয়, এই হচ্ছে অবস্থা। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে আমরা জানি বেঙ্গল জেল কোড ত্রিপুরায় এক্সটেণ্ড করে কাজ চালাচ্ছে। এখন সে কোড অনুসারে জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কোন কোয়ার্টার পেতে পারেন না, অথচ বর্তমানে যিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আছেন, তিনি পূর্বে জেইলার ছিলেন, তিনি কোয়ার্টার পেতেন, তাকে প্রমোশান দিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত করা হল, ভাল কথা, একজন লোক প্রমোশান পেয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি কোন কিছু বলছি না, কিন্তু তিনি যখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হলেন তখন তিনি কোয়ার্টার আইনমত পান না। এই ব্যাপারে অডিট থেকে অবজেক্শান দেওয়া হল, তার কাছে নয় হাজার টাকা ডিউ, অর্থাৎ সরকারকে বর্তমান যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তার কাছে কোয়ার্টার ভাড়া বাবদ নয় হাজার টাকা দেয়।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আচ্ছা আমি শেষ করছি। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে বেঙ্গল জেল কোড যদি এখানে এক্সটেণ্ড করা হয়ে থাকে, তাহলে সেই অনুসারে এইগুলি কেন

রেগুলারাইজ করা হয় না, কেন অডিট থেকে নয় হাজার টাকা ডিমাণ্ড করা হয়, যদি প্রভিশন না থাকে তাহলে সেভাবে সেটা রেগুলারাইজ করা দরকার। কাজেই আজকে সবদিক থেকেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান খেলো হয়ে যাচ্ছে, এই হচ্ছে অবস্থা। আজকে ত্রিপুরার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে যদি কেন সমালোচনা করতে হয়, তখন রাজ্য সরকারের ত্রুটি ত্রুটি ভাব দেখা যায়। আজকে যে একটা অব্যবস্থা এই জেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্যে চলছে, তার আশে চনার জন্যই আমি এখানে এই কাটমোশান রেখেছি এবং তার মাধ্যমে বলছি যে নূতন একটা জেল এখানে কনষ্ট্রাকশান করা দরকার এবং যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কয়েদীরা পায়, সেগুলি যাতে ত্রিপুরার কয়েদীরা পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য এই কাটমোশানের মাধ্যমে আমি বলছি। ভারতের যে কোন নাগরিক, ভারতের প্রত্যেকটি কয়েদী অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পায়, ত্রিপুরার মধ্যে এইগুলি থাকা দরকার, যদি না থাকে, তাহলে আলাদা-ভাবে সেগুলি করা দরকার বলে আমি মনে করি, এই বলে আমি আমার কাটমোশানের পক্ষে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। ইউ স্পীক ওনলি ফর টেন মিনিটস্।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার—১১ জেল সম্বন্ধে আমার এখানে একটা টোকেন কাট আছে, সেটা হচ্ছে—জেলসমূহে কয়েদীদের জন্য মশারীর ব্যবস্থা না থাকা।

এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মশার যে উপদ্রব, কোন ব্যক্তি আজকে মশারী ছাড়া ঘুমাতে পারে না। যদিও তারা আজকে জেলের কয়েদী, এবং হাজতীরা বিভিন্ন কেসে হাজতে আসে, তথাপি তাদের আজকে মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করা দরকার এবং রক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে পরে আজকে কয়েদীদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিচ্ছে। যার ফলে কয়েদীদের মনের মধ্যে অশান্তি দেখা দিয়েছে। অনেক সময় তারা দেখি যে জেলের মধ্যে ডি. ডি. টি দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে না, দুই-তিন মাস অন্তর অন্তর ইচ্ছে হলে দিল, নয়ত দিল না, এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে আজকে কয়েদীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য মশারীর ব্যবস্থা করা দরকার। শুধু এটা কেন, আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন জেলখানায় কয়েদী এবং হাজতীদের খেলাধুলার বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা থাকে কিন্তু এই ত্রিপুরার সেন্ট্রাল জেলে এবং সাব-ডিভিশানের জেলগুলিতে কয়েদীদের জন্য খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে সাধারণ ভলিবল খেলতে পারে এইরকম মাঠের ব্যবস্থাও নেই বললে চলে। কাজেই কয়েদীদের খেলাধুলার এবং পত্র-পত্রিকা পড়ার বিভিন্ন রকম সুযোগ যদি দেওয়া না হয়, তাহলে পরে কয়েদীদের ক্ষেত্রে একটা যে উৎসাহ জাগানো, যারা অপরাধ-মূলক কয়েদী, তাদের একটা নূতন সমাজে ঠেলে নেওয়ার যে চিন্তা, সেটা আমরা করতে পারি না। কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি যে কয়েদীদের এবং হাজতীদের গান-বাজনা শোনার সুযোগ-সুবিধা আছে, খবর তারা শুনতে পারে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই ব্যবস্থা আছে, কয়েদীদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে, তারা খেলাধুলা করে কিন্তু ত্রিপুরার সেন্ট্রাল জেলে সেই রকম ব্যবস্থা নেই। এখানে যদিও রেডিও আছে, তথাপি রেডিও থেকে

সংবাদ শোনার কোন সুযোগ থাকে না। যদিও বছরে বিশেষ উপলক্ষে দুই-এক'দিন গান-বাজনার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে, সবসময় যাতে কয়েদীদের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি, বিশেষ করে রুলিং পার্টির সদস্যরা এবং মন্ত্রী মহোদয়রা বলে থাকেন আমাদের ভারতবর্ষ সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষ, সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষের জেলগুলির এই অবস্থা হবে, সেটা নিশ্চয়ই লজ্জার কথা, কাজেই এই দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েদীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যাতে করা হয়, মশারীর ব্যবস্থা, খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য আমি এই যে টোকন কাট এখানে রেখেছি, তার সমর্থনে মূল ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনরেশ রায়। ইউ স্পীক ওনলি ফর ফাইভ মিনিটস্।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের সামনে জেল সম্পর্কে যে ডিমাণ্ড এসেছে সেটাকে আমি সমর্থন করি আর তার পরিপ্রেক্ষিতে যে দুইটি কাটমোশান বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা রেখেছেন, তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। স্যার, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, চোর যখন চুরি করতে যায় লেবু গাছের নীচে থাকে। এভাবে দিনের পর দিন চুরি করতে করতে কয়েক বছর পরে সে ধরা পড়ে। তখন মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু কি সেখানে মশারী নিয়ে যান কিনা, সেটা আমি বুঝতে পারি না। কারণ দিনের পর দিন চুরি করতে সে গৃহস্থের ঘরের পিছনে লেবু গাছের নীচে চুপ করে বসে থাকে, যখন দেখে গৃহস্থ ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সেই চোর তার সুযোগ সুবিধা মত গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করে এবং যা কিছু পায় তা চুরি করে নিয়ে যায়। এটা হল চোরের চারিত্রিক অভ্যাস, এই অভ্যাস সে কোন দিনই ছাড়তে পারে না। এখন সেই চোরের জন্য কি মশারী দিতে হবে? এই যদি হয়, তাহলে চোর চুরি করে জেলে যাবে, কয়েদ খাটবে এবং তাকে জেলখানাতে মশারী দিতে হবে একথা যদি মাননীয় সদস্য সুপারিশ করেন, তাহলে আমরা বুঝব যে উনারা চোরের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন এবং জেলখানাতে তাদের শাস্তির পরিবর্তে সুখ সাচ্ছন্দ বিধান করে দেওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে আমাদের জেলখানাতে যে মশারী নেই, তা নয়। মশারী আছে, অনেক সময় দেখা যায় যে মাননীয় সদস্যদের উসকানিতে সমাজদ্রোহীরা সমাজের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তখন সরকারকে বাধ্য হয়ে সেই সব সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করে জেলখানাতে নিয়ে যেতে হয়। তখন আমাদের জেলখানাতে যে মশারী আছে, তাতে হয়তো সঙ্কুলান হয় না। আমি এখন যে কথাটা বললাম, সেটা যে মাননীয় সদস্যদের জানা নেই, তা নয় উনারা জেনে শুনে এই রকম বলবেন। কারণ তারা এখানে এসেছেন সরকারের বিরোধীতা করবার জন্য এবং সরকারের যে পলিসি আছে সেটার বিরোধীতা করাই তাদের কাজ। কাজেই এসব বলে তারা ঐ চোরদের লোভ বাড়িয়ে তুলছেন। ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমরা এই পর্যন্ত যা দেখলাম, তাতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে মাননীয় সদস্যদের বাহিরে এক কথা আর অন্তরে আর এক কথা। কাজেই তাদের এসব যুক্তির কোন সারমর্ম নাই, যুক্তিহীন কথা বার্তা বলাই তাদের উদ্দেশ্য। সেজন্য আমি তাদের কাটমোশানগুলি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এবং অঘোর বাবু যে সব কাট মোশান এনেছেন, সেগুলিকে আমি সমর্থন করি। কারণ এই কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করার অনেক কারণ রয়ে গেছে। এখানে মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে সব কথা বলেছেন, তাতে আমি দেখছি যে উনার এ সব বিষয়ে বেশ একটা অভিজ্ঞতা আছে এবং যদি সেই রকম অভিজ্ঞতা না থাকতো, তাহলে উনি সেগুলি এখানে এত ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না। আমি বলি যে আমাদের জেলগুলি কেন আছে? সেগুলি আছে, যেসব চোর বা সমাজ বিরোধীরা খারাপ কাজ করে জেলে আসেন, তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য। এখানে তাদের শাস্তিটা খুব বড় কথা নয়, সংশোধনটা হ'ল বড় কথা। এই সংশোধনের ফলে মানুষ যে অপকর্মের জন্য জেলে যায় এবং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এই সংশোধন করার জন্য সেখানে মশারী, খেলাধুলা এবং নানা জাতীয় শিল্প সামগ্রী তৈরী করার ব্যবস্থা থাকে। আজকে যদি আমাদের জেলখানাগুলিতে এ সব না থাকে তাহলে তাদের কাছে আর কোন সংশোধনের পথ খোলা থাকবে না। আমরা দেখেছি যে আজকে দিল্লীর জেলে টেলিভিশান সেট পর্যান্ত আছে। কেন আজকে সেখানে এগুলি রাখা হয়েছে? শুধু তাই নয়, সেখানে আরও বিভিন্ন রকম শিল্প আছে, সে সব শিল্পেতে কয়েদীরা কাজ করলে এবং তারা জেল থেকে ছাড়া পেলে পরে নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু এই জেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে সব কথা বলেছেন তাতে আমার মনে হয় যে উনার জেল সম্বন্ধে কোন রকম অভিজ্ঞতা নেই। জেলের মধ্যে কয়েদীদের কোন মশারী দেওয়া হয়না বলে আমি জানি। আজ আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করছি। কাজেই চোর চুরি করেছে বলে সে গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হতে পারবে না, এটা কোন কথা নয়। কাজেই সেই নাগরিকের যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা, তার সেটুকু পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার ফর জেল। অনারেবল মেম্বারস আর রিকুয়েষ্টেড টু টেক ইউর সীটস, বিকজ টাইম অন আওয়ার ডিসপোজাল ইজ ভেরী সর্ট।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪ লিডেনের উপর যে কাট মোশান মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা রেখেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে আজকে ডিমাণ্ডের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটা কয়েদীদের এবং প্রিজনারদের জন্য সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে যেসমস্ত প্রোগ্রাম বা স্কীম আছে, সেই অনুসারেই এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আর আমাদের জেলে যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে, আমরা এই কথা বলতে পারি যে ভারতবর্ষের অন্য যে কোন জেলখানার তুলনায় আমাদের জেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এবং তার সুযোগ সুবিধা কোন অংশেই কম নয়। মাননীয় সদস্যরা তাদের কাট মোশানের সমর্থনে বলতে গিয়ে যেসমস্ত প্রসংগ এখানে তুলেছেন সে সম্পর্কে আমি ২।১টি কথা রাখতে চাই। প্রথমে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন রাজার আমলে যে জেলখানা ছিল, তারপর কোন এ্যাক্সটেনশান হয়নি। আমার মনে হয়,

তিনি না জেনে শুনে এসব কথা বলছেন। আমি বলব রাজার আমলে যেসব সুযোগ সুবিধা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খেলাধূলার কোন ব্যবস্থা নেই যে কথা বলেছেন, তা ঠিক নয়। সেখানে যেসমস্ত খেলার ব্যবস্থা রয়েছে, তার মধ্যে আছে ভলি বল, কেরাম, হাই-ডু-ডু বা যাকে আমরা কাপাটি বলে থাকি সেটা, তাছাড়াও অন্যান্য খেলাধূলায় যারা অভ্যস্ত যেমন ইনডোর গেম, লুডু ইত্যাদি রয়েছে এবং সেটা এলাউ করা হয়। তারপর যারা নাকি এ্যারেষ্ট্রী মরাল প্রিজনার্স আছে, তাদেরকে টাইম টু টাইম আমাদের জেলখানার বাইরে যে গ্রাউণ্ড আছে, তাতে খেলাধূলা করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং খেলাধূলার ব্যবস্থা নাই, এই কথা ঠিক নয়। তারা আরও বলেছেন যে নূতন জেলখানা তৈরী করতে হবে যাতে করে পলিটিক্যাল প্রিজনাররা আলাদা ঘরে থাকতে পারেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেসমস্ত পলিটিক্যাল প্রিজনার্স টাইম টু টাইম আটক থাকেন তাদের জন্য আলাদা একটা এনক্লোজার আছে। আলাদা ঘরেই পলিটিক্যাল প্রিজনার্সদের রাখা হয়। বিশেষ করে ত্রিপুরার পলিটিক্যাল প্রিজনার যারা তারা টাইম টু টাইম অল্পত্র চলে যান। অতএব অল্প সময়ের জন্য উনারা আটক থাকেন বা জেলে থাকেন। তাতে করে অল্প সংখ্যক লোকের জন্য যদি কোন রকম একটা এষ্টাব্লিশমেন্ট রাখতে হয় তাহলে জনতার উপর একটা হেভী ট্যাক্স হয়ে যাবে। পরন্তু তাদের থাকার দিক দিয়ে আমার মনে হয় কোন অসুবিধা নাই। তাই জনস্বার্থের দিক থেকেই বরং তাদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখা হচ্ছে। আজ পার জেল কোড অন্যান্য জায়গাতে যে সুযোগ সুবিধা দেয়, সেই সুযোগ সুবিধা এখানেও বিদ্যমান। ওয়েজ রেট সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন সেটা জেল কোড অনুযায়ী অন্যান্য জায়গার সংগে সংগতি রেখে করা হয়েছে। এটা তো একটা চাকরী নয় যে একটা চাকরী জেলখানাতে দিয়ে দিলাম। এটা একটা সহায়তা দেওয়া, অন্যান্য জায়গার সংগে সংগতি রেখেই দেওয়া হচ্ছে। এটাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বলে মনে করলে চলবে না। তা যদি মনে করেন তাহলে ভুল হবে। কাজেই উনাদের দাবী যা সেটা ভ্যাগ এবং কত বাড়াতে হবে বা কত কম আছে এই সম্বন্ধে কোন কিছু তারা বলেন নি।

ওয়ার্ডারদের ডিউটি সম্বন্ধে তারা বলেছেন যে তারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে ডিউটির সময় ঘুমায়। আমার মনে হয় যারা ওয়ার্ডার আছে তারা ডিউটির সময় ঘুমায় এর কোন তথ্য নাই। সাধারণতঃ ছয় ঘন্টার বেশী তাদের ডিউটি দিতে হয় না, এক্সেপশনাল সারকামষ্টেন্স ছাড়া। মাননীয় সদস্যরা আমাদের যুবকদের সমাজদ্রোহী কাজে যখন লেলিয়ে দেন তখন ল' অ্যাণ্ড অর্ডার ঠিক রাখার জন্য যখন এট এ টাইম কিছু বেশী লোক গিয়ে পড়ে তখন কিছু বেশী সময় ডিউটি দিতে হয়। কিন্তু গড়ে ছয় ঘন্টার বেশী ডিউটি তাদের দিতে হয় না।

তারপর সুপারিনটেনডেন্ট, তিনি আই, জি, প্রিজনার্স হওয়াতে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ডিটারিওরেট করেছে এটার কোন প্রমাণ নেই এবং নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। আমরা জানি তিনি উপযুক্তভাবে কোয়ালি ফাইড এবং ট্রেণ্ড এবং তিনি যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালাচ্ছেন সেটা

অত্যন্ত প্রসংশনীয়। ভারতবর্ষে যারা জেল বিশেষজ্ঞ আছেন তারা যখন ত্রিপুরাতে আসেন তখন তারা জেল ভিজিট না করে যান না। তারা তাদের মন্তব্য লিখে রেখে যান। আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যরা যেন এই মন্তব্য বুক দেখেন। তারা এই কথা লিখেছেন যে ভারতবর্ষের বহু জেলখানা তারা দেখেছেন কিন্তু ত্রিপুরার মত এত সুন্দর জেলখানা দেখেন নি। তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের এই জেলখানাতে কিছুদিন আগে মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশ ও নেফা এই তিনটি ইউনিয়ন টেরীটরী থেকে একটা অবজারভেশন টিম এসেছিলেন জেলখানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এবং এই ব্যাপারে তারা ত্রিপুরার জেলখানাকে একটা মডেল জেল হিসাবে মন্তব্য করে গেছেন। এই জেলের যে লে আউট সেটা আগে দেখার জন্য, অর্থাৎ এটাকে মডেল হিসাবে ধরে নিয়ে কাজ করার জন্য নেফায় একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং ডেপুটি সেক্রেটারী কিছুদিন আগে এসেছিলেন, এই ধরণের একটা জেল করার জন্য প্রস্তুতি চলেছে সেখানে এবং কিছুদিন আগে তারা সেটা দেখে গেছেন এবং সেখানে এই মডেলে জেল করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাস———আই অ্যাম সরি। আমি দুই মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিচ্ছি। মশারীর কথা বলেছেন যে মশারী দেওয়া হয় না। তার কারণ হলো যেসমস্ত কয়েদী বা হাজতী আছে তাদের উপর একটা ওয়াচ রাখতে হয়। মশারী দিলে রাত্রিবেলা পালানোর একটা চেষ্টা তারা করতে পারে। সেজন্য খোলাভাবেই থাকা দরকার। অবশ্য আজকাল নানারকম সুবিধা সুযোগ দেওয়াতে তারা খুব কষ্ট করে না। উনারা কি বলতে পারেন যে সমস্ত জেলেই মশারী দেওয়া হয়? তবে বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার—নাউ আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মিনিষ্টার টু ফিনিশ ইওর স্পীচ।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাস—আমি এখুনি শেষ করে দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা বলেছেন সংশোধনের জন্য। সংশোধন আমরা করতে চাইছি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু একটা কথা আছে—'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'। সেজন্যই সংশোধন সব সময় হয়ে উঠে না। এই কথা বলেই আমি মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য এর বিরোধীতা করে এবং আমার মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now the discussion on the cut motion is over. Now I put the motions to vote.

The cut motion of Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/-to discuss on 'Absence of provision for play ground for prisoners' was then put and lost.

The cut motion of Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—'জেল সমূহে কয়েদীদের জন্য মশারীর ব্যবস্থা না থাকা' was then put and lost.

Now I will put into vote the Demand for Grant No. 11.

The motion for Demand for Grant No. 11 that a sum not exceeding Rs.

8,20,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 11—Jails was then put and agreed to.

Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant Nos. 13 and 23.

Shri P. K. Das—I am authorised to move the demands.

Mr. Speaker—Now I would call on Hon'ble Minister to move his Demand for Grant No. 13 and 23 together.

Shri P.K. Das—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,98,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department.

Shri Aghore Deb Barma—Point of order—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ফিনান্স মিনিষ্টার থেকে কোন অথরিটি পেয়েছেন কিনা ?

Mr. Speaker—Yes, he has been authorised.

Shri P. K. Das—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 64,97,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appro priation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 23-Misc., Social and Developmental Organisation.

Mr. Speaker—Now I call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to move his Cut Motion that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়াইয়া মূল্যমান কমানোতে সরকারী ব্যর্থতা।"

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩-এ আমি যে কাটমোশান এনেছি সেটা হল—

"নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়াইয়া মূল্যমান কমানোতে সরকারী ব্যর্থতা।"

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেন আমি এই কাটমোশান এনেছি, তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যেসমস্ত দোকান আছে সেখানে তাবামূল্যে কোন

জিনিষ পাওয়া যায় না। কারণ সেই সমস্ত দোকানে প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম। কাজেই সেই সমস্ত দোকানে প্রয়োজন মাফিক, বেশী পরিমাণ জিনিষপত্রের সরবরাহ বাড়াইয়া তার মূল্য আরেকটু কম করে ধরা হয়, তার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। আজকে বিশেষ করে যারা জমিতে নামতে পারে নাই, জুমিয়া, তাদের ফরেষ্টের উপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। আজকে অমরপুর বিভাগে চাউলের কে.জি. ১·৫০ টাকায় উঠে গেছে, ঐসব এলাকাগুলিতে রেশন দেওয়ার প্রয়োজন সরকার মনে করেন না। এছাড়া আজকে তাদের জুম করে খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে আমরা দেখি যারা দূরে থাকে তাদের রেশন আনতে হলে পরে অনেক দূরে আসতে হয়, পথেই তাদের অর্দ্ধেক রেশনের টাকা খরচ হয়ে যায়। তাছাড়া বাগানগুলিতে যারা কাজ করে, তাদের যে মজুরী দেওয়া হয়, যে পয়সা দেওয়া হয়, তা দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করে খাওয়ার মত সুবিধা তাদের নাই, তাদের মজুরী এত কম, তারা সারাদিন কাজ করে, শুধু চায়ের জলের উপর তারা কাজ করে যায়, কিন্তু তাদের মজুরী সরকারী হিসাব মতেই। আমরা দেখি ছেলেরা দৈনিক ১·৬৫ পয়সা পায়, মেয়েরা আরও কম পায়। কাজেই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব এই দুর্দ্দিনে ছেলে-মেয়ে যাতে একই হারে মজুরী পায় এবং তাদের মজুরী যাতে বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া আমি বলব যেসমস্ত বাগানগুলিতে রেশন পাওয়ার ব্যবস্থা নেই, সেই সমস্ত বাগানগুলিতে যাতে রেশন শপ খোলা হয় এবং সেই সমস্ত দোকানে বেশী পরিমাণ জিনিষপত্র সাপ্লাই করা হয়, তারই জন্য আমি এই কাটমোশান এনেছি। আর তাছাড়া আমি দেখলাম যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এলাকা কাকণবড়ী, আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার হিসাবে, সেখানে গিয়ে দেখলাম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে খাওয়ার মত অবস্থা সেখানের লোকের নেই। জল পর্য্যন্ত সেখানে তাদের কিনে খেতে হয়। ৮১টি টিউব-ওয়েল সেই এলাকার মধ্যে আছে কিন্তু সবগুলিই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কাজেই সেইদিকে আমি বলব উনি আজকে ২০ বৎসরের উপর মন্ত্রীত্ব করছেন, ঐ এলাকা সম্পর্কে কি করেছেন? সেই সম্পর্কে আমরা যদি হিসাব করতে যাই, তাহলে দেখব কিছুই করেননি। প্রজেক্ট অফিসের মারফত আমরা জানতে পারলাম অনেক টাকা সেখানে খরচ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানকার মানুষের এখনও কিনে খাবার মত পয়সা হয়নি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, শেষ করেছেন আপনি? আপনি এক মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—আমি এক মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি। আজকে এই অবস্থা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় মানুষ বাঁচানোর জন্য কিন্তু আমরা দেখছি যে বছর বছর বেশ কয়েক শত লোক মারা যায়, তার দ্বারা এই যে শাসকগোষ্ঠী, তাদের ব্যর্থতাই কি প্রমাণিত হয় না? কাজেই সেইদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, আমি আমার কাটমোশানের উপর বক্তব্য রেখে, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। অনুগ্রহ করে আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ এবং ২৩ এই দুটির

উপর যদি বক্তব্য রাখতে হয়, তাহলে আমার পাঁচ মিনিটে হবে না।

মিঃ স্পীকার—সাত মিনিটে শেষ করুন।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ১৩, এখানে ১৯৭০-৭১-এর জন্য সাত লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এখানে আমার পলিসি কাট হচ্ছে—"কেরোসীন, চিনি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি।"

সাধারণতঃ এ কথাগুলি বলতে গেলে মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যদের মনে একটু আঘাত লাগে বলে আমার মনে হয়। কারণ আমরা যখন ত্রুটিগুলি তুলে ধরতে চেষ্টা করি তখন উনারা বড় বড় কথা বলে সেগুলি ঢাকবার চেষ্টা করেন। যেমন শাঁক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা। কারণ কেরোসীনের সঙ্কট ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যায়নি, এই সঙ্কট হওয়ার কারণ, নিজেদের পেটুয়া লোকদের একচেটিয়া এজেন্ট দিয়ে রাখার দরুণই আজকে এই অবস্থা। কারণ এইসব একচেটিয়া এজেন্টকে মুনাফা লুট করার সুযোগ যদি না দেন, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্যদের এই যে চীৎকার, সেই চীৎকারের সুযোগ থাকবে না। আজকে রাইমা শর্মাতে যদি যান, তাহলে দেখতে পাবেন যে সেখানে কেরোসীন তেল এক টাকা থেকে দেড় টাকা পর্য্যন্ত লিটার বিক্রি করা হয়। এটা কেন হয়? তার কারণ হল একদিকে যোগাযোগের অভাব অন্য দিকে রেল ওয়াগনের অভাব। তারপরে আছে যারা এজেন্ট আছেন, তাদের খেয়ালখুসী। এসব মিলিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রায় সময়ে এই কেরোসীন তেলের অভাব লেগে আছে। অথচ এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য সরকার থেকে কোন রকম চেষ্টা করা হয় না। এখানে যিনি এজেন্ট আছেন, তার খেয়ালখুসী মত তিনি এই তেল বিলি বন্টন করছেন। তিনি যখন দেখবেন যে তার তেল ফুরিয়ে আসছে তখন বলতে শুরু করবেন যে তেল নেই, কেন নেই, না রেল ওয়াগনের অভাব তাই তেল আনা যাচ্ছেনা। এই রকম আরও নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে মানুষকে একটা সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং এর ফাঁক দিয়ে নিজেরা বেশ একটা মুনাফা করে নেবার সুযোগ পাচ্ছে। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এজন্য যে আমরা যখন প্রশ্ন করি তখন মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়ে থাকেন যে রেল ওয়াগনের অভাবে এই কেরোসীন তেলের সংকট হচ্ছে। এই রকম অন্যান্য জিনিষগুলির যখন অভাব হয় তখনও মাননীয় মন্ত্রীরা এদিকে কোন নজরই দেন না। যদি তাদের নজর দিতেই হয়, তাহলে তাদের নিজেদের পেয়ারের লোকের মনক্ষুন্ন হবে, সেজন্য তারা এদিকে নজর দিতে চান না। এভাবে আজকে তারা মানুষকে একটা না একটা অভাবের মধ্যে টেনে ফেলে দিচ্ছে। আর কিছু সংখ্যক পেয়ারের লোককে মুনাফা লুটে নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং তাদের সংগে মন্ত্রীদের একটা সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করছে। আজকে যে জিনিষপত্রের দর বাড়ছে, এদিকে সরকারের কোন নজরই নেই। যেমন সর্ষার তেলের দাম বাড়ছে এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রেরও দাম বাড়ছে, এই সমস্ত দিকে সরকারের কোন খেয়াল নেই। তারা অবশ্য আর একদিকে বলেছেন যে আমাদের বাফার ষ্টক থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করছি যাতে আমরা জিনিষ পত্রের মূল্য ঠিক রাখতে পারি। কিন্তু বাফার ষ্টক এর দিকে তাকালে আমরা কি দেখব? সেখানে

দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই নাই। যেমন গণ্ডাছড়াতে বাফার ষ্টক খোলার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে কিছু ডাল চাউলও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেটা বিলি বন্টন করা হচ্ছেনা। সেখানে কয়েক শত কে, জি, আটা এই বিলি বন্টন না করার দরুণ পচে যাচ্ছে, এদিকে সরকারের কোন খেয়াল নেই। সেখানে মানুষ যখন অভাবে পড়েছিল তখন সেগুলি যদি বিলি বন্টন করা হত, তাহলে সেখানকার মানুষ সেগুলি খেয়ে বাঁচত। কিন্তু সেটা করা হল না। আর একদিকে আমরা যখন তাদের এই চরিত্র, এই বিধান সভায় তুলে ধরার চেষ্টা করি তখন তারা সেগুলিকে চাপা দেওয়ার জন্য নানা রকম কথাবার্ত্তা বলে নিজেদের অপকীর্ত্তি ঢাকবার কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু তাই বলে কি সেটা চাপা দেওয়া যাবে? তা যাবে না।

আর ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি তে ব্যয় বরাদ্দ বাবত যে ৬৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে, সেটা বিশেষতঃ এখানকার উপজাতি আদিবাসীদের পুনর্বাসন প্রভৃতি দেওয়ার ব্যাপারে। আজকে অনেক ঢাক ঢোল বাজিয়ে উনারা উপজাতি দরদী সাজেন এবং উপজাতিদের জন্য একটা রঙিগন চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। আমরা যদি আজকে প্রত্যেকটি কলোনী দেখি, তাহলে সেখানে দেখব? এখানে কাঞ্চনপুরের কথা মাননীয় এক সদস্য বন্ধু বলেছেন যে সেটা মন্ত্রী মহোদয়ের এলাকা। সেখানে দশদাতে যে একটা ট্রাইবেল কলোনী আছে, সেই কলোনীর অবস্থাটা এখন কি? সেখানে একটা কো-অপারেটিভও আছে। কয়েক বছর আগে সেই কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কিছু অংশকে কিছু টাকাও দেওয়া হয়েছে, আর কিছু অংশকে কিছুই দেওয়া হয়নি। আবার কাউকে জমি দেওয়া হয়েছে, কাউকে দেওয়া হয়নি, আবার কাউকে ঘর তৈরী করার জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে, আবার কাউকে মোটেই দেওয়া হয়নি। এভাবে যেখানে উপজাতি আদিবাসী কলোনীগুলি আছে, সেগুলির অবস্থা আজকে একেবারে কাহিল। কেন সেটা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা তো বলে থাকেন যে আমরা উপজাতিদের জন্য এই করেছি, ঐ করেছি। কিন্তু আমি বলি যদি করে থাকেন তাহলে তাদের আজকে এই অবস্থা কেন? আসলে তাদের জন্য কোন কিছুই করা হয়নি। আজকে অমরপুরে করবুক যে পাইলট প্রজেক্ট আছে, তার কথা যদি বলি তাহলে সেটা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেখানে সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে ট্রাক্টার দিয়ে কলোনী করার চেষ্টা করেছিল। আজকে সেই কলোনীর কি অবস্থা? যেখানে ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা, ট্রাক্টার দিয়ে জমি উদ্ধার করে, জমিতে আইল বেঁধে এবং চাষাবাদের উপযোগী করে ট্রাইবেলের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সেখানে শ্রমিক না পাওয়ার দরুণ জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং সেজন্য সেখানে পুনর্বাসনের কাজ এগুতে পারেনি। আজকে এই যদি অবস্থা হয়, যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে না খেয়ে মরতে শুরু করেছে। গত বছর আমরা দেখেছি যে সামান্য ষ্টেট রিলিফের জন্য তারা কৈলাশহরে এস, ডি, ওকে ঘেরাও করেছিল। এই অবস্থা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চলছে। এখানে তারা নাকি বলছে লেবার না পাওয়ার জন্য এই কাজটা ফুলফিল করতে পারেনি। সেখানে মাত্র মন্ত্রী মহোদয়েরা

৪০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দিতে পেরেছেন। এখানে আমরা দেখছি যে তারা কত বড় বড় কথা বলছেন ঐ উপজাতি দরদী সাজবার জন্য। সেখানে এককোঁটা পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, কেন শ্রমিক সেখানে যাবে? যেখানে নাকি শ্রমিকের কোন অসুখ হলে পরে ১০ মাইলের মধ্যে কোন চিকিৎসালয় বা ঔষধপত্রের ব্যবস্থা নেই, সেখানে কি শ্রমিকেরা মরতে যাবে? সেখানে কি শ্রমিকেরা মরতে যাবে না রোজিরোজগার করে তাদের ছেলেমেয়ে এবং পরিবারদের খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচাতে যাবে, নাকি সেখানে গিয়ে তারা তিলে তিলে মরবে? আজকে এই যদি গণতান্ত্রিক সরকারের মনোবৃত্তি হয়, তাহলে মানুষ সরকার সম্বন্ধে কি রকম ধারণা করবে? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে দিনের পর দিন জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলছে, তাতে কি আমাদের ত্রিপুরার গরীব সাধারণ মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে, সেটা আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে এবং সেই চিন্তা করার দিন এসেছে। আজকে যেভাবে ত্রিপুরার উপজাতিরা পাহাড়ে জঙ্গলে পশুপাখির মত না খেয়ে মরছে, তাদেরকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। যেখানে সরকারী হিসেবে ত্রিপুরাতে ৩২,১০০ এর মত উপজাতি পরিবার আছে, যারা লেখাপড়ায়, শিক্ষাদীক্ষায় এবং বুদ্ধি-বিবেচনায় পশ্চাদপদ এবং আর্থিক দিক দিয়ে পিছনে পড়া, সেই উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারের বর্ত্তমান যে মনোভাব তা থেকে কি এই প্রশ্ন উঠতে পারে? আমি বলব, অন্ততঃ না, তাদের জমিতে পুনর্বাসনের প্রশ্নও এখানে আসে না। শুধুমাত্র কাগজে আর বক্তৃতায় এই উপজাতিদের দরদী হওয়া যায় না। আজকে যেখানে মাননীয় মন্ত্রীরা তাদের তথাকথিত সমাজতন্ত্রের কথা বলে বেড়ান এবং এই মানুষগুলিকে যদি সেই পথে নিয়ে যেতে চান, তাহলে এত সব কথা বলার পরেও কেন তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে না। আজকে তাদেরও বেঁচে থাকতে হবে এবং বেঁচে থাকার জন্যই তারা এই পৃথিবীতে এসেছে। অনাহারে-অর্দ্ধাহারে জীবনযাপন করে অনিশ্চিত মৃত্যুর বুকে পড়ার জন্য তারা আসেনি। তাই তারা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই বাঁচার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এজন্য আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১৩-এ ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে আমার একটা কাটমোশান ছিল— 'ইন্-এডিকোয়েসী অব প্রভিশন ফর ফায়ার সার্ভিস'। আমার কাটমোশনের কি হয়েছে সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর সিভিল সাপ্লাই এর উপর মিসমেনেজমেন্ট অ্যাণ্ড করাপশন, এই সম্পর্কে একটা কাটমোশন ছিল। এই দুইটা কাটমোশন কি রিজেক্ট হয়েছে না কি হয়েছে সেটা বলা মুস্কিল। যাই হোক এখানে ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে—

মিঃ স্পীকার—কাটমোশন তো নাই আপনার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কাটমোশন না থাকলেও ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করা যায়। মিস্‌লেনীয়াস ডিপার্টমেন্টে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই। অর্থাৎ ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় যে আগুন লাগে এবং সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে এটা রক্ষা

করতে হলে এই খাতে প্রভিশনটা আরও বেশী রাখা উচিত ছিল। কেন আমি এই কথা বলছি? যেমন ধর্মনগরে একটা ইউনিট আছে। কৈলাসহরে যদি আগুন লাগে ধর্মনগর থেকে ট্রাংকল পেয়ে আসতে আসতে সমস্ত শেষ হয়ে যায়। কুমারঘাট দিয়ে ঘুরে আসার আগেই সমস্ত শেষ। এই রকম ঘটনাও আছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে কৈলাসহর, খোয়াই, সাব্রুম, কুমারঘাট ও তেলিয়ামুড়া ইত্যাদি এলাকার মধ্যে, আমি সবগুলির নাম মেনশান করে দিয়েছিলাম যে এই সমস্ত জায়গাতে নূতন ফায়াস সার্ভিস ইউনিট খোলা দরকার। কাজেই এই দিক দিয়ে আজকে এটা রাখা দরকার ছিল।

আর সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে, এটা হচ্ছে একটা লুটের বাজার বা রাজত্ব। এই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। যেমন বেশ কিছুদিন আগে, অর্থাৎ ১৯৮১ এর নভেম্বর মাসে শিলচরের একটা জায়গার মধ্যে ফ্লাওয়ার মিল, শিলচর, সেখানে যে অকশান করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে রাজ্যসরকার জানেন যে কিভাবে সরকারের টাকাগুলি লুট করা হচ্ছে। অর্থাৎ সমস্ত ফরম্যালিটি বা যেসমস্ত নিয়মকানুন আইন ইত্যাদি আছে এইগুলি কিছুই মানা হচ্ছে না অর্থাৎ গায়ের জোরে কিভাবে করা যায় সেটাই হচ্ছে আজকে এই ডিপার্টমেন্টের চেহারা। তার একটা নজির আমি এই হাউসে রাখছি। এই অকশন সম্পর্কে ডি, এম, এর কাছে একটা অভিযোগ আছে। অভিযোগ হল, রাজকুমার সরকার, কন্ট্রাক্টর অব সেন্ট্রাল ওয়াটার সাপ্লাই, শিলচর। টু দি এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট চিঠি লিখে। ১২,৯৫০ ব্যাগ আটা যে অকশন করা হল এই সম্পর্কে তার বক্তব্য। যদি অকশন করতে হয় তাহলে অ্যাডভারটাইজ করতে হয়, সার্কুলার দিতে হয়। তার বক্তব্য হল কোন সার্কুলার দেওয়া হয় নাই, কোন অ্যাডভারটাইজমেন্ট করা হয় নাই। হঠাৎ গিয়ে খুব গোপনে এটা করা হল। সকলেই জানে যে অকশান হলে খুব ভীড় হয়। কিন্তু তার কিছুই হল না। সে চিঠি দিয়েছে যে বিট করতে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে জানানো হল কোন অকশন দেওয়া হবে না। এই কথা বলার পরে সে চলে এসেছে। তারপর জানলো যে খুব কম টাকায় অর্থাৎ নাম মাত্র টাকায় এটা অকশন হয়ে গেল। এইভাবে একটা চিঠি নয় সে বহু চিঠি লিখেছে। কিন্তু তার চিঠির কোন উত্তর দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ লুট যে কিভাবে চলছে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ত্রিপুরার কিছু লোক আটার মিল করেছে গম ভাংগানোর জন্য। তারা অনেক কিছু করে কোন রকমে এইগুলির লাইসেন্স পেয়েছে। যারা আইন টাইন করে তারাই বলে যে এই সমস্ত করতে গেলেও ইল্লিগেল কতগুলি ফরম্যালিটিজ করতে হয়। ঠিক তদ্রূপ এখানেও মিল করার লাইসেন্স করতে গিয়ে তারা অনেক টাকা সেলামী দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল যে তাদের গম ভাঙাতে না দিয়ে ত্রিপুরার বাইরে থেকে গম ভাংগিয়ে খারাপ আটা নিয়ে আসছে। এইভাবে মিলিং করে ভাল খারাপ মিশিয়ে চালান দেওয়া হয়।

আর কিছুদিন আগে মাননীয় লেফটেনেন্ট গভর্ণর অমরপুরে ভিজিট করতে গিয়েছিলেন। অমরপুর গোদামে যে আটা ছিল সেটা নাকি খাওয়ার অযোগ্য। যার জন্য তিনি দোকানটাকে সীল করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন আর যে ক্লার্ক ষ্টোরে আছে তার নাকি বহুদিন যাবত ট্রান্সফার অর্ডার হয়ে আছে। কিন্তু যেহেতু এ, ডি, এম গাঙ্গুলীর সাথে তার

খুব দহরম মহরম আছে, সুতরাং সে অর্ডার পেয়েও ক্যারী আউট করে নাই। আমি এই সম্পর্কে একটা প্রশ্নও দিয়েছিলাম যে মাননীয় লেফটেনেন্ট গভর্ণর কমপ্লেন করেছেন, বাইরে থেকে যে গম ভাংগানো হয় তার কোয়ালিটি খারাপ এবং আবার মিলিং করার জন্যও কয়েকটা মিলকে দেওয়া হয়েছে। তারপর আবার এটা সীল করে দিল্লীতে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সুতরাং সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট জনসাধারণকে সস্তায় খাদ্য সরবরাহের জন্য যে গম সরবরাহ করা হচ্ছে তাতে এটা আমরা জানি যে এই খারাপ গম খেয়ে কয়েকটা লোক মারা গিয়েছে। তারা শুধু লুট করেছেন এবং যেসমস্ত টাকা পয়সা খরচ করে এইগুলি আনা হয় সেগুলির সর্বনাশ করা হয়।

আর বাফার ষ্টকের কথা বলতে গিয়ে, বাফার ষ্টকের অর্থটা কি সেটা আগে জানা উচিত। যখন কোন জিনিষের দর বাজারে খুব বেড়ে যায় তখন সেই মূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করার জন্য বাফার ষ্টকের জিনিষগুলি ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়। কিন্তু এটা যেন চলছে চলছেই। কিছুদিন পরে দেখা যায় এইগুলি গোদামজাত অবস্থায় নষ্ট হয়ে গেছে। তখন কনডেম করে অকশান করা হয়। এইভাবে এইগুলি নষ্ট হয়। তারপর কেরোসিন যখন ছাড়া হল—৩।৪ দিন আগের কথা আমি বলছি, গোলাপাটি বাজারে, সদরের মধ্যেই এক টাকা করে কেরোসিন বিক্রি হয়। কাজেই এইগুলি যদি চলতে থাকে তাহলে বাফার ষ্টকের নামে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট যেসমস্ত খেলা খেলছে অন্ততঃ কিছু লোক তাতে সরকারী টাকা পয়সা লুটবার সুযোগ পেয়ে কিন্তু আসল পারপাস সার্ভ করা হচ্ছে না। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। Demand for Grant No. 23 এখানে আমার একটা Cut Motion আছে, সেটা হচ্ছে—

"Inadequacy of provision for colonisation scheme, construction, housing grant to S. C. & S. T. families and legal aid". মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বলতে হয় ত্রিপুরা সরকার, উপজাতিদের ব্যাপারে, যারা অনুন্নত, পশ্চাদপদ, যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া জাতি, সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইব বা আদার ব্যাকওয়ার্ড কাষ্ট সম্পর্কে অনেক কথা বলে থাকেন এবং তাদের ইকনমিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য বছর বছর বাজেটে মোটা টাকা বাররবাদ্দ করা হয় কিন্তু আজ যেসমস্ত ঘটনাগুলি দেখা যায়, আমি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে বলব যে বক্তৃতায় বলা হয় আমরা উপজাতি ল্যাণ্ডলেস......

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা হচ্ছে একটা ইম্পোর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট, আমি এর উপর একটা কাটমোশান এনেছি, এটার উপর আলোচনা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি প্রায় ২৫ মিনিট বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমি একটা মাত্র কাটমোশান এখানে রেখেছি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ সম্পর্কে, এখানে কিভাবে যে ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে সেইগুলির কিছু নজির এখানে দেওয়া দরকার।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে লিষ্ট অব বিজনেসে

আরও দুইটি আইটেম এখনও আলোচনা করার বাকী রয়ে গেছে, একটি হচ্ছে রিজল্যুশান, আরেকটি হচ্ছে জ্যোতিবাবুর লাইফের উপর যে এ্যাটেম্প্ট নেওয়া হয়েছিল সেই সম্পর্কে একটা ডিস্‌কাশন আছে। উনি যদি এইভাবে সময় নিতে থাকেন তাহলে আজকে ঐগুলির উপর আলাপ-আলোচনা হবে না দেখছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এটা একটা ইম্পোর্টেন্ট ডিমাণ্ড, এটার উপর আলোচনা হওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি চীফ মিনিষ্টারের সংগে আলোচনায় বসে আজকে ঠিক করেছেন যে জ্যোতিবাবুর উপর যে আক্রমণ হয়েছিল সেই সম্পর্কে আধঘন্টা আপনারা হাউসে ডিস্‌কাস করবেন। আপনি যেভাবে সময় নিচ্ছেন, তাতে দেখছি সেটার উপর আলোচনার কোন সময় থাকবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—সেটা কন্টিনিউ করলেই পারেন, সেটার আলোচনা কালকে করতে পারি।

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, we can not agree with this.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যদি এইভাবে সময় কাটেল করেন তাহলে সেটা ঠিক হবে না

Shri S. L. Singh—Point or order—We want a ruling from the Chair.

Mr. Speaker—Yes, I have allotted him time for 10 minutes, but he spoke for 25 minutes. Now I would request him to stop his speech.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এখানে আমার কাটমোশান সম্পর্কে এখনও আমি উল্লেখই করিনি। যাই হউক আমি সময় সম্পর্কে নিজেও সচেতন।

মিঃ স্পীকার—তাহলে আপনি কি করে বলছেন আপনি বলবেন?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে যে সময় নষ্ট হচ্ছে এর মধ্যেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করে ফেলতাম। আমার বক্তব্য হচ্ছে উপজাতিদের সম্পর্কে আজকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে এই হাউসে আলোচনা হয়েছে, কিভাবে এটা করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্ত রাখব, ডিটেলসের মধ্যে না যেয়ে। একটা ঘটনা হচ্ছে মহারাজার আমলে........

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি জানতে চাই আপনি কি আজকে হাউসের অন্যান্য বিজনেস শেষ করতে দেবেন না?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—যদি থাকে তবে সেটা কন্টিনিউ করুন।

Mr. Speaker—But the House does not agree.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই সম্পর্কে আমার বলা দরকার। অতএব I am determined to speak whatever may be.

Shri S. L. Singh—We want a definite ruling from the Chair.

Mr. Speaker—Hon'ble Member, please take your seat.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—যে সমস্ত জুমিয়াদের জমি দেওয়ার কথা, সেই সমস্ত জমি যারা কর্মচারী, তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তি, নন্-ট্রাইবেলদের মধ্যে বিক্রি করছে, এই সমস্ত কথা যখন আলোচনার জন্য বলা হয়, তখন সময়ের কথা উঠে। সময় মেম্বারদের উপর নির্ভর করে, আমি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এই সম্পর্কে আমি একটা কাটমোশান দিয়েছিলাম, সেটা ডিস্‌এ্যালাউ করা হয়েছে। আই মাষ্ট স্পীক অন দিস ইস্যু।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, I want to know whether you will comply with my direction or not ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—.........(গণ্ডগোল) এইভাবে যদি করা হয়, সেটা সহ্য করা হবে না। এখানে গুরুতর অভিযোগ। ট্রাইবেল সুপারভাইজার কাঞ্চনপুর ব্লকে যেসমস্ত এক্সটেনশান অফিসার ইত্যাদি আছেন, যাদের উপর টি. ডি. ব্লকের উন্নয়নের দায়দায়িত্ব দেওয়া হল, তারা সমস্ত ট্রাইবেল জমি নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে বিক্রি করছে, নিজেদের উদরস্থ করেছে, এই হচ্ছে অবস্থা।............

মিঃ স্পীকার—প্লীজ টেক্ ইউর সীট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় কিছু বাড়িয়ে দেন না।

মিঃ স্পীকার—আই উড রিকোয়েস্ট দি অনারেবল মেম্বার টু টেক্ সীট।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে হাউসের সামনে যে দুইটি ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে,—ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ এবং ২০, আমি সেগুলির সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে যে কাট মোশান এসেছে তার বিরে ধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে তারা তাদের কোন প্রকার যুক্তি এখানে রাখতে পারেন নি। সিভিল সাপ্লাই সম্পর্কে এখানে যে কতকগুলি অবান্তর কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলব, Civil Supply organisation has taken necessary steps for maintaining regular supply of various essential commodities including building materials, petrolium produce. It is to secure total allocation from the Government of India and other State Govts. and Corporation etc. It also co-ordinate the programme for the movement of goods. Besides this organisation exercise and check all high price trend of essential Commodities for enforcement of controling order issued by the Government from time to time. Thus overall supply position of essential commodities remained satisfactory and the prices of the commodities remained more or less steady during the current year in comparison with that of corresponding period of the preceding year.

In view of the above, it is not a fact that the Organisation failed to supply essential commodities and reduce the prices of those. He also mentioned about the auction of suji and flour at Silchar. It was auctioned duly with the procedure and it is not the fact that the auction was not done. So

those are all contradictory to the facts. The another fact about the tribal rehabilitation scheme which they have mentioned is also not true. In our Budget we have kept a provision for 13 thousand families to be rehabilitated in Tripura. So it is not a fact that the Tripura Government is not willing to rehabilitate the landless people. In fact we are rehabilitating all the landless people of Tripura State and those who have come from East Pakistan.

I could not follow what they are speaking. The producers have been given the rights on the lands and also some helps in the shape of grants and loans. So, this is not the fact that we are indifferent to this. They are speaking about it only because we have tried to establish the right of jhumias on the land which has been mentioned earlier, in their pockets, where they have looted arsoned and murdered the people who have taken the jhumia grants and landless loan, frightened them, thretened them and make it un-successful. Violance has no place in the democratic society. They came to know it now, they have made blunders ; that is why they are speaking something about their pockets. In those places they have taken away all the money from them for which they are now suffering and C. M. P. have done all these things. I have already mentioned about the land'ess people of Khowai, but I could not mention what type of anti-social work they have done there

Mr. Speaker—Hon'ble Chief Minister he raised a point of order.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—স্যার আমার পয়েন্ট অব অর্ডারটা হল, মুখ্যমন্ত্রী কাট মোশনের উত্তর দিতে গিয়ে মার্ডার ইত্যাদি বলেছেন তিনি এটা বলতে পারেন না। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে এসব কথা এখানে আসতেও পারেনা

মিঃ স্পীকার—কে কাকে মার্ডার করছেন, সে কথা তো তিনি কিছু বলেন নি, তিনি বলেছেন যে ইন্‌ডিসিপ্লিন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— না, স্যার উনি মার্ডারের কথা বলেছেন, আপনি সেটা শুনেও এখন বলছেন যে না উনি এসব বলেন নি। তাহলে আমরা বিচারের জন্য কার কাছে যাব... .... (গণ্ডগোল)

Mr. Speaker—Hon'ble member you should not threat the Chair and the Chair is not afraid of you, the House is not afraid of you. I would request the Hon'ble member to take your seat as you are disturbing the proceedings of the House.

শ্রী এম, এস, সিংহ—আমি বলব, আমাকে জব্দ করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব সেট দেম বার্ক বিকজ ইট ইজ দেয়ার হেভিট। I am to finish my speech now. Their

anti-social activities, subversive activities is very much harmful to our jhumia rehabilitation scheme. So, I would request them, If they are determined to rehabilitate any landless then we want co-operation from them, and we are trying our utmost less to improve the lots of land. So, on this very basis I oppose their cut motions and support the demand.

Mr. Speaker—Discussion on the cut motion is over. Now, I am putting the cut motion to vote. There are two cut motions on Demand for Grant No. 13. First I am putting to vote the cut motion raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

The Cut Motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on "নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রে সরবরাহ বাড়াইয়া মূল্যমান কমানোতে সরকারী ব্যর্থতা" was then put and lost.

Then the Cut Motion of Shri Abhiram Deb Barma that Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on "কেরোসিন, চিনি ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি" was then put and lost.

There is one cut motion on Demand for Grant No. 23.

The Cut Motion of Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Inadequacy of provision for colonisation scheme, construction, housing grant to S. C. & S. T. families and legal aid" was then put and lost.

Now, I am putting to vote the main Demand for Grant No. 13 and 23 one after another.

The motion of Shri Krishnadas Bhattacharjee that a sum not exceeding Rs. 7,98,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demend No. 13—Miscellaneous Department was then put and agreed to.

Then the motion of Shri Krishnadas Bhattacharjee that a sum not exceeding Rs. 64,97,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 23-Msc. Social & Development Organisation was then put and agreed to.

Hon'ble members, all of you heard that there was an attempt yesterday on the life of Mr. Jyoti Basu, Ex. Depuiy Chief Minister of West Bengal and Leader of the C.P.I. (M) in the Patna Railway Station. This action has been condemned by all men of senses in all parts of the country and our Chief Minister S. L. Singh has sent the following telegram condemning the action.

"Every body in his senses will condemn this dastradly attack. Tolerance of the other man's view is essential in democracy. We are happy that Joyti Basu's life has been spared. May he live long."

I have allowed discussion on this for 15 minutes.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—স্পীকার স্যার, টাইমটা বাড়িয়ে দিলে পর ভাল হয় বলে আমি মনে করি এবং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও অনুরোধ করব যাতে করে আলোচনাটা একটু বেশী হতে পারে।

Shri S. L. Singh—Sir, I have no objection but Private Members Resolution is also to be discussed.

Mr. Speaker—Then. If time is granted I have no objection.

(In this stage sense of the House is required.)

Mr. Speaker—The House will continue upto 5-30 P. M. Now, Hon'ble Chief Minister will please start his discussion.

শ্রীএস. এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার যে প্রাণ রক্ষা পেয়েছে সেই সংবাদ আমি শুনেছি এবং খুশী হয়েছি। কারণ যারা এই ঘৃণ্যতম হত্যার জন্য এটেমপ্ট করেছিল, তাকে মারার সেই জঘন্যতম কার্য্যের নিন্দা করতে আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না যে কি করে তাকে নিন্দা করব এবং সাথে সাথে আর একটা মানুষ তার সাথে ছিল, উনি মারা গেছেন। তার পরিবারকেও আমি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তার আত্মার সদ্গতি কামনা করছি। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় হিংসা অচল। হিংসার স্থান রাজনীতিতে অচল। অতএব আমার কাছে এটা বড় আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে যে সেখানে গার্ড অব অনার নিতে এসেছিলেন গতকাল, আততায়ী ৯ হাত দূর থেকে গুলি করে পালিয়ে গেল একটা নিরীহ লোককে হত্যা করে এবং একজন মহাপ্রাণের উপর আঘাত করার জন্য তার একটা সম্পূর্ণ তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীকে বের করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই কথা বলতে গিয়ে আমি আমাদের গণতন্ত্রের মধ্যে দেখছি যে গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান কথাই হল শৃঙ্খলা এবং টলারেশন এবং এডপশান। কি করে আমরা নিজেদের মধ্যে বসে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে যতই জটিল হোক আমরা তার মীমাংসা করব। অতএব সেখানে যারা প্রচার করছেন বুলেটের বদলে বুলেট তারা সমাজকে এবং গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ করছেন। অতএব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করে দিতে হবে এবং সেটা করতে গেলেই আমাদের এটা করা

দরকার। নিজেদের মধ্যে যত প্রকারের বৈষম্যই থাকুক না কেন নিজেরা বসে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে যদি আমরা উপনীত হই তাহলে এই চিন্তাটাকে, এই কার্য্যক্রমটাকে যদি আমরা গ্রহণ করি এবং এই যে কনষ্টিটিউশন তার প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারি তাহলে আমি বিশ্বাস করি এইরকম আউটরেজ ঐ জায়গাতে হবে না, হতে পারে না এবং জ্যোতিবাবু নিজেও কালকে অবশ্য বলেছেন যে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে হিংসার কোন স্থান নেই। অতএব আমরা বিশ্বাস করবো যে এইভাবে যদি আমরা আমাদের মতবাদকে প্রচার করতে পারি, কারণ আমরা হিংসাকে ঘৃণা করি। অতএব সেই জায়গাতে এইরকম ঘটনা জঙ্গলের আইন বলে মনে করি। অতএব সেইভাবে সমাজের মধ্যে অহিংসাকে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা যদি প্রচেষ্টা করি তাহলে এই প্রকারের নিন্দনীয় কার্য্য আমরা সমাজের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব এই বিশ্বাস আমার আছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর উপর এই কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় যারা নাকি এই হত্যার কাজ দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে বর্দ্ধমান থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায়, এই হত্যার উদ্দেশ্য তাদের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং এই সমস্ত হত্যাকারী এবং এই সমস্ত যে সমাজদ্রোহী লোক তাদের গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত। জ্যোতিবাবু বেঁচে গেছেন, সেজন্য আমরা সুখী। উনি দীর্ঘায়ু হোন, এই কামনা করি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল পাটনা ষ্টেশনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু এবং ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যকে হত্যা করার যে চেষ্টা করা হয়েছে এটাকে আমি কি ভাষায় নিন্দা করব এমন কোন কঠোর ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি যখন দেশের শ্রমিক-কৃষক মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন ঠিক তখন কাপুরুষের মত তার প্রাণনাশের চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি যে সামান্যের জন্য বেঁচে গেছেন সেজন্য উনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তার যে প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে এটা অত্যন্ত কাপুরুষের কাজ বলে মনে করি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে এটা নিন্দনীয়। একটা মূল্যবান জীবন এবং সর্বভারতীয় একটা রাজনৈতিক নেতা জ্যোতি বসুর উপর যে হীন এবং জঘন্যতম আক্রমণ হয়েছিল সেই আক্রমণ থেকে তিনি বেঁচেছেন এবং তার সঙ্গে একটা নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তিনি বেঁচেছেন এটা আনন্দের কথা, আবার একটা জীবন যে শেষ হয়ে গেল সেটা বড় শোকের কথা। আজকে সত্যি যদি রাজনৈতিক নেতাদের উপর এই আক্রমণ চলে তাহলে গণতন্ত্র বিপন্ন এবং গণতন্ত্র কোনমতেই বাঁচতে পারে না। অতএব আজকে সারা ভারতের উপর যে ঘটনা গতকাল হল এবং কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি পত্র-পত্রিকায়, পাটনায় রামসুভগ সিং-এর উপর এই আক্রমণ হয়েছিল। কাজেই আমাদের দেশের গতিটা যে কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটা উদ্বেগের এবং আতঙ্কের। সেটাকে প্রতিবাদের সাথে সাথে এইটুকু বলব

যে শান্তিপূর্ণভাবে সেটাকে গ্রহণ করে আমাদের চলা উচিত এবং আবার আমাদের যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতার যে মূল্যবান জীবনটা রক্ষা পেয়েছে এবং তার কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু আশা করে, শান্তিপূর্ণভাবে গঠন কার্য্যের জন্য। সেজন্য আজকে আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দিত এবং তার সাথে সাথে আমার সবচেয়ে দুঃখ এবং কষ্ট যে একটা নিরীহ জীবন এই সঙ্গে চলে গেল। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—মিঃ স্পীকার, স্যার, গতকালকে এই মর্মাহত সংবাদ শোনে, জ্যোতিবাবু—যিনি সর্বভারতীয় নেতা, তার উপর যে জঘন্য আক্রমণ হয়েছে, তাকে ঘৃণা করার ভাষা পাচ্ছি না। যখন ভারতবর্ষে আমরা গান্ধী শতবার্ষিকী পালন করছি, সেই সময়ে গণতন্ত্রের দিক থেকে এইরকম জঘন্য আক্রমণ যেখানেই হউক না কেন, তাকে নিন্দা করা দরকার। আর এইরকম একটা অমূল্য জীবন যে রক্ষা পেয়েছে, তারজন্য ভগবানকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সাথে সাথে আরেকটি লোকের যে প্রদীপ যে নির্ব্বাপিত হয়েছে, তার প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। এর যে একটি আবহাওয়া, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত হউক এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে জানিয়ে, আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত শ্রীজ্যোতিবাবু সর্বভারতীয় নেতা, বাংলা দেশে কিছুদিন আগেও উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তার পাটনা ভ্রমণকালে তার উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ হয়েছে, তাকে নিন্দা করার ভাষা নাই। গণতন্ত্রে মানুষ মানুষের উপর বিশ্বাস রাখবে, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস রেখে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে হবে, সেখানে কোন লোককে তার ব্যক্তিগত মতের জন্য যদি তার কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা সমাজকে কোথায় নিয়ে যাব, মানুষকে কোথায় নিয়ে যাবে তার শেষ নাই। গান্ধীজীর কথায়, হিংসার দ্বারা হিংসার শেষ হয় না, আজকে এই ঘটনা আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। হিংসা শুধু হিংসাকেই টেনে আনে। আজকে যে কোন নেতা তার মতবাদকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবেন, জনসাধারণ বা দেশের লোক কৃষক, শ্রমিক যদি তার মধ্যে সত্যতা খুঁজে পায় তাহলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে, অহিংসার মাধ্যমে সেই জিনিষটাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু আজকে দেশে নানারকম পরিস্থিতির জন্য, নানারকম চিন্তাধারার জন্য বিভিন্ন মতবাদ তৈরী হচ্ছে, যেখানে হিংসা দ্বারা অনেকে সেই পথকে পেতে চায়, যেখানে হিংসার দ্বারা কেউ কারও উদ্দেশ্যকে, কারও পথকে সমাধান করতে চান, সেই হিংসা শুধু হিংসাই টেনে আনে এবং তারই পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে এই ঘটনার পেছনে। ঘটনার পেছনে একটা উত্তেজনা থাকে, এক দল ক্ষেপে যায়, কিন্তু আরেক দলকে মাথা ঠাণ্ডা করে সেই জিনিষটাকে সমাধান করতে হয়, তাহলেই এই সংসারের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে। একদল মানুষ হিংসার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সমস্যা সমাধানের পথে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিংসা যে কতবড় খারাপ, কতবড় জঘন্য, মানুষের চিন্তাধারা, মানুষের অগ্রগতির পথে, কতখানি বিঘ্নস্বরূপ সেটা বুঝা যায় নেতা জ্যোতি বসুর উপর এই জঘন্য আক্রমণে। এই আক্রমণ শুধু ত্রিপুরা থেকে নয়,

সারা ভারতবর্ষের মানুষ, যেখানে যত গণতন্ত্রকামী লোক আছে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ, তাদের দল, মত, পথ নির্বিশেষে তারা এই ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। কেন নিন্দা করেছেন, কারণ এই যে রাজনীতি, যে ধারা দেশের মধ্যে চলছে সেই রাজনীতির মধ্যে প্রত্যেক মানুষের তার অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ-সুবিধা আছে, আমাদের দেশের যে কনষ্টিটিউশান, তাকে সেই সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার দিয়েছে এবং তার ভিতর থেকে প্রত্যেকে তার অভিমতকে ব্যক্ত করে তার কার্যাকে, তার কর্মপন্থা, আদর্শবাদ, তার চিন্তাধারাকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পারেন এবং তার পার্শ্বধারায়, ভাবধারায় সমাজ ব্যবস্থাকে যেভাবে তিনি চিন্তা করেন সেটাকে রূপদান করতে পারেন। সেইজন্য যেখানেই হিংসার ঘটনা ঘটুক না কেন, যেখানেই হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করা হউক না কেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠ উদ্বেল হয়ে উঠে এবং সেইজনাই আজকে বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের যে নেতা তার প্রতি যে জঘন্যতম আক্রমণ হয়েছে, তারজন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে আমরাও ত্রিপুরা বিধানসভায় আমাদের সুউচ্চ ধিক্কার ধ্বনি তুলেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি বসু মহাশয়ের অমূল্য জীবন যে নষ্ট করতে পারেনি, তারজন্য ভগবানের কাছে আনন্দে প্রার্থনা করছি যে একটা মানুষ তার চিন্তা এবং কর্মধারা নিয়ে তার মতবাদকে প্রচার করতে, তার মতবাদের বিরুদ্ধে যদি আমাদের বক্তব্য থাকে, সবসময়েই আমরা সেটা রাখব। গান্ধীজী বলেছেন আমরা পাপকে ঘৃণা করি, পাপীকে নয়। ব্যক্তির মতবাদকে আমরা ঘৃণা করতে পারি কিন্তু ব্যক্তির উপর আমাদের ঘৃণা নাই। তার যে মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে, সেই মতবাদের মধ্যে যদি দোষ থাকে, ত্রুটি থাকে, সেটা জনসাধারণের সামনে, বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরুন, কিন্তু সেটা যিনি প্রচার করছেন তাকে এই ধরণের ঘৃণা পন্থায় হত্যা করে তার কণ্ঠকে যে রুদ্ধ করা, তার মত নিন্দনীয় কিছু নেই। বড় বড় মনীষীরা বলেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নেই। কাজেই মানুষের উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করা উচিত। আজকের দিনে এর থেকে এই শিক্ষা হওয়াই উচিত, অন্ততঃ প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ যে কোন হিংসাকে আমরা বন্ধ করার চেষ্টা করব। একদল মানুষকে আরেক দল মানুষের উপর লেলিয়ে দিয়ে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। দেশের বড় বড় মনীষীরা—বিবেকানন্দ একথা বলেছেন চালাকী দ্বারা মহৎ কাজ হয় না, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য মহত্তর পথকে বেছে নিতে হবে। আজকে এই যে ঘৃণ্য ঘটনা, সেটা এই শিক্ষা নিয়ে আসছে যে মহত্তর যদি উদ্দেশ্য হয়, তারজন্য মহত্তর পথ হওয়া দরকার। আজকে যেমন এই অমূল্য জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ করছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বলব যে প্রত্যেকটি রাজনীতিবিদকে এভাবে চলতে হবে যে যার ফলে কোন কিছু দ্বারা অন্যেরা প্ররোচিত না হয়, হিংসাকে প্রশ্রয় না দেয়, উত্তেজনার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সেটাকে শান্তির পথে প্রশমিত করতে হবে এবং তার ভিতর দিয়েই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একদিকে যেমন আমরা একটি অমূল্য জীবন লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছি, অন্যদিকে আরেকটি যে নিরীহ ব্যক্তি—যার কোন দোষ নেই, তার একটি অমূল্য প্রাণ অকারণে, অকালে নিঃশেষিত হয়েছে, তার থেকেও আমাদের

শিক্ষা নেওয়া উচিত। কাজেই এইসব ঘটনার তীব্র নিন্দা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয়হিন্দ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে যে রিজলিউশানটা রাখছি সেটা হল,—ত্রিপুরা বিধানসভা, চা-শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অবিলম্বে একটি ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকিতে অনুরোধ করিতেছে। এটা রাখার কারণ হচ্ছে, যদি আমরা তাদের মজুরীর হার না বাড়াই তাহলে দিনের পর দিন চা-শ্রমিকদের যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে করে তাদের অনাহারে এবং অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হবে। এটা আমরা এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। কাজেই তাদের এই দাবী আমাদের পূরণ করতে হবে। এই শিল্পকে আরও উন্নত করতে হলে, তাদের সেই মজুরী বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এটা বৃদ্ধি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেখানে যে সব শ্রমিক আছে বা যারা সেখানে কাজ করছে, তাদের ঘরবাড়ী তৈরী করে দেওয়ার নিয়ম আছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার নিয়ম আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দেওয়ারও নিয়ম আছে এবং এগুলি আমাদের ত্রিপুরার বাহিরে অন্যত্র যেসব চা বাগান আছে, সেখানে শ্রমিকদের এই সুযোগ সুবিধা ঐ সব চা বাগানের মালিক বা কর্তৃপক্ষ থেকে করে দেওয়া হয়। অথচ আমাদের এখানে সেই সুযোগ সুবিধা নাই বললে হয়। এমন কি তাদের থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জন্য যে টাকা কেটে রাখা হয় অর্থাৎ শ্রমিকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জন্য কেটে রাখা হয় তার সংগে চা বাগানের কর্তৃপক্ষও সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে থাকে, এই রকম একটা নিয়ম আছে। কিন্তু শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা কেটে রাখলেও চা বাগানের কর্তৃপক্ষ সেই টাকা দিচ্ছেনা। এর জন্য কয়েকটা কেসও আছে। তারপরে তো তাদের মজুরীর হার অত্যন্ত কম। এছাড়া বাগানের ভিতরে যেসব শ্রমিক আছে, তাদেরকে চা বাগানের ভিতরে যেসব পতিত জমি আছে, সেগুলি তাদের নামে রেকর্ড করা হচ্ছেনা। অথচ এগুলি হওয়া দরকার। আজকের দিনে যেভাবে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে, সেদিকে চিন্তা করে এই শ্রমিকদের মজুরীর হার আরও বাড়ানো দরকার। কাজেই একটা ত্রিদলীয় সম্মেলন ডেকে তাদের দাবীগুলি বিচার বিবেচনা করার জন্য আমি এই সরকারকে অনুরোধ করছি, সেজন্য আমি এই প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটা আজকে হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য বিদ্যা বাবু রেখেছেন, সেটা আমি সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা বিধান সভা, চা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অবিলম্বে একটি ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকিতে অনুরোধ করিতেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে চা শ্রমিকদের যে মজুরী দেওয়া হচ্ছে, সেটা হল হার ১.৬৫ পয়সা। এটা যে কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয় আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না। যেখানে আজকে জিনিষপত্রের দর বাড়ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর বাড়ছে মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যে একটা কঠোর অবস্থা দিনের পর দিন আসছে, এই অবস্থার মধ্যে চা বাগানের শ্রমিকেরা দৈনিক মাত্র

১·৬৫ পয়সা কারে মজুরী পাচ্ছে, এটা ভাবলে আমাদের অবাক হতে হয়। আজকে যেখানে একটা মজুর ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা মজুরী পাচ্ছে, তাদের যেখানে এই টাকাতে পরিবার এর ভরণপোষণ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা তো দূরে থাকুক তাদের দু-বেলা দুই মুঠো ভাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে এই চা শ্রমিকদের পক্ষে কি করে ১·৬৫ পয়সায় চলবে, এটা খুব চিন্তা করার কথা। এই অবস্থায় আমরা আরও দেখছি যে মাত্র ১·৬৫ পয়সা যাদের মজুরী, সেখানে কালাচড়া চা বাগানে এই শ্রমিকদের এক সপ্তাহের মজুরী বাকী রয়েছে এবং ১৯৬৯ ইং সনেও তাদের দুই সপ্তাহের মজুরী বাকী রয়েছে। কাজেই আমি বলব যে মালিকেরা শ্রমিকদের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করছে। অথচ তার জন্য সরকার থেকে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা যাতে করে এই শ্রমিকেরা মালিকদের শোষণ থেকে বাঁচতে পারে। আমরা আরও দেখছি যে মালিকেরা যেখানে শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা কেটে রাখছে, সেখানে মালিকদের পক্ষ থেকে দেয় যে অংশ সেটা তারা দিচ্ছেনা। শ্রমিকদের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা থাকা দরকার সেটা তারা পাচ্ছেনা আর সাবসিডি রেটে তাদেরকে যে রেশন দেওয়ার কথা, সেটা ঐ শ্রমিকেরা পাচ্ছেনা। কাজেই এসব অবস্থা দেখে এটা মনে হয় যে সরকার শ্রমিকদের যে ন্যায্য পাওনা, সেটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কোন চিন্তা করেন না। এর ফলে সেইসব শ্রমিকেরা বেশীরভাগ সময়ে অনাহার এবং অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে।

তাই আজকে যদি এই প্রস্তাবের দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে এবং মালিকদের পক্ষ থেকে একটা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ডাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যাতে করে শ্রমিকদের এইসব অভাব অভিযোগ দূর করা সম্ভব হয়। এবং বর্তমান অবস্থার সংগে সঙ্গতি রেখে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে চা বাগানের শ্রমিকেরা আরও বেশী মজুরী পেতে পারে। সে জন্যই এই ত্রিদলীয় সম্মেলন ডাকা একান্ত দরকার। এবং সেটা যাতে অতি সত্বর ডাকা হয়, সেই ব্যবস্থা করা দরকার। কিছুদিন আগে বেতন সম্মেলনে যে একটা দাবী তারা উপস্থিত করেছিল, সেটা সরকারের কাছেও দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাদের সেই দাবীগুলি এই ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডেকে বিচার বিবেচনা করা হয় এবং তারা যেভাবে শোষিত হচ্ছে তা থেকে যেন মুক্তি পায়, সেজন্য সরকার এর একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আর একটা হল এই চা বাগানগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে শ্রমিকেরা কাজ পাচ্ছেনা। এই ক্ষেত্রে আমাদের সামনে একমাত্র পথ যেটা খোলা আছে, সেটা হল তাদের এই অবস্থা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিদলীয় সম্মেলন যদি না ডাকা হয়, তাহলে সেই শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের বাঁচবার পথ করে নেওয়ার জন্য তাদেরও পথে নামতে হবে, তখন হয়তো সেটা অপরাধের কিছু হবে বলে আমি মনে করিনা। সেজন্য এই ত্রিদলীয় সম্মেলন ডেকে যাতে এই শ্রমিকদের বাঁচার মত একটা কিছু হয় সেজন্য অতি সত্বর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—There is an amendment given notice of by Shri Kshitish

Ch. Das that after the word "ত্রিপুরা বিধান সভা" সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া" to be added and "ডাকিতে অনুরোধ করিতেছে" be omitted and substitued by "ডাকা হউক"।

Amended Resolution will as follows :

ত্রিপুরা বিধান সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে একটি ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকা হউক।

I would call Shri Kshitish Chandra Das to move his amendment.

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এমেন্ডমেন্টটা হল—"ত্রিপুরা বিধানসভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে একটা ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকা হোক।" আজকে আমার এমেন্ডমেন্টের পক্ষে আমি কয়েকটা বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরায় বর্তমানে শ্রমিকদের যে রেট আছে, মজুরী যা পায়, পুরুষ পায় ১·৬৫, আর স্ত্রী পায় ১·৪৩ আর ছেলেমেয়েরা পায় শুধু ৮১ পয়সা। কাজেই আজকে এই দ্রব্যমূল্য যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই দিক থেকে চিন্তা করলে এটা বাস্তবিকই খুব দুঃখের কথা শ্রমিকরা তাদের মজুরী অনুযায়ী কিছুই পায় না। কাজেই অর্থনৈতিক চাপে শ্রমিকরা চিরকালই শ্রমিক হয়ে থাকবে এই চিন্তাধারা ঠিক নয়। তাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের মজুরী বৃদ্ধির যে রেট হয়েছে সেই রেট অনুযায়ী যাতে ত্রিপুরার শ্রমিকরাও সেই সমস্ত সুযোগ পায় এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং তাদের বাসস্থান এবং পানীয় জলের যে ব্যবস্থা এই সমস্ত দিক দিয়ে যাতে সেই শ্রমিকরা সুযোগ পেতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আজকে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়, হাউসের মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি সংশোধনী আনবার যাতে আমার এই এমেন্ডমেন্টটা গৃহীত হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার যে রিজোলিউশনটা এবং তার উপর যে এমেন্ডমেন্ট এসেছে সেটাকে সমর্থন করে আমি দুই চারটা কথা বলছি। এটা সত্যি কথা যে চা বাগানের মজুর যারা তারাই সবচেয়ে পশ্চাদপদ। কারণ চা বাগানগুলি একত্রিত থাকে না অন্যান্য যেমন জুটমিল কিংবা কটন মিল যেমন কনসেন্ট্রেটেড থাকে। কিন্তু তাদের যে মজুরী বাড়ানোর প্রস্তাব সেটাও সমর্থনযোগ্য। তবে ত্রিদলীয় সম্মেলন যেটা বলেছেন সেই ত্রিদলীয় সম্মেলন আগেও হয়, আবার প্রস্তাবও এসেছে এখানে। ত্রিদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। তবে একটা কথা বললে চলবেনা যে ত্রিদলীয় সম্মেলনের পেছনে আইনের কতটুকু জোর আছে। তবে একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার, শুধু ত্রিপুরায় নয়, অন্যান্য জায়গাতেও চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরী সবচাইতে কম। তবে এই যে মজুরী স্থির হয়, সাধারণতঃ একটা অ্যাডভাইসারি বোর্ড থাকে, বা ওয়েজ বোর্ড আছে। সেটা দিল্লীতে

বা সারা ভারতের অন্যান্য জায়গায় যেমন আসাম, বাংলা, ত্রিপুরা, মাদ্রাজ তারপর কেরালা প্রভৃতি জায়গায় ভাগাভাগি করে শ্রমিকদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সংগে তাল রেখে মজুরী নির্দ্ধারণ করে। ত্রিপুরার মজুরদের সেটা খুবই কম। মজুরী বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেটাও ঠিক। কিন্তু আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সেটা করা দরকার। কিন্তু আসামে ৫ লক্ষ হচ্ছে চা বাগানের শ্রমিক এবং বাংলা দেশের বাগানের শ্রমিকের সংখ্যা আড়াই লক্ষ এবং বাগানের মজুরী আমাদের ত্রিপুরার চেয়ে যে বেশী সেটা অল ইণ্ডিয়া অ্যাড্-ভাইস'রি কমিটি স্বীকার করেছেন। তবে বর্তমান অবস্থায় আমাদের চা বাগানের যে শ্রমিক তার মজুরী বৃদ্ধি করা দরকার। শুধু মজুরী বৃদ্ধির প্রস্তাব নিলেই চলবে না সেটাকে যাতে আইনত কার্যকরী করা যায় তার বন্দোবস্ত করা দরকার। তারপর সেই সঙ্গে আমি অনুরোধ করব যে চা বাগানের যে ১২,০০০ শ্রমিক, বস্তি শ্রমিক নিয়ে ২২,০০০ শ্রমিক কাজ করত। সেখানে সেটা কমে গিয়ে ১২,০০০ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে শিল্পমন্ত্রী যদি বিশেষভাবে নজর না দেন এইসব বাগান কিভাবে রক্ষা করা যায় তাহলে বিশেষ অসুবিধা হবে। এখন ৭|৮ টা বাগান ছাড়া অন্যান্য বাগানের মালিকদেরও পরিবর্তন করা দরকার হয়ে পড়েছে। মালিকরা টাকাও নিচ্ছে এবং সেগুলি তারা লুঠছে। এইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাগান-গুলিকে রক্ষা করা উচিত যাতে শ্রমিকরা বাগানে থাকতে পারে। অর্থাৎ বাগানটা যাতে চালু থাকে এবং তার সাথে সাথে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করা দরকার। তার সাথে সাথে আমি এই বিদলীয় প্রস্তাবে একটা মন্তব্য রাখছি যে আপনারা যদি বাজেট দেখেন তাহলে দেখবেন হাউসিং স্কীমে মাত্র ১০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু বাগানগুলি টাকা নেয় না। সেজন্য বাগান-গুলিকে বাধ্য করা উচিত হাউসিং স্কীমের টাকা যাতে নেয় এবং আরও টাকা বৃদ্ধি করা উচিত। মধ্যযুগের ঘরে বাস করাটা শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং তার পরিবর্তন করা দরকার। তাই এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করে আমি অনুরোধ করব যে আসাম এবং বাংলা দেশের ব্যবস্থাটা বিবেচনা করে সব দিক দিয়ে সংগতি রেখে ত্রিদলীয় মারফত ত্রিপুরার সব বাগানের জন্য একটা ওয়েজ নির্দ্ধারিত করা এবং বেতন বাড়ানো উচিত।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে প্রস্তাবটার সংগে যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে সেই সংশোধন এ্যামেণ্ডমেন্ট সহ আমি মূল প্রস্তাবটাকে সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি খুব দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে যাব না। আগেও মিনিমাম ওয়েজ ত্রিপুরাতে নির্দ্ধারিত হত। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৬ থেকে তারা নিজেরা একটা বোর্ড গঠন করেন এবং সেটা করে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য একটা নীতি নির্দ্ধারণ কমিটি করেন এবং সেই বোর্ড যে রিকমেণ্ডেশান করেন সেই রিকমেণ্ডেশান অনুসারে বর্তমানের কার্য হচ্ছে এবং তাদের যে রিকমেণ্ডেশান সেটা ১৯৭০ পর্যন্ত চলবে এবং সেটা ১৯৬৬ এর এপ্রিল থেকে তার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এটাও আমরা জানি কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে সংগে সেখানে একটা চুক্তি হয়েছে এবং তাতে সেখানকার পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের মজুরী কিছু বেড়েছে। পশ্চিম-বঙ্গের কাছ থেকে কি ভাবে টাকা পয়সা বেড়েছে সেই সমস্ত কাগজপত্র আনা হয় এবং ইতিমধ্যে মালিকের কাছে যে সমস্ত দাবী দাওয়ার ব্যাপারে চিঠিও লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মালিক-

পক্ষের অসুবিধা থাকার জন্য তারা সেটা চালু করতে পারেনি। কাজেই সেই দিক দিয়ে শ্রমিক-পক্ষের যে মৌলিক দাবী আছে সেগুলির প্রতি শ্রমবিভাগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আজকে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির দিনে তাদের যে ওয়েজ সেটাও অন্যদের সংগে সমতা রেখে সেই অনুযায়ী ত্রিপুরায় যাতে বাড়ানো যায় তার চেষ্টা ইতিমধ্যেই শ্রমবিভাগ আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং সেই প্রস্তাবটা স্মরণ করে আমি সানন্দে এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে নিচ্ছি। তবে সেটাকে আলাদা করতে গিয়ে যেটা বলেছি কিছু কিছু বৃদ্ধি হওয়া উচিত, এটা সত্যি কথা। তাহলেও এমনি দেখা যায় যে তারা ১·৬৫ পয়সা করে পাচ্ছে। কিন্তু চালের দাম যদি সেই রেটে বেড়ে যায় তাহলে মালিককে সেই রেটে চালটা দিতে হয়। তাহলে বর্তমানে যেটা আছে সেটা ২ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। আমি শুধু ফ্যাক্চুয়্যাল জিনিষটা দেখিয়েছি। তবে জোর করে তো আর শ্রমিকদের সব দাবী পূরণ করে দেওয়া যায় না। তারজন্য মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করতে হয়।

Mr. Speaker—Hon'ble Minister, now it is 4-30. Now we may extend the duration by another 30 minutes if the House agrees.

Shri S. L. Singh—We can finish it within five minutes or ten minutes. it is upto you.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আজকে দেখা যায় অনেক মালিক হেড অফিসে থাকেন না, কাজেই অনেক ক্ষেত্রে কাজের অসুবিধা হয় তাদের অনুপস্থিতিতে। তারা চুক্তি যদি ভঙ্গ করেন, তাহলে মোকদ্দমা করা হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্ত কারণে সময় লাগে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। সেই বিষয়ে শ্রম দপ্তর দেখছে কেসগুলি তাড়াতাড়ি ডিসপোজ অব করা যায় কি না? শ্রমিকদের স্বার্থে এবং মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শ্রমদপ্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, আমি সেই সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এই কারণে করছি যে আসাম, কাছাড় এবং বেঙ্গল, তারা ১৯৭০-এ যেটা প্রচলিত খাওয়ার কথা ছিল সেটাকে পরিবর্তন করে তারা ১·৭২ করেছে আসাম, কাছাড় করেছে ১·৬৫ এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল করেছে ২০ পয়সা বৃদ্ধি। তারপর এখানে নিরিখের কথা আমি বলব, এক একটি বাগানে এক এক রকমের নিরিখ ধার্য্য আছে। তারপর পাতা সম্বন্ধে হচ্ছে এত কে. জি. পাতা উঠালে এত দেওয়া হবে। অতএব নিরিখগুলি সম্বন্ধে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হবে, আলাপ-আলোচনা হবে, কাজেই এই জিনিষগুলি দরকার।

তারপর সেনিটেশান, হেল্থ, ওয়াটার সাপ্লাই, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—এই সমস্ত জিনিষগুলি থাকা দরকার। কারণ আমরা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। যারা ত্রিপুরা রাজ্যের এই জঙ্গল আবাদ করে এই লক্ষ লক্ষ টাকা সৃষ্টি করছে, তার মূলে হল এই শ্রমিক এবং আরেকটা কথা হচ্ছে মালিকরা বর্তমানে এই সমস্ত ক্ষেত্রে উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ তারা কলিকাতাতে হেড অফিস করে আছেন। এখানে মামলা রুজু করা হয়, তাদের এখানেই ওয়ারেন্ট হয়, কলিকাতা থেকে ওয়ারেন্ট ফিরে

আসে যে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকেও চিন্তা করতে হবে। অতএব সেই সমস্ত ব্যাপারে চিন্তা করে আজকে অতি দ্রুত যাতে আমরা শ্রমিকদের এই যে যাতনা হচ্ছে তার থেকে বাঁচাতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে আজকে বাগানের উন্নতি হবে না। সে যদি মনে করে এই বাগান আমার প্রাণরক্ষার পক্ষে সহায়ক, আমার উন্নয়নের পক্ষে, আমার ছেলের শিক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যের পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক, তাহলেই সে বাগানে কাজ করবে। এই যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করছি এবং আশা করছি হাউস এটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী রাখা হয়েছে, তা যদি আরও কিছু সংশোধনের মধ্যে থাকত তাহলে ভাল হত। এখানে আমি বলেছি—'ত্রিপুরা সরকারকে অবিলম্বে একটি ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকিতে অনুরোধ করিতেছে', আর উনি বলেছেন 'ডাকা হউক'। এখানে ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করার কোন কথা বলেন নাই। কাজেই সেটা থাকলে পরে ভাল হত, যাই হউক এই সংশোধনী সমর্থনযোগ্য, কাজেই আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker—Now I am putting the Amendment to vote. The Question before the House is the amendment moved by Shri Kshitish Ch. Das that after the word "ত্রিপুরা বিধানসভা এত সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 'টু বি এডেড এণ্ড' ডাকিতে অনুরোধ করিতেছে 'বি ওমিটেড এণ্ড সাবষ্টিটিউটেড বাই' 'ডাকা হউক'।

The amendment is carried by voice vote.

Now I am putting the amended resolution to vote. The question before the House is that—

"ত্রিপুরা বিধানসভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চা-শ্রমিকদের নিম্নতম হার বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে একটি ত্রিদলীয় বৈঠক ডাকা হউক।"

The Resolution is carried by voice vote.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 2nd April, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION No. 225 By Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

1) Total Number of Gazetted officers who submitted Medical re-

imbursement bills and the total amount drawn by them during the calendar year of 1969 ;

2) Total Number of Non-Gazetted officers who submitted medical re-imbursement bills and the total amount drawn by them during the calendar year of 1969 ;

3) Total number of medical re-imbursement bills submitted by Gazetted officers during the said calendar year are still pending ;

4) Total number of medical re-imbursement bills submitted by the Non-Gazetted officers during the calendar year 1969 are still pending ?

ANSWER

The information is being collected and will be laid on the table of the house as soon as it becomes available.

UNSTARRED QUESTION No. 300

By Shri Kshitish Chandra Das

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to state :

ক) ইঞ্জিনিয়ারিং course-এ এপর্যন্ত ত্রিপুরা হইতে ১৯৬৫-৬৬ ইং, ১৯৬৬-৬৭ ইং, ১৯৬৭-৬৮ ইং, ১৯৬৮-৬৯ ইং, ১৯৬৯-৭০ ইং ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত Government Stipend গ্রহণ করিয়া অন্যান্য প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (Academic শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী) কত ?

খ) ক প্রশ্নে বর্ণিত সনগুলিতে তপশীলভুক্ত জাতির প্রার্থী ছিল কিনা ? থাকিলে ঐ সনগুলিতে কতজন তপশীল ছাত্র অন্যান্য প্রদেশে পাঠরত আছেন ? (তাহাদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সহ)

গ) প্রার্থী না থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

ক) ত্রিপুরার বাহিরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী যাহারা ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা-বিভাগ হইতে ষ্টাইপেণ্ড পাইতেছে তাহাদের সংখ্যা শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী নিম্নে দেওয়া গেল :

১৯৬৫-৬৬—৩১ জন
১৯৬৬-৬৭—৭ "
১৯৬৭-৬৮—৮ "
১৯৬৮-৬৯—৫ "
১৯৬৯-৭০— ×
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

খ) ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে একজন তপশীলি ছাত্র ছিল।

তাহার নাম—শ্রীবিমান কুমার দাস

পিতার নাম—শ্রীবীরেন্দ্র কুমার দাস

রামনগর রোড নং ২, আগরতলা।

গ) অন্যান্য শিক্ষাবর্ষগুলিতে ত্রিপুরার বাহিরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত ত্রিপুরার তপশীলি কোন ছাত্রছাত্রীর দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই।

UNSTARRED QUESTION No. 326.

By—Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

1. Whether there is any scheme to construct quarter for the teaching staff of Kanchanbari Higher Secondary School in the current financial year ;
2. If so, the details programme of the said work ;
3. If not, the reasons therefor ?

ANSWER

1. There is a programme for construction of quarters for the teaching staff of Kanchanbari Higher Secondary School, Kailashahar along with school building and hostel.
2. (a) School building.
   (b) Hostel for 50 students.
   (c) Head Master's quarter—1 No.
   (d) Asstt. Head Master's quarter—1 No.
   (e) Teachers' quarters—6 Nos.
3. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION No. 388.

By—Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state—

1. Percentage of pass in University Examinations— B. A., B. Com., B. Sc. and Pre-University during the year of 1968 and 1969 of all the Colleges in Tripura including Non-Government.
2. Percentage of different colleges separately and year-wise break-up ?

ANSWER

1.
2. } The information is given in the annexed statement.

STATEMENT GIVING INFORMATION IN RESPECT OF ASSEMBLY QUESTION NO. 388

Sl. No.	Name of College	Name of Examination	Percentage of pass in 1968	Percentage of pass in 1969
1.	M. B. B. College, Agartala.	P. U. (Arts)	55.55%	70%
		P. U. (Science)	63.41%	72.72%
		B. A.	90.1%	86.34%
		B. Sc.	83.84%	68.96%
		B. Com.	89.13%	89·6%
2.	Women's College, Agartala.	P. U. (Arts)	52·17%	47%
		B. A.	64.51%	52.54%
3.	B. B. Evening College, Agartala.	College started in 1969. No. candidate has so far taken University Examinations from the College.		
4.	R. K. Mahavidyalaya, Kailashahar.	P. U. (Arts)	45.19%	38.35%
		P. U. (Science)	79.41%	93.75%
		B. A.	63.33%	74.07%
		B. Sc.	95.23%	95.45%
5.	Belonia College, Belonia.	P. U. (Arts)	60.7%	32%
		B. A.	80.4%	61.3%
6.	Ram Thakur College, Agartala.	P. U. (Arts)	63.24%	32.73%

UNSTARRED QUESTION NO. 391

By—Shri Aghore Deb Barma.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

1. Whether any circular has been issued by the Education Directorate regarding the admission of tribal and Sch. Castes students into schools ; and
2. if so, what is the contents of the said circular ?

ANSWER

1. Yes.
2. Copy furnished as Annexure.

ANNEXURE

No.F.78(2-30)-DE/66
Government of Tripura
Education Department :

Dated, Agartala, the 26th Feb., 1968.

MEMO

Subject :—Concession to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the matter of admission to educational institutions.

In pursuance of the instructions contained in the Govt. of India, Ministry of Education letter No.F.19-3/67-U.I dated 13. 11. 67 the undersigned is directed to state that it is considered desirable that all possible facilities should be efforded and efforts be made to enable the students belonging to Scheduled Castes/Tribes to get admission into educational institutions, in order to bring them up to the level of the more advanced sections of the Community. It has, therefore, been decided that the following concessions should be given to students belonging to Scheduled Castes/Tribes in the matter of their admission into educational institutions.

a) 20% of seats should be reserved for them and

b) Where admissions are restricted to the obtaining of certain minimum percentage of marks and not merely to the passing of certain examination, there may be relexation of 5% marks for them, provided that the lower percentage prescribed does not fall below the minimum required to pass the qualifying examination.

The above concessions are intended to be given for a period of five years only from the date of issue of this Memorandum. At the end of this period the position would be reviewed.

Sd/- G. N. Chatterjee,
8/2
Secretary.

Copy forwarded to :—

1) Development Deptt. (Welfare of Scheduled Castes/Tribes) Govt. of Tripura, Agartala.
2) Industries Deptt. Govt. of Tripura, Agartala.
3) Principal, R. K. Mahavidyalaya, Kailashahar/Belonia College/

Ramthakur College for favour of information and necessary action.

4) Headmaster/Headmistress (all Govt. and Non-Govt. high/higher secondary schools)············for information and necessary action.

5) Inspector of schools —Sadar 'A'/'B'/Sonamura/Udaipur/Amarpur/Belonia/Sabroom/Khowai/Kamalpur/Kailashahar/Dharmanagar for circulation among schools in his area.

Sd/- H. C. Dutta Choudhury,
9/2
For Secretary·

UNSTARRED QUESTION NO. 436

By—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

1. What is the total amount sanctioned to the Central Marketing Organisation under Industries Directorate during the year 1967-68, 1968-69 and 1969-70.
2. Total amount spent for purchasing Yarn during 1967-68. 1968-69 and 1969-70.
3. To whom the Yarn are sold ? Names of those persons or Institutions.

ANSWER

1. No working capital was sanctioned to the Central Marketing Organisation during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70. Establishment grants sanctioned to the organisation are as follows :–

1967-68	Rs. 76,900/-
1968-69	Rs. 84,595/-
1969-70	Rs. 98,050/-

Total :- Rs. 2,59,545/-

2· Total amounts spent for purchasing yarn are as follows :—

1967-68	Rs. 1,47,903·75 p.
1968-69	Rs. 1,56,802·44 p.
1969-70	Rs. 1,59,027·12 p.

Total :- Rs. 4,63,733·31 p.

3. Yarns are sold to Handloom Co-operative Societies/Mahila Samities and Government Units.

UNSTARRED QUESTION NO. 447

By—Shri Abhirm Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। কাতলামারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংলগ্ন ছাত্রাবাস ১৯৬২ হইতে ১৯৬৯-এ প্রতি-বছর কত (ক) তপশিলী জাতি ও (খ) তপশিলী উপজাতির ছাত্র বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড পাইয়াছেন?

২। উক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রদের বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড ১৯৭০ এর প্রথম তিনমাসের টাকা কবে দেওয়া হইয়াছে?

৩। ইহা কি সত্য যে বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ডের টাকা হইতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছাত্রপিছু ২ টাকা কাটিয়া রাখেন, যদি কাটিয়া রাখেন তাহার বিবরণ?

উত্তর

১। কাতলামারা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ১৯৬২ হইতে ১৯৬৯-এ প্রতিবছরে কতজন তপশীলি উপজাতি ছাত্র বোর্ডিং-এ ষ্টাইপেণ্ড পাইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

সন	তপশীলি উপজাতি	তপশীলি জাতি
১৯৬২	×	×
১৯৬৩	×	×
১৯৬৪	×	×
১৯৬৫	১১	১
১৯৬৬	১১	১
১৯৬৭	১১	১
১৯৬৮	১৬	২
১৯৬৯	১৭	১

২। উক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্য ২৯. ১. ৭০ ইং তারিখে প্রথমে তিন মাসের বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ডের টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

৩। এমন কোন সংবাদ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 449.

By— Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। চম্পকনগর রেশম শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে কত এবং তাহাদের মধ্যে ১৯৬৫ সালের আগে নিযুক্ত হইয়াছেন কতজন?

২। ইহারা কি হারে মজুরী ও ভাতা পান?

৩। ইহাদের স্থায়ী শ্রমিক ও কর্মচারী হিসাবে গণ্য করার কি ব্যবস্থা হইবে?

৪। শ্রমিকদিগকে ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর বেতন ও ভাতা দেওয়া হইবে কিনা ?

৫। সরকার শ্রমিকদের নিকট হইতে কোন দাবীপত্র পাইয়া থাকিলে, উহার বিবরণ ও উহার উপর সরকারী বক্তব্য কি ?

উত্তর

১। (ক) কর্মচারী ৩য় শ্রেণী ৩ জন এবং ৪র্থ শ্রেণী ১ জন কেহই ১৯৬৫ ইং সনের পূর্বে সেখানে ছিলেন না।

(খ) শ্রমিক ৫ জন তন্মধ্যে ১৯৬৫ ইং সনের পূর্বে নিযুক্ত ৩ জন।

২। শ্রমিকগণ দৈনিক ৩ টাকা হারে মজুরী পান। কোনও ভাতা পান না।

৩। শ্রমিকদিগকে স্থায়ী করণের কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। কোন পরিকল্পনা নাই।

৫। মজুরী বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবী পত্র পাওয়া গিয়াছে এবং উহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 478.

By—Shri Abhiran Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের পক্ষ হইতে কি কোন স্মারক লিপি সম্প্রতি সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে ?

২। যদি পেশ করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের দাবী কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে, বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব দাবী করা হইয়াছে ?

৪। যদি সত্য হয় তবে ঐ সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য কি ?

ANSWER

1. হাঁ।

2. (i) তিনটি বেসরকারী কলেজ সরকারের হাতে নেওয়া।

(ii) মাসিক ৩০০ টাকা করে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতন নির্দ্ধারণ এবং অবিলম্বে ঐ প্রাপ্য বকেয়া বেতন ১-১১-৬৭ ইং হইতে হিসাব করিয়া প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(iii) চাকুরীর স্থায়িত্ব ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এর সুবিধা প্রদান।

(iv) চাকুরী সংক্রান্ত পুলিশ ভেরিফিকেশন বন্ধ করা।

(v) শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে কলেজে নিযুক্ত শিক্ষকগণের শিক্ষা অধিকর্তার অনুমোদন।

(vi) বেসরকারী কলেজগুলিতে শিক্ষকের অভাব মোচন।

(vii) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০১-এ ষ্ট্যাটিউট অনুযায়ী ১৮-৯-৬৮ ইং হইতে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত শিক্ষকগণকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা।

(viii) প্রতিটি বেসরকারী কলেজে ১০—১১ শিক্ষাবর্ষ হইতে বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক ও অনার্স বিভাগ খোলা।

(ix) প্রতি মহকুমায় ন্যূনপক্ষে একটি করিয়া নূতন ডিগ্রি কলেজ স্থাপন।

(x) শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর হইতে ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার।

3. হাঁ।

4. ইহা কলেজ পরিচালন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

UNSTARRED QUESTION NO. 488

By—Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

১। তেলিয়ামুড়া হাওয়াই বাড়ী মডেল কার্পেনট্রি ইউনিট চালু করা হইয়াছে কি ?

২। হইয়া থাকিলে উক্ত ইউনিটএ কতজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন ; এবং

৩। উক্ত ইউনিটের গড়পড়তা মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব ?

ANSWER

১। হাঁ।

২। এবং ৩। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 510

By—Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. be pleased to state—

১। ১৯৫৯ সাল হইতে ১৯৬৯ এর মধ্যে কোন কোন Local Body বা Non. Govt. Institution কে কত টাকা Grant-in-aid দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ।

২। ঐ টাকার খরচ সম্পর্কে যে Utilisation Certificate দেওয়া দরকার তাহা কোন কোন সংস্থা এখনও দেয় নাই।

৩। যাহারা Utilisation Certificate দেয় নাই তাহাদের সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ?

ANSWER

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে এবং উহা সংগৃহীত হওয়া মাত্র পরিষদে উপস্থাপিত করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LAGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

April 2, 1970

The house met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 2nd April, 1970

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 24 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker—To-day, in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 23

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 23, Sir.

Questions :	Answers :
(১) খোয়াই বিভাগের পদ্মবিল গ্রামের বাইজালবাড়ী স্কুল থেকে কাতকাটা চৌধুরী বাজার পর্যন্ত রাস্তাটির re-construction এর কাজ P. W. D. থেকে করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ দরখাস্ত করেছিল কিনা ; এবং	(১) সরকার অবগত নহেন।
(২) যদি সত্য হয়ে থাকে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?	(২) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই রাস্তাটা পি, ডব্লিউ, ডির কি না?

এস, এল, সিংহ—দীস রোড ইন কোয়েশ্চান ইজ নট বোর্ণ বাই দি পি, ডব্লিউ ডি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি জানেন কি যে ১৯৬৯-৭০ইং সনের বাজেটে এই রাস্তার জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল কি না?

এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তাটি বেলচড়া বর্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত কি না বলবেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১০।

শ্রী এস, এল, সিংহ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১০, স্যার।

প্রশ্ন

১। কুমারঘাটে মনু নদীর উপর এবং বোয়াইয়ে বোয়াই নদীর উপর পুল তৈরীর কন্ট্রাক্ট কবে কাহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং তৈরীর কোন পর্য্যায়ে আছে; এবং

২। পুল দুইটি তৈরীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ ও উহা কবে পর্য্যন্ত চালু হইবে?

উত্তর

কুমারঘাটে মনু নদীর উপর কোন পুল তৈরী হইতেছে না। বোয়াই নদীর উপর চেস্রীর নিকট পুলটির তৈরী করার কাজ কন্ট্রাক্টর শ্রীরবীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যকে ১৯৬৬ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে দেওয়া হয়। পুলটির কাজ প্রায় ৪৫½% ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

২। চেস্রীর নিকট বোয়াই নদীর উপরের পুলটির কাজ অস্বাভাবিক বিলম্ব হয় নাই।

।অভিরাম দেববর্মা——মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কুমারঘাট মনু নদীর উপর যেপুলটি আছে, সেটির কাজ কি শেষ হয়ে গেছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কুমারঘাটে মনু নদীর উপর কোন পুল তৈরী হইতেছে না।

।অঘোর দেববর্ম্মা——মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কুমারঘাটে মনু নদীর উপর যে পুলটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি এই অবস্থায় আর কতদিন থাকবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোয়াই নদীর উপর যে পুলটি দেওয়া হয়েছে, সেটার কি পরিমাণ কাজ হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ— ৪৫ ভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাজটা ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে, আজকে ১৯৭০ সালেও সেই কাজটা শেষ না হবার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্রীজের কাজ রীতিমত চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কুমার ঘাটের নিকটে যে পুলটা করা হয়েছে, সেটার কাজ কি শেষ হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

Mr. Speaker--Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder —Question No. 214

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No, 214.

QUESTION	ANSWER
ক) সহরের জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত কতটি রাস্তা পি. ডবলিউ. ডি. কর্তৃক টেক আপ করা হইয়াছে;	ক) রাস্তাগুলি এখনও টেক আপ করা হয় নাই।
খ) টেক আপ করা হইলে এ পর্য্যন্ত কতটি রাস্তায় কাজ করা হইয়াছে ; এবং	খ) (ক) উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।
গ) খ এর উত্তর 'না' হইলে ইহার কারণ ?	গ) রাস্তাগুলি পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তার ষ্টেণ্ডার্ড অনুযায়ী নহে।

Mr. Speaker—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Question No. 331

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No 331

QUESTION	ANSWER
১। অমরপুর নূতন বাজার হইতে চেলাগাং পর্য্যন্ত গোমতী নদীর উত্তর পারের জমিতে জল সেচের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;	ও ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। ইহা কি সত্য যে, জলের অভাবে এই এলাকার বহু উর্ব্বর জমিতে আশানুরূপ ফসল হইতেছে না ;	

QUESTION	ANSWER
৩। ইহা কি সত্য যে, এই সকল জমির একটি বড় অংশের মালিক বিনিময় কারী উদ্বাস্তু?	৩ ও ৪) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৪। যদি সত্য হয়, তবে তাহাদের জমির জন্য লিফট ইরিগেশান বা পাম্পিং সেট্ এর কোন ব্যবস্থা হইবে কি না?	

Mr. Speaker—Shri Benoy Bhusan Banerjee.

Shri Benoy Bhusan Banerjee—Question No. 371.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 371.

QUESTION	ANSWER
ক) বর্ধমান সাবডিভিশনে ১৯৬৭ইং সন হইতে অদ্য পর্যন্ত মোট কতজন মৎস্য চাষের জন্য সরকারের নিকট ঋণ বা সাহায্যের প্রার্থনা করিয়াছেন; এবং	ক) ১৯৬৬—৬৭ইং সন হইতে ১৯৬৯—৭০ইং সনের ২১শে মার্চ পর্যন্ত মোট ১৬ জন মৎস্য চাষের জন্য ঋণের প্রার্থনা করিয়াছেন।
খ) উক্ত আবেদন পত্র হইতে বি, ডি, ওদের অনুমোদন পাইয়া কতজন আজ পর্যন্ত ঋণ পাইয়াছেন?	খ) ৪২ জন।

শ্রী আবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন ঋণের পরিমাণ কত?

শ্রী এস, এল, সিংহ—১৯৬৬ সালে ৪৮,০০০, ৬৭—৬৮ সালে দেওয়া হয় নি, ৬৮—৬৯ সালে ১৭,০০০, ১৯৬৯—৭০ সালে ১৩,০০০ টাকা। সর্বমোট ৭৮,০০০ টাকা।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 414.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 414.

QUESTION	ANSWER
ক) ধর্মনগর সাবডিভিশনে রাজনগর (যুবরাজনগর) নূতন পোষ্ট অফিস খোলার জন্য Postal Department তদন্তাদির পর ত্রিপুরা সরকারকে ইহার N. R. C মঞ্জুর করার জন্য দীর্ঘদিন পূর্ব্বে লিখা সত্বেও ইহা মঞ্জুর না করার কারণ কি ; এবং	ক) ধর্মনগর সাবডিভিসনে রাজনগর (যুবরাজনগর) নূতন পোষ্ট আফিস খোলার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীনে আছে ।
খ) N. R. C অবিলম্বে মঞ্জুর হবে কি ?	খ) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পর N. R. C. দেওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করা হইবে ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এন, আর সি, এর জন্য পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট লেখা সত্বেও এটা না দেবার কারণটা কি ? পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট তদন্ত করার পর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করেন । তারপর পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের কাছে যায় । তারপর এন, আর, সি, এর কাছে আসে । সুতরাং ইনভেষ্টিগেশন করার আর কি থাকতে পারে ?

শ্রী এস এল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, for opening of a new post office at Rajnagar under Dharmanagar Sub-division, from commercial point of view it is not an important place. On scrutiny of a proposal received by the Government it was found that from the Administration and commercial point of view, Rajnagar (Jubrajnagar) is not an important place for opening of a new Post office there. There is neither any Government Institution nor any public organisation except one bazar.

Yet the matter is under consideration of the Government in consultation with the District Magistrate & Collector.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে জায়গাতে ইনষ্টিটিউশন নাই এবং যথেষ্ট সংখ্যায় লোক নাই সেই জায়গাতে পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট এবং ডি, এম, এগ্রি করেছেন। সেই জায়গাতে আবার নূতন করে ইনভেস্টিগেশন করার কি প্রশ্ন উঠে?

শ্রী এস এল সিংহ—কমার্সিয়াল পয়েন্ট অব ভিউ থেকে যেটা সম্ভব সেটা হচ্ছে।

।মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে জায়গাতে কমার্সিয়াল বিজনেস আছে সেই জায়গাতেই কি কেবল পোষ্ট অফিস আছে, অন্য জায়গাতে কি নেই?

এস, এল, সিংহ—যেখানে কমার্সিয়াল ইম্পর্টেন্স থাকে, ইন্‌ষ্টিটিউশনগুলি থাকে সাধারণতঃ সেই সমস্ত জায়গাতে গ্র্যান্ট করা হয়।

।মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বর্তমান বৎসরে এন, আর, সির জন্য কত টাকা আছে বাজেটে?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে এন, আর, সি, এর কোন প্রভিশন নাই আমি দেখতে পাচ্ছি।

এস, এল, সিংহ—বাজেটে না থাকলে কিছু করার নাই

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি বাজেটে এন, আর, সি, এর কোন প্রভিশন না থাকে তাহলে ৫০/৬০টা পোষ্ট অফিস ডিফাংক্ট হয়ে যাবে কিনা?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ডিফাংক্ট হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আমরা সেটা সেটেল করে নেই

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 421.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 421.

QUESTION	ANSWER
১) আসাম-আগরতলা রাস্তার ২৫ মাইল হইতে ২৬ মাইল পর্য্যন্ত রাস্তার metalling এর কাজ কি হইয়াছে বা চলিতেছে ?	১) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাল মসলা সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—কয় ফুট করে মেটালিং দেওয়ার নিয়ম আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ

Mr. Speaker—Shri Abdul Wazid.

hri Abdul Wazid—Question No. 467.

Shri S. L, Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 467.

QUESTION	ANSWER
ক) আসাম - আগরতলা রোডের জুরী নদীর উপরের পাকা ব্রিজ সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা ; এবং খ) ইহা কি সত্য যে ব্রিজের দক্ষিণাংশে ফাটল ধরিয়া গিয়াছে ?	ক ও খ) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri P. R. Dasgupta—Question No. 491.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 491.

QUESTION	ANSWER
1. To how many persons Pumping Machines has been lent under Mohanpur Block ;	
2. Whether the credit amount due against the Pumping Machine has been realised ; and	The information is under collection.
3. If not, the step taken thereon ?	

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Question No. 502.

Shri S. L. Singh—Question No. 502 Sir.

Question	Answer
ক) ১৯৬৯ইং সন হইতে ১৯৭০ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত উদয়পুর ব্লকের অধীনে কৃষকের মধ্যে জল সেচের জন্য কোন Pumping Set বিতরণ করা হইয়াছিল কিনা ?	
খ) হইয়া থাকিলে সংখ্যা কত ?	
গ) বর্তমানে কতগুলো Pumping Set কাজ করিতেছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
ঘ) উদয়পুর ব্লকে বিদ্যুত চালিত Pumping Set কতগুলি আছে ?	
ঙ) গভীর নল কূপের সংখ্যা ঐ Block এ কতগুলি আছে ?	

Mr. Speaker—Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das– Question No 512.

Shri S. L. Singh—Question No. 512 Sir.

Question	Answer
ক) কমলপুর টাউন রোডের কাজ আরম্ভ হইতে কি কি বাধা আছে।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
খ) বাধা না থাকিলে কবে পর্যন্ত ঐ রাস্তার কাজ আরম্ভ হইবে।	

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 190

Shri S. L. Singh—Question No. 190 Sir.

Question	Answer
1. Whether the Government has sanctioned any amount for the development of Math Chowmohani, Lake Chowmohani, Durga Chowmo hani and Bat-tala markets under Agartala, Municipality.	1. Yes.
2. If so, what are the amounts sanctioned and for what purpose.	2. Information given below :—

Name of market	Amount sanctioned	Purpose
1. Math Chowmobani Bazar	1,01,700	(1) Land acquisition (2) Development by earth filling (3) Construction of meat and fish stall. (4) Construction of S.P. tenements.

An amount of Rs. 88,826 has been spent for the above works. The Balance amount of Rs. 12,874 will be spent for further development works.

Name of market	Amount sanctioned	Purpose
2. Lake Chowmohani	50,000/-	Earth filling in the area south of the embankment. Construction of sanitary latrine and a meat and fish stall.

The work has not yet been taken up. The P. W. Department has been requested to hand over the land. The work will be taken up as soon as the land is handed over to to the Municipality.

3. Durga Chowmohani Market	1,08,980/-	(1) Acquisition of land (2) Development by earth filling (3) Construction of pucca grocers' shops. (4) Construction of semi permanent vegetable shops. (5) Sanitary latrines (6) Construction of fish and meat stalls.

The entire amount has been spent for the above items of works.

4. Bat-tala Bazar	30,964/-	Construction of fish and meat stall and a slaughter house.

The entire amount has been utilised for the above works.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে যে বাজারের বিষয় বছর উপর টাকাগুলি স্যাংশান করা হয়েছে, সেইগুলি সম্পূর্ণ খরচ করা হয়েছে কি না ?

এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে সেটার লিষ্ট পড়ে শুনিয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে টাকাগুলি খরচ করা হল না, এই বছরের শেষে সেগুলি খরচ করা হবে, না সারেণ্ডার করে দেওয়া হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মঠ চৌমুহিনী বাজারের ১২,৮৭৪ টাকা যে খরচ করা হয়নি, সেটার কারণ কি ?

শ্রী এস, এল সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, লেক্ চৌমুহনী বাজারের জায়গা পি, ডবলু, ডি, হ্যাণ্ড ওভার করেনি বলে, ৫০ হাজার টাকা খরচ করা যাচ্ছে না। এই বিষয়ে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পি, ডবলু, ডি,-কে লেখা হয়েছে কি না জায়গাটা হ্যাণ্ড ওভার করার জন্য ?

শ্রী এস এল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমিও এখানে সেটা পড়ে শুনিয়েছি যে—The work has not yet been taken up. The P. W. D. Department has been requested to hand over the land. The work will be taken up as soon as the land is handed over to the Municipality.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন্ সময়ে, কোন্ তারিখে পি, ডবলু, ডি-কে রিকোয়েষ্ট করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০৪

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০৪।

QUESTION	ANSWER
১। বন বিভাগের পিয়ন শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস ও চিন্তাহরণ দাসকে কি ছাঁটাই করা হইয়াছে, যদি হইয়া থাকে তাহার কারণ,	১। নার্সারী মালী কাম প্ল্যান্টেশন ওয়াচার শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাসকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কারণ তাহার বিপক্ষে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার জন্য এবং ঊর্দ্ধতন অফিসারের আদেশ অমান্য করার জন্য ডিসিপ্লিনারী প্রসিডিং করা হইয়াছিল এবং তাহাতে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল। শ্রীচিন্তাহরণ দাসকে নার্সারী মালী কাম প্ল্যান্টেশন ওয়াচার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু সে কাজে যোগ দেয় নাই। সুতরাং ছাঁটাই করার প্রশ্ন উঠে না।
২। ইহা কি সত্য যে শ্রীদাস ১৫ বৎসরের বেশী সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন,	২। শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাসের চাকুরীর ম্যাদ ১৫ বৎসরের উপর হইয়াছিল।
৩। যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে পুনর্নিয়োগের আদেশ দেওয়া হইবে কি?	৩। না।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder—Question No. 218

Shri S. L. Singh—Question No. 218 Sir,

QUESTION	ANSWER
ক) শহর জিরানিয়া ব্লক এলাকার নলগড়িয়া (Radio Station) হইতে দক্ষিণ দিকে যে, রাস্তাটি গিয়াছে উক্ত রাস্তা গঠন করার পর হইতে আর মেরামত করা হইয়াছে কিনা ; এবং	ক) না।
খ) না হইলে ইহার কারণ কি ?	খ) ইহা পূর্ত বিভাগের রাস্তা নহে।

মার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই রাস্তাটি টি, টি, সি'র আমলে করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—পি, ডবলিউ, ডি, ব্লকে যদি নাম না উঠে, তাহলে পরে সেটাকে পি, ডবলিউ ডি রোড বলে না।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—টি, টি, সি'র আমলে যে রাস্তাগুলি করা হয়েছে, সেগুলি এখন কি অবস্থায় আছে এবং সেইগুলি পি, ডবলিউ, ডি, টেক আপ করেছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৬ ।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৬ স্যার ।

Question	Answer
১। ইহা কি সত্য, কল্যাণপুর সর্ব্বং-ছড়ার উজানে উক্ত ছড়ার উপর গত বৎসর যে বাঁধটি জল সেচের জন্য দেওয়া হইয়াছিল উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; এবং	১ ও ২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২) ভাঙ্গিয়া থাকিলে, বর্ত্তমান বছরে পুনঃ বাঁধ দেওয়া হইবে কি না ?	

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Question No. 415.

Shri S. L Singh—Question No. 415 Sir.

Question	Answer
ক) বিগত ১৮-৯-৬৭ইং Representation মূলে কৈলাসহর সাব-ডিভি-সনে বিলাশপুর হইতে জগন্নাথপুর বাগান পর্য্যন্ত বন্যা নিরোধ বাঁধ দেওয়ার জন্য যে survey and investigation হইয়াছিল উহার ফলাফল কি, এবং	ক) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

QUESTION	ANSWER
খ) কৈলাসহর সাবডিভিসনে বিলাসপুর গ্রাম ও উক্ত এলাকার ফসল রক্ষার জন্য বন্যা নিরোধ বাঁধের পরিকল্পনার কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে ?	খ) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr, Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 422.

Shri S. L. Shingh—Question No. 422 Sir.

QUETION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে, গত বৎসরের আগষ্ট মাসের flood এর সময়ে আসাম আগরতলা রাস্তায় ২৭ মাইল ৬ কার্নিং এর নিকটবর্তী bridgeটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় জনসাধারণকে অনেক দুর্গতি ও দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ; এবং	১। অস্বাভাবিক বন্যার দরুণ পুলের সংলগ্ন রাস্তার অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পুলের উপর দিয়া যাতায়াত সাময়িক ভাবে বন্ধ ছিল।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ঐ bridge এর কাজটিকে জরুরী আওতায় আনার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	২। হ্যাঁ ;

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কখন এই পুলের [illegible] [illegible] দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—All S. P. T. bridges on Assam-Agartala Road are proposed to be replaced by permanent ones during the 4th Five Year Plan. The work for some of the bridges has already been taken up. The bridge referred to in the question is being replaced by permanent one. Walls for the permanent bridge at this site have been sunk. The question of plugging the wells is under examination. Further works in super-structure will be taken up as soon as the wells are plugged.

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ষা প্রায় সমাগত কাজেই বর্ষার আগে কাজটা শেষ হবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এজ সুন এজ দি ওয়াল উইল বি কন্ট্রাক্টেড, তখন আমরা এই পুলটা কন্ট্রাকশান করতে পারব।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখাল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গাড়ী চলাচল মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়, এটা সত্য কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৭০

Sari S L. Singh—Starred Question No. 470, Sir.

Question	Answer
ধর্মনগর বিভাগের কালাছড়া জুনিয়ার হাই স্কুলের নিকটবর্তী খনিছড়ার ব্রিজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে পুনরায় এ জায়গাতে ব্রিজ করার কোন প্লেন আছে কিনা ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 193.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 193, Sir.

Question	Answer
1. Whether the Govt. have any scheme to divert Gumti River at Sonamura ; and	1. No.
2. If so, what are those schemes ?	2. Does not arise.

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kr. Ma'umdar.

Shri Jatidnra Kr. Majumdar—স্যার, আমার ২১৯ নং প্রশ্নটা এমন ভাবে হাউসে এসেছে যে সেটার উত্তর পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সেজন্য আমি বলছি যে আমার এই প্রশ্নটার উত্তর এখন চাই না।

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Speaker Sir, withdrawal of question does not arise at this stage.

Mr. Speaker—No, he will put the question again.

Shri Jatindra Kr. Majumder—স্যার, আমি বলছিলাম যে আমার প্রশ্নটা এডিট করে বা কপি করে এমন একটা বিকৃত অবস্থা করা হয়েছে যে এই ভাবে আমি প্রশ্নটা পুট করলে তার কোন উত্তরই আশা করা যায় না।

মিঃ স্পীকার—বেশ, ইউ উইল গিভ এ সেপারেট কোয়েশ্চান অন দীস এ্যাগেইন।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ২১৯ নং প্রশ্নটা যে ড্রপ করা হচ্ছে, এটা কোন রুল অনুসারে করা হচ্ছে ?

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Mr. Speaker Sir, this is not the procedure of asking for postponement of the question. When the Hon'ble member is present in the house, he must stand up being called by the Speaker, if he had to ask for postponement of the question, he should have to apply for the same earlier.

Mr. Speaker—No, there may be some typing or copying mistakes.

Shri Aghore Deb Barma—Mr. Speaker Sir, when the question has been listed for, it must be replied on the date on which it is shown in the order paper, and this is the rule. তিনি পার্লামেন্টারী করেও সেটা ক্লিয়ার করে নিতে পারেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

Mr Speaker—I am just reading out a portion from the Parliamentary procedures. "A member can withdraw a question at any time before it has been answered. A member, if the rules allow may also ask for postponement of his question to another date".

Shri T. M. Dasgupta—Now Sir, the Speaker, has called the question. Even before the sitting he could say that he does not like to get the answer or he might remain absent from the House. But when the Speaker, has called out the question how he can refuse to put the question ? That is my point.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কোয়েশ্চানকে যদি উইথ করতে হয় তাহলে নোটিশ দিতে হবে। উইথড্রল নোটিশ।

But you have called the minister to reply to the question. At this juncture.

Mr. Speaker—I called his name. Not the minister.

Shi P. R. Dasgupta—He has raised the question in the House. As soon as the member concerned has been called on it is also obligatory to the minister to reply.

Shri T. M. Dasgupta—হাউস চলাকালীন আপনি হাউসের কাস্টডিয়ান। তিনি যদি কিছু না বলতেন, তিনি যদি চুপ করে থাকতেন তাহলেও এটা ড্রপ পড়তো। কিন্তু তিনি যখন এটা বলেছেন তখন একটা উত্তর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ এটা ইনডাইরেক্টলী একটা অ্যাসপারসান অন দি চেয়ার।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে রুল কোটটি এইটে আছে—

A member may, by notice given at any time before the sitting for which his question has been placed on the list, withdraw his question, or postpone it to a later day to be specified in the notice and on such later day the question shall subject of the provision of rule 43 be placed on the list after all questions which have not been so postponed :

Shri Aghore Deb Barma—Mr. Speaker, Sir, it is a clear direction.

Mr. Speaker—Now you may put the question.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অ্যানসার আরম্ভ হওয়ার আগে এই সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে চেম্বারে আলাপ করেছিলাম। আমি যদি অ্যানসার পাই তাহলে আমি খুশী। আমি ভেবেছিলাম অ্যানসার পাব না।

শ্রী এতেমাদ [illegible]—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি বলেছেন যে এই কোশ্চানটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন আপনার চেম্বারে। এই মন্তব্যটা আর ঠিক হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার—এটা তিনি ইনফরম্যাল আলাপ করেছিলেন। ইয়েস, অলরাইট

Shri Jatindra Kr. Majumber—Question No, 219.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 219,

Question	Answer
ক) সদরের জিরানিয়া ব্লক অন্তর্গত এরিয়ায় কতগুলি মাঠে শেলো টিউবওয়েল বসানো যাইতে পারে ;	Materials are under collection.
খ) ইহা যদি সত্য হয় যে, উক্ত ব্লক এলাকায় কতগুলি বড় বড় মাঠে জলসেচের অভাবে ফসল উৎপাদন করা যাইতেছে ?	

Mr. Speaker—Shri Nishikanta Sarker.

Shri Nishikanta Sarker—Question No. 484.

Shri S. L. Singh—Question No. 484 Sir.

Question	Answer
উদয়পুর এলাকায় বাইশ মৌজা (দক্ষিণ মহারাণী) রবার রিজার্ভ যুক্ত থাকা সত্ত্বেও রবার প্ল্যান্টেশন হইয়াছে কি না? অথবা প্ল্যান্টেশন করার চেষ্টা চলিতেছে কি না?	উদয়পুর এলাকায় বাইশ মৌজায় কোন রবার প্ল্যান্টেশন করা হয় নাই কিংবা প্ল্যান্টেশন করার চেষ্টাও করা হয় নাই।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 426.

Shri S. L. Singh—Question No. 426 Sir.

Question	Answer
i) জেলিয়াবুড়া মোহনছড়ায় (চম্পামুড়া বাড়ীর নিকটে) সংকার হইতে **Lift Irrigation** করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না; ii) যদি থাকিয়া থাকে, তবে ঐ স্থানটি সরকার হইতে Survey করা হইয়াছে কি না; এবং কখন হইতে ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়ণ করার ব্যবস্থা করা হইবে?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid – Question No. 471

Shri S. L. Singh—Question No. 471 Sir.

Question	Answer
ধর্মনগর হইতে যে রাস্তা কুর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনগর গিয়াছে ঐ রাস্তার উপরে জুরী নদীর ব্রিজটির কাজ কখন আরম্ভ হইবে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr Speaker—There are eight Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the Reply of the Unstarred Questions.

Shri S. L. Singh—Hon'ble speaker Sir, I lay on the table of the House the replies of the Unstarred Questions.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker—I have received a Calling Attention Notice from the following Member Shri Bidya Ch. Deb Barma on the subject—
'অমরপুর, উদয়পুর এবং সদর বিশালগড়ে কলেরার প্রকোপে শত শত লোকের মৃত্যু'।

I have given consent to the Motion of Shri Deb Barma to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Ministet is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown in the order paper for a statement.

Shri Taritmohan Dasgupta—Hon'ble Speaker Sir, I shall make a statement on the 6th April, 1970

Mr. Speaker—Hon'ble Minister agrees to make a statement on the 6th April, 1970

PRESENTATION OF THE FINANCE ACCOUNTS & APPROPRIATION ACCOUNTS FOR 1968-69 AND AUDIT REPORT, 1970

Mr. Speaker—Next Item in the List of Business is presentation of the Finance Accounts and Appropriation Accounts for 1968-69 and Audit Report, 1970.

Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to proceed to present before the House the Finance Accounts and Appropriation Accounts for 1968-69 and Audit Report, 1970.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Finance Accounts and Appropriation Accounts for 1968-69 and Audit Report, 1970.

Mr. Speaker—These stand referred to the Public Accounts Committee. Members are requested to collect their copies of the Audit Report, 1970 etc. from the Notice Office.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1970-71.

Mr. Speaker—To-day in the List of business 6 Demands viz. Demand Nos. 1—Taxes on Income Other than Corperation Tax—Agricultural Income Tax, 3—State Excise Duties, 4—Taxes on Vehicles, 5—Other Taxes and Duties, 12—Police and 18—Animal Husbandry are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister moves his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister lo move the demands Nos. 1, 3, 4 & 5 together. I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 1-Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax, 3-State Excise Duties, 4-Taxes on Vehicles and 5-Other Taxes and Duties together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs 12,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 1, Major Head : 4—Taxes on Income Other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

Mr. Speaker Sir,—on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,05,000/- [inclusive of the sums

specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote of Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 3, Major Head : 10—State Excise Duties.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,04,000/- [including of the sums specified in Column 3 of Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 4, Major Head : 11—Taxes on Vehicles.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administration I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1971 in respect of Demand No. 5—Major Head :—13—Other Taxes & Duties.

Mr Speaker—There Cut Motions on Demand for Grant No. 4. Now I would request Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to raise the discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট নাম্বার ওয়ান, থ্রি, ফোর এ্যাণ্ড ফাইভ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে রেখেছেন। আমি আমার কাট মোশানের মাধ্যমে আমার বক্তব্য রাখছি। সেটা হচ্ছে ম্যালপ্রেকটিস ইন ইস্যুয়িং লাইসেন্স ফর ভিহিক্যালস্। অর্থাৎ ত্রিপুরা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মধ্যে যে অরাজকতা, যে ভাবে লাইসেন্স ইস্যু করা হয় তার মধ্যে ত্রিপুরার প্রশাসনের মধ্যে যে কি অবস্থা চলছে, তা বুঝা যায়। যদি কারো নূতন লাইসেন্স পেতে হয়, গাড়ীর লাইসেন্স হউক আর ড্রাইভিং লাইসেন্স হউক তাহলে ১২/১৪ বছর ধরে এই লাইনে কাজ করলেও যদি টাকা না দেওয়া হয় তাহলে সেটা আর পাওয়া যাবে না। এখন যদি বলা হয় যে প্রমাণ করতে হবে, তাহলে সেটা যে প্রমাণ করা খুব কঠিন ব্যাপার, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যদি নূতন লাইসেন্স পেতে হয়, তাহলে কমসে কম তিন শত টাকা দিতে হয়, সেখানে তিন জন আছেন, তাদের প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে দিতে হবে, না হলে এই লাইসেন্স

আর পাওয়া যাবে না। এটা হল মোটামোটি লাইসেন্স পাওয়ার দিক দিয়ে। আর পুরানো যে সব গাড়ী আছে, সেগুলি প্রায় কনডেম অবস্থায় এসে পড়েছে, যে কোন মুহূর্তে একসিডেন্ট হতে পারে এবং এই রকম ঝামেলাই হচ্ছে, এইগুলির পার্টসগুলি ঠিক আছে কিনা বা গাড়ীর কন্ডিশান কি আছে, সেই সম্পর্কে কোন কিছুই দেখা হবে না। অথচ টাকা দিলে, সেগুলির জন্যও লাইসেন্স পাওয়া যাবে আমাদের এখানে দুই জন ভিহিক্যাল ইন্সপেক্টার আছে, তাদের চালচলন দেখলে মনে হয় যে আমাদের লেফট ফ্রন্ট গভর্ণরও এই রকম চালচলনে চলতে পারেন না। এই রকম একটা সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কাজেই আর বেশী কিছু বলে লাভ নেই, তাদের চালচলন দেখলেই সেটা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাবে। কাজেই আজকে এইভাবে ত্রিপুরার রাস্তায় রাস্তায় মানুষের জীবন নিয়ে তারা খেলা করছে। এই অবস্থাকে উন্নত করার যদি কোন চেষ্টা এই ডিপার্টমেন্টের ইঁহাদের থাকতো, এবং এই ব্যাপারে যদি তাদের কোন দায় দায়িত্ব থাকতো, তাহলে সেদিকে অবশ্যই তাদের বিশেষভাবে নজর থাকত। কিন্তু কিছু একটা নামমাত্র পেলে অথবা বেশ কিছু টাকা দিলে পরে গাড়ীগুলি যদি কনডেমড হয়, তাহলেও তাদের লাইসেন্স পেতে কোন অসুবিধা হবে না। কাজেই এদিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি বছর জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়, সেগুলি খরচ করার ব্যাপারটা যদি আমরা লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখব যে সেই টাকাগুলি ঠিকমত খরচ না হয়ে যেন একটা লুঠের বাজার চলছে। এই সম্পর্কে আমি এর আগেও অনেক বলেছি, এখনও বলছি কিন্তু আমাদের বলাই সার, তার কোন প্রতিকার এই সরকার থেকে আমরা আশা করতে পারি না। এই সরকারের টপ টু বটম যেন একটা অরাজকতা চলছে। ঘুষ না হলে যেন লাইসেন্স এর কথা উঠতেই পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজকে যদি ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করে, জনসাধারণ যে অসুবিধাগুলি বর্তমানে ভোগ করছে, সেগুলি যদি দূর না করা হয়, তাহলে মানুষের জীবন আরও অসহনীয় হয়ে উঠবে এবং বিপন্ন হয়ে উঠবে। কাজেই এই ডিপার্টমেন্টের যে দায়িত্ব আছে, তা তারা পালন করছে না এবং উল্টোদিকে যেন একটা লুঠের বাজার চলছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমান্ড ফর গ্রান্ট মাথার ওয়ান, থ্রি, ফোর এ্যান্ড ফাইভ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পেশ করেছেন। এখানে গ্রান্ট মাথার ফোরে আমার একটা পলিসি কাট আছে, সেটা হল ত্রিপুরাতে বেসরকারী গাড়ীগুলির ভাড়া নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা। সাধারণতঃ আমরা যদি দেখি যে ত্রিপুরাতে গাড়ীগুলির কি অবস্থা, তাহলে কি দেখব? দেখব যে সেখানে গাড়ীগুলি তার যে কেপাসিটি আছে, তারও অতিরিক্ত বহন করছে। ফলেই আজকাল যেখানে সেখানে এ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আর অন্যদিকে তারা যে ভাবে যাত্রীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে, সেটাও আপনাদের সবার জানা আছে। এখানে আমি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব সেটা হল—তেলেঙ্গা থেকে হামর

পর্য্যন্ত যে ১০ মাইল রাস্তা আছে, তার জন্য ভাড়া নিচ্ছে ৪ টাকা আর জুলাইবাড়ী থেকে শিলাচড়ি পর্য্যন্ত যে ১২ মাইল রাস্তা তারজন্য ভাড়া নিচ্ছে ৪ টাকা। আজকে শুধু এই দুইটি জায়গার কথাই নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই রকমভাবে চলছে। এটা চলার একমাত্র কারণ হল যে গাড়ীর মালিকদের উপর সরকারের কোনরকম কন্ট্রোল নেই। সরকার এই ভাড়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন বাধানিষেধই এই গাড়ীর মালিকগণের উপর প্রযোজ্য করতে পারছে না। না পারার অবশ্য একটা কারণ আছে, সেটা হল এই ভাড়া নিয়ন্ত্রণ যদি মালিকদের উপর আরোপ করা হয়, তাহলে সরকারের সঙ্গে ঐ গাড়ীর মালিকদের যে খাতির আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্যই সরকার এটা করতে পারছে না এবং তারা রীতিমত গাড়ীর মালিকদের ভয় করে চলেন। তাই গাড়ীর মালিকেরা তাদের ইচ্ছামত, খেয়াল খুসীমত এই ভাড়া যাত্রীদের কাছ থেকে নিচ্ছে। অথচ যাত্রী সাধারণের উপর ভাড়া নিয়ে গাড়ীর মালিকেরা যে জোরজুলুম করছে, সেটা বন্ধ করার জন্য সরকারের কোন নজরই নাই। যার ফলে গাড়ীর মালিকেরা তাদের নিজেদের খুসীমত গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি করে চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার আর একটা কাট আছে, সেটা হল, টাউন বাস সার্ভিসের উন্নতি সাধনে সরকারের ব্যর্থতা। এই যে আমাদের আগরতলা শহরে একটা টাউন বাস সার্ভিস চালু আছে কিন্তু তারজন্য কোন একটা সুনির্দিষ্ট টাইম—টেবল নেই। গাড়ীগুলি কখন ছাড়বে, বা ছাড়বে কিনা বা সেগুলি ঠিকমত চলবে কিনা তার কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। গাড়ীর মালিকের খুসীমত ৬টা থেকে গাড়ী ছাড়ল এবং সেই গাড়ী কখন কোন সময়ে কোথায় পৌঁছবে তার কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। কেন এমন হচ্ছে? হচ্ছে এই কারণে যে গাড়ীর মালিকদের উপর সরকারের কোন কন্ট্রোল নেই। মালিকেরা নিজেদের খুসীমত সেগুলি পরিচালনা করছে। অথচ জনসাধারণের যে সব অসুবিধা হচ্ছে, সেদিকে সরকারের কোন নজরই নেই। কারণ এই টাইম টেবল এর বিষয়ে সরকার যদি মালিকদের উপর কড়াকড়ি করে তাহলে মালিকদের সঙ্গে সরকারের যে খাতির আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর একটা অসুবিধা যেটা আমরা লক্ষ্য করছি, সেটা হল যদি ১১টার সময়ে গাড়ী বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বিকেলে সেটা যে আবার কখন চলবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। তারপরে আমার আর একটা কাট মোশান হল—ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করপোরেশান এর মাধ্যমে ত্রিপুরার বিভিন্ন পথে ও আগরতলা শহরে টাউন বাস সার্ভিস চালু করার সরকারী ব্যর্থতা। আমরা দেখতি যে ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে স্টেট ট্রেন্সপোর্ট চালু আছে তার সাথে সাথে সেখানে প্রাইভেট বাসগুলিও চলছে। সেখানে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট এবং প্রাইভেট বাসগুলির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলছে। অর্থাৎ সরকারী পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একটা প্রতিযোগিতা চলছে। আর আমাদের এখানে আসাম আগরতলা রোডের উপর কোথাও যাত্রীদের জন্য রেষ্ট হাউস নেই এবং এখানে যাত্রীদের পায়খানা প্রস্রাব করার মত কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে যদি ধর্মনগর থেকে গাড়ীগুলি আগরতলার দিকে আসতে থাকে, এবং মাঝ পথে তেলিয়ামুড়াতে থামে, তাহলে দেখ যে যাত্রীসাধারণের জন্য বিশ্রাম বা পায়খানা প্রস্রাব করার মত কোন ব্যবস্থাই নেই। আজকে যদি যাত্রীদের সুবিধার জন্য পথিমধ্যে কোথাও কোথাও

রেষ্ট হাউস প্রভৃতি হত তাহলে যাত্রীদের অন্ততঃ একটা সুবিধা হত। আজকে এই ব্যবস্থা না থাকার দরুণ যাত্রীদের পথিমধ্যে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়, এটা আপনাদের সবার জানা আছে। তারপরে আমরা আরও কি দেখছি? দেখছি যে ওভারলোডের নাম করে সেখানে যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আর এই ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে পুলিশ লালটুপি পড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাও করে কি ওভারলোড বন্ধ হচ্ছে? তা বন্ধ হচ্ছে না বরং দিনের পর দিন সেটা আরও বেড়ে চলেছে। তাই বলছি যে সেখানে পুলিশেরা কি করছে? যেখানে পুলিশ এই ওভারলোডের প্রতিকার করবে, সেখানে আরও বেশী করে গাড়ীগুলি ওভারলোড টানছে। এতে যে যাত্রীদের কি অসুবিধা হচ্ছে, সেটা যারা গাড়ী করে আসা যাওয়া করেন তারাই উপলব্ধি করতে পারেন। কাজেই যাত্রী সাধারণের এসব অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য এই বাজেটে বরাদ্দ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা দেখছি তার কোন ব্যবস্থাই এই বাজেটের মধ্যে নেই। অথচ যাত্রীদের এই অসুবিধাগুলি দূর করা একান্ত দরকার আর তা না করলে পরে যাত্রীদের নানাবিধ অসুবিধায় পড়তে হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমে আমি ডিমাণ্ড থ্রি—ষ্টেট এক্সাইজ ডিউটির সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। সেখানে ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, জমাদার, গার্ড এইসব রাখা হয়েছে। তাদের খরচ ২ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এক আগরতলা সহরে কৃষ্ণনগরেই হোক বা বনমালীপুরেই হোক দেখবেন যে রাত্রি ৯টার পর রাস্তার কি অবস্থা। কোন ভদ্রলোকের মেয়েছেলে রাস্তায় বেরোতে পারে না। কিছু লোক মদ খেয়ে মাতলামি করে রাস্তায়। কিন্তু আজও এইসব লোককে ধরা হচ্ছে না। আমার মনে হয় এই যে একটা অবস্থা এটা প্রত্যেকের নজরে আছে। এবং তাদের যদি ধরা হয়, যে কোন কারণেই হোক ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই আমি বলব লিকার বন্ধ করার জন্য যে ষ্টাফ রাখা হয়েছে তারা ঠিক ঠিক মত কাজ করতে পারছে না এবং এই সম্বন্ধে আরও তৎপর হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত যাতে যে কোন অবস্থায় এই সহরের জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়। আজকাল শুনছি মস্তান হয়েছে কিছু কিছু লোক। অমুক জায়গায় অমুক ঘটনা ঘটেছে, তার পেছনে আছে মস্তান, তার পেছনে আছে ইলিসিট লিকার। অনেক জায়গায় দেখবেন যে এইসব ঘটনা ঘটেছে চোখের উপর। কেউ বলতেও পারে না। পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোক যদি বলে, কালকে ষ্ট্যাব করে যাবে সে। তাই আজকে এটার সমর্থনে বলতে হবে যে এটাকে যদি শক্ত হাতে না ধরা হয় তাহলে এটা নাগরিক জীবনে বিপর্যায় ডেকে আনবে। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে ইলিসিট লিকার যদি বন্ধ করা হয় তাহলে ইনকাম বাড়ে এবং লাইসেন্স ফী বাড়ে সেজন্য প্রথমেই আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং শক্ত হাতে যাতে ধরা হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

এই ডিপার্টমেন্টে কোর থাউজেণ্ড রুপীজ ধরা হয়েছে ট্রাকের জন্য। আজকে বেকারত্বের দিনে এই পোষ্টগুলি যেন তাড়াতাড়ি ফিল আপ করা হয়। ডিমাণ্ড নম্বার ফোর ট্যাক্সেস অন ভেহিক্যালস— নূতন যেসব গাড়ী আসবে তার যে লাইসেন্স এবং পারমিট, তারজন্য একটা অ্যাডভাইসারি কমিটি থাকা উচিত। কারণ যারা উপযুক্ত শুধু তাদেরই লাইসেন্স দেওয়া উচিত এবং যাতে কোন রকম প্রশ্ন না উঠে তার জন্য একটা অ্যাডভাইসরি কমিটি যাতে হয় সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে ওভারলোড এবং লাইসেন্স ব্যবস্থা। আজকাল এমন লোককে লাইসেন্স দেওয়া হয়, টাকা দিয়েই লাইসেন্স বের করা যায়। এমনও দেখা যায় যে, যেসব গাড়ীর ব্রেক পর্যান্ত থাকে না বিশেষতঃ সহর উত্তরে যে গাড়ী চলে, সেসব গাড়ীর নাম হচ্ছে মুড়ির টিন। সেইসব গাড়ীতে যে কোন অবস্থায় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। একদিকে ওভারলোড তারমধ্যে ব্রেক পর্য্যন্ত থাকে না। ভেহিক্যালস্ ইন্সপেক্টার আছে অথচ দিনে শহরের উপর ওভারলোড টানা হচ্ছে। কেন টানা হচ্ছে তারজন্য যে ট্রাফ থাকে, যে ভেহিক্যালস্ ইন্সপেক্টার থাকে কেন তারা সেগুলি ধরে না। আমরা অন্যান্য শহরে দেখছি যে এইরকম ওভারলোড ত্রিপুরার মত টানা হয় না। এটাকে সম্ভব হলে ভেহিক্যাল বাড়িয়েও বন্ধ করা উচিত। তা না হলে যে কোন সময়ে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। আর কণ্ডেম গাড়ীগুলিকেও, যাদের লাইসেন্স হচ্ছে ১৯৪২ সালের, সেগুলিকেও লাইসেন্স দিয়ে চালানো হচ্ছে। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে এইসব ওভারলোড যেন বন্ধ করা হয় এবং কণ্ডেম গাড়ীগুলির লাইসেন্স যেন বন্ধ করা হয়। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থ মন্ত্রী মহোদয় আজকে যে ৪টি ডিমাণ্ড পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করি। প্রথমতঃ আমি ট্যাক্সেস অন ইন্‌কম আদার দ্যান কর্পোরেশন ট্যাক্স—সেই দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। এই দিকে আমি দেখি যে আমাদের রাজ্যে আয় অতি সামান্য। মাত্র এক কোটি একাদশ লক্ষ টাকা। ব্যয় ৩১ কোটি টাকার মত। সেজন্য এইদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। আমরা যদি বাজেট আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে এই হেডে ১৯৬৮—৬৯ সালে আমাদের রেভিনিউ ছিল ৮৪,০০০ টাকা, অ্যাকচুয়াল আদায় হয়েছে ৮০,০০০ টাকা। ১৯৬৯—৭০ সালে আমাদের ইনকাম ৬৫,০০০ টাকা ছিল। কাজেই যে ক্ষেত্রে আমাদের রেভিনিউ কম করছে সেই ক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই ক্ষেত্রে যে ইনকাম হবে বলে মনে হয় সেই ইনকাম যেন কোন ক্ষেত্রে কম না হয় এবং তার জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী করবেন বলে আশা করি।

ষ্টেট এক্সাইজ ডিউটি সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা এখানে বলব। এই হেডে আমাদের যে ইনকাম সেটা আমরা বাড়াতে পারি যদি ইলিসিট ডিষ্টিলেশান, যেখানে প্রকাশ্যে মদ বিক্রী হচ্ছে সেটা যদি বন্ধ করতে পারি। আমাদের এই হেডে কর্মচারী আছেন, তারা মাসে দুই মাসে একবার সেখানে যান নিয়ম রক্ষার জন্য। কিন্তু তারা যদি সেখানে নিয়মিত যান এবং সময়মত এইসব কেস বিচারের জন্য প্রেরিত হয়, তাহলে আমরা এইসব ইলিসিট ডিষ্টিলেশান বন্ধ

করতে পারি, এবং এই হেডে আমরা দ্বিগুণ ইনকাম বাড়াতে পারি বলে আমি মনে করি। কাজেই আমাদের আয় বৃদ্ধির জন্য এই যে প্রিভেন্টিভ স্টাফ আছে, সেই স্টাফ যদি কম থাকে, তাহলে সেটা বাড়িয়ে, এদিকে যাতে ইনকাম বাড়ানো যায় সেইদিকে নজর দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব।

আরেকটা হচ্ছে ট্যাক্স অন ভেহিকেলস। এই হেডে আমাদের আয় চলতি বৎসরের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই যে মোটর গাড়ীগুলির উপর ট্যাক্স ত্রিপুরা রাজ্যে ধরা আছে, সেটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, এইসব রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখব, ট্যাক্সের পরিমাণ আমাদের ত্রিপুরায় অনেক কম। ট্রাকের মালীক যারা, বাসের মালীক যারা, তারা এই ট্রাক এবং বাস দ্বারা বহু টাকা রোজগার করে। যাদের প্রাইভেট গাড়ী রাখার ক্ষমতা আছে তাদের নিশ্চয়ই ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কাজেই আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে যে ট্যাক্সের হার চালু আছে— বিশেষ করে আমাদের ঘাটতি রাজ্য, আমাদের আয় বাড়ানোর প্রয়োজন আছে, কাজেই আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব যাতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যে হার চালু আছে, সেটা অনুসন্ধান করে, যাতে সেই ট্যাক্সটা বাড়ানো হয় এবং আমাদের রাজ্যের আয় বাড়ে সেইদিকে নজর দেওয়ার জন্য। তারপর আমি বলব ট্যাক্স আদায় করলেই দায়িত্ব শেষ হয় বলে যদি সরকার মনে করেন, তাহলে সেটা ঠিক হবে না। কারণ একটু আগে এখানে আলোচনা হয়ে গেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের যাত্রীরা—যারা কৈলাশহর, কমলপুর, সাব্রুম, বিলোনিয়া থেকে যাতায়াত করে, তাদের জন্য কোথাও ত্রিপুরা রাজ্যে টার্মিন্যাল, শেল্টার বা বিশ্রামাগার নাই। গাড়ীর উপর ট্যাক্স আদায় করবেন, গাড়ীর মালীক গাড়ীর থেকে আয় করবেন, দুই তিনটি গাড়ীর মালীক হবেন, কিন্তু এই গাড়ীর যাত্রী—যাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করবেন, তাদের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা করা হবে না, সেটা ঠিক নয়। আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব এইদিকে যাতে দৃষ্টি দেন।

আরেকটা হচ্ছে ডিমান্ড নাম্বার ৫—আদার ট্যাক্সেস এণ্ড ডিউটিজ। এখানে এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স, এই হেডে আমাদের আয় সামান্য, মাত্র চার লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। আমরা এই হেডে আমাদের আয় দ্বিগুণ করতে পারি যদি সেইদিকে নজর দেই। আগরতলা শহরে আমাদের তিনটি সিনেমা হল আছে। আগরতলার লোক সংখ্যা ১ লক্ষের উপর হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টির মধ্যে হয়ত পড়েছে এবং এই হাউসের মাননীয় সদস্যরাও হয়তো দেখেছেন, সিনেমা হলের সামনে কি ভীড় হয়, সেই হলের সামনে দিয়ে মেয়ে ছেলেরা চলাফেরা করতে পারেন না, দুইটি গো' জেই হাউস স্কুল থাকে। অথচ এই আগরতলা শহরে আরও দুই তিনটি সিনেমা হল নির্বিবাদে চলতে পারে এবং রাস্তায় লোক চলাচল যে বিঘ্নিত হয়, সেটাও দূরীভূত হয় আগরতলা শহরে আরও তিনটি সিনেমা হল খোলা যায়। ঠিক তদ্রূপ যেসব অঞ্চলে জমজমা বাজার আছে, সেইসব

অঞ্চলে যদি নূতন সিনেমা হল স্থাপন করা যায় তাহলে আমাদের ডেফিছিট বাজেটের, কিঞ্চিত সুরাহা হবে বলে আমি মনে করি। এই কথা বলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—অনারেবল স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার যে ডিমাণ্ড এনেছেন তার প্রতি আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন, সেগুলি যুক্তিসঙ্গত নয়, কাজেই সেটা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি দুই একটা প্রস্তাব এখানে রাখতে চাই। এক নম্বর হচ্ছে স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাণ্ড রেভিন্যু রেডে ল্যাণ্ড স্কীম করা হয়েছে এবং সেখানে যে এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয়েছে সেটা হল ফাণ্ডামেনটাল থিং, সেটার উপর এটা রাখার কি মানে আছে আমি বুঝতে পারছিনা। যেখানে টি গার্ডেন রয়েছে, এগ্রিকালচারের নাম বলে ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয়েছে, এখানে ইনকাম ট্যাক্সের কি অর্থ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না।

ষ্টেট এক্সাইজ ডিউটীজ সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে, এখানে একটা জিনিসের প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ট্রাইবেলস, তাদের যে লিকার তৈরী করাটা, সেটা তাদের সোস্যাল কাষ্টম, তার জন্য প্রত্যেক ফেমিলীতে লিকার প্রডিউস করা হয়তো তাদের ট্রেডিশন হয়ে গেছে এবং তারা যাতে সেই সমস্ত লিকার তৈরী করতে না পারে, তার জন্য সরকার আইনের মাধ্যমে তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশ ইত্যাদিকে ইনষ্ট্রাকশান দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের সেই ট্রেডিশন চলছে। বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ড্রিংকিং হচ্ছে সোস্যাল কাষ্টম, কাজেই এটা তাদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইট, তার উপর আমরা বাধা দিতে পারি না, তাদের ফাণ্ডামেন্টাল রাইটকে আমরা কারটেইল করতে পারি না। কাজেই এই যে ইলিসিট মদ তৈরী করা, সেটা সর্ব্বরকম চেকিং দেওয়ার পরও বন্ধ হচ্ছে না, বরঞ্চ আরও সেটা বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই সেইদিক থেকে আমি সরকারকে চিন্তা করতে বলব যাতে তাদের নমিন্যাল পাঁচ দশ টাকা মান্থলি হউক, কোয়ার্টারলী হউক বা এ্যানুয়েলী হউক, তাদের লাইসেন্স দিয়ে লামসাম রেভিন্যু যদি করা হয় তাহলে আমরা কিছু রেভিন্যু ইনকামও করতে পারি, তাদেরও সেই ট্রেডিশন বজায় থাকতে পারে। আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা যদি মাদক বর্জন প্রিন্সিপ্যালী একসেপ্ট করে থাকি তাহলে আমাদের এখানে লিকারের জন্য যে ওয়্যার হাউস, সেটা বন্ধ করে দিতাম। কিন্তু সেটা আমরা বন্ধ করছি না, বরঞ্চ আমরা লাইসেন্স দিয়ে যাচ্ছি। সেই জায়গাতে যদি কোন একটা কমিউনিটি, ড্রিংকিং তাদের একটা কাষ্টম হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বন্ধ করতে পারি না। কাজেই তারা যাতে নমিন্যাল ওয়েতে লাইসেন্স পেতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করব। আর মোটর ভেহিকালস সম্পর্কে আমি একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হচ্ছি স্যার যে, প্রত্যেক জায়গায় ওভারলোড হচ্ছে তার কারণ সব জায়গাতেই পেসেঞ্জার বেশী হচ্ছে। একদিকে মানুষ বেড়ে গেছে, অন্যদিকে গাড়ীর যারা মালীক তারা তাদের

গাড়ী ঠিক ঠিক ভাবে ইনভেষ্ট করছে না, কিংবা পুরানো গাড়ী চালাচ্ছে। তারা হয়তো মনে করছে কোন রকমে মুড়ির টিন দিয়ে চালিয়ে যদি যাওয়া যায়, তাহলেও কিছু লাভ হবে, কাজেই সেইদিকে চিন্তা নিয়ে তারা সেই সমস্ত গাড়ীগুলি ওভারলোড নিয়েও চালিয়ে যায়। এই যদি দৃষ্টি ভংগী থাকে তাহলে মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। আরেকটা কথা হচ্ছে মেইন রোডগুলি বাদেও, যেখানে সরকার অন্যান্য রোডে পারমিট দেন—কাঁচা রাস্তার উপরে সেখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার জিনিস হচ্ছে পি, ডব্লু, ডি'র সংগে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশানের কোন রকম কো-অরডিনেশান নাই সেখানে রোড পার্মিট দেওয়ার পর, কোন সার্ভিস দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেই সব রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ী যাতায়াত করতে পারে না। আর একদিকে যেহেতু সরকার পার্মিট দিয়েছে, সেহেতু সরকারের উপর এখন দোষারূপ করা হচ্ছে। রাস্তাগুলির অবস্থা এমনই খারাপ যে সেখানে এ রাস্তা দিয়ে গাড়ী একবার গিয়ে আবার ফিরে আসলে, গাড়ীর পার্টসগুলি ভেঙ্গেচুরে যায়। সেজন্য গাড়ীর মালিকেরা বলে যে এমত অবস্থায় যদি গাড়ী চালানো হয় তাহলে তাদের ইনকাম হয় না এবং গাড়ী চালাতে গিয়ে যে খরচ হয়, সেটা তারা মেক আপ করতে পারে না। এই সব কারণে কোন গাড়ীই এ সব রাস্তা দিয়ে যেতে চায় না। এটা কেন হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে, যেসব রাস্তা দিয়ে এসব গাড়ীগুলি চলছে, সেগুলি মেরামত করার ব্যাপারে পি, ডবলিউ, ডি থেকে কোন কাজ হচ্ছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এমন একটা খবরও পেয়েছি যে রোড পার্মিট দেওয়ার পর গাড়ীগুলি যে সব রাস্তা দিয়ে চলার কথা, সেগুলি সেই সব রাস্তা দিয়ে চলছে না এবং গাড়ীগুলি অন্য রাস্তা দিয়ে চলছে। তার কারণ হল গাড়ীর মালিকেরা মনে করে যে সব রাস্তায় গেলে পরে তাদের ইনকামের পসিবিলিটি বেশী থাকবে, তারা সেই রাস্তাতে গাড়ী চালাতে সব সময়ে রাজী থাকে। আর যেসব রাস্তাতে সেই রকম পসিবিলিটি নেই, তারা সেই সব রাস্তাতে গাড়ী চালাতে চায় না। এজন্য জনসাধারণ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। অন্য দিকে যেখানে নাকি গাড়ীর অভাব, সেখানে যাত্রীরা দৈনন্দিন আসা যাওয়া করতে যে দুর্ভোগ ভোগ করছে, তার ফলে মানুষের মনে এই রকম একটা সন্দেহ হচ্ছে যে সরকারের সংগে মালিকদের এই ব্যাপারে একটা যোগসাজ আছে। যেখানে ৫টা গাড়ী চালাবার জন্য পার্মিট দেওয়া হয়েছে, সেখানে ঐ ৫টাতে হয় না, সেজন্য স্থানীয় এলাকার জনসাধারণ আরও বেশী ডিমাণ্ড করছে যে আমাদের আরও বেশী করে গাড়ী বাড়িয়ে দেওয়া হউক। তার উত্তরে প্রায় সময়ে বলা হয় যে সেটা করা সম্ভব নয়। আর অন্য দিকে যেটা আছে যে ৫টা গাড়ী একটা লাইনে চালানোর কথা, সেখানে ঐ ৫টাও চলে না, সেখানে মাত্র ২/৩ টির বেশী যান করে না। ফলে জনসাধারণের যে দুর্ভোগ ছিল, সেটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। কাজেই এই যে একটা ম্যাল প্রেকটিস চলছে, এটা বন্ধ না করলে পরে এই বাস সার্ভিসের ব্যাপারে একটা গোলমাল দেখা দেবে এবং সেটা আমরা পরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না।

এখন আমাদের একটা জিনিষ চিন্তা করার দরকার হয়ে পড়েছে, সেটা হল বিভিন্ন রাস্তায় যে সব অতিরিক্ত বাসের প্রয়োজন, সেগুলি যাতে যাত্রী সাধারণের নূন্যতম চাহিদা মিটাতে পারে সেজন্য

ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আমাদের এখানে কেন নূতন গাড়ী আসছে না? যেখানে পাবলিক থেকে গাড়ী আমার কথা, সেখানে পাবলিক কেন আনছে না, সেটা আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। সেটা যদি আমরা অনুসন্ধান করে দেখি, তাহলে দেখব যে কোন কোন মালিক টাকার অভাবে নূতন গাড়ী আনতে পারছে না। আমি মনে করি যে সেই সব ক্ষেত্রে সরকার থেকে মালিকদের সাহায্য করা দরকার। এভাবে যদি কিছু নূতন গাড়ী আনা সম্ভব হয় তাহলে যাতায়তে যাত্রী সাধারণের যে অসুবিধা হয়, সেটার কিছুটা সুরাহা হত বলে আমার মনে হয়। এজন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করার সরকারী ব্যর্থতার যে একটা কাট মোশান মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এনেছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলব যে সরকার এই ব্যাপারে হাত দিয়েছেন এবং সরকারী পরিচালনাধীন যাতে একটা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করা যায় সেজন্য গেজেটেও নটিফাইড করা হয়েছে এবং তার জন্য একজন এ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার নিযুক্ত করার কথাও উঠেছে। কাজেই এই কাজের জন্য যে একটা এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন, তাঁর সংগে আমি এক মত হতে পারলাম না। আমাদের এখানে যে ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট করা হয়েছে, তার মধ্যেও একটা কমিটি রয়েছে, তারা পারমিট এ্যাণ্ড আদার্স যে সব কিছু দরকার, সেগুলির ব্যবস্থা করে থাকে। কাজেই যেখানে আমাদের ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট আছে, সেখানে আর একটা এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সকল ডিমাণ্ড প্লেস করেছেন, আমি তা সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে কতকগুলি বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা, বোধ করছি। বিশেষ করে ষ্টেট এ্যাক্সাইস ডিউটিস —এই ষ্টেট এ্যাক্সেস ডিউটিস—যেখানে বেআইনী মদ বন্ধ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু সংখ্যক কর্মচারী এবং অফিসার রাখা হয়েছে বছর বছর তাদের পিছনে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনে ১ জন করে সাব-ইন্সপেক্টার আর ২ জন করে গার্ড থাকে। কিন্তু তাদের যে কি ডিউটি অনুসন্ধান করলে, সেটা কিছুই পাওয়া যায় না। সত্যিকারের তাদের কোন কাজ আছে কি না, তাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং সরকারী যে ডিউটি আদায় হয়, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে ইল্লিগেল ডিসটিলারী আছে, যেখানে গ্রামের আদিবাসীরা তাদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে যে সব মদ তৈরী করে, তাদের বিভিন্ন উৎসবে এবং পূজাপার্ব্বনে ব্যবহার করে, সেই সব ক্ষেত্রে এসব কর্মচারীরা গিয়ে মামলা করে এবং মামলা করে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করে না বরং কিছু আদায়ের চেষ্টা করে। এই বিষয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই জাতীয় অনেক অভিযোগ আসে কিন্তু তার কোন প্রতিকার করা হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি এই বিষয়ে সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার এবং একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ যেখানে আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে তাদের পূজা পার্ব্বনে এই মদ ব্যবহার করে আসছে, তা হঠাৎ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়, বলে আমি মনে করি।

আমরা জানি যে এর থেকে সরকারের কিছু আয় হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আইনের ভিতর দিয়ে এমন কিছু বাহির করা যায় কিনা, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। আর তাদেরকে যদি এটা বন্ধ করার জন্ত রাখা হয়, তাহলে তার প্রতি কর্তৃপক্ষের কড়া দৃষ্টি রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

ভিহিক্যালস সম্বন্ধে বলতে গেলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বিভিন্ন সাব-ডিভিশান থেকে শহরে আসে এবং শহর থেকে বিভিন্ন সাব-ডিভিসানে যায়, তারা এই যাতায়াতে যে কি কষ্ট হয় সেটা বুঝতে পারে। সেখানে তাদের যে কি রকম অসুবিধার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, সেগুলি যাতে অনতিবিলম্বে দূর করা হয়, তার প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করি এবং এইদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রতি বছর আমরা শুনতে পাই ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট হবে। ষ্টেট ট্রেন্সপোর্টের জন্য গত বৎসর নাকি কিছু বরাদ্দ রাখা হয়েছিল কিন্তু সেই বরাদ্দ অনুসারে কোন কাজ হয়নি। আজকে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যাতায়াতের এত অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে যে সেটা বলার নয়। কারণ আমি নিজে বিলোনীয়া থেকে আসি এবং দেখি যে ৮টার সময়ে রওয়ানা হয়ে একটা বাস আড়াইটা তিনটায় আগরতলা এসে পৌঁছে। যে বাসে ৩০ জনের সীট সেখানে ৪০-৫০ জন আসতে হয়, ট্যাক্সির যেখানে ৪ জনের সীট আছে সেখানে ১০ জনের আসতে হয় এবং ট্যাক্সি ড্রাইভার ১০ জন না হলে গাড়ী ছাড়বে না, জীপগুলিতেও একই অবস্থা। এইভাবে ঝুলে ঝুলে মানুষের যাতায়াত করতে হয়। এই কষ্টটা যদি মানুষের দূর করতে হয় তাহলে অনতিবিলম্বে নিজেদের সরকারী পর্য্যায়ে ট্রেন্সপোর্টের ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে এই কষ্টটা কোন অবস্থাতেই লাঘব হবে না এবং দূর হবে না। আমি সেজন্য সরকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে মানুষের এই কষ্ট দূর করা হয়। আর বেসরকারী যে ট্রেন্সপোর্ট আছে এটাও কনট্রোল করবার জন্য সরকারী অফিসার আছে। আমি অনুরোধ রাখবো যাতে এটাও কন্ট্রোল করা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে যাতে ছাড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ে যাতে আসে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে মনে করি। আর একটা বলছি যে ওভারলোড বন্ধ করা। এই রাজ্যে যে সিষ্টেম আছে সেই সিষ্টেমে ওভারলোড বন্ধ হবে না। এখানে ট্যাক্সির কোন মিটার নাই। যদি মিটার থাকত তাহলে সরকারের যে কি রেট সেটা বুঝা যেত। সরকারের কোন নির্দিষ্ট রেট না থাকায় ড্রাইভার এবং মালীকের নির্দিষ্ট রেইটেই তারা চলছে। অন্যান্য ষ্টেটে ট্যাক্সি চালাতে হলে তার মিটার থাকতে হবে এবং সরকার নির্ধারিত রেট অনুসারে পে করতে হবে। সেই রকম যদি থাকত তাহলে ওভারলোড বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু এটা মাথাপিছু ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এইভাবেই চলছে। আর বাস যদি আরও বেশী চলত তাহলে ট্যাক্সি মানুষের উপর আর বেশী ঝামেলা করতো না। ওভারলোডের প্রশ্নও উঠতো না এবং গাড়ী যদি বেশী থাকত তবে মানুষের এত কষ্ট হত না। পুলিশ মাঝে মাঝে হাতে ওভারলোডের কেস ধরবার চেষ্টা করে। পুলিশ হয়তো গাড়ী আটকায়। তাতে কি ফল হয়, ওভারলোড কি বন্ধ হয়,

কি হয় না সেটা কতৃপক্ষই জানেন। কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর। পুলিশ গাড়ী থামায় এবং আউটপোস্টগুলিতে ড্রাইভার যায়, তারপর আবার গাড়ীগুলি ঠিকমতই চলতে শুরু করে পাঁচ সেকেণ্ড পরেই। এইভাবে চলছে। আমি মনে করি এটা সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ এটা মানুষের লাইফ এণ্ড ডেথের কোশ্চান। দীর্ঘপথ এইভাবে চললেই অ্যাকসিডেন্ট হয়। আবার পথের মাঝেই গাড়ী অচল হয়ে পড়ে থাকে। এটা দূর করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কারণ যেখানে যাতায়াত হলো জীবন মরণ সমস্যা, সেখানে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। এখানে আবার আমি গ্র্যান্টগুলি সমর্থন করছি এবং আমি আশা করি গ্র্যান্টগুলিতে যে টাকা বরাদ্দ আছে এই বরাদ্দ টাকার মধ্যে যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেওয়া যায় এবং সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে মানুষের যাতে মঙ্গল হয় সেই রকম ব্যবস্থা করা যায় বলে আমি এই বরাদ্দের সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ডগুলির উপর বলেছেন যে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করা উচিত তা আমি দেখেছি এবং এটাও দেখেছি যে তিনি প্রথমেই পেশ করেছেন এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের ডিমাণ্ড। কিন্তু আমার কথা হল আমরা কি এগ্রিকালচারের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছি যে সমাজবাদকে রূপদান করতে গিয়ে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ধার্য্য করব ? আমরা কি আমাদের ত্রিপুরার সকল অধিবাসীদের ঠিক ঠিকভাবে খাওয়াতে পেরেছি ? তাতো নয়। তারা না খেতে পেয়ে দিন দিন মারা যাচ্ছে। কাজেই এই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স বসানোটা আমার মতে অন্যায় হয়েছে বলে মনে হয়। সমাজবাদকে যদি বাস্তবে রূপদান করতে হয় তাহলে যারা বড় বড় জোতদার তাদের জমিগুলি যদি ভূমিহীন কৃষক ও জুমিয়াদের বন্টন করে দেওয়া হত তাহলে বুঝতাম যে আমরা সমাজবাদের দিকে পা বাড়িয়েছি। কাজেই এখানে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর একটা হল ষ্টেট এক্সাইজ ডিউটি। আমরা জানি প্রত্যেক ডিভিশনে এই এক্সাইজ ইন্সপেক্টারগুলি কি করছে। সরকারী দোকান যেগুলি খোলা হয়েছে সেগুলিতে কি চলছে সেটা তারা দেখবেন না। তারা দেখবেন আদিবাসীদের উৎসবে যে মদ ব্যবহার হয় তার উপর কি করে মামলা করা চলে এবং সেখান থেকে কিছু টাকা খেয়ে আসবে। এদিকে সরকারী দোকানগুলিতে কিন্তু জল মিশিয়ে মদ বিক্রী হচ্ছে; সেটা তারা দেখবেন না। কাজেই এই যে সরকারী ব্যবস্থা সেটা মানতেই হবে। তাছাড়া আমরা দেখছি যে মটর ষ্ট্যাণ্ড বলে একটা সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বটতলাতে কোন মটরষ্ট্যাণ্ড নাই। তারা ষ্ট্যাণ্ডের জন্য দাবী করেছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ষ্ট্যাণ্ড দেওয়া হয় নি। রিক্সাওয়ালাদের জন্য ষ্ট্যাণ্ডের দাবী ছিল কিন্তু তাদের জন্য একটা সুব্যবস্থা সরকার থেকে হচ্ছে না। আর মোটর রাখবার জায়গায় এমনভাবে সেগুলিকে রাখা হয় যে লোক চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বি, ও, সি-এর কাছে যে ডোবা জায়গা আছে সেই জায়গাটার মধ্যে মোটরষ্ট্যাণ্ড করবার জন্য তারা আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই আবেদনে তারা কর্ণপাত করেছেন বলে আমার মনে হয় না।

যারা যাত্রী তাদের অসুবিধা যদি মিনিস্টাররা বুঝতেন তাহলে সরকারের তরফ থেকে, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কোরপোরেশান থেকে আরও গাড়ী তারা বাড়াতে। কিন্তু সেটা না করে উনারা করছেন কি, উনারা করেছেন যে গাড়ী অচল, সেইগুলি মালিকদের থেকে পয়সা নিয়ে লাইসেন্স দিয়ে যাচ্ছেন। আজকে অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে জীপ ইত্যাদি কতগুলি প্রাইভেট গাড়ী তার দিয়ে বেধে কোন রকমে চালান হচ্ছে, এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই সেইদিকে আমাদের বিশেষ করে নজর রাখা দরকার। এরপর এই যে গাড়ীগুলি ওভারলোড টানছে, এ্যাক্সিডেন্ট করছে, সেগুলি কি করে হচ্ছে? আমরা জানি আমাদের এখানে ওয়েইং মেশিন ক্রয় করে বসান হয়েছে এইসব ওভারলোডকে বন্ধ করার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন গাড়ীর ওয়েট নেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই এই ওয়েইং মেশিন কেনার কি দরকার ছিল? তারপর আমরা দেখছি যে মালিকদের কথামত, হুকুম মত অতিরিক্ত মাল ঐ সমস্ত গাড়ী দিয়ে টানছে এবং তার জন্য গাড়ীর ড্রাইভারদের শাস্তি হচ্ছে, অথচ মালিকরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। সেইদিকে আমাদের নজর রাখা দরকার যাতে ঐ সমস্ত ড্রাইভার শাস্তি না পায়। কিন্তু সেই দিকে নজর রাখবে না, কেবল নিজেদের পকেটভারী করার প্রচেষ্টা চলছে। আজকে বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি জিনিষের উপর এবং মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ আছে বলে আমি মনে করি না। এইভাবে ট্যাক্স বসিয়ে, সাধারণ মানুষের মনে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেই আমি মনে করি। এইভাবে উনারা চান সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে, এই হচ্ছে উনাদের সমাজবাদের নমুনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি রকম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে উনারা সরকার চালাচ্ছেন। আমরা যখন প্রশ্ন করি, একটারও উত্তর আসেনা, প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা। এর দ্বারা কি সরকারের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরপর আরও ডিমাণ্ড আছে, অতএব আমি এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Any other member interested?

শ্রীনরেশ রায়—মিঃ স্পীকার স্যার, হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি আজ এসেছে, সেইগুলি আমি সমর্থন করি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কাট মোশান এসেছে, সেইগুলি আমি বিরোধিতা করি। কারণ সরকার তার রাজ্যের অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত কাজ করে থাকেন, অবশ্যই সেইগুলি রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য করে থাকেন। কিন্তু সরকারের যে মেশিনারী আছে, সেই মেশিনারীতে যদি গোলমাল হয়, সেইজন্য সরকার দোষী হয় না। অবশ্য উন্নয়নের বাধা দিয়ে থাকে এটা ঠিক। কিন্তু বাধাগুলি কোন ধরণের সেইগুলি লক্ষ্য করা উচিত। এখানে আমি একটা ঘটনার কথা বলব। সেটা হচ্ছে, আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে আমি প্রায়ই দেখি একটা গাড়ী যাতায়াত করে,

সেই গাড়ীটি নূতন ধরণের। এই গাড়ী ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও দেখি নাই, সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় লাইসেন্স প্রাপ্ত গাড়ী। তখন স্বভাবতঃই আমি সেটা জানবার জন্য ইচ্ছুক হয়ে উঠলাম এবং জিজ্ঞাসা করে জানলাম সেই গাড়ীটা হচ্ছে দশরথ বাবুর গাড়ী। তিনি একজন দেশপ্রেমিক, এবং একজন নেতৃস্থানীয় লোক। তাঁর সেই গাড়ী দিয়ে পাকিস্তান থেকে শুটকী, মাছ ইত্যাদি নরসিংগড়ের রাস্তা দিয়ে যে সমস্ত মাল আসে, সেইগুলি টানে। উনার মত একজন ব্যক্তির গাড়ী যদি এই রকম অবৈধ মাল টানে এবং এই ব্যক্তিই যদি আবার সরকারের দোষ ত্রুটির কথা বলে তাহলে এই রাজ্য এবং দেশ রক্ষা করবে কে?

এখানে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেছেন, সরকার পাহাড় পর্বতের মানুষের পেছনে লেগেছেন, তাদের মদ খাওয়া নিয়ে টানা হেঁচড়া করছেন, অথচ লাইসেন্স প্রাপ্ত যে সমস্ত দোকান বে-আইনি মদ বিক্রী করছে, সেইগুলি দেখছেন না। উনার মনোভাব যদি এই হয়ে থাকে যে লাইসেন্স প্রাপ্ত যেগুলি আছে, সেইগুলিই কেবল সরকার ধরুক, আর ঐ যে বে-আইনি ভাবে পাহাড় পর্বতে মদ বিক্রী হচ্ছে সেইগুলি না ধরুক, তাহলে আমি বলব যে এই ধরণের যে সমালোচনা, সেটা শুধু বৈরী ভাবেরই পরিচায়ক, এর দ্বারা এই রাজ্যের কোন উন্নতি করা যেতে পারে না।

এখানে অনেক মাননীয় সদস্যরা আলোচনা রেখেছেন যে বাসে যাতায়াত করতে, ট্যাক্সীতে যাতায়াত করতে ওভারলোড হয়, এটা সত্য কথা কিন্তু আমরাও অনেক সময় ঐ সমস্ত গাড়ীগুলিতে চড়ি। কিন্তু আমরা কি কোনদিন এই বিষয়ে কেউ প্রটেষ্ট করেছি? জিজ্ঞাসা করেছি কেন এই ওভার-লোড নেওয়া হয়? কোনদিন সেটা করিনি। বরঞ্চ আমাদের যদি ফ্রন্ট সীট দেওয়া হয়, তাহলে পেছনে ১৪/১৫ জন উঠে সেখানে মরুক বা আর কিছু হউক, আমাদের কোন ক্ষতি নাই, এই ভাবেই আমরা চড়ে আসছি। এই হচ্ছে আমাদের মনোবৃত্তি। আমরা যদি এই মনোবৃত্তি নিয়ে অগ্রসর হই, তাহলে দেশের অগ্রগতি কিছুতেই হতে পারে না। কারণ সরকারের শাসন যন্ত্রের দোষত্রুটি মুক্ত করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দেশকে শাসন করতে অগ্রসর হচ্ছেন, আর উনারা বাধা দেবেন, এই যদি হয়, তাহলে এই দেশ অগ্রগতির পথে যেতে পারে না। এই সমস্ত সমালোচনা করার আগে আমাদের চরিত্র, আমাদের ময়্যালিটিকে উন্নত করতে হবে। আমরা যদি যেখানে যে দোষত্রুটি থাকে সেই দোষত্রুটিকে দূর করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেই এবং সরকার যদি তার শাসন যন্ত্রকে দোষ ত্রুটি মুক্ত করতে কেইলিউর হয়, তাহলে আমরা যারা চরিত্রবান আছি, তারা সেইগুলি দূর করতে চেষ্টা করব। একজনের দোষ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধু সাজবার চেষ্টা করব, তাহলে দেশের উন্নতি হবে না। আমরা জানি সরকারের কার্যকলাপে দোষত্রুটি আছে এবং থাকা স্বাভাবিক। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিছু না কিছু দোষত্রুটি থাকে। সেই কাজগুলিকে দোষত্রুটি মুক্ত করবার জন্য আমাদের নিজেদের নৈতিক চরিত্রের যদি উন্নতি না হয়, আমরা যতই আলোচনা বা সমালোচনা করি না কেন তার কোন অর্থ থাকবে না সেইগুলি হবে লোক-দেখানো ভাওতাবাজী, লোককে ভুলাবার জন্য অপপ্রয়াস

বলেই আমি মনে করি। সেইজন্যই এই কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য বিষয় ডিমাণ্ডের পক্ষে রেখে বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Hon'ble Minister Shri P. K. Das.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার থি, কোড এ্যাণ্ড কাইণ্ড এর উপর যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী রেখেছেন, সেটা আমি সমর্থন করছি। আর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সব কাট মোশান রেখেছেন সেগুলির বিরোধীতা করছি। উনারা ডিমাণ্ড নাম্বার কোডের উপর যে কাট মোশান এনেছেন, সেটা হল—ম্যালপ্রেকটিস ইন ইস্যুয়িং লাইসেন্স কর ভিহিক্যালস। এই ব্যাপারে কার কাছ থেকে কে ঘুষ নিয়েছেন, এই বিষয়ে উনারা নির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পারেন নি। তাতে আমার মনে হয় যে এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। কেন না ত দের সরকারের সমালোচনা করতে হবে তাই তারা সেটা করেছেন। লাইসেন্স ইস্যু করার ব্যাপারে—আমি বলতে চাই যে নিয়ম মাফিক লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। কাজেই এই ব্যাপারে কোন ম্যালপ্রেকটিস নেই। তাই উনাদের কাট মোশান রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক, সেজন্য আমি এটার বিরোধীতা করছি। এই প্রসঙ্গে আমি বলব যে লাইসেন্স ইস্যু করার বা পার্মিট দেওয়ার ব্যাপারে যে কতগুলি নিয়ম আছে as per provisions of Chapter II, II A and Chapter IV respectively of the Motor Vehicles Act, 1939 as well as relevant rules contained in the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954 as framed by the Govt. of Tripura according to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939. এর ভিত্তিতে যারা লাইসেন্স বা পার্মিট পেতে পারে, সেটা ঠিক করে রেখে জেনুইন পার্সনকে দেওয়া হয়। কাজেই ম্যাল প্রেকটিসের অভিযোগ যা তারা এনেছেন, তা ঠিক নয়। এই ছাড়া উনারা আরও বলেছেন যে ত্রিপুরাতে বেসরকারী গাড়ীগুলি ভাড়া নিয়ন্ত্রণে সরকারী ব্যর্থতা। আমি বলব যে ভাড়া নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোন ব্যর্থতা নেই। এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে—The bus fare rates already published in the Extra-Ordinary issue No. 124 of the Tripura Gazette dated the 12th December, 1962, strictly according to provision of the Motor Vehicles Act. 1939 is still in vogue in respect of bus fare rates. The Govt. have also fixed the rate of freight for carrying goods in public carriers within Tripura and the same has also been published in the Tripura Gazette No. 57 dated the 15th September 1962. The hire charge of the contract carriage also has been fixed by the Govt.

The Government have not yet received any representation from members of the public in respect of revision of the rates of freight, relating to the public carrier and higher charge of contract carriages, but a representation of the Bus Owners' have been received for revision of the bus fare rates. The Govt. have already taken action about revision of bus fare rates based on the representation of the bus owners. The Govt. have already constituted a Committee consisting of responsible officers with judicial experiences to study the position. The report of the Committee for final decision on the matter is awaited. So, the amount in the demand is fully justified. কাজেই সরকারের যে ব্যর্থতার কথা বলেছেন, সেটা স্বীকার করা যায় না। এই ব্যাপারে সরকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সেজন্য আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। কেন না এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই, তারা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এটা এখানে এনেছেন। আর টাউন বাস সার্ভিসের উন্নতি সাধনে সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলেছেন, আমি তারও বিরোধীতা করছি। তার কারণ হল টাউন বাস সার্ভিস সম্পর্কে ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি যেটা সরকার ফ্রেম করেছেন—The State Transport Authority framed by the Govt. according to the provision of Chapter IV of the Motor Vehicles Act. 1939 is taking best possible measures for improvement of the Town Bus Service viz a) Omnibuses constructed according to the specifications it has approved, keeping in view the comfort to be provided for the town bus users, only are permitted to maintain the town services, b) Permits for operation of buses have been issued to a viable unit named Tripura Bus Syndicate for better management of and control over the town bus service, c) Any member of the public, who applies for a permit for operation of a bus constructed according to the standard specifications, is granted permits for the Town Bus Routes, d) Notices are being issued by the State Transport Authority from time to time inviting application for permits relating to Town Bus Service inter-alia from member of the public with a view to provide for more buses on Town Bus Service. এখন যে সমস্ত রোডে বাস সার্ভিস চালু আছে, তা অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং জনপ্রিয় হয়েছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, বর্তমান সময়ে যে অবস্থা আমরা দেখতে পাই, তাতে এর মধ্যে কোন রকম সন্দেহ থাকতে পারে না। করেছি। এই ব্যাপারে আরও বেটারমেন্টের জন্য আমি যে উল্লেখ করেছি যে বাস সিন্ডিকেট হয়েছে, সেই ট্রান্সপোর্ট অথরিটি যেটা কেমন্ত হয়েছে সেটা আরও বেটারমেন্টের জন্য অন্যান্য রাস্তায় যাতে বাস চালু করতে পারে অন্যান্য বাসের আরও বেশী সুযোগ

সুবিধা দিতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আরও আনুসংগিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এবং এই ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়েছেন এবং আমরা জনতার সুবিধার্থে আরও বেশী করতে পারব। সুতরাং সরকার এই ব্যাপারে দৃষ্টি দিচ্ছেন না বা উন্নতির চেষ্টা করছেন না এটা ঠিক নয়। যেকই কাট মোশান হচ্ছে, ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রধান প্রধান পথে এবং আগরতলা সহরে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট চালু করার সরকারী ব্যর্থতা। এখন মাননীয় সদস্যদের এই কাট মোশনের আমি বিরোধিতা করছি। কেন না আমি আগেই বলেছি যে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট যে অথরিটি সেটা প্রধান প্রধান পথে যাতে ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটির নিয়ন্ত্রণে যাতে আরও গাড়ী বাড়ানো যায় এবং সুযোগ সুবিধাও বাড়ানো যায় সেইদিকে সরকার দৃষ্টি রাখছেন। সুতরাং মাননীয় সদস্যদের এই কাট মোশন টিকছে না। অন্যান্য ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা রাখতে গিয়ে কোন কোন সদস্য বলেছেন যে চোলাই মদ বে-আইনীভাবে নাকি তৈরী হচ্ছে। সেটা বন্ধ করে দেওয়া কোন কোন সদস্য বিরোধিতা করেছেন যেহেতু ট্রাইবেলদের সেটার একটা জাতিগতভাবে সংস্কৃতিতে দাঁড়িয়েছে যে নিজেরা মদ তৈরী করে-পূজা পার্ব্বনে ব্যবহার করে এবং সামাজিক রীতি নিয়মের মধ্যে মদ ব্যবহার করাটাকে স্বাভাবিক করে নিয়েছেন সেই অবস্থায় হঠাৎ করে তাদের সেন্টিমেন্টকে উন্মুক্ত করা আমাদের ঠিক হবে কিনা সেটা অবশ্য বিচার বিবেচনার ব্যাপার। তবে সরকারের এইদিকে নজর আছে। উনারা প্রসংগত বলছেন যে আগরতলার দোকানে নাকি মদের মধ্যে জল দিয়ে বিক্রি করে এবং সরকার এই সমস্ত লোককে ধরার জন্য কোন চেষ্টা করেন না। কিন্তু আমার মনে হয় যেখানে যেখানে মদের মধ্যে জল দিয়ে বিক্রি করেছে তারা দয়া করে সেই মদের দোকানগুলির যদি নাম দিতে পারতেন তবে ভাল হত। কারণ তারা সেই সব দোকানের সংগে জড়িত আছেন এবং যখন জল দিচ্ছিল তখন যদি পুলিশে খবর দিতেন তাহলে ভাল হত। এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন ত্রুটি নাই সেই কথা আমি বলছি না। কিন্তু যদি আইনের আওতায় আনতে হয় তাহলে মাননীয় সদস্যদের এই ব্যাপারে সাহায্য করা উচিত। উনারা জানেন অথচ নালিশ পর্য্যন্ত করেন না যে অমুক ব্যবসায়ী জল মিশায়, অমুক দোকানে মদের চোলাই কারবার হয়, এই ধরণের নালিশ তাদের নাই। সুতরাং পুলিশ এই ব্যাপারে সতর্ক। মদে ভেজাল দেবার জন্য যেখানে যেখানে পুলিশ ইনফরমেশান পেয়েছে যেখানে সাক্ষ্য প্রমাণ হয়েছে সেখানে শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করছে। এই ব্যাপারে পুলিশ সতর্ক আছে। এই ব্যাপারে মাননীয় দিল্পা বাবু আরও বলেছেন যে এগ্রিকালচারাল ইনকাম টেক্স যেটা ধরা হয়েছে সেটা না নেওয়া উচিত এবং গরীবদের জমি দিতে হবে। কিন্তু সাধারণত ধনীদের উপরই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ধার্য্য হয়, যাদের সামর্থ আছে তাদের উপরই সেই ট্যাক্স ধরা হয়। বিশেষ করে ল্যাণ্ড পার ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্ট যেখানে ইন্টারমিডিয়ারী আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে সেখানে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সও আস্তে আস্তে উঠে যাবে। সুতরাং এই ব্যাপারে আর উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তাছাড়া উনি গরীবের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন গরীবকে জমি দিতে হবে। সেটা অবশ্য এই ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় আসে না। সরকার যে পরিকল্পনা

নিয়েছেন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার নিশ্চয়ই ল্যাণ্ডলেসকে জমি দিবেন। আমার মনে হয় যে উনাদের এটা মাছের মায়ের পুত্রশোক। আসলে ল্যাণ্ডলেসদের প্রতি উনাদের কোন দরদ নেই। অন্যদিকে উনারা সরকারের যে পরিকল্পনা আছে কলোনী করে ল্যাণ্ডলেস জুমিয়াদের জমি দেওয়া সেই পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য তাদের সেই সমস্ত পরিকল্পনার সুযোগ না নিতে উস্কানি দিচ্ছেন। আর এখানে মুখে দরদী সেজে তারা অ্যাসেম্ব্লীতে এসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাদের বাস্তব কাজের সংগে অ্যাসেম্ব্লীর বক্তৃতার কোন যোগ নেই। বাস্তবে গরীব যাতে জমি পেতে পারে সেজন্য আমরা সতর্ক আছি এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি মোটামোটিভাবে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সমস্ত কাটমোশানের উত্তর দিতে পেরেছি বলে মনে হয় এবং তাদের কাটমোশনের যে কোন সত্যতা নেই, এইগুলি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই আনা হয়েছে সেই জন্যই আমরা সেইগুলিকে মূল্য দিতে পারছি না এবং এইগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। এই কথা বলেই আমি মূল ডিমাণ্ডের উপর আমার সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now, the discussion is over, There is no cut motion on the Demand for Grant No. 1—Taxes on Income Other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

The Question that a sum not exceeding Rs. 12,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Scheduled to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 1—Taxes on Income Other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax was then put and agreed to.

Mr. Speaker—There is no cut motion on the Grant No. 3—State Excise Duties.

The question that a sum not exceeding Rs. 1,05,000/- [inclusive of the sum specified in Column 3 of the Scheduled to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 3—State Excise Duties was then put and agreed to.

Mr. Speaekr—The House stands adjourned till 2 P. M,

Mr. Speaker—Now I am puting the Cut Motions on Demand for Grant No. 4 to vote.

The Question before the House in that the Demand be reduced by Rs. 100/- by Shri Aghore Deb-Barma to discuss on—

'Malpractices in issuing license permits for vehicles.'

The Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the Question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'ত্রিপুরার বেসরকারী গাড়ীগুলির ভাড়া নিয়ন্ত্রণে সরকারী ব্যর্থতা'।

The Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

টাউন বাস সার্ভিসের উন্নতি সাধনে সরকারী ব্যর্থতা'।

The Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on— 'State Transport Corporation' এর মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রধান প্রধান পথে এবং আগরতলা শহরে টেক্সী ট্রান্সপোর্ট চালু করার সরকারী ব্যর্থতা।'.

The Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker- Now I am puting to vote the Demand for Grant No. 4

The question before the House is that a sum not exceeding **Rs. 1,04,000/-** [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be grated to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker—There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 5

Now I am puting to vote the Demand for Grant No. 5

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,000/- [inclusive of the sums specified in coloumn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 5—Other Taxes and Duties

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 12—Police.

Shri Krishnadas Bhattacharjee— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,78,08,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will comb in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 12, Major Head 23 : Police.

Mr. Speaker—Now there are Cut Motions on Demand for Grant No. 12. First one is to be raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 1000/- to discuss on—

'গত ১১ই মার্চ্চ সদর সীমানা বি, এস, এফ, কর্ত্তৃক নিশিরাম পাড়ার শ্রীরমেশ দেববর্ম্মা ও অপর চারটি বাড়ীতে হামলা।'

Now I would call on Shri Deb Barma to start discussion.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার—১২, পুলিশ, এখানে আমার একটা কাট মোশান দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে—

'গত ১১ই মার্চ্চ সদর সীমানা বি, এস, এফ কর্ত্তৃক নিশিরাম পাড়ার শ্রীরমেশ দেববর্মা ও অপর চারিটি বাড়ীতে হামলা।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পূর্ব্ব সীমানা বি, এস, এফ ক্যাম্প থেকে চারজন পুলিশ নিশিরাম পাড়ার শ্রীরমেশ দেববর্মা এবং আরও চারটি বাড়ী থেকে শ্রীঅঘোর দেববর্মা, হৃষীকেশ দেববর্মা এবং যোগেন্দ্র দেববর্মা তাদের ধরে টেনে নিয়ে যায়, এবং পরে তাদের বলা হয় টাকা যদি দাও তাহলে ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু তারা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাদের ক্যাম্প পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, এবং পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এই হচ্ছে ঘটনা। ঠিক এইরকমভাবে প্রত্যেক বর্ডারে যেখানে যেখানে বি, এস, এফ ক্যাম্প আমরা দেখি যেমন খোয়াই করঙ্গীছড়া বর্ডারে এ বি, এস এফ পরেশ দত্ত নামে একজনকে এই রকম ভাবে মদ খেয়ে মারপিট করে। তার বিচারের জন্য অনেক দরখাস্ত করা হয় সরকারের কাছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সমাধান হয় নাই। আমরা এষ্টিমেট কমিটি থেকে কাঞ্চনপুর গিয়েছিলাম, সেখানে যেয়ে শুনি যে পাবলিকতো দূরের কথা, সরকারী কর্মচারী যারা আছেন, তাদেরও আইডেন্টিটি কার্ড যদি না থাকে তাহলে রেহাই নাই। এইভাবে একদিকে মিজো এবং স্বাক্রোকের ভয়, অপরদিকে তাদের ভয়, পাবলিক এবং সরকারী কর্মচারী তারা বাজারে বা ঘরের বাহিরে যাওয়ার মত নিরাপত্তা নাই। তাদের এইভাবে দিনের পর দিন হয়রানি করা হয় এবং কর্মচারীদের উপরও হামলা করা হয়। এমন কি সুন্দর মেয়ে যদি থাকে, তাহলে সেই সুন্দরী মেয়ে এক রাত্রির জন্যও ঘরে থাকতে পারে না। তারপরে সেই সব এলাকার গৃহস্থের যে সব গরু বাছুর আছে, সেগুলির অবস্থাও ঐ একই রকম চলছে। সেইজন্য আমি বলছি তাতে যে

কি আমাদের নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছে, না আমাদের উপর অত্যাচার করবার জন্য রাখা হয়েছে ? আমাদের ত্রিপুরাতে যে সব বেকার ছেলেরা আছে, তাদেরকে যদি এই বর্ডার কোসের কাজে নিয়োগ করা হত, তাহলে আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না। কেন না, তারা আমাদের ত্রিপুরার ছেলে, ত্রিপুরার প্রতিটি কাজ তারা নিষ্ঠার সংগে করত, করত এই কারণে যে ত্রিপুরা তাদের মাতৃভূমি, সেই মাতৃভূমিতে কোন অত্যাচার তারা সহ্য করতে পারত না এবং তারা সেই অত্যাচার সাহসের সংগে রোধ করার চেষ্টা করত। অথচ তাদেরকে সেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে না। তার আবার কয়েকটা কারণও আছে। সেগুলি হল কর্মচারীদের বেলায় এক রকম মাপ আর অন্যান্যদের বেলায় আর এক রকম। অথচ আমাদের এখানে বহু শক্ত সামর্থ পাহাড়িয়া ছেলে আছে, যাদের এই বাহিনীতে নিয়োগ করলে পর, তারা অত্যন্ত ভালভাবে কাজ করতে পারত। তাদেরকে কিন্তু এই ব্যাপারে কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। যদি দেওয়া হত, তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে যে সব শিক্ষিত বেকার আছে, তারও একটা সুরাহা হত। কাজেই ত্রিপুরার ছেলেদের ইচ্ছা থাকলেও তারা এই বাহিনীতে যোগ দিতে পারছে না। শুধু তাই নয়, আমাদের এখানে যে আর্মড পুলিশ আছে, তাতেও আমাদের এখানকার ছেলেরা ভর্ত্তি হতে পারছে না। তারপরে আমাদের এখানকার পুলিশেরা এক রকম বেতন পাচ্ছে সেন্ট্রালের পুলিশেরা অন্য রকম বেতন পাচ্ছে। কাজ কিন্তু সবারই এক কিন্তু বেতনের বেলায় যত গণ্ডগোল। তারপরে আমাদের এখানকার পুলিশদের সাব-সিডি রেটে যে রেশন দেওয়ার কথা, সেটাও আজ পর্যন্ত কার্য্যকরী হচ্ছে না। অথচ মাননীয় মন্ত্রীদের প্রশ্ন করলে, উনারা বলে থাকেন যে আমরা তারজন্য সেনট্রালের কাছে লিখেছি এবং সেনট্রাল এপ্রোভ করলে পরে, এখানে সেটা চালু করা হবে। আমি বলি এভাবে আর কতদিন চলবে। আমার বক্তব্য হল তারা যখন একই কাজ করছে, তখন তাদেরকে সেনট্রালের মত সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত। তারপরে আছে হোমগার্ড। এই হোমগার্ডদের কি অবস্থা ? তা যদি আমরা দেখি, তা হলে দেখব যে ১০ টাকা বেতন পেয়ে, তারা আমাদের বেঙ্গলার পুলিশের মতই কাজ করে যাচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পুলিশ অফিসারদের বাড়ীতে চাকরের মত খাটছে। তাদেরকে বছরে মাত্র ২টি করে পেন্ট সার্ট দেওয়া হয়ে থাকে। এই হোমগার্ডদের মধ্য থেকেও প্রায় ৩০০ জনকে এবার ছাটাই করা হয়েছে। যার ফলে তারা আজকে আবার বেকারে পরিণত হয়েছে। তেলিয়ামুড়াতে একটা ঘটনার কথা আমি বলব, সেটা হল, সেখানে নারায়ণ দাস নামে একজন হোম-গার্ড থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর তার কাছে যে হোমগার্ডের পোষাক ছিল, সেটা ফেরত দেওয়ার জন্য পুলিশ তার পিছনে লেগেছিল যারজন্য তার বাড়ীতে থাকাও যেন একটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আজকে যে সব বর্ডার পুলিশ আছে, তারা যেখানে সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার কথা, তা তারা করছে না বরং উল্টো সেখানে তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। ফলে সীমান্ত অঞ্চলে সীমান্ত-বাসীদের বসবাস করা একেবারে অসহ্য হয়ে পড়েছে। যেখানে প্রত্যেক দিনই গরু চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত হচ্ছে। তাই আমি সীমান্তে যেভাবে বর্ডার পুলিশ অত্যাচার চালাচ্ছে, তার প্রতিকার করার জন্য অনুরোধ জানাব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে উত্থাপিত হয় প্রেন্ট মাথার টুয়েন্টি ১৯৭০—৭১ সালের জন্য ১,৭৮,৮৭,০০০ টাকার যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে পুলিশ খাতে, তার উপরে আমার একটা কাট মোশান আছে। সেটা হল—আগরতলা এয়ারপোর্টের কর্মচারী শ্রীরমা নাথনের কোয়ার্টারে গত ২২শে মার্চ রাত্রিতে বোমা নিক্ষেপের পর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করায় সরকারী ব্যর্থতা। সেখানে যে সমস্ত কর্মচারী কোয়ার্টারে থাকেন, নিজেদের পরিবার নিয়ে তাদের জন্য কোন রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। এই গত ২২শে মার্চ তারিখে রমানাথনের কোয়ার্টারে সমাজদ্রোহীরা যেভাবে বোমা নিক্ষেপ করেছিল এবং বোমা নিক্ষেপ করার পর যেখানে পুলিশের কাছেও জানানো হয়, অথচ এই ব্যাপারে পুলিশ একজন সমাজদ্রোহীকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সেখানে ধরে নেওয়া যায় যে এয়ারপোর্ট এলাকায় মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। যতদূর জানা আছে, সেখানে পুলিশ কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পুলিশকে এই ঘটনা জানানো সত্বেও পুলিশ সেখানে কোন প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এই কোয়ার্টারে কারা বোমা নিক্ষেপ করেছে এবং কারা বা সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত করছে, সেই সম্পর্কে পুলিশ একেবারে নীরব। কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পুলিশ সেই সমস্ত অবস্থা দূরীকরণের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সমাজের মধ্যে পুলিশ সম্পর্কে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। কারণ, আজকে যেখানে পুলিশ থাকবে সেখানে সমাজদ্রোহীরা সুযোগ পাবে এবং তারা সেখানে মানুষের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের ভাব সৃষ্টি করবে। এই অবস্থা আজকে ত্রিপুরার সর্বত্র চলছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাকী কাট মোশানগুলিও কি এক সঙ্গে মুভ করব ?

মিঃ স্পীকার—হ্যাঁ, এক সঙ্গেই মুভ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কাজেই আজকে যখন আমরা এই সমস্ত দিক জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করি এবং এসব অপকর্ম যখন মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে যায় তখন কংগ্রেস মাননীয় সদস্যরা অনেকে ক্ষেপে যান। মাননীয় সদস্য মহেশ বাবু কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করতে গেলে আজকে নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন করা দরকার। তিনি বোধ হয় তার চরিত্রটাকে ধুয়ে মুছে সংশোধন করে এখানে এসেছেন। কাজেই আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে বলব অন্যের চরিত্র সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এই যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এটা সম্পূর্ণভাবে মানুষের কাছে আতঙ্ক। সি, এম, পি, আছে সি, আর পি, আছে। আজকে বর্ডার এলাকাগুলিতে তাদের উৎপাত বন্ধ হচ্ছে না। তাদের উৎপাত বন্ধ করার মত বাহিনী থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে যত জায়গায় যেখানে পুলিশ রয়ে আছে সেখানে ন্যাক্কারজনক ভাবে লুট

তরাজ করে যায়। বাজার পুড়ে ছাই করে দিয়ে যায়। পুলিশ সেখানে মানুষের ধন সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরব থাকে। এই পুলিশগুলি কখন সক্রিয় হয়ে উঠে? যখন নিরীহ মানুষ পায়, তার কাছ থেকে কিছু আদায় করার সুযোগ পেলেই সক্রিয় হয়ে উঠে। যেখানে নিরীহ মানুষ বাস করে সেখানেই তারা সক্রিয় হয়ে উঠে, সেখানে তারা অতর্কিত আক্রমণ করতে খুব সক্রিয়। নিজেদের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তারা। সুতরাং এই বাহিনীকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তুলে দেওয়া উচিত।

ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বেকার সমস্যা এমনভাবে দেখা দিয়েছে যে লেফটেনান্ট গভর্ণর বিধান সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে স্বীকার করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ২২ হাজারের মত বেকার আছে। সেখানে যদি ত্রিপুরার বেকারদের দিয়ে সর্ডার বাহিনী গঠন করা যায় তাহলে বেকার সমস্যা সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই সমাধান করা যায়। কিন্তু তা না করে বাইরে থেকে আমদানী করে, ভাড়া করা বাহিনীর উপর ত্রিপুরার যে বাজেট করা টাকা সেগুলি চলে যাচ্ছে। আর ত্রিপুরার যে বেকার, ত্রিপুরার যে ছেলেরা কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তারা আজকে কাজ পাচ্ছে না। এইদিক দিয়ে ত্রিপুরার সরকারের কর্তব্য হবে বর্ডার বাহিনী করার জন্য বেকারদের নিয়োগ করা এবং এই বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, বাহিনী তুলে দেওয়া। এটা অতি আশ্চর্যের ব্যাপার যে প্রতি রাত্রিতে, প্রতিদিন এই সীমান্ত পুলিশ থাকা সত্ত্বেও গরু চুরি হচ্ছে এবং পাকিস্তানীরা হামলা করছে। আজকে এতগুলি বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদিগকে শাস্তি দিতে পারছে না, তাদিগকে ধরতে পারছে না এবং এই গরু চুরি বন্ধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। এখানে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সাধারণ যাদের একমাত্র জীবিকা নির্ভর করে এই গরুর উপর, এই গরুগুলি পাচার হয়ে যাবার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বি, এস, পি, বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, বাহিনী এই লোকগুলির ভাল করতে যদি এগিয়ে আসত তাহলে বুঝতাম যে তারা নিশ্চয়ই ত্রিপুরার জন্য কিছু করছে। ত্রিপুরার জনসাধারণের ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্য তারা যেন সদা জাগ্রত। কিন্তু তারা তো তা করছে না। যখন মানুষ নিজের ন্যায় সংগত দাবী নিয়ে আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় তখনি এই পুলিশ বাহিনী সক্রিয় হয়। আজকে আগরতলা সহরের দিকে যদি দেখি তাহলে দেখবো যে বি, এস, পি, অফিস আদালত প্রাংগন ছেয়ে ফেলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের এবং মাননীয় সদস্যদের যে এই পুলিশ বাহিনী নিজেরা কি দেশের উন্নতি করতে পারবে? প্রতিদিন প্রতি রাত্রে পাকিস্তানের দিকে গরু পাচার হয়ে যাচ্ছে কে তাদের রক্ষা করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলতে চাই যে আজকে সর্ডার এলাকায় এবং অন্যত্র মানুষ যেভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে, যেভাবে আজকে মানুষের উপর অত্যাচার, অনাচার চলছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা আমরা কি দেখি? পুলিশের কাজ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং এইভাবে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু আপনারা কি দেখছেন? গাড়ী ওভারলোড সম্পর্কে জিরানীয়া বাজার পুলিশ কি করে? জনসাধারণের নিরাপত্তার দিকে তাদের খেয়াল নেই। নিজেদের পকেট কি করে ভর্তি হবে সেইদিকে তাদের নজর। গাড়ীর মালিকদের

লাগু বেশী করিয়ে দেওয়া এবং সাধারণ লোকের দুর্গতি বাড়ানোর ব্যবস্থা করাই কি পুলিশের কর্তব্য? অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি তারা না চলে, দেশের জনসাধারণের সম্পত্তি যদি তারা রক্ষা না করে, দেশের শান্তি শৃঙ্খলা যদি তারা বজায় না রাখে তাহলে কি করে পাকিস্তানীদের কবল থেকে মানুষের ধন সম্পত্তি রক্ষা করা যাবে? আজকে যে ডাকাত ধন সম্পত্তি লুট করছে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই পুলিশ হচ্ছে একটা বিভীষিকা। এই পুলিশকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং সি, আর, পি, কে ত্রিপুরা থেকে তুলে দিয়ে বর্ডার কোর্সে ত্রিপুরার ছেলেদের নিয়োগ করে সিকিউরিটি ফোর্স গঠন করা দরকার। তাতে একদিকে ঐ গরীব কৃষক রক্ষা পাবে এবং অপরদিকে ডাকাতদেরও দমন করা যাবে। তা যদি না হয় তাহলে এই অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমান্ডে আমার কতকগুলি কাট মোশান ছিল, টোকেন কাট, পলিসী কাট এবং ইকনমি কাট, সবগুলিই কোন এক অজ্ঞাত কারণে রিজেকটেড হয়েছে আমি জানি না। যাই হউক আমি এই ডিমান্ডের উপর আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। তবে যেভাবে এই বিধান সভায় আইনের মারপ্যাঁচ চলছে, এত যদি আইন মানতে হয়, তাহলে সর্বক্ষেত্রে আইন মেনে চলাই উচিত। যেমন আজকে আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে এষ্টিমেট কমিটি এবং পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির যে রিপোর্ট এখানে রাখা হয়েছে সেটা ইনকমপ্লীট। কারণ রুলসের মধ্যে আছে যে আগের বছরে যে সমস্ত রিকম্যানডেশান করা হয়, রাজ্য সরকার ঐ সমস্ত রিকম্যানডেশনের উপর কি কি একশান নিয়েছে, সেই সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এখানে থাকার কথা, এটা হচ্ছে নিয়ম এবং আইনের কথা, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যাই দি যাই আরেকটা রেফারেন্স এখানে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আমার কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪১ রিজেক্ট করা হয়েছে এবং তার যে কারণ দেখান হয়েছে সেটা হল—

"I am directed to state that the above cited question No. 441 (copy enclosed) as given notice of by you has been disallowed by the Hon'ble Speaker as per Rule 36 (6) of the Rules of Proceduce and Condut of Business of this Assembly."

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আপনি পরে আমার সঙ্গে আলাপ করবেন।

শ্রী অঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে রুলস্ দেখানো হয়েছে,

তার সংগে আমার যে প্রশ্ন তার কোন সম্পর্কই নাই, সেইদিকে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে কারণ দেখিয়ে ডিসএ্যালাউ করা হল, সেটার সংগে আমার কোয়েশ্চানের কোন সম্পর্ক নাই।

আর পুলিশ সম্পর্কে যে সমস্ত বলার কথা সেটা আমি বাজেট ডিসকাশনের মধ্যে সামান্যই উল্লেখ করে গেছি। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আজকে বর্ডার পুলিশের জন্য বর্ডার রক্ষার নামে, ত্রিপুরার বাজেটে একটা হেভি এ্যামাউন্ট ধরা আছে। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরার বর্ডার রক্ষা ত্রিপুরা সরকারের ব্যাপার নয়, সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দায় দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এটা ত্রিপুরা তথা রাজ্য সরকারের আওতার বাইরে। কাজেই ত্রিপুরার বাজেটে এইভাবে একটা হেভি এ্যামাউন্ট রাখা এবং বাজেটকে ভারাক্রান্ত কেন করা হচ্ছে আমি বুঝিনা। কাজেই এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করা উচিত বলে আমি মনে করি। আরেকটা দিক দিয়ে আমরা দেখি, পুলিশ খাতে দিনের পর দিন ব্যয় বরাদ্দ বাড়ান হচ্ছে। কিন্তু আজকে বাস্তব ঘটনাগুলি কি দেখছি? দিনের পর দিন রাস্তায় ঘাটে, হাটে, মাঠে, এ্যাসেম্বলী আসার সময় যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে এ্যাসেম্বলীর বাইরে ভিতরে, আশে পাশে সমস্তদিকে পুলিশ পাহাড়া, মনে হয় যেন আমরা একটা পুলিশ বেরিকেডের মধ্যে চলেছি। নাম গণতন্ত্র কিন্তু মনে হয় যেন আমরা পুলিশি-তন্ত্রে আছি। শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা, মানুষের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য পুলিশের দরকার, এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। তার সংগে সংগে একথাও বলতে হচ্ছে যে যার জন্য এই পুলিশ, যে পারপাসে যে পুলিশ রাখা হচ্ছে সেই পারপাস সার্ভ হচ্ছে কি না, সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। এখন অবস্থা ঘটেছে, যতই পুলিশ ফোর্স বাড়ানো হচ্ছে, ততই অপরাধ প্রবণতা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। বর্ডার এর দিকে যদি দেখি, সেখানে প্রায়ই হরদম গরু চুরি হচ্ছে, এটা যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিধান সভার মধ্যে অনেক ঘটনার কথা বলা হয়েছে, অনেক লিস্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার কোন রকম প্রতিকার হয়েছে বলে আমার জানা নাই। মোহনপুর সিধাই থানা এলাকায়, বিশালগড় রাংগাপানি এলাকায় এমন একটা দিন বাদ যায়না, যেদিন গরু চুরি হয় না। মানুষ এবং গরু পাশাপাশি ঘুমায় মাটির ঘরে, তবুও তাদের গরু চুরি হয়ে যায়, জোর জবরদস্তি করে তাদের গরু নিয়ে যায়। পুলিশ দিনের পর দিন বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বাড়ানো হয়, সেই পারপাস সার্ভ হচ্ছে না বরং দিনের পর দিন এইগুলি বাড়ছে। তারপর আরও কয়েকটি ঘটনার কথা বলব। এক উকিল আমাকে বলেছিলেন যে অঘোর বাবু আইন করতে গেলেও কতগুলি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন মেইনটেইন করতে হয়, এটা ঠিক এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ আমরা দেখি যে, সমস্ত বর্ডার সংগে তাদের একটা মান্থলি এরেঞ্জমেন্ট আছে যার জন্য এই গরু পাচার বন্ধ হচ্ছে না। তাদের বলে দেওয়া হয়, যারা আমাদের সামনাসামনি পড়বা, অনেক সময় তারা সে-রকম দেখে না।

তাহলে ধরতে বাধ্য হব। কাজেই এত পাহারা হওয়া সত্ত্বেও দিনের পর দিন প্রকাশ্যে তারা গরু নিয়ে চলে যায়। এই হচ্ছে একটা ঘটনা।

আর শান্তি শৃঙ্খলার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আমরা দেখব যে বোমা বাজী, পটকাবাজী অহরহ চলছে। কোথায় যে এই সমস্ত বোমা তৈরী হয়, কিভাবে হচ্ছে সেটা বলা মুস্কিল। কার মাথায় কোন সময় বোমা ফাটানো হয় এটাও বলা অসম্ভব। কিছুদিন আগে কলেজের মধ্যে বোমা ফাটানো হয় এবং তার কিছুদিন আগে মহাচৌমুহনীর মধ্যে বোমা ফাটানো হয়। এই সমস্ত ঘটনা অহরহ চলছে।

আরেকটা কথা পুলিশ সম্পর্কে বলব সেটা হচ্ছে, আমরা আগরতলার দেওয়ালে দেওয়ালে কিছুদিন আগে দেখেছি যে, মহারাণীর কুখ্যাত এলবুকে খতম কর। সর্বত্র লেখা এবং সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে, সি, পি, (এম, এল) ইত্যাদি। আজকে শুধু কুখ্যাত এলবুই দাদন দেয় তেমন নয়। বর্তমান ইকনমিক ষ্ট্রাকচার এবং সমাজ ব্যবস্থায় যদিও আমাদের রুলিং পার্টির সদস্যরা চীৎকার করেন সমাজবাদ ইত্যাদি অনেক কিছু বলে, এইগুলি শুধু ভাওতাবাজী। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় দাদনবাজী, শোষণবাজী চলছে, আবার সমাজবাদের শ্লোগানও একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দাদন দেওয়া একজনের ব্যাপার নয়, একমাত্র এলবুই দাদন দেন না, এর পেছনে অন্ত রহস্য আছে। যেখানে প্রকাশ্যে আগরতলা শহরে এইভাবে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা সেখানে পুলিশ না জানবার কথা নয়, কুখ্যাত এলবু ঠিকই খতম হল। আমি মনে করি এটা পুলিশের দায় দায়িত্ব ছিল, কিন্তু সেটা করা হল না। কাজেই আমি বলব এটা উদ্দেশ্যমূলক। আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত অনেকেই দাদন দেয়, শুধু এলবুই দাদন দেয় না। প্রত্যেক বাজারের মধ্যে নটবিশ্বাস মহাজন আছে, যারা এক মণ ধান দিয়ে চার মণ পর্যন্ত আদায় করে, তাদের কেন চোখে পড়ে না? তারা অমরপুরে একটা টেরার সৃষ্টি করল। সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে কয়টি মুসলমান পরিবার আছে তাদের খতম করে তাদের যে জমিজমা আছে সেগুলি নিয়ে নেওয়াই হল তাদের উদ্দেশ্য। যদিও সেকিউলার ষ্টেট, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি কথা বলা হয়, সংখ্যালঘুদের জন্য সংবিধানে রক্ষা কবচ আছে, সেখানে যারা উপজাতি রক্ষা কবচ আছে ঠিক, কিন্তু কার্যত মেনে চলা হচ্ছে না। এই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। আজকে শুধু এলবু নয়, ধর্মনগরের কোরবান আলীকে ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি দুইটার সময় পুলিশ আউট পোষ্টে একটা বাজে উদুলার গুলি করে হত্যা করল। হোয়্যার ইজ প্রোটেকশান? এইভাবে আজকে সমস্ত ঘটনা চলছে। পুলিশ যদি ভাল কাজ করে তাকে আমরা সমর্থন করব, প্রশংসা করব। আজকে অনেক ঘটনা আছে, আমি শুধু তারিখ উল্লেখ করে যাচ্ছি কোথায় কি ঘটনা হয়েছে। ২৯-১-৭০ইং তারিখে এখানে

একজন মস্তান মারা গেছে, ২৫শে জানুয়ারী মরা চৌমুহনীতে বোমাবাজী হয়েছে, সেটা কি করে হয়, ১৯শে জানুয়ারী হেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে রাস্তার মধ্যে পাকড়াও করছিল, সেটা বলা হল। তারপর ২-২-৭০ইং এয়ারপোর্টে আমাদের এ্যাডিশন্যাল ডি, এম, এবং মাণিক গাঙ্গুলীর উপর হামলাবাজী হল, এই সম্পর্কে পুলিশ কোন কিছু করতে পারত। অতএব আজকে নিরাপত্তা বলতে কিছুই নাই। সাধারণ মানুষ বলুন, অফিসার বলুন, কারও নিরাপত্তা নাই। তাদের দোষত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু আজকে এক এলফুসকে হত্যা করলেই যদি সমাজের পরিবর্তন হয়ে যেত তাহলেও একটা সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু একটা মানুষকে খুন করলেই সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন হবে না। তাদের দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু আজকে যদি এভাবে চলতে থাকে যে শুধু এ্যালফুসকে খতম করলে পরে সমাজের মধ্যে নিরাপত্তা আসে, তাহলে পরে মনের মধ্যে সান্ত্বনা থাকত। আজকে মানুষকে খুন করলে যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তা আসতো, তাহলে আমার কিছু বলার থাকত না। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। কাজেই এই সমস্তের পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। পুলিশের যে এসব জানা নেই, তা নয়, তারা সবই জানে। কিন্তু জেনেশুনেও তারা এই ব্যাপারে তাদের যে কর্তব্য আছে, সেটা ঠিক ঠিক মত পালন করছেন না। সেজন্য আমার অভিযোগ, আমি এখানে রাখছি। তারপরে হোমগার্ড সম্পর্কে—এটা একটা মজার ব্যাপার, এই হোমগার্ডেরা হল বর্তমান সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা ক্রীতদাসতন্ত্র। তারা ক্রীতদাস, কার ক্রীতদাস, না যেসব পুলিশ অফিসার আছে, তাদের বাসায় থালা বাসন মাজা, কাপড় চোপড় ধোয়া, বাজার করা আর ছিঁড়া জুতো মুচা তো আছেই, এভাবে আজকে হোমগার্ডেরা এ'সব পুলিশ অফিসারদের ক্রীতদাস রূপে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া অনেক সময়ে সাধারণ যে সিপাহী আছে, তাদেরও ক্রীতদাস রূপে কাজকর্ম করতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য আমি বলছি এটা হল সমাজতন্ত্রের আবরণে ক্রীতদাসতন্ত্র চলছে। আর একটা ঘটনার কথা আমি বলছি, সেটা হল, অবনীদাস নং ৩৬৮৮ হোমগার্ড ১৯৬৭ইং সনের জুলাই আগষ্ট মাসের বেতন পায়নি, কেননা এই বেতনের বিল করতে একটু সময় লাগে, সেই বিলও তৈরী হয় না, সেও বেতন পায় না। এভাবে অনেক দিন চলছে। এসব দেখেশুনে আমার ধারণা করতে কোন অসুবিধা হয় না, যে এখানে একটা শ্রেণীকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। আমার আর একটা অভিযোগ হল, আমাদের ভারতবর্ষের যে সংবিধান রচনা করা হল, সেই সংবিধানের মধ্যে সমাজের মধ্যে যারা অনুন্নত, পশ্চাৎপদ এবং শিক্ষা দীক্ষায় পিছনে পড়া, তাদেরকে উন্নত করবার জন্য একটা সাংবিধানিক রক্ষা কবচ দ্বারা উপধারায় রাখা হয়েছে। তার কারণটা কি? আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যদি আমরা পড়ি তাহলে দেখব যে সেখানে যেসব নেতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমাদের সমাজের মধ্যে যারা অনুন্নত, চিন্তায় ভাবনায় পশ্চাৎপদ এবং শিক্ষায় দীক্ষায় অত্যন্ত দুর্বল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এ' সংবিধানের মধ্যে কতগুলি রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ও যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সংবিধান রচনা করবার সময়ে যে এদেরকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য সরকার সেগুলি পালন করছে না। আজকে এখানে অবশ্য বলা হয়ে

থাকে যে এই উপজাতিরা অউন্নত, চিন্তায় চেতনায় পশ্চাৎপদ এবং আর্থিক দিক দিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক দুর্বল। তাদের জন্য এই কথা হচ্ছে, এ' করা হচ্ছে, অনেক কিছু আইনের মধ্যে আছে। কিন্তু আইনের মধ্যে থাকলে তো চলবে না, সেগুলি কার্য্যকরী ভাবে রূপ দিতে হবে যাতে করে তাদের উন্নতি হতে পারে, তারা যাতে সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত উন্নত হয়ে উঠতে পারে। সেভাবে কোন কিছুই করা হচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে যে তাদের জন্য এই করা হবে, এ' করা হবে এবং সেগুলি আইনের মধ্যে আছে।

আজকে এই উপজাতিদের বিরুদ্ধে পুলিশকে কি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে? উনারা মুখে শান্তির কথা বলছেন, জাতীয় সংহতির কথা বলছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে। এই বিষয়ে আমার অনেক অভিযোগ আছে, আমি আগেও এই ধরণের অনেক অভিযোগ এই হাউসের মধ্যে রেখেছি, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নি। অবশ্য আজও কিছু কিছু ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করব আমি সেইসব বলার আগে বলব যে সরকার এর যে সব নিয়ম নীতি আছে, সেগুলির মধ্যে কাজ করে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা তো করা হয় না। কিভাবে করা হয় না, আমি এখানে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন কাঞ্চনপুরের ও-সি, মহেন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল। কেননা সেখানে প্রায় সময়ে সেংক্রাকের অত্যাচার হয়, সেজন্য এই সেংক্রাকের অত্যাচারকে রুখবার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনী রয়েছে। তারা রইলে কি হবে? তারাও সেখানে সেংক্রাকের মত এ' উপজাতিদের উপর অত্যাচার করছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, আজকে আমরা যাদেরকে রেখেছি আমাদের রক্ষা করবার জন্য, তারাই আজ আমাদের ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে যদি কোন উপজাতিকে পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়, এমনি তাকে সেংক্রাক বলে ধরা হয় এবং নানাভাবে তার উপর অত্যাচার করা হয়। এসব করার দরুণ, সেখান থেকে এ' উপজাতিদের বেশ কিছু অংশ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছে। সেজন্য এ' ও-সির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। ডিপার্টমেন্টালী একটা ইনকোয়ারী হয়েছিল। কিন্তু হলে কি হল, তার কোন প্রতিকার নেই। আমি নিজেও পার্সোনালী এস পির কাছে অভিযোগ করেছিলাম। সেই অভিযোগ করাতে এস পি আমাকে বলেছিলেন যে অঘোর বাবু এটার জন্য একটু সময় লাগিবে। পরের দিন তিনি আমাকে এই বিষয়ে কিছু জানাবেন বলেছিলেন, কিন্তু বোধ হয় উনার মনে না থাকার দরুণ আর আমাকে কিছু জানান নি। যাক এই ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না।

তারপরে আর একটা ঘটনা হল মনু ও, সি রমেশ দাস (প্রাক্তন) তার দিকে। সেখানে পূর্ণহাম দিয়াং নামে একজন উপজাতির প্রায় ১০ দ্রোণ জোতজমি রেবন্ত ভট্টাচার্য্য নামে আর একজন ভদ্রলোকের নামে সেটেলমেন্ট করার সময়ে রেকর্ড করা হয়েছে। সেটা একটা ভুয়া রেকর্ড করা হয়েছে এরকলে সেখানে অ্যাকটিভিং যেসব ট্রাইবেল ছিল, তারা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল এবং এ ভদ্রলোকের নামে যে জমিগুলি ভুয়া রেকর্ড করা হল, তারা বলপূর্বক করে সেগুলি পুনরায় দখল করতে গেল। কিন্তু ঐ ও, সি রমেশ দাস-এর সহায়তায় এ ভদ্রলোক পুলিশ দিয়ে সেখানে ঐ উপজাতিদের

উপর আক্রমণ করল এমন কি তাদের অনেককে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিল। তাই সংবিধানে যাদেরকে রক্ষা করার কথা বলা হল, তাদেরকে তো রক্ষা করা হল না, বরং তাদেরকে তাদের জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। সেজন্য বলছি সংবিধানে যে সব কথা বলা হয়েছে, ত্রিপুরার পুলিশ সেগুলি পালন করার প্রয়োজনীয়তা মনে করে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শান্তিরবাজার সুভাষ কলোনীর আর একটা ঘটনা এখানে বলব। এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আর, পি, সি নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ট্রাইবেলদের জমি বেনামী বিক্রী করা যায়। কিন্তু এই ধরণের উপদেশ দেওয়াটা খুব সহজ, কাজটা কিন্তু তত সহজ নয়। সেখানকার উপজাতীরা বিপ্লবী ভূমিহীন সমিতি নামে একটা সমিতি করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে সমস্ত বেনামী ট্রাইবেলদের জমি নন-ট্রাইবেলরা কিনেছে সেগুলি যাতে উদ্ধার করা যায়। সেই শান্তিরবাজার সুভাষ কলোনীতে তালুকদার রিয়াং নামে একজন উপজাতীয় লোক আছে, তার ৫ কাণি জমি ছিল। সে তার এই ৫ কাণি জমি অক্ষি মগ নামে আর একজন উপজাতির কাছে বেনামী বিক্রী করে দিয়েছে। আসলে সে অক্ষ আর একজন অ-উপজাতির লোকের কাছে বেনামী এই জমি বিক্রী করেছিল। তাতে সেখানকার উপজাতিরা সবাই মিলে ঐ অ-উপজাতীয় লোককে বলল, আপনার জমি তো রেজেষ্ট্রি হবে না, কাজেই আপনি যার জমি তাকে ফেরত দিয়ে দেন। কিন্তু সে দিতে নারাজ হল। পরে যখন তারা সবাই মিলে ঐ জমি দখল করতে গিয়েছিল, তখন ঐ অ-উপজাতির পক্ষ হয়ে প্রায় ৫০০ অ-উপজাতীয় লোকেরা একসঙ্গে ঐ উপজাতিদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল। তখন সেখানকার উপজাতিদের পক্ষ থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হল তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য। পুলিশ সেখানে গিয়ে কোথায় যেসব উপজাতি আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে রক্ষা করবে তা না করে উল্টো সেখানকার ১৩জন উপজাতিকে এরেষ্ট করে নিয়ে এল। সেজন্য বলছিলাম যে আজকে উপদেশ দেওয়াটা খুবই সহজ কিন্তু কাজ করাটা তত সহজ নয়। এভাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র এই অসহায় উপজাতিদের রক্ষার নামে পুলিশ তাদের উপর একটা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ সরকারের এদিকে কোন নজর নেই। এভাবে সরকার এই উপজাতিদের একটা নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর পুলিশ তাদেরকে রক্ষার নামে তাদের উপর লুঠতরাজ করার ব্যবস্থা করছে। এই সম্পর্কে এই হাউসের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে। আমরা প্রত্যেকবার বলে যাচ্ছি, আমাদের বলাটা সার, কিন্তু তার কোন প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। এই হাউসের মধ্যে যখন আমার একটা ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উপর সাপ্লিমেন্টারী করেছিলাম এই ট্রাইবেল জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে, তখন মাননীয় সদস্য যতীন বাবুর যেন গায়ে লেগেছিল। তাতে আমাদের এই ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু হবে না যে মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় ট্রাইবেলদের জমি কেনার জন্য ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ কেনার জন্য অস্থির। কাজেই সেইদিক দিয়ে যে অবস্থা চলছে তাতে অনুন্নত পশ্চাৎপদ উপজাতিদের বাচাই মুস্কিল। এখন দেখা যায় যে রক্ষকসেই ভক্ষক। অমরপুরের একটা

ঘটনা এই প্রসংগে আমার মনে পড়ে যখন পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তরা এসেছিল তখন বহুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তখন কংগ্রেসের কমাণ্ডেন্ট ছিলেন। তিনি দূরে একটা চিহ্ন দেখিয়ে বললেন যে ঐ পর্য্যন্ত আমার সীমানা। কিন্তু ঐ সীমার মধ্যে একজন জমাত্তিয়ার জমি পড়েছে। সে শৈলেন বাবু নামে এক দারোগাকে বললো এর বিহিত করতে। কিন্তু দারোগা তার কথায় কোন কান দিল না। কাজেই রক্ষকই আজ ভক্ষক সেজেছে। কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য তো দূরের কথা, এই সম্পর্কে বিটেন কমপ্লেন দেওয়া হয়েছিল। শুধু পুলিশের কথা বলছি না সংখ্যাগুরু যে সম্প্রদায়, লোক সংখ্যায় যারা মাইনরিটি আছে তাদের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা রক্ষা করা কর্তব্য। এই কথাটা আজকে প্রত্যেকটি সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের ভাবা উচিত। এই বলেই আমি এই কাট মোশনের উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১২তে পুলিশ খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করছি এবং কাট মোশনগুলির গুণাগুণ বিচার করে আমি কয়েকটা জায়গায় দেখছি যে এইগুলিকে সমর্থন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তবে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যেখানে বলা হয়েছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, তিনি সেখানে ভুল করেছেন বোধ হয়। কারণ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে এইখানের ছেলেদের রিক্রুট করা হয় এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে এইখানের ছেলেদের যেন রিক্রুট করা হয়। অবশ্য তিনি সেখানে বলেছেন বি, এস, পি, এবং সি, আর, পি,। সেটা সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। তিনি বলেছেন সেংক্রোকের কথা অন্যান্যের কথা। তবে এটা ঠিক একটা কথা আমি এখানে বলব যে আমাদের যে পুলিশ এখানে আছে তারা দোষমুক্ত নয় এবং মুক্ত না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের যে শাসন ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মধ্যে পুলিশকে যদি তার চিন্তা ধারার পরিবর্তন না করে আমার মনে হয় সেটা পরিবর্তন হবে না এবং পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে চলার অধিকার সেটার দেওয়া উচিত। তারপর আমি বলব যে পুলিশের মধ্যে যারা নীচুতলার তাদের মধ্যে অনেক অভিযোগ আছে এবং সেটার মধ্যে আমার অভিযোগ হচ্ছে পুলিশ রেডিও ট্রাক অয়ারলেস তাদের যে বেতন সেই বেতনের অ্যানোমালী এখনও রয়ে গেছে। সেই অ্যানোমেলির পরিবর্তন হওয়া দরকার। তারপর যা আমি আমি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং আবার অ্যাকেয়ার্স সেগুলি হচ্ছে সেন্ট্রাল থেকে কনট্রোলড তথাপি ত্রিপুরা পুলিশের যে সুখ সুবিধা সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তার বেতন সম্পর্কে সেটা করার জন্য এখানে যদি ব্যবস্থা রাখা হত তা হলে ভাল হত। আজকে যে ডিসপ্যারিটি, তার পার্থক্যকে কমিয়ে আনতে হবে এবং আমরা সত্যিই সমাজ তন্ত্রের কথা বলি। এইকথা সত্যি যে সীমান্তে যে গ্রামগুলি আছে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমি বলব যে আই, বি পি ; এস, পি, তাদের দিয়ে যদি বর্ডারের গ্রামগুলি ভরাট করা হয় তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি যে তাহলে দেখা যাবে ৬০ থেকে ৭০ পারসেন্ট গরু সেই গ্রামগুলিতে নেই। অথচ আমরা সবুজ বিপ্লব, কৃষি বিপ্লবের কথা বলছি। আমাদের ত্রিপুরার যে ভৌগলিক অবস্থা তাতে দেখা যায় যে পাকিস্তানের ঐ সংলগ্ন গ্রামগুলি এবং সেইসব জমি যারা চাষবাস করে তাদের মধ্যে

প্রশ্ন জেগেছে কিভাবে গরু রাখা যায়। তাদের ঘরে ঢুকে তাদের আক্রমণ করে কেটে মেরে গরুগুলি নিয়ে যায়। কৃষ্ণনগরে এই রকম হয়েছে। তারপর আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আগে গরু নিয়ে যেত, আর এখন গরু যদি ঘরে থাকে তাহলে গৃহস্থকে পর্যান্ত তারা হত্যা করতে সংকোচ বোধ করে না। এই যে সীমান্ত, এই সীমান্তের মধ্যে গরু চোর কয়টা ধরা পড়েছে? মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন গরু চোরকে ধরা হত কিন্তু এখানকার কই? থানায় গেলে বলা হয় তোমরাই গরু পাচার কর বলে গরু চুরি হচ্ছে। গরু চুরি বেড়েছে এবং কেন বেড়েছে তার তদন্ত হওয়া উচিত। এই বিক্ষোভটা আমাদের দূর করা উচিত। এই যে গরু চুরি এটা একটা সমস্যা। এই সমস্যা থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং থানার মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে না। এটা সত্যি কথা। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বলে আমরা ধরে নিয়ে যাই থানায়। কিন্তু থানা ছেড়ে দেয়। সব পুলিশই এক রকম আমি তা বলছি না। অনেক পুলিশ আছে যারা সত্যিই সিনসিয়ার। তারা দেশকে সবল করতে চায় তারা কাজ করতে চায়, তাদের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে। এরপর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আজকে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের কথা বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ নিষ্ক্রিয়, অনেকগুলি ঘটনা সেখানে উঠেছে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে। কিন্তু পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা কেন, কারণ পুলিশের উপর রাজনৈতিক চাপ। কাজেই আমি বলব ত্রিপুরার পুলিশ যাতে এই রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত থাকে। এটা যদি না থাকে, তাদের যদি নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে দেওয়া না হয়, তাহলে এই যে পশ্চিমবঙ্গে বদনাম, ত্রিপুরাকেও তাহা বহন করতে হবে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যদি কোন মতান্তর দেখা দেয়, তখন পুলিশের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাকে আজকে প্রতিরোধ করতে হবে। কারণ ত্রিপুরায় তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমি এখানে উদাহরণ দিচ্ছি না। উদাহরণ না দেবার কারণ হচ্ছে দিস উইল নট বি প্যালেট এ্যাবল টু দি হোম মিনিষ্টার। সুতরাং উদাহরণ না দিয়ে বলব এদিকে পুলিশকে রক্ষা করতে হবে। পুলিশকে আমি দোষ দেই না, কারণ এই চাপের কাছে অনেক সময় তাদের মাথা নোয়াতে হয়। শহরের মধ্যে শুনেছি অনেক মস্তান আছে তারা ধরা পড়ে না, সেটা জানতে হবে। এদিক থেকে যদি পুলিশ হেলপলেস হয়, সেটার থেকে, আমি একজন কংগ্রেস এম এল. এ. হিসাবে বলছি, তাকে উদ্ধার করতে হবে। আজকে এইসব জিনিষগুলি বিচার বিশ্লেষণের সময় এসেছে, কারণ আজকে সমাজের গতি অন্যদিকে যাচ্ছে। যদি অন্যদিকে চলে যায় তাহলে গণতন্ত্রই বলুন, আর সমাজবাদই বলুন, সবই বিপন্ন হবে। কেন বিপন্ন হবে, পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, পুলিশ যদি নিরাপত্তা রক্ষা করতে না পারে, সমাজ মঙ্গলার্থে এগিয়ে না যেতে পারে, তাহলে সমাজকে রক্ষা করা যাবে না। সমাজের মধ্যে আজকে যে নৈতিক অবনতি এসেছে, যেটাকে ডিমোরালাইজেশন বলা চলে। আজকে ইউনিভারসিটির ভাইসচ্যান্সেলারই বলুন, প্রোভাইস-চেনসেলারই বলুন, প্রফেসারই বলুন, প্রিন্সিপাল বলুন, গ্রামের মাতব্বর বলুন, শিক্ষক বলুন, কর্মচারী বলুন, অফিসার বলুন সেই একই কথা। গ্রামে যান, গ্রামের মাতব্বরকে জিজ্ঞাসা করুন, গ্রামের সজ্জন ব্যক্তি আছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করুন, শহরের মধ্যে বুদ্ধিজীবি আছেন, শিক্ষাবিদ আছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন,

একই কথা সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে, এই সমাজকে কি করে রক্ষা করা যাবে। এই যে নৈতিক অবনতি, মর্যাল ডিজেনারেশান, ডিপ্রেডেশন থেকে সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে। আজকের যে কেবিনেট সিষ্টেম তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতার মধ্যে শোষকের যে অস্তি এবং শোষিতের উপর, সেই বাস্তবকে অস্বীকার করে লাভ নাই এবং তারজন্য আমি বিশ্বাস করি এই যে সমাজতন্ত্র তার মধ্য দিয়ে শোষক এবং শোষিতের অবসান হবে। শোষকের অবসান হবে ইণ্ডাসট্রিজ দিয়ে নয়, শোষকের টাকা পয়সা আছে, সেই টাকা পয়সা যদি তার নিরাপত্তা আজকে টিকীয়ে রাখে, তাহলে সেই যে শোষিত মানুষ তারা কোথায় দাঁড়াবে। তার টাকা পয়সা নাই, দাঁড়াবার জায়গা নাই। সেইদিক থেকে তার রক্ষার্থে পুলিশকে দাঁড়াতে হবে, তার রক্ষার্থে আইনকে দাঁড়াতে হবে, তার রক্ষার্থে শাসন ব্যবস্থাকে দাঁড়াতে হবে। যদি সেটা না হয়, আজকে যেহেতু পুলিশ দাঁড়াচ্ছে না, তাই আজকে সমাজের এই অবস্থা, এই যে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা দরকার। তাই আজকে এই পুলিশ খাতে আমি আমার বক্তব্য রাখতে যেয়ে আরও কতকগুলি কথা বলছি, তার মধ্যে একটা কথা হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরার ছেলে, আজকে আমরা দেখছি ২২ হাজার এম্প্লয়মেন্টের খাতায় নাম রেজিষ্ট্রি করছে। এছাড়াও অনেক আনরেজিষ্টার্ড ছেলে, মেট্রিক পাশ, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ বাড়ীতে বসে আছে। পূর্বে শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে কিছু বেকার সমস্যা সমাধান হত, কিন্তু এখন আইন করা হয়েছে প্রথম বিভাগে, দ্বিতীয় বিভাগে পাশ না করলে পরে তাদের কাছে নাম পাঠান হবে না। কিন্তু এই যে তৃতীয় বিভাগে পাশ করা গ্রামের ছেলে, অনেকের পিতামাতা হয়তো তার ছেলে মেয়েকে জমি বিক্রী করে পড়ার সংস্থান করেছে, তারা কোথায় দাঁড়াবে ? আজকে আমি জানি, অনেক ছেলে আমার কাছে আসে, তৃতীয় বিভাগে বা কম্পার্টমেন্টাল পাশ করেছে, তাদের উচ্চতা ৫' ৬" বা ৫' ৫", আমার মনে পড়ে একটি ছেলে মেট্রিক প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, তার স্বাস্থ্য খুব ভাল, বুকের ছাতি ৪২" হবে।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন স্যার।

সেই ছেলেটা আমাকে বলল স্যার আমি পাশ করে বসে আছি। পুলিশের রিক্রুটমেন্টে নিচ্ছে আপনি দয়া করে আমাকে সেখানে ঢুকয়ে দিন, আমি গিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে বলেছেন যে তোমার হাইট হবে না। কাজেই এক্ষেত্রে আমি বলব যে তাদের জন্য রিলাকজেশান দরকার। ত্রিপুরার এইরকম অনেক ছেলে আছে, বিশেষ করে ট্রাইবেল ছেলে—সিডুল কাষ্ট, সিডাল ট্রাইব এবং আমার কমিউনিটির ছেলেরা যারা আছে তাদের জন্য রিলাকজেশান দরকার। তা না হলে আমাদের এই যে পাঁচটি ব্যাটেলিয়ন, ১৪ ব্যাটেলিয়নে হাজার ১২ শত মত লোক নেওয়া হবে, কিন্তু আমাদের ছেলেরা সেখানে যেতে পারবে না, যদি রিলাকজেশান না হয়। আজকে বেকারের এই

যে ভয়াবহ অবস্থা সেই সমস্যা যদি সমাধান করতে হয় তাহলে আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেকোন ভাবেই হউক বিলাকভেশান করতে হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে হোমগার্ড, এটা সত্যি কথা যে অনেক হোমগার্ড ট্রেনিং নিয়ে বাড়ীতে বসে আছে, তাদের কোন চাকুরী নাই। কিন্তু বাজেট প্রভিশন আমরা দেখছি যে ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এই খাতে ২২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। কাজেই আমি আশা করব যারা চাকুরী করছে, সামান্য ১৩৫ টাকা তারা পায়, তাদের ছাঁটাই না করে, তাদের যাতে কর্ম্মসংস্থান করা হয় এবং তাদের দেশের নিরাপত্তার কাজে লাগানো যায় সেই ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

তারপর আমি আরেকটা অনুরোধ রাখব যে, যে সমস্ত এ্যামিনিটিজ সেন্ট্রাল পুলিশ যাদের ত্রিপুরায় নিয়োগ করা হয়েছে তারা পায়, সেইসব এ্যামিনিটিজ যাতে আমাদের ত্রিপুরার পুলিশরাও পায়। যদি পে স্কেলে কোন এ্যানমলীজ থাকে তাহলে সেটা দূর করা দরকার। আমি জানি যে ওয়ারলেস অপরেটার যারা আছেন, তাদের পে স্কেলে এ্যানমলীজ আছে, সেই সমস্তগুলি দূর করা দরকার। কারণ পুলিশের মধ্যে যদি ডিসকনটেন্ট থাকে, তাহলে দেশের পক্ষে মারাত্মক। পুলিশ খাতে আমার বক্তব্য রাখতে যেয়ে আমি এই আবেদন রাখব, তবে আজকে একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে পুলিশের উপর আলোচনা কালে সংশ্লিষ্ট মহোদয় অনুপস্থিত যার কাছে আবেদন রাখব। আমি স্পীকার মারফৎ বলব যে আমাদের যে বক্তব্য এখানে রেখেছি সেটার উপর গুরুত্ব দিয়ে পুলিশকে যেন নিরপেক্ষভাবে দেশের কাজ করবার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার—এনি আদার মেম্বার ?

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি, আর তার উপর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে সব কাট মোশান রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের এক্টায়ার রিক্রুটমেন্ট যদি দেখি, তাহলে দেখব যে তার একটা হল অল ইণ্ডিয়া পেটার্ণস, আর একটা হল ত্রিপুরা পেটার্ণস। এখানে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যে কথা বলেছেন, সেটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট। আমাদের এখানে যেসব বি, এস, এফ, রিক্রুয়েট করা হচ্ছে অল ইণ্ডিয়া বেসিসে, তার সংগে আমাদের ত্রিপুরার রিক্রুয়েটমেন্টের কোন মিল নেই। ফলে এখানকার যারা অধিবাসী, তারা এই বি, এস, এফে ভর্ত্তি হতে পারছে না কেন না তারা সর্ট হিসাব। কাজেই বি, এস, এফ, কর্তৃপক্ষ বাহির থেকে লোক এনে রিক্রুয়েট করছে। এই বি, এস, এফে রিক্রুয়েট হতে গেলে তার হাইট যেটা আছে সেটা হল ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। অথচ আমাদের ত্রিপুরাতে পাহাড়িয়া যে সব ছেলে আছে, তাদের হাইট তত নয়, সেই কারণে তারা বি, এস, এফে ভর্ত্তি হতে পারছে না। এটা কেন হল, তারও একটা কারণ আছে,

কারণটা হল এই হাইট যদি চালু থাকে, তাহলে ত্রিপুরার ছেলেরা এতে ভর্তি হতে পারবে না এবং বাহির থেকে রিক্রুয়েট করার স্কোপ রাখা হল। আর যেহেতু ত্রিপুরার ছেলেদের ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি হাইট নেই, সেহেতু তাদেরকে এই বি, এস, এফে ভর্তি করা যাবে না। স্পীকার স্যার, আমরা আরও খবর পেয়েছি যে ত্রিপুরা থেকে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই বাহির থেকে রিক্রুয়েট করতে হবে। আমরা আরও জানি যে আমাদের এখানে বি, এস, এফের যে তিনটা বেটালিয়ন করা হয়েছে, তাতে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার বাহির থেকে এবং যাদেরকে রিক্রুয়েট করা হয়েছে, তাদের হাইটের সংগে আমাদের ত্রিপুরার লোকদের হাইটের কোন মিল নেই। অবশ্য সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের বেলায় কিছুটা রিলেকসেশান করা হয়েছে। আজকে এভাবে আমাদের ত্রিপুরার ছেলেদের ডিপ্রাইভ করার জন্যই এটা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। কাজেই সেদিক দিয়ে আমি আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে আমাদের ত্রিপুরাতে যেসব বেকার যাদের উপযুক্ত শারীরিক ক্ষমতা আছে, তাদের যেন এই বি, এস, এফ বাহিনীতে নেওয়া যায়, সেজন্য তিনি যেন কিছু করেন। তাছাড়া আমরা এখানে আর একটা জিনিষ দেখছি, সেটা হল আমাদের এখানে যেসব পুলিশ অফিসার আছে, তাদের অধিকাংশই আমাদের ত্রিপুরার বাহিরের। এখানকার ছেলেরা সেই আই, পি, এস ক্যাডারে যেতে পারছে না যদিও তাদের শিক্ষা দীক্ষা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। এই আই, পি, এস ক্যাডারে যেতে হলে ইউ, পি, এস, সির মাধ্যমে যেতে হবে। কাজেই আমাদের এখানকার ছেলেদের সেই সব সুযোগ সুবিধা নেই। বাহির থেকে আই, পি, এস, পুলিশ অফিসার আসছে এবং ভবিষ্যতে আরও আসবে আমি মনে করি ত্রিপুরার ছেলেদের এই সুযোগ পাওয়া দরকার এবং এই সুযোগ পাইতে দেওয়ার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। তারপরে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু একটা কথা এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরার বাইর থেকে অফিসার আনার দরুন আমাদের অনেক টাকা ডেপুটেশান এ্যালাউন্স হিসাবে দিতে হয়, তাঁর এই কথার সংগে আমিও একমত আছি। বছর বছর আমাদের এই বাজেট থেকে বহু টাকা এই বাবতে খরচ করতে হয়, এটা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। কেন করতে হয়? করতে হয় এই কারণে যে আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি বাবদে। তবে এই কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের সংগে ভিন্ন রাষ্ট্রের যে বর্ডার আছে, সেটা শুধু আমাদের বর্ডার নয়, এটা ভারত রাষ্ট্রের বর্ডার হিসাবে কেন্দ্রের ও বর্ডার এবং এই বর্ডারের সিকিউরিটি রক্ষার জন্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। কাজেই এই বর্ডার রক্ষা করতে গিয়ে যে টাকাটা খরচ হবে, সেটার সবটাই কেন্দ্রেরই খরচ করা দরকার। কিন্তু তা না করে যদি আমাদের বাজেট থেকে এই টাকাটা খরচ করতে হয়, তাহলে আমাদের রাজ্যের যেসব উন্নয়নমূলক কাজ আছে, সেগুলি ঠিকমত হবে না। কাজেই আমি মনে করি যে বর্ডার রক্ষা করার ব্যাপারে যত টাকা খরচ হবে, সেটা যেন কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট থেকেই খরচ করা হয়, রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে নয়। আর একটা কথা হল আমাদের এখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দেওয়াতে আমাদের যে এস, পি ছিল, সে এত বড় এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালাতে পারে না। তার জন্য আজকে আই, জি, পি পোষ্ট ক্রিয়েট করার পর

উঠেছে এবং সেই পোষ্ট ক্রিয়েট হয়েছে। আর এই পোষ্টের জন্য যে অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে, তিনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের লোক নন তিনি ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে আসছেন। আজকে যেখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সীমান্তে রয়েছে, আমাদের বর্ডারগুলির দৈনন্দিন অবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে যে আমাদের একদিনের জন্যও কোথাও বর্ডারে শান্তি নেই। সেখানে দিনের পর দিন কোথাও কোথাও গরু চুরি, গৃহস্থের ঘরে চুরি না হয় ডাকাতি হয়ে চলছে। মোটের ওপর সীমান্তে যেসব অধিবাসী আছে, তাদের কোন প্রটেক্শান এই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দিতে পারছে না। কাজেই এই যে অবস্থা চলছে এটা দূর করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং সেজন্য আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর দিকে কোথাও কোথাও পুলিশ ক্যাম্প চাওয়া হয়েছে এবং এই সম্পর্কে আমাদের এই হাউসে একটা ডিসকাশনও হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে আমাদের মোহনপুর সিধাই অঞ্চলে একটা পুলিস ক্যাম্প বসানো হয়েছিল, তাতে করে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব ফিরে এসেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেখান থেকে সেই পুলিস ক্যাম্পটা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ সেখানকার অধিবাসীরা এই পুলিশ ক্যাম্প থাকার জন্য বলেছিল। সেজন্য আমি আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে পুলিশ এর অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। তবে উনারা সমালোচনা করার জন্য বিরোধী পক্ষ বসেছেন এবং সমালোচনা করবেন এটাই আমরা উনাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি। কিন্তু পুলিশ তো অনেক ভাল কাজও করে, সেগুলির কোন প্রশংসা উনারা করেন না। না করার অনেক কারণও আছে। যেমন আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে একটা সেংক্রাকের উপদ্রব চলছে এবং পুলিশ সেটা কঠোর হাতে দমন করছে বলেই তাদের কাছে পুলিশ ভাল লাগছে না। আজকে আমাদের পুলিশ সমাজদ্রোহীদের যে সব তৎপরতা দমন করেছে এবং অনেকগুলি আর্মস এ্যাণ্ড এ্যামুনিশান ধরতে পেরেছে। শান্তির জন্যই মানুষ পুলিশের সাহায্য চায় এবং পুলিশ সেখানে গিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করে থাকে। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের বলব তারা যেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আজকে যে স্বৈরাচারী অবস্থা চলছে, সেখানে মানুষ রাস্তা ঘাটে বাইর হতে পারছে না এবং অহরহ এখানে সেখানে বোমা ফাটাচ্ছে, সেদিকে যেন দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু সেই তুলনায় আমরা ত্রিপুরাতে অনেক ভাল আছি এবং এখানে শান্তি শৃঙ্খলা বিদ্যমান রয়েছে। আর হোমগার্ড সম্পর্কে আমার একটা কথা বল, তাদের আজকে সাধারণ কনেষ্টবল এর মত ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ তাদেরকে বছরে মাত্র দুইটি সার্ট পেন্ট দেওয়া হয়ে থাকে। আজকে পুলিশ যে ভাবে কাজ করছে, হোমগার্ডরা সেইভাবে কাজ করছে। তাছাড়া তাদের মাত্র মাসে ৯০ টাকা করে বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ পুলিশরা ঐ একই কাজ করে আরও বেশী বেতন পেয়ে থাকে। এদিকেও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে আমাদের পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সমাজের মধ্যে এবং দেশের মধ্যে ক্রমশ ক্রাইমসের সংখ্যা বেড়েই চলছে। কেন আজকে আমাদের ক্রাইমসের সংখ্যা বাড়ছে, তার পিছনে বেশ কতগুলি কারণ রয়ে গেছে। সেটা দেখলে আমরা দেখব যে আজকে যদি কোথাও কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ করা হয় এবং সেই সম্পর্কে যদি আগে থেকে পুলিশকে খবরও দেওয়া হয় তাহলে পুলিশ সেখানে সময় মত যায় না। যদি পুলিশ সেখানে সময় মত যেত তাহলে অনেক সময়ে সেই সব অবাঞ্ছিত শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকত না। তারপর যদি কোন ঘটনা ঘটে গেল, তখন যদি কোন এজাহার দেওয়ার জন্য থানাতে আসে তখন সেটা সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে নেওয়া হয় না। ফলে তাতে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যদিও বা এজাহার নিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটার কোন ইনকোয়েরী করার ব্যবস্থা করা হয় না এবং দুই তিন মাস পরে গিয়ে সেই ইনকোয়েরী হয়। এখন যেখানে ইনকোয়েরী হওয়ার কথা, সেখানকার লোকজনদের আগে থেকে কোন কিছু জানানো হয় না এবং ইনকোয়েরী করতে গিয়ে যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য জানার কথা, সেগুলি ঐ এলাকার লোকেরা ইনকোয়েরীর সময় মত হাজির না থাকার দরুণ, সেগুলি নেওয়া সম্ভাব হয় না। তার ৫-৬ মাস পরে সেই ইনভেষ্টিগেশান হওয়ার যখন কেসটা আদালতে যায়, তখন দেখা যায় যে ঐসব কেসের অধিকাংশই ফেল হয়ে যায়। অর্থাৎ আদালত; প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক না থাকার দরুণ, সেগুলি বাতিল করে দেয়। ফলে মানুষ বিচারের জন্য যেখানে থানাতে এজাহার করল এবং ইনভেষ্টিগেশনের পর সেটা যখন আদালতে আসল, তখন তারা আর ঠিকমত বিচার পায় না। এমন হয় যে সেখানে যে ব্যক্তি এজাহার করল তার নাম পর্যন্ত থাকে না। তারপর আরও দেখা যাচ্ছে যে একজন কোর্ট দারোগা হয়ত ৪০-৫০টি কেস তাব ডিল করতে হয়। সাব-ডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টার থেকে হয়ত আদালতে উঠেছে। একজন দারোগার যদি ৪০-৫০টা কেস ডিল করতে হয় তবে সেই কোর্ট দারোগা কোন্ দিকে যাবে? সে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করতে পারে না। যারফলে নাকি এই সমস্ত কেসগুলি ডিসমিস হয়ে যায়। আমি দেখছি আজকে আমাদের পাহাড় এলাকাতে চুরি ডাকাতি হত্যা বাত্রিদিন হচ্ছে। হয়ত দেখা গেল একটা চুরির কেসে তার সমস্ত কাপড় চোপড় পেল, চোরাই মাল উদ্ধার হল। কিন্তু যে আসামী সে খালাস পেয়ে গেল। তাকে চালান্ দিল না। কাজেই কেসটা ডিসমিস হয়ে গেল। টাকা দিলেই সব কিছু হয়ে যায়। আর এটাও দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সাম্প্রদায়িক ব্যাপার আছে। হয়ত দুইজন লোক মারামারি করে উণ্ডেড হল একজন আমার কাছে এসে বললো যে কি করব? আমি বললাম থানায় যাও। সে বললো যে থানাতে গেলে ভয় লাগে। আমি বললাম আমার কথা বল। সে তখন দারোগা বাবুর কাছে গেল এবং দারোগা জিজ্ঞাসা করলো যে এম, এল, এ সাহেবকে জানিয়েছ। সে বলল হ্যাঁ আমি এম, এল, এ সাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। তখন এজাহারের মধ্যে লিখা হল যে এম এল, এ এরসাদ আলী চৌধুরীর নির্দেশ মতে এজাহার দিচ্ছি। এই যদি হয় তাহলে মানুষ কি করে এজাহার দিতে যাবে? অর্থাৎ সে দারোগা দেখলো যে আমার কমিটি উল্লেখ্য।

সেজন্য আমার নির্দেশ মতে এটা লিখা হল। আমরা যদি পাঠিয়ে দিই আর দারোগা যদি এজাহার লিখে এম. এল. এর নির্দেশ মতে তা হলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর প্রতি নিবেদন করছি যে এই ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট নীতি থাকা উচিত। একজনের হয়ত ধান চুরি হল। তারপর এজাহার দিতে গেল। এজাহার নেয় না। তারা বলে আমার বাড়ীতেও ধান চুরি হয়েছে সেজন্য আমি তো এজাহার দিই নি। কাজেই এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করা উচিত। আরও দেখা যায় দারোগাদের ভুল ও ভ্রান্তির জন্য ৮০ পারসেন্ট কেস ডিসমিস হয়ে যায় এবং এর পেছনে সরকার থেকে কত টাকা খরচ করতে হয়। একটা মোকদ্দমার খরচই হয় ২-৩ হাজার টাকা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দারোগার সামান্য ভুলের জন্য কেসটা ডিসমিস হয়ে গেল। অনেক সময় হাকিম হয়ত লিখে দেন তদন্তকারী দারোগার রিপোর্ট পুলিশ বিভাগে রেকার করা হোক। কিন্তু হয়ত রেকার করেছে। সুতরাং আমি মনে করি যে এই সমস্ত দারোগার ভুল ভ্রান্তিতে যে সমস্ত কেসগুলি ডিসমিস হয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত দারোগার অন্ততঃ এই কেসগুলি ডিল না করাই উচিত। মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমার অনুরোধ যে আজকে পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর বলতে গিয়ে যা বললাম তা যেন মন্ত্রীদের কানে লাগে। এইগুলি অন্তরের কথা। সুতরাং তার যথোচিত ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১২-পুলিশ সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য রাখব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এর উপর যে কাটমোশন দিয়েছেন অভিরাম দেববর্মা মহাশয় আমি সেই কাটমোশনের বিরোধিতা করি এবং মূল প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। কাটমোশন সমর্থন করি না এই জন্য যে বর্ডার এলাকায় হ্যাংক্রাকের উপদ্রব বন্ধ করার বা হ্যাংক্রাকের উপদ্রব দমন করার ব্যর্থতা আমি স্বীকার করি না। কারণ ১৫/১৬ বছর আগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ভয়াবহ এবং বড়রকম ঘটনা ঘটেছিল। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই জানে। ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ছিল কেরালা, আর একটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য। ঐ সময়ে তাদের সুযোগ ছিল বাড়ীঘর জ্বালিয়ে এবং মানুষ কেটে রক্ত বহাত। ত্রিপুরা রাজ্য সমাজদ্রোহীদের দমন করার জন্য, তাদের থেকে লোকদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ যথেষ্ট করেছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে এনেছে। সুতরাং আমি বলব যে ত্রিপুরার পুলিশ সক্রিয় এবং ত্রিপুরার পুলিশ আমাদের অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মোটেই নিরাপত্তা ছিল না সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দিব্যি আরাম ঘোরাঘুরি করছি। কিন্তু যদিও পুলিশ সক্রিয়ভাবে দমন করেছেন কিন্তু তথাপি এটা সম্পূর্ণভাবে দমন হয়নি। তারা চেষ্টা করছে। তার প্রমাণ হল এই সরকার। আগে আমরা বুঝতাম যে ত্রিপুরার ৭৫০ মাইল বর্ডারের মাত্র উত্তর অঞ্চলে পাকিস্তানীরা হামলা করতে পারত। কিন্তু দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে সেখানে আগে কোন পাকিস্তানী হামলা ছিল না। তাহলে কারা দক্ষিণাঞ্চলে এখন হামলা করছে? সেখানে সরল আদিবাসীরা, জুমিয়ারা নিরুপদ্রবে বসবাস করত। কিন্তু কয়েক বছর আগেথেকে এই সমাজদ্রোহীদের সেই এলাকার মধ্যে,সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে দৃষ্টি পড়েছে,তজ্জন্য হ্যাংক্রাকের সৃষ্টি হল। সেই এলাকার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নাই,সেই এলাকার মধ্যে

তদের নজর পড়ল এবং নজর পড়ার পর তারা মিজোদের আহ্বান করল। আমরা জানি এই সমাজদ্রোহীর একদল বিশিষ্টকর্মী গত বছর সেখানে ধরা পড়েছে। যারা গ্রামে গ্রামে তারা ঘুরছিল,আমরা জানি তারা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে আরও অনেকে। কিন্তু সুখের বিষয় আমাদের বর্ডারগুলি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশের তৎপরতার দরুণ ছামনুতে, বলাংবাসা এবং কাম্পুই এলাকায় সমাজদ্রোহীদের কার্যকলাপ শক্ত হাতে দমন করা হয়েছে। আমাদের পুলিশ সক্রিয় বলে তারা এখন মাথা লুকিয়ে আছে। কিন্তু বিশ্বাস নাই হয়তো তারা আবার মাথা চাড়া দিতে পারে কিন্তু আমি জানি ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই বিষয়ে সক্রিয় আছেন। ত্রিপুরা নিরীহ মানুষের কোন ঘর যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র বিভাগ তৎপর। একদিন এমন ছিল এই আতংকজনক উপদ্রব এমন অবস্থা করেছে যে মানুষের ধন,প্রাণ,মান,কোন কিছুরই নিরাপত্তা ছিল না। বিশেষ একদল, সমাজদ্রোহী বলে পরিচিত তারাই এখন এই মস্তান বলে পরিচিত। নিরীহ মানুষতো কোন কিছু করে না, শান্তশিষ্ট মানুষতো মস্তানী করে না, ভাল ছেলেরা লেখাপড়া করে, তারাতো মস্তানী করে না। কাজেই একদল সমাজদ্রোহী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এইসব মস্তানী উৎপাত করে। তাদের পুলিশ দমন করলে, তারাই আবার বলে পুলিশ নিরীহ মানুষকে উৎপীড়ন করে, তাদের উপর অত্যাচার করে। যারা মস্তানী করে তাদের শায়েস্তা করবার জন্য আমরা জানি পুলিশ সর্বদা তৎপর। ত্রিপুরার যারা শান্তশিষ্ট, যারা সমাজসেবী, যারা ত্রিপুরার শাসন চালাচ্ছেন, তারা ত্রিপুরার পুলিশকে সমর্থন করবে।

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—আর পাঁচ মিনিট সময় দিন স্যার। ত্রিপুরার পুলিশের যদি বেতনের কোন তারতম্য থাকে তাহলে সেটা দূর করা দরকার। আর ত্রিপুরার ছেলেরা যাতে ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগে ভর্তি হতে পারে এরমধ্যে যে সমস্ত আইন-কানুন আছে, সেগুলি যাতে শিথিল করা যায়, ত্রিপুরার ছেলেরা বিশেষভাবে উপজাতি ছেলেরা সেই সমস্ত জায়গায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় সেটা শিথিল করা দরকার। কিন্তু ত্রিপুরার পুলিশ নিষ্ক্রিয় নয়, ত্রিপুরার পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, সেটা আমি মানতে রাজী নই। সুতরাং অভিরাম বাবু যে কাট মোশান এনেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি এবং মূল প্রস্তাবের সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ। প্লীজ স্পীক ফর ফাইভ মিনিটস।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই

যে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১২—পুলিশ বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, আমি তা সমর্থন করি। তবে সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার কয়েকটি বক্তব্য এখানে রাখছি। আজকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ পুলিশ বাজেটের উপর অন্যান্য বছরের তুলনায় এমন বিশেষ কিছু গরম বক্তৃতা করতে পারেন নাই, এতে মনে হয় যে আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ অনেকটা ভালভাবে কাজ করছে। কারণ তাদের ভয় আছে যে কি জানি পশ্চিমবংগের কথা যদি এসে যায়, তাই এবার তাদের বক্তৃতায় বুঝা যায়, পুলিশ কাজকর্ম অনেকটা ভাল করছে কারণ তাদের বক্তৃতার টোন এবার অনেক নরম গতবারের তুলনায়। তবে মানুষ দোষ গুণে সৃষ্টি। দোষ ত্রুটি থাকবেনা তা নয়। দোষ সংশোধনের যে চেষ্টা না হয়, তা-ও নয়। যদি যথাসময়ে স্পেসিফিক কেস্ দেখানো হয় তবে সেটার সংশোধন হয়। তবে এখানে আমার বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ করে একটা জিনিষ আমি ধরে তুলতে চাই সেটা হচ্ছে পুলিশ বিভাগে যে সব পোষ্টগুলি সাধারণ পুলিশ থেকে অফিসার পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়, তার মধ্যে কিছুটা কারচুপি হয়। সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইবসদের যে রিজার্ভেশন আছে এ্যাকর্ডিং টু দেয়ার রিজার্ভেশান আমরা সেই সুযোগ পাচ্ছি না। ১৯৫১ইং সনের যে সেনসাস হয়, তাতে আমাদের রিজার্ভেশন সরকারী স্বীকৃতি মতে ছিল ৭.৫ পার্সেন্ট এবং ১৯৬১ সনের সেনসাস মতে রিজার্ভেশন সরকারী স্বীকৃতি মতে হচ্ছে শতকরা সাড়ে বার ভাগ। এবার এ্যাসেম্বলীতেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের উপর আলোচনার সময় সেটা স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই যে সাধারণ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সেখানে এ্যাকর্ডিং টু রিজার্ভেশন যে কোটা সেই কোটা মত এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে না, সেটা সত্য। আমাদের এই যে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেটা খুবই দুঃখজনক। কারণ রিজার্ভেশনের সুযোগ রাখা হয়েছে যারা নাকি সমাজের মধ্যে অনগ্রসর, যারা শিক্ষাদীক্ষায়, অর্থনীতির দিক দিয়ে ব্যাকওয়ার্ড তাদের জন্য। তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার জন্য এই যে সরকারী স্বীকৃতি, সেই সুযোগ থেকে তারা আজ বঞ্চিত হচ্ছে। সেইজন্য আমি মনে করি সেই ডিপার্টমেন্ট এর যে মন্ত্রী আছেন, সক্রিয়ভাবে তিনি সেটা অনুসন্ধান করবেন বা তদন্ত কমিশন করে সেটা দেখবেন, কেন আমাদের এই রিজার্ভেশনের কোটাগুলি পূরণ হচ্ছেনা, যার জন্য আজকে আমরা এমন অবস্থায় এসে পড়েছি যেটা নাকি আমাদের খুবই দুঃখের এবং ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছে। আজকে দিনের পর দিন যেখানে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, অনেক অনেক কনষ্টেবল থেকে অফিসার হচ্ছে, আই, পি, এস হচ্ছে, কিন্তু আমাদের কোটা পূরণ করা হচ্ছে না, তাতে আমরা ঐ সমস্ত ক্ষেত্রেও বঞ্চিত হব। আমাদের রক্ষা কবচ হিসাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সেই সমস্ত থেকে যে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি, তার ফলে সেখানে আমাদের লোকদের অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই। আমাদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, আমরা লেখাপড়া শিখছি, কাজেই এইদিক থেকেও আমাদের এনকারেজ করা উচিত এবং আমাদের এই যে কোটা, সাধারণ পুলিশ থেকে অফিসার-পর্যন্ত ব্ল্যাক মেল না করে, ব্ল্যাক লোভ না দেখিয়ে আমাদের যাতে কোটা পূরণ হয়, তারজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি যাতে আমাদের এই কোটাগুলি পূরণ করা সেই দিকে তিনি যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

তাছাড়া আরেকটা বিষয়ে আমি বলব। রিসেসের আগে আমাদের মাননীয় এক সদস্য সেই ভেহিক্যালের উপর বক্তৃতা করতে যেয়ে অনেক কিছু বলেছেন যে আমরা যেই গাড়ীতে চড়ি, অনেকে প্রথম শ্রেণীর সিট যদি পায় তাহলে পেছনে দিকে কি আছে সেটা খেয়াল থাকেনা। সেখানে আমি বলব যে এই ক্ষেত্রে পুলিশেরও ত্রুটি দেখা যায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেখানে বহু পুলিশ ফাড়ি বা পুলিশের থানার সামনে দিয়ে আমরা আসি সেইসব ক্ষেত্রে পুলিশ কোন কেস ধরে না। মাননীয় সদস্য একটা কথা যেভাবে তিনি বলেছেন, আমাদের চরিত্র সম্পর্কে যে রিমার্ক করেছেন আমি উনাকে অনুরোধ করব, তিনি যেন এই বিষয়টা তাঁর মনের মধ্যে বিচার বিবেচনা করে দেখেন। কেন মানুষ এভাবে যাতায়াত করে, সেটাও তো একবার ভেবে দেখা দরকার। আর এটাও আমাদের অজানা নয়, যে মানুষ অসুবিধায় পড়লে, এটা করতে বাধ্য হয়। সে যাহা হউক সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের যে কোটা আছে, সেটা যেন পূরণ করা হয় সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিরোধীপক্ষের কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ এর উপরে পুলিশ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, এটা একটা বিরাট অংক। বিরাট অংক হলেও পুলিশ খাতে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, ত্রিপুরার প্রায় ৩ দিকে সীমান্ত রয়েছে এবং তাছাড়া আভ্যন্তরীণ গোলযোগ তো রয়েছেই। কাজেই এই সব দিক থেকে চিন্তা করলে এই ব্যয় বরাদ্দ খুব একটা বিরাট অংক নয়, সেজন্য আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী সদস্যরা যে সব কাট মোশান রেখেছেন, সেগুলি কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে আমি মনে করি সীমান্ত রক্ষা করার জন্য যে বি, এস, এফ রয়েছে তাদের আরও শক্তিশালী করা দরকার। কারণ সীমান্তে এখনও গরু চুরি হচ্ছে এবং গরু চুরি হওয়ার ফলে এক একটা পরিবার আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কারণ, এক রাত্রিতে এক একটা পরিবারের ৪-৫টি করে গরু চুরি হচ্ছে। আমার অঞ্চল সীমান্ত অঞ্চল এবং এটা নিজে চোখে দেখেছি এবং শুনেছিও, সেজন্য আমি এই ব্যাপারে কিছু খবর জানি বলে এখানে বলছি। আজকে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে শুধু গরু চুরিই নয়, সেখানে সীমান্ত অঞ্চল থেকে ধানও কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সময় মত সেটা হস্তক্ষেপ করায় আর বেশী এগোতে পারে নি। সেখানে সীমান্তের লোকজন একত্রে মিলে সেই সব পাহারা দিয়েছে। তাতে যে বি, এস, এফের সহযোগিতা ছিল না, সেটা আমি বলছি না, তাদেরও সহযোগিতা ছিল এবং সীমান্ত অঞ্চলের মানুষেরাও এই সব গরু চুরির ব্যাপারে এবং ধান কেটে নেওয়ার ব্যাপারে একত্র হয়ে পাহারা দিয়েছিল এবং ফলে সেটা অনেকাংশে কমেছে বটে কিন্তু সব জায়গাতে সেটা সমভাবে কমেনি। আমি জানি যে আমার বিলোনীয়া শহর থেকে বেশ কয়েকটি পরিবারের গরু চুরি হয়ে গেছে। সেজন্য আমি বলব যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এদিকে আরও সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। বিশেষতঃ আজকে যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে আমি একটা

অল্প কথাই বলব। যেমন মহারাণীতে যে একটা ঘটনা ঘটেছে, তাকে কেন্দ্র করে আমাদের এই আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে দালানে দালানে বিভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছে। আবার এটাকে কেন্দ্র করে ঐ কলকাতা শহরেও দেখা যাচ্ছে যে এখানে সেখানে পোস্টার লাগানো হচ্ছে এবং তাতে ত্রিপুরার গেরিলা যুদ্ধকে অভিনন্দন জানিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে এর পিছনে নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক দলের চক্রান্ত রয়ে গেছে। কাজেই ত্রিপুরার পুলিশ যদি আরও শক্তিশালী এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে এটাকে দমন করতে না পারে তাহলে আমাদের ত্রিপুরার ভবিষ্যৎও পশ্চিমবংগের মত হয়ে যাবে বলে আমি আশঙ্কা করছি। কাজেই এদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। ইদানিং বিলোনিয়াতে একটা দল হয়েছে তার নাম হল ভূমিহীন বিপ্লবী দল। তাদের উদ্দেশ্য হল মানুষের জমি দখল করা। আজকে এক একজন জমি কিনেছে এবং গত ১০-১২ বছর ধরে সেগুলি চাষাবাদ করে চলছে, অথচ তারা সেগুলি জোর করে দখল করবে। এই তো কয়েকদিন আগে বিলোনীয়ার শান্তির বাজারের কাছে এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকজনকে ধরাও হয়েছে। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে পুলিশ নাকি সেখানে নীরিহ লোকদের ধরেছে। আমি বলব উনার এই কথাটা সত্য নয়। কারণ যাদেরকে পুলিশ সেখানে ধরেছে তারা নীরিহ লোক নয়। কেননা যারা ঐ জমি দখল করতে এসেছিল, তারা প্রায় তিন মাইল দূর থেকে এসেছিল এবং জোর জবরদস্তি করে সে জমি দখল করতে চেয়েছিল। আর সেখানে যাদেরকে এরেষ্ট করেছে, তার মধ্যে ঐ দলের সম্পাদক এবং আরও কয়েকজন রয়ে গেছে। কাজেই অঘোর বাবু ঐ বিষয়টাকে যেভাবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তাতে আমার মনে হয় যে উনার দলের লোকও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং তার দলেরও উস্কানি ছিল। কাজেই এই সব কারণে যদি একটা শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে আমি আশংকিত হই যে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে বাঙ্গালী এবং উপজাতিদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক গোলমাল তারা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এদিকেও সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। আর পুলিশ সম্পর্কে বলতে গেলে শুধু পুলিশের দোষের কথা বললেই চলবে না তাদের কতগুলি প্রশংসনীয় কার্য্যকলাপও আছে। কিন্তু নিম্নতম কর্মচারীদের মধ্যে যেসব গলদ আছে, সেগুলি দূর করা দরকার। সেগুলি দূর করতে হলে উচ্চ পদে যেসব অফিসার আছেন তাদের একটু সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, তাহলে ঐসব গলদ দূর হতে পারে। আর তা না হলে দিনের পর দিন সেগুলি বেড়ে গিয়ে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। তবে ইদানিং আমাদের পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান যে কিছুটা ডিটেরিওরেট করেছে, তা অনস্বীকার্য্য এবং চারদিকে তাকালে যেসব কার্য্যকলাপ আমরা দেখতে পাই, তা থেকে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি। এটার অনুসন্ধান করা দরকার।

তারপরে মাননীয় সদস্য কিছুক্ষণ পরে বলেছেন ওভারলোডের কথা। ওভারলোড যে হচ্ছে না, তা আমি অস্বীকার করি না। আমরা দেখি যে পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং গাড়ী আটকায় কিন্তু কার্য্যতঃ তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। তিনি বলেছেন যে চরিত্র সংশোধনের

জন্য, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি চরিত্র সংশোধন করেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এর আগেও আমি বিভিন্ন সময়ে এই ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রেখেছি। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের যারা বড় বড় অফিসার আছেন, তারাই এই ওভারলোড সম্পর্কে তাদের ইতিকর্তব্য ঠিক করবেন। কাজেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কে কি করবেন, সেই প্রশ্ন এখানে উঠে না। এটাই কি মাননীয় সদস্যের বিক্ষোভের কথা? আমি মনে করব যিনি বলেছেন তিনিও প্রায় এই জাতীয় ঘটনা করেছেন। উনার চোখে কি এইগুলি পড়ে না? উনি কি লম্বা পথে গাড়ীতে করে যান না? তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন। আমি বলছি এই যে ডিপার্টমেণ্ট সেই ভেহিকেল ডিপার্টমেণ্টের কথাও বলছি না। আমি বলছি আরও বেশী গাড়ী বাড়িয়ে দিয়ে যাতে মানুষের চলাফেরার বিঘ্ন না হয়, পুলিশের যাতে গাড়ী থামিয়ে ওভারলোড ধরতে না হয় সেজন্য আরও গাড়ী বাড়িয়ে দেওয়ার কথা। তিনিও যেভাবে বলতে চান সেভাবেই বলতে পারেন। তাতে বাধা দিবে লাভ নাই। এই ব্যাপারে আমি বেশী বক্তব্য রাখব না। এবার বি. এস এফ. সম্বন্ধে দুচার কথা বলছি। বি. এস. এফ. এ ত্রিপুরার লোক নাই এমন কথা নয়। কিন্তু বি. এম. পি. এবং সি. আর. পিতে ত্রিপুরার লোক নাই। তারা বাইরে থেকে এসেছে। তাদের সরিয়ে ত্রিপুরার লোক দিয়ে যদি বর্ডার রক্ষার চিন্তা করা যায় তাহলে বহু লোকের কর্ম সংস্থান হবে বলে মনে করি। ইতিপূর্ব্বে মাননীয় সদস্যগণ বলে গেছেন। সুতরাং এটাকেও সংশোধন দরকার বলে মনে করি। আমি আর বেশী বলতে চাই না। আমি এই ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে বাজেটে যে বরাদ্দ রয়েছে সেই বরাদ্দটাকে আমি সমর্থন করে বলছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে আজকে কোন মিনিষ্ট্রী বলি আর যাই বলি সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ঠিক করে দিয়ে দেয়, সুতরাং আমাকে এটা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য এটাকে সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু বলেছেন যে নিম্নতম কর্মচারীদের মধ্যে দোষ। আমি সে কথা মোটেই স্বীকার করি না। আজকে অফিসারদের মধ্যে যদি দোষ না থাকে তাহলে আজকে আমরা দেখতে পাই কি যে বড় বড় আমলারা যারা আছে তাদের মধ্যে সমস্ত দোষ এক সংগে জড়ো হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই যে সেখানে সরকারী কর্মচারীরা জনসেবা করবার জন্য এগিয়ে আসে সেখানেই বড় বড় কর্মচারীদের মধ্য থেকে বাধা আসে। কারণ আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে এম. এল. এ. হোষ্টেলে ফোন নিয়ে কি ঘটনা ঘটেছিল। এটাকে তারা কোন গুরুত্ব দেয় না। তারপর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কথা বলতে গিয়েও দুয়েকটা ঘটনার কথা বলতে হয়। প্রাণগোপাল দেববর্মা নামে এক কৃষক, তার বাড়ী বর্ডারে, সে কম্প্লেন করল যে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আমার বাড়ীতে জোর করে মদ খায় আর আমাকে বলে যে বিবি দাও বিবি দাও। এটা আমার কথা নয়। আমি এস. ডি. ও. কে কথাটা জানালাম যে তোমার পুলিশ কর্মচারী বিবি দিতে বলছে। কিন্তু এস. ডি. ও কি করেন? কাজেই আমার মাননীয় মেম্বার শ্রীসুরেশ বাবু যে বলেছেন কর্মচারীদের দোষ, সেটা আমি মনে করি যে গরীব কর্মচারীদের মধ্যে কোন দোষ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত

উর্দ্ধতম কর্মচারী দোষ না করে। যখন কোন পুলিশ কর্মচারী ঘুষ খায় তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে কি করব ঘুষ না নিয়ে? কারণ আমাকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। হাবিলদার পর্য্যন্ত যদি বণ্টন না দেই তাহলে আমায় ডিউটি দিবে না। সুতরাং যারা নাকি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালায় এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে যারা নীতিনির্দ্ধারণ করছে তারাই, অর্থাৎ মন্ত্রীরাই হবে এর জন্য দায়ী। দেশের এই দোষ ত্রুটি দূর করবার জন্য হাজার টাকা আমরা মাইনে নিচ্ছি। যেখানে জনসাধারণ রাস্তায় ঘুরে বৃষ্টিতে ভিজছে, তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারছি না সেখানে আমরা বড়াই করছি যে লোকের উপকার করছি। এই যদি লোকের উপকার হয় তাহলে আমরা যা করছি তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তার শাস্তি আমাদের পেতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড এসেছে সেটা আমি সমর্থন করি এবং যে কাটমোশন এসেছে তার বিরোধিতা করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ডিমাণ্ড আমাদের হাউসে এসেছে তার আমি সমালোচনা করি না। শুধু যে কাটমোশন এসেছে তার আমি সমালোচনা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা কথা যে মাটিতে বাড়ি দিলে গুনাহ্ গার চাপে। ঠিক এই অবস্থা। এইগুলির কোন প্রকৃত তাৎপর্য্য নাই। সেগুলি ভাওতাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা কাটমোশন রেখেছেন তারা জনসাধারণকে আন্দোলনের পথে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছেন। আসলে কোন কাজের কাটমোশন সেগুলি নয়। এখানে আছে কি সাধারণ পুলিশের সুবিধা সুযোগ বর্ডার পুলিশের সমান করা। এইকথা বোধ হয় পুলিশও স্বীকার করবে না। তিনি চাইছেন যাতে বর্ডারের মধ্যে কোনরকম গোলমালের সৃষ্টি করতে পারেন। দুষ্কৃতিকারীরা সীমান্ত দিয়ে যাতে প্রবেশ করতে না পারে এবং যাতে নিরীহ লোকের ধনসম্পত্তি হরণ করে না নিয়ে যেতে পারে সেজন্যই এই পুলিশের ব্যবস্থা। এই প্রহরার জন্য, তাদের অতিরিক্ত কাজের জন্য সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তাদের দিয়ে থাকেন। যারা বিপদসংকুল জায়গার মধ্যে চাকরী করেন তাদের জন্যই এই বিশেষ ভাতা দেওয়া। আমরা গিয়েছিলাম জঙ্গপুরে, সেখানে সরকারী কর্মচারীরা বলেছেন তাদেরও দুর্গম এলাকার থাকার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু আর একদল রাখণ সন্ন্যাসীর মত জিগির দেবে 'দল অফদেরও দিতে হবে। সুতরাং এই কাটমোশনগুলির অর্থ যে কি জানি না। এর ভিতরে যে ভাওতাবাজী নাই তার কি প্রমাণ আছে? আমরা যারা ট্যাক্সি চড়ি, তাদের মধ্যে জনসাধারণ আছে, নেতারাও আছে, মেম্বারও আছেন। সুতরাং আমরা যারা জনসাধারণের নেতা তারা যদি ঠিক ঠিক মত কাজ করি তাহলে পুলিশও ঠিক ঠিক মত কাজ করবে। আমরা সব মিলিয়েই সরকার। সুতরাং আমরা যদি তাদিগকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করি তাহলে কোন দোষের কিছু থাকতে পারে না। সেটা অসম্মানের কাজ নিশ্চয়ই নয়। যারা নাকি জনসাধারণ আছেন, তারাও এবং আমাদের সরকার যারা জনসাধারণের নেতা আছেন তারাও, প্রত্যেকেরই যদি ঠিক উন্নতি করা না হয়, তাহলে একটা দেশ চলতে পারে না। সেখানে পুলিশ

যেমন কাজ করবে, জনসাধারণের যে নেতা, এবং জনসাধারণ সবার মিলেই কাজ করতে হবে, সবাই মিলেই হচ্ছে দরকার। আমরা যদি প্রত্যেকে দেশকে শক্তিশালী করবার কাজে অগ্রনী হই, তাহলে তাতে কোন দোষ থাকতে পারে না। আজকে ওভারলোড ট্যাক্সীতে যদি গাটকাটা চোর থাকে, তাহলে কোন নেতা যদি তাকে ধরে, তাহলে সেটা অসম্মানের কাজ নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষকে উল্লেখ করে, কোন্ ব্যক্তির উপর আক্রোশমূলকভাবে তার চরিত্রের সমালোচনা করি নাই। সমগ্র জাতীর যদি চরিত্রের অবনতি ঘটে থাকে তাহলে দেশের, দশের যে কল্যাণমূলক কাজ তাতে বিঘ্ন আসতে পারে, সেটাই আমি এখানে বলেছিলাম যে, প্রত্যেকের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন আছে। আর এইজন্য এটা যেভাবে গ্রহণ করা হল, আমার মনে হয় সেটা কোন নেতার পক্ষে শোভনীয় নয়, আমাদের প্রত্যেকের সংযত হওয়া দরকার, আমাদের দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। আমি যে বক্তা আমার চরিত্রেরও সংশোধনের প্রয়োজন আছে। সুতরাং এটা কোন দোষের কথা নয়। কথায় আছে মাটিতে বাড়ী দিলে গুণাগাড় চ্যাতে। গুণাগার কারা, যারা চরিত্রহীন, লম্পট, দোষী তারাই এই গুণাগার। এক গৃহস্থের গরুঘরের কাছে এক গুণাগার ছিল মাটির নীচে। গৃহস্থ কোন কারণ বশতঃ তার গোয়াল ঘরে ঢুকে গরুকে ভয় দেখানোর জন্য মাটিতে বাড়ী দেয়, আর ঐদিকে তার পাশেই ছিল মাটির নীচে গুণাগাড়, সেই গুণাগার দিল দৌড়। তাই এখানেও এই অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। কাজেই এখানে এই যে কাটমোশান রাখা হয়েছে, তার কোন সত্যতা নাই।

আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে, এয়ারপোর্টে রায়নাথের বাড়ীতে বোমা ফাটানো হয়েছে। আমি বাদ বর্দ্ধমানের সাইবাড়ীর বোমা ফাটানোর কথা না-ই বা বললাম, উদয়পুরে যে বোমা ফাটান হল, তার কথা না বলার কারণ কি? তারমধ্যে নিশ্চয়ই প্রবঞ্চনা, প্রতারণা আছে। আমি একটা একটা করে সব বলতে পারতাম, কিন্তু সময় কম, তাই আমি বলতে পারছি না। আরেকটা কাটমোশান এনেছেন যে গত ১১ই মার্চ সদর সীমানার নিশ্চিরামপাড়া এবং অপর চারটি বাড়ীতে পুলিশের হামলা। এই নিশ্চিরামপাড়াতে কেন হল, আর কোন বাড়ী নাই? সেই বাড়ীতে পুলিশ যাওয়ার নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল। হয়তো সেখানে শান্তি সেনা বা স্বাংক্লোক দল তাদের যোগ সাজসে লুক্কাইত ছিল, এবং সেখানে কোন সমাজদ্রোহী মূলক কাজ হচ্ছিল, যার জন্য পুলিশকে যেতে হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনরেশ রায়—আমি শেষ করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে ডিমান্ডের উপর বলতে যেয়ে ডোরগার্ড ছাটাইয়ের কথা বলা হয়েছে। এটাও একটা দুরভিসন্ধিমূলক আমি বলব।

হোমগার্ড পাড়ায় পাড়ায়, পাহাড়ে বন্দরে পাহারা দিচ্ছে। আমরা দেখতে পাই যে আসাম আগরতলা রোড দিয়ে যখন আমরা যাই, প্রত্যেকটি পুলের পাশে পাশে তারা জাগ্রত প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে। আমার মনে হয় হোমগার্ডের দৌলতে এই স্যাংক্রাক বাহিনী, মিজো বাহিনী তাদের তৎপরতা কার্য্য চালিয়ে যেতে পারে না, সেইজন্যই সন্ত্রাসে ভীত হয়ে পড়েছে। এখন এখানে তাই বলছেন তাদের ছাটাই কর,আবার তাদের যদি ছাটাই করা হয়, তখন চীৎকার করবে ছাটাই বন্ধ কর। যারা এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন এখানে নিয়ে আসেন তাদেরই আমি চরিত্রহীন বলব, এইরূপ সমস্ত চরিত্র নেতাদের মধ্যে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই চরিত্র সংশোধন করে ডিমাণ্ড নিয়ে যদি আসেন তাহা যদি গ্রহনীয় হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেগুলি গ্রহণ করা হবে। কাজেই এখানে যে কাটমোশানগুলি রাখা হয়েছে, সেগুলির আমি বিরোধিতা করি এবং আসল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য বিষয় এখানে রাখলাম।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীএস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ বাজেট যে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সেই বাজেটকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা এখানে ধরা হয়েছে এবং এখানে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ রাখার একটা পরিকল্পনা আছে। এই বাজেটের উপর বলতে গিয়ে একজন বলেছেন বি, এম, পির অত্যাচারে সুন্দরী স্ত্রীলোক রাখা যায় না, গরু চুরি হয়, গরু চুরি বন্ধ হয় না। বি, এম, পি এখন ত্রিপুরায় নাই। অতএব এই যে কথাটি বলেছেন, কোন খোজখবর না নিয়েই তা বলেছেন। কারণ হচ্ছে, পুলিশ আতংক স্বরূপ তাদের কাছেই যারা দোষ করে, অপরাধ করে, ক্রাইম করে অতএব এই আতংক থেকেই হয়তো একথা বলা হয়েছে। বি, এম, পি, পি, এ, সি, যারা বর্ডার পুলিশ হিসাবে এখানে এসেছিল, তার স্থলে এখন বি, এস, এফ এবং সি, আর, পি আছে। অতএব তাদেরকে আমি বলব বাজেট যখন আলোচনা করেন, তখন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন, তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জেনেশুনে তখন তা করেন। যারা এখানে নেই, তাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করে বসলেন এটা কি ধরণের অভিযোগ আমি বুঝতে পারছিনা, আমার মনে হয় কিছু বলতে হবে তাই বলেছেন। তারপর বলা হয়েছে বি, এস, এফ রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কে বি, এস, এফ এখানে যে রিক্রুট হয়, সেখানে ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে রিলাক্সেশন আছে, অন্যদের ক্ষেত্রে রিলাক্সেশান নাই, অতএব সেটা জেনে রাখা দরকার আর যে মেজারমেন্টের কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে অল ইণ্ডিয়া বেসিসে এবং সেই অনুসারেই সর্ব্বত্র নেওয়া হয়ে থাকে।

স্যাংক্রাক সম্বন্ধে যে কথাটি বলা হয়েছে, আমরা এমন কথা বলছিনা যে আমরা স্যাংক্রাক উঠিয়ে দিয়েছি বা লিকুইডেটেড করে দিয়েছি। যারা তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদের কথায় মনে হয়

স্যাংক্রোকের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তারা অবহিত আছেন এবং তার সংগে সংশ্লিষ্ট আছেন। কারণ স্যাংক্রাকের কাছ এণ্ড কোরমোষ্ট ব্রিডিং গ্রাউন্ডস হল ইষ্ট পাকিস্তান, সেখান থেকে ট্রেণ্ড আপ হয়ে তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সংগে যারা যুক্ত, এন্টি সোশ্যাল এ্যাক্টিভিটিজ যারা তাদের সাথে হাত মিলিয়ে করেন, সেই জায়গাতে পুলিশ তাদেরকে খুঁজে বার করে, এবং তাদেরকে যখন ধরে তখনই তাদের চীৎকার শুরু হয়।

অতএব জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার মধ্য দিয়েই এন্টিসোশ্যাল এ্যাকটিভিটিজকে বন্ধ করা চলে। স্যাংক্রাকের কার্যাক্রমকে আমরা এন্টিসোশ্যাল এ্যাকটিভিটিজ মনে করে সেই অনুসারে যদি সমস্ত সোসাইটিকে তার বিরুদ্ধে তুলে ধরতে পারি, তাহলেই এই ফ্রী, ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে এই কার্য্য কলাপ বন্ধ করা সম্ভবপর। কেবল মাত্র পুলিশের উপর ছেড়ে দিয়ে ফ্রী এণ্ড ডেমক্রেটিক কান্ট্রিতে ল' এণ্ড অর্ডার রক্ষা করা চলে না।

সেদিক দিয়ে ল এ্যাণ্ড অর্ডার সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবগত আছি এবং সেই অনুসারে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। অতএব আমাদের যদি ক্রাইম যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে তার জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। এবং আমরা তাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাচ্ছি বলেই আমরা আজকে ক্রাইম কমাতে পারছি। সুতরাং সেদিক দিয়ে এর বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে উঠেছে এবং সেটাকে আমরা বিপরীতগামী করতে চেষ্টা করছি। অতএব সেদিক দিয়ে আমরা আমাদের কার্যাক্রম ল এ্যাণ্ড অর্ডার মাফিক অগ্রসর হইতেছি। তারপরে বলা হয়েছে এ্যালফুজ মিয়াকে হত্যা করেছে বলে প্রকাশ কিন্তু পুলিশ সেখানে কিছু করেনি। যদি কোন নাম শুধু পোষ্টারের মধ্যেই লেখা থাকে তাহলে তারা কি বলতে চান যে সেখানে যত লেখাপড়া জানা লোক আছে, তাদেরকে পুলিশ ধরবে এবং তারা যদি বলেন ঠিক করে তারাও তাতে সহযোগিতা করবেন, তাহলে আমরা সেটাকে বন্ধ করতে সক্ষম হব এবং সেটা সহজে সম্ভব হবে। তাই আমার মনে হচ্ছে যিনি এই কথাটা বলেছেন তিনি ওয়েল এ্যাকুয়েনটেড উইথ দি ডেমোক্রেসী এবং তিনি যদি সেটাকে সমাজ বিরোধী কার্য্য বলে মনে করে থাকেন তাহলে পুলিশ উইল কাইণ্ড আউট দি ক্রিমিন্যালস। তারপর বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ৬০ পার্সেন্ট গরু পাচার হয়ে গেছে। এতে মনে হয় উনাদের বলার দরকার তাই এই কথা বলেছেন। সিক্সটি পার্সেন্ট গরু পাচার হয়ে গেছে। আর ফোর্টি পার্সেন্ট গরু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রয়ে গেছে, এটা আমি মানতে নারাজ। অতএব এটা সম্পূর্ণ বলা যোজা কিন্তু প্রমাণ করার দিক দিয়ে সেটা আর প্রমাণিত হচ্ছে না। আর একটা কথা আমি বলব, গরু পাচারের জন্য যাদেরকে ধরা হয় তাদের জামিন দেওয়া হয় না। অতএব এদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সমাজের মধ্যে যে একটা নিন্দনীয় কাজ যেটা আমাদের এখানে দেখছি, সেটা তারাই করছেন। অতএব এই যে গরু পাচার সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপকে যদি তারা ক্রাইমস মনে করে থাকেন, তাহলে সেদিক দিয়ে তারা যাতে জামিনদার না হন আমি জানি যে ঐখানেও তারা জামিনদার হচ্ছেন কিন্তু সেই অঞ্চলের লোক আবার নালিশ করছেন যে গরু পাচার হচ্ছে। আবার যখন ধরা হচ্ছে, তখন জামিনদারও হচ্ছেন। অতএব আমার মনে হয় আমরা যদি একটু খোঁজ নেই, তাহলে দেখতে পাব

যে যে আর রিলেটেড টু দি এন্টিসোসিয়াল। অতএব আমরা যাদেরকে এন্টি-সোসাল মনে করে থাকি, তাদের সম্বন্ধে আমাদের এমন একটা এটমোশফেয়ার তৈরী করতে হবে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যাতে ক্রিমিন্যালেরা কোন রকম সাহায্য না পেতে পারে। আমি মনে করি যে পুলিশের কার্য্যকলাপে আমরা এভাবে সাহায্য করতে পারব। সেজন্য আমি তাদেরকেও সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। আর একজন বলেছেন অবিলম্বে বেতনের হার সংশোধন করতে হবে। বেতনের হার যেটা গুয়েষ্ট বেঙ্গলে আছে এবং সেই অনুসারে যে এ্যানাময়লিজ আছে, আমরা তা দূর করবার জন্য সুপারিশ করে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠিয়েছি। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে এ্যানাময়লিজ দূর হওয়ার উচিত, আর সেজন্য আমরা সুপারিশ করে পাঠিয়েছি এবং আশা করব যে আমরা তার স্যাঙ্কশান পাব, এ্যাপ্রুভাল পাব। তারপরে গত কালও এখানে পুলিশ সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলা হয়েছে। তার উত্তর আমাদের দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। এখন পুলিশ একজনকে এরেষ্ট করেছিল ডি, এম, এষ্টাবলিসমেন্টের হেড ক্লার্ককে, নাম হল প্রভাত চৌধুরী এবং সেই সম্বন্ধে পুলিশের যে অভিযান অভিযান হয়েছে সেটা আমি এখানে উদ্‌ঘাটিত করছি। On 12-3-70 at 14-20 hours S. I., S. B. Ganguli, P. S. Kotawali received a written report from Shri P. R. Deb Barma, Sr. Deputy Magistrate, Agartala to the effect that a file containing 3 typing copies of the enquiry report on allegation of Shrimati Jutika Dutta, L. D. C. Sadar S. D. O. Office against Shri Prabhat Choudhury, Head Clerk, Establishment Section made by the Sm. Kamalini Sen Gupta along with the copies of the reports of the Deputy Superintendent of Police submitted to the Superintendent of Police, Tripura have been stolen from his drawer which was under lock and key between 17-00 hours and 17-20 hours during the period he was out of office room Shri Nibaran Ch. Dey and Shri Prabhat Choudhury entered into the room on this written report S. I., S. B. Ganguli recorded Kotowali P S. case No 2670/70 under Section 380. The case was endorsed for investigation in the name Shri C. R. Bardhan Roy, T. S. I. who during the investigation examined the Bench Clerk, Shri B. Sarkar, Peon Nibaran Ch Dey and Peon Jagabandhu Debnath. It was revealed that all the file stolen and the proceedings started against Shri Prabhat Choudhury. So only it was presumed that Shri Prabhat Choudhury was interested in the matter. It was learnt from the persons noted above that Prabhat Choudhury and Peon Pulin Debnath entered the office of the Senior Deputy Magistrate during his absence at 20-00 hours, of conrse Shri Prabhat Choudhury denied his entry in the office. But it was proved that he entered in the office room of the Senior Deputy

Magistrate in his absence. Under the above circumstances Shri Prabhat Choudhury, Shri Pulin Debnath, Peon were arrested on the same date at 14-50 hrs. Subsequently both the accused were released on bale at 20-00 hrs. by the order of the authority. Investigation is proceeding. Case reference Kotowali P. S. case 702670 under Section 380. Date of occurence 20-2-70, date of report 20-1-70 at 19-50 hrs and complainant P R Deb Barma, Senior Deputy Magistrate, Agartala. The fact of the case that on 21-2-70 at 19-50 hrs. Shri P. R. Deb Barma, Senior Duputy Magistrate, Agartala sent a written report to the O. C. Kotowali P. S. Office File under the Heading "Representation of Sbri Prabhat Chodhury, Head Clerk Establishment Section" containing details of the enquiry sent by A. D. M Head quarter along with the statement of witness and other relevent papers had been found missing from the drawer of the Table of the Office which was under lock and key. On this written report A. S. I. Sitesh Roy recorded the case on 17-2-70 under 380 C. R. P. C. and endorsed the case in the name of Shri Bardhan Roy T. S. I. who took up the investigation of the case. He visited the peon and the same witness and investigation is proceeding. No arrest has been made so far.

অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ঘটনাটা যা হয়েছে সেটা আমি বিবৃত করলাম পুলিশ বাজেটের সাথে সাথে। তারপর এখানে এই হল মামুলী ধরণের কতগুলি কথা। তবে প্রথম ও প্রধান কথা হল স্বাধীন গনতান্ত্রিক দেশে ল অ্যাণ্ড অর্ডার রাখার দায়িত্ব হল জনসাধারণের। অ্যান্টিসোস্যাল অ্যাকটিভিটিজ সম্বন্ধে যদি আমরা সজাগ থাকি এবং আমরা যদি মনে করি ডিপার্টমেন্টকে টু হেল্প দিন তা হলে আমরা সেটা করতে পারি। আজকে বৃটিশ আমলের পুলিশ নেই। অতএব আজকের বর্তমান সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে পুলিশেরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। অতএব সেই জায়গাতে অনেক সময় তাদিগকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি ল' অ্যাণ্ড অর্ডার সম্বন্ধেও তাকে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সেজন্যই বর্ডারে, কেবল আমাদের এখানেই নয়, সারা ভারতবর্ষে যত বর্ডার আছে সেখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং সি,আর,পি, তারা তাদের কাজ করছে। সেটা হল এইজন্য যে পাকিস্তানের সাথে যদি কোন প্রকারের সংঘর্ষ হয় তাহলে সেইসমস্ত কার্য্যকে বন্ধ করার জন্য কাসটম অর্গানিজাম ওরা কাম শুরু দেয়। অতএব কারো গরু চুরি, ছাগল চুরি, এটা রোধ করা আভ্যন্তরীন পুলিশের প্রথম ও প্রধান কাজ। বর্ডারে যারা বাস করছেন তাদের সহযোগিতায় আমরা সেটা বন্ধ করতে সক্ষম হব। সেজন্য ত্রিপুরা পুলিশকে আমরা ফিফটি পুলিশেরও একটা বাহিনী যোগান চেষ্টা করছি এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে আমরা বলেছি টু ইনক্রিজ দি ব্যাটালিয়ান। অতএব সেই দিক দিয়ে

আমাদের সংখ্যা খুবই কম। তা আমরা বৃদ্ধি করার জন্য বলেছি এবং ট্রাইবেলদের যে মাপ আছে সেই মাপ যাতে কম করা যায় এবং সিডিউল্ড কাষ্ট যারা আছেন আমাদের কনষ্টিটিউশান অনুসারে তাদের যে কোটা সেই কোটা পূরণ করতে হবে, ট্রাইবেলের কোটা পূরণ করতে হবে এবং সেই দিক দিয়ে আমরা দৃষ্টি রাখব। তারপর জেনারেল যারা আছে তাদিগকে আমরা সেখানে নিয়োগ করব। তবে আন-এডুকেটেড যারা আছে বা ব্যাক এডুকেটেড যারা তারাই সেখানে যাচ্ছে। অতএব সেই দিক দিয়ে এডুকেটেড যে সংখ্যা বেকার তার সমাধান পুলিশে ঢুকিয়ে আমরা করতে পারছি না। অতএব সেইজন্য কেবলমাত্র পুলিশে এই সমস্ত লোক যাবে সেটা আশা করা যায় না। তবে এস, আই, বা এ, এস, আই, সুপেরার র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত তারা যাচ্ছেন এখন। অতএব আমরা আশা করব যে এর মধ্যে দিয়ে বেকার সমস্যা কিছুটা আমরা সমাধান করতে পারব। অতএব আমরা সেই দিক দিয়ে ঐভাবে পুলিশের চাকরীর মধ্য দিয়ে সব বেকারের বেকারী দূর করতে পারব না। তাই কমার্স, ইণ্ডাষ্ট্রির পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্ক ন্যাশনেলাইজেশন করা হয়েছে। তবে উই ক্যানটন গিভ গ্যারান্টি টু দি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিকজ উই আর টেরীটরি। অনলী ষ্টেট ক্যান গিভ গ্যারান্টি টু দি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা চেষ্টা করব যাতে অন্ততপক্ষে আমাদের এই বাধাটা দূর করতে পারি। উই আর আণ্ডার দি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট। অতএব যে ওভ গিভ দি গ্যারান্টি টু দি ষ্টেট ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাই হুয়িচ আওয়ার পেজেণ্টি অ্যাণ্ড অলসো আর্টিজেন্স ক্যান গেট লোন ফ্রম দি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি এবং আশা করছি যে ঐ দিক দিয়ে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে সেটা সম্ভবপর। কেবল পুলিশে ভর্তি করে বেকারের সংখ্যা রোধ করা আমাদের সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব এই বলেই আমি বাজেটের সমর্থনে এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Discussion on the Demand is over. Now I am putting the cut motions to vote. Now the question before the House is that the demand be reduced to Rs 100/- to discuss on—"গত ২২শে মার্চ সদর সীমনা বি, এস, এফ, কর্তৃক নিশিরাম পাড়ার [illegible] বেসরকারী ও অপর চারটি বাড়ীতে হামলা"

As many as of are that opinion will please say AYES

Voices – Ayes

As may as are of contrary opinion will please say NOES

Voices—Noes

I think Noes have it. NOES have it.

The motion is lost.

Mr. Speaker.–The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- raised by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—"আগরতলা এয়ার পোর্টের কর্মচারী শ্রীরামনাথের বাসায় (১০ নং কোয়ার্টারে) গত ২২শে মার্চ রাত্রিতে বোমা নিক্ষেপের পর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করায় সরকারী ব্যর্থতা" ।

As may as are of that opinion will please say AYES.

Voice—AYES·

As many as are of centrary opinion will please say NOES,

Voice—NOES.

I think NOES have it. NOES have it. NOES have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is that the dema d be reduced by Re. 1/- raised by Shrt Abhiram Deb Barma to discuss on—"B. S, F. B.M.P. and C.R.P. তুলিয়া লইয়া ত্রিপুরা হইতে বর্ডারে পুলিশ সংগ্রহ করিয়া বর্ডারের নিরাপত্তা রক্ষা।

As manv as are of that opinion will please say AYES.

Voices—AYES.

As many as ar: of contrary opinion will please say NOES.

Voices—NOES.

I think NOES have it. NOES have it. NOES have it.

The motion is lost.

Mr. Speaker—Now Question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- raised by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'B. S. F., B. M. P., & C. R. P. তুলিয়া লইয়া ত্রিপুরা হইতে বর্ডার পুলিশ সংগ্রহ করিয়া বর্ডারের নিরাপত্তা রক্ষা'

The Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now Question before the House is that the Demand be reduced by Re. 1/- raised;by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'বর্ডার এলাকায় সাংঘাতিক উপদ্রব বন্ধ করায় পুলিশের ব্যর্থতা।'

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Rc. 1/—raised by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'সমাজ বিরোধী দমনে পুলিশের ব্যর্থতা'।

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the Question before the House is that the Demand be reduced by Re. 1/—raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'বর্ডার পুলিশের দুর্নীতির ফলে গরু চুরি বৃদ্ধি।'

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'হোমগার্ড ছাটাই'।

The Motion was negatived by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/—by Shri Bidya Ch. Deb Batma to discuss on—

'সাধারণ পুলিশের সুযোগ সুবিধা বর্ডার পুলিশের সমান করা'।

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now I am puting the main demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,78,08,000/—[inclusive of the sums specified iu Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 12—Police.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker—*Now I would request the* Hon'ble Finance Minister to move his Demand For Grant No. 18—Animal Husbandary.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 48,77,000/—[inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come *in caurse of payment during the year ending on the 31st day of* March, 1971 in respect of Demand No. 18, Major Head : 33 Animal Husbandry.

Mr. Speaker—Now there are two Cut motions. I would request Shri Abhiram Deb Barma to move his Cut Motion.

Shri Abhiram Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার—১৮ এনিমেল হাজবেন্ড্রী, এখানে ১৯৭০—৭১'র জন্য ৪৮,৭৭,০০০/— টাকা চাওয়া হয়েছে। এর উপর আমার একটা কাট মোশান আছে সেটা হচ্ছে

'সাব্রুম শিলাছড়ি পশু ডাক্তারের জন্য বরাদ্দ না থাকা।'

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Member to finish his speech within five minutes.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাব্রুমের শিলাছড়িতে পশু চিকিৎসার অসুবিধার দরুণ একজন পশু ডাক্তারের প্রয়োজন এবং শুধু ডাক্তারই নয়, সেখানে একটা ডিসপেন্সারী হওয়াও একান্ত দরকার। কারণ সেটা একটা বিরাট এলাকা। যখনই গোমড়ক বা অসুখ দেখা দেয় তখন নিবারণের ব্যবস্থা সেখানে থাকেনা। ষ্টকম্যান সেন্টার যেখানে আছে, সেখানকার ষ্টকম্যানকে যদি কেউ নিতে চায়, তাহলে তাকে পাঁচটাকা ভিজিট দিতে হয়, তা না হলে যেতে চায় না। তারপর অনেক সময় সেখানে ঔষধপত্র থাকে না, এইসব কারণে সেখানে একটা বিরাট অসুবিধা দেখা দেয়। এটা শুধু শিলাছড়িতে নয়, আজকে প্রতি বৎসর আমরা দেখছি গোমড়ক ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় দেখা দেয়, গতবার আমরা দেখেছি যে জিরানীয়াতে গোমড়ক দেখা দিয়েছিল, সেখানে রীতিমত এবং সময় মত ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে অনেক গরু মারা যায়। আজকে জিরানীয়া একটা বিরাট এলাকা, সেখানে একটা হাসপাতাল না করে একটা ডিসপেন্সারী করে রাখা হয়েছে, যারজন্য আজকে এই অবস্থা। সেখানে অন্ততঃ একটা হাসপাতাল হওয়া দরকার। আগরতলা শহরে পশু হাসপাতাল না রেখে, গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে বিশেষ দরকার এবং বিভাগীয় সহরগুলিতে পশু হাসপাতাল খোলা প্রয়োজন। আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যেমন জমুমেজয়নগর এলাকা, পাহতলা বাজার, এইসব অঞ্চল এক একটা বিরাট এলাকা এবং জিরানীয় থেকে চার মাইল দূরে, সেইসব জায়গায় অন্ততঃ স্টকম্যান সেন্টার খোলা দরকার। কারণ গরুবাছুর রোগে আক্রান্ত হবে, গোমড়ক দেখা দেবে, তার যাতে প্রতিশেধকের ব্যবস্থা করা যাই, সেই দিকে চিন্তা করে এই যে পশু চিকিৎসার জন্য এইসব ষ্টকম্যান সেন্টার, ডিসপেন্সারী এবং হাসপাতাল যাতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে খোলা হয়, তারজন্য এই বাজেটে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল, তাই আমি এই মূল ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করে, আমার কাট মোশানের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা। Finish your speech within five minutes.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এনিমেল হাজবেন্ড্রী খাতে আরও বেশী ডিসপেন্সারী, স্টকম্যান সেন্টার খোলার জন্য ব্যয় বরাদ্দ না করায় আমি এখানে আমার কাট মোশান রেখেছি। মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এখানে শিলাছড়ির কথা বলেছেন যে সেখানে একজন পশু চিকিৎসকের প্রয়োজন। আমরা যখন এষ্টিমেট কমিটি থেকে উদয়পুর, অম্পেরা প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফেরার পথে আমরা দেখলাম একজনের গরু মারা গেছে, সংগে সংগে আরও কয়েকটি গরু মারা যায়, ডাক্তারখানায় তাদের গরু নিয়ে যাওয়ার মত সুযোগ থাকে না, কারণ কোন কোন গরুর রোগ দেখা দিয়ে দুই তিন ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। কারণ এখন গরুর নিত্য নূতন রোগ দেখা দিচ্ছে এবং এই অবস্থায় কারবুক থেকে যদি নূতন বাজার ডাক্তারখানায় আসতে হয়, তাহলে রাস্তায়ই গরু মারা যায়। আজকে হয়তো পশু বিভাগের মন্ত্রী অমুক জায়গায় ডাক্তারখানা আছে বলেই দায়ীত্ব খালাস করবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এইভাবে গরু মরছে। এইভাবে যদি গরু মরতে থাকে তাহলে আমরা যে সমাজতন্ত্র এবং সবুজ বিপ্লব এর কথা বলছি সেটা সম্ভব নয়। সহরের কাছাকাছি যে সমস্ত গরু বাছুর আছে, সেগুলি বাঁচালেই দায়ীত্ব খালাস হবে না। কাজেই বাস্তবের ভিতর দিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব সমস্ত জায়গায় পশুগুলির এমন একটা অবস্থা হয় যে সেগুলি রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এইগুলিকে যে হাঁটিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগও থাকে না। কাজেই সেই দিকে চিন্তা করে, পশু হাসপাতাল, এবং ডিসপেন্সারীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। আমাদের যদি ফসল বাড়ানোর দিকে চিন্তাধারা থাকে তাহলে কৃষকের গরুগুলি যাতে রক্ষা করা যায়, তারজন্য প্রত্যেক মৌজায় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা দরকার বলে আমি মনে করি। তা যদি না করা হয়, তাহলে আমরা উদ্দেশ্য সফল করতে পারব না। আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গায় অনেক গরুবাছুর মারা গেছে এবং সেখানে কৃষকরা গরুর অভাবে তাদের ফসল ফলাতে পারে নি। এই গত বছরেও যে ২০০ গরু বাছুর মারা গেল, তারজন্য দায়ী কে? দায়ী এই সরকার। কাজেই আমি বলব যে সরকার আজকে মুখে মুখে তাদের তথা কথিত সমাজ-তন্ত্রের কথা বলছেন কিন্তু বাস্তবে আমরা যা দেখছি তাতে মনে হয় তারা সেদিকে চলতে চাইছেন না, এবং সেই পথে না গিয়ে তারা আজকে ধনতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আজকে যে টাকাটা এই বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে, সেটা যেন দরিদ্র কৃষক তাদের প্রয়োজনীয় কাজে পেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। আর তা যদি না হয়, তাহলে আমাদের দেশে কোন দিনই সমাজবাদ স্থাপন করা সম্ভব হবে না এবং মুখের কথা মুখেই থেকে যাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমান্ড নাম্বার ১৮ এ্যানিম্যাল

হাসবেগুরী থাকতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এটা প্রত্যেক বছরই রাখা হয়, কিন্তু কাজের কাজ কোন কিছু হচ্ছে বলে আমরা মনে করি না। আজকে যে সমস্ত কথা বার্ত্তা রাজ্য সরকার বলে থাকেন তার সঙ্গে আমরা যদি বাস্তবকে মিলিয়ে দেখি তাহলে এটাকে একটা ফাঁকাবুলি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে একটা ঘটনার কথা বলব, সেটা হল বহুদিন পূর্ব্বে কুঞ্জবনে স্বর্গীয় ব্রজলাল কর্ত্তার যে বাড়ীটা কেনা হল, পশু হাসপাতাল করবার জন্য, সেটা এখনও পড়ে আছে। তার আশে পাশে যেসব জমিগুলি আছে সেগুলিতে যেসব ফসলাদি হয় সেগুলি সেখানে যারা ভাগ্যবান আছেন, তারা বছরের পর বছর ভোগ করে আসছেন। আর ঘোড়ার আস্তাবলে যে একটা সাধারণ ডিসপেন্সারী আছে, সেটা দিয়ে এখন পর্য্যন্ত কোনক্রমে কাজকর্ম্ম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি জানি না তাতে কৃষকদের কোন উপকার হয় কিনা। আর গান্ধীগ্রামে যে পলট্রি ফার্ম আছে তার সম্বন্ধে বলতে গেলে তো অনেক কিছু বলতে হয়। কিন্তু আমরা জানি যে সেটা করা হয়েছিল ভালর জন্য আর ভালর জন্য করতে গিয়ে তাতে সরকারের বছর বছর লাভ হওয়া তো দূরের কথা, লোকশান হচ্ছে। কিভাবে যে লোকসান হচ্ছে, সেটা বলতে গেলেও রামায়ণ মহাভারতের মত অনেক কিছু বলতে হয়। সেখানে যে কি রকম দুর্নীতি চলছে, একবার যদি তার ভিতরে না যাওয়া যায় তাহলে ভাল করে বুঝা যাবে না। কারা সেই সব করে চলছে, সেটা যদি এখানে বলা হয় তাহলে বিড়াল বেরুবে। অর্থাৎ মাননীয় মন্ত্রীদের গায়ে লাগবে, সেজন্য আমি আর বেশী ডিটেলসে যাচ্ছি না। আর দুধের বেলায় তো একটা চমৎকার ব্যাপার। অথচ এখানে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সব কিছু করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি প্রথমে টি, টি, সির আমলে যখন এটা হল, তখন বেশ ভালই ছিল। মোটামুটি খেয়ে মানুষ একটা তৃপ্তি পেত। আর এখন কি হচ্ছে? সেখান থেকে যে দুধ সেন্টারে সেন্টারে দেওয়া হচ্ছে, তাতে বোতলে করে দেওয়া হচ্ছে না। একটা ড্রামের মধ্যে করে সেগুলি ঐসব সেন্টারে পাঠানো হচ্ছে আর যেসব কর্মী সেখানে আছে তারা এক একবার করে তাদের হাত ঐ ড্রামের মধ্যে ঢুকাচ্ছে আর জনসাধারণকে সেই দুধ দিচ্ছে। আমি বলি এটা কি বিজ্ঞান সম্মত হচ্ছে? হলে, কোন দেশের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সেটা করা হচ্ছে, সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে বলতে পারবেন? তা অবশ্য বলতে পারবেন না। কেননা এই রকম ভাবে কোথাও দেওয়া হচ্ছে না এবং দেওয়া হয় না।

তারপরে দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে এই ধরণের একটা স্কীম ছিল, স্কীমটা অবশ্য ভালই ছিল। ঐ অঞ্চল থেকে যে দুধ এখানে আসছে না তা নয়, ঐখান থেকে অনেক দুধ আগরতলাতে আসছে। আর এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলব, সেটা হল আমি যখন সোভিয়েট রাশিয়াতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে এই কার্য্য আমি দেখে এসেছি। সেখানের গাভীগুলি দেখলে মনের মধ্যে বেশ একটা আনন্দ হয় আর আমাদের এখানকার গাভীগুলির কি অবস্থা? এখানকারগুলি দেখলে মনে হয় যেন একটা অস্থিচর্ম্মই সার। দুধ পাবে কোথা থেকে। যেসব গাভীর শরীরে কিছু নাই, সেটা থেকে দুধ আশা করা বৃথা। কাজেই এই সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলে লাভ নেই। অর্থাৎ এখানে যা চলছে এক কথায়

বলতে গেলে যা কিছু সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি তাদের লোককে দেওয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে। এছাড়া জনসাধারণের কোন উপকারে আসুক এটা সরকার চায় না বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের সামনে যে এ্যানিম্যাল হাজব্যেন্ড্রি ডিমাণ্ড নাম্বার এইটিনে—৪৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি সেটাকে সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশান রাখা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি। বিরোধীতা করি এই জন্য যে তারা এখানে দুইটি কাট মোশান রেখেছেন, তার একটা হল ইকনমি কাট মোশান আর একটা হল পলিসি কাট। আমাদের সরকার যে পলিসি নিয়ে এখানে বাজেটের মধ্যে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন, তারা সেটাকে ডিসএ্যাপ্রুভ করতে চায়। সেজন্য তাদের পলিসি কাটের মধ্যে বলেছেনযে আরো বেশী ভেটারিনারী হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী, ইকম্যান সেন্টার এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ না রাখা। কিন্তু আমি বলতে চাই এই যে তারা ডিসএ্যাপ্রুভ্যাল পলিসি নিয়েছেন, তার স্বপক্ষে কি এমন কোন যুক্তি তারা দেখাতে পেরেছেন বা রাখতে পেরেছেন, যাতে করে তাদের এটা আমার সমর্থন করতে পারি। তারা কিন্তু সেটা করতে পারেন নি, সেজন্য আমি তাদের এই কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সংগে দুটি কথা এখানে রাখব, সেটা হল আমাদের কাউ সেড্ কনষ্ট্রাকশান করার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, আমাদের গরুগুলি রাখার জন্য যে উন্নত ধরনের ব্যবস্থা করার কথা, তার জন্য কিপটি পারসেন্ট যে টাকা দেওয়া হয়, তাতে কৃষকদের বেশ একটা অসুবিধা হয়। সেজনা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ৬০০ টাকা যেটা দেওয়া হয় গরু ঘর করার জন্য তাতে দেখা যায় যে এই টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কাজেই তাদেরকে টাকাটা না দিয়ে যদি সেই পরিমাণ টাকার মধ্যে প্লেন এণ্ড এষ্টিমেট করে, সেটা ছোট করে হলেও গরুর ঘর করা দরকার। কারণ এমন দেখা যায় যে এই ৬০০ টাকা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক মত ব্যয় করা হচ্ছে না। অনেক সময়ে দেখা যায় সেই টাকাতে ঘরের অর্দ্ধেকের বেশী সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য আমি সাজেশানটা এখানে রাখছি। কাজেই আমার কথা হল বাস্তবিক যেসব ক্ষেত্রে টাকাটা দেওয়া দরকার, সেই সব ক্ষেত্রেই দেওয়া উচিত। এবং সরকার থেকে যে ৬০০ টাকা দেওয়া হয় সেই টাকার মধ্যে যেন প্লেন এণ্ড এষ্টিমেট করে দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে মাত্র ২ মিনিট সময় দিয়েছেন এরমধ্যে সবকিছু বলা সম্ভব নয়, আমার অনেক কিছু বলার দরকার ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সেগুলি বলা সম্ভব নয়। কাজেই আমি মূল ডিমাণ্ডের সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাস- মাননীয় স্পীকার স্যার, এনিমেল হাজব্যেণ্ডারীর ডিমাণ্ডের উপর

যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাতে আছে মোট ৪৮,৭০,০০০ টাকা। তার মধ্যে ডেয়ারী স্কীমে আছে ২৫,৯৬,০০০ টাকা। আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। উনারা বলেছেন যে আরও বেশী ভেটেনারী ডিসপেন্সারী, হসপিটাল, ষ্টকমেন সেন্টারের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত ছিল এবং সাব্রুম শিলাছড়িতে পশু ডাক্তারের জন্য বরাদ্দ রাখার কথা তারা বলেছেন। সেখানে উনাদের ইনফরমেশানের জন্য একটা খবর উনাকে জানাতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে যে গবাদি পশুর চিকিৎসা কেন্দ্র আছে তার সংখ্যা ৫০টি এই সময় পর্যন্ত। কিন্তু ভারত সরকারের অনুমোদিত যে কেন্দ্র তাতে করে প্রতি ২৫,০০০ গবাদি পশুর জন্য একটা করে ইনষ্টিটিউট থাকা উচিত। ১৯৬৩ সনের সেন্সাস অনুসারে ৮,১০,৯২৬টি গবাদি পশুর জন্য আমাদের এখানে ৫০টি কেন্দ্র আছে। যেটা তুলনামূলক ভাবে ভারতের অন্যান্য জায়গার চেয়ে অনেক বেশী। তথাপি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল ইন-একসেসেবল, যাতায়াতের দিক চিন্তা করে আমরা এবারের বাজেটে যে কয়েকটা নূতন হসপিটাল, ডিসপেন্সারী, ষ্টকম্যান সেন্টার খোলার প্রস্তাব করেছি। সেটা বই খুললেই মাননীয় সদস্য দেখতে পাবেন যে আমরা আরও কয়েকটা ডিসপেন্সারী করার ব্যবস্থা রেখেছি। যেমন চতুর্থ পরিকল্পনাকালে আগামী বছরগুলিতে আমাদের আরও তিনটা কি ডিসেন্স ব্লক হবে, ষ্টক মানে সেন্টার আরও ২০টা হবে। সুতরাং যেখানে প্রয়োজন সেই সমস্ত জায়গাতেই এইগুলি করা হয় এবং আমাদের আরও ব্যবস্থা আছে যে যেখানেই যখন গো-মড়ক লাগে তখনি আমাদের মোবাইল ডিস-পেন্সারী যেগুলি আছে সেই সমস্ত মোবাইল ইউনিয়নগুলিতে আমাদের উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার প্রয়োজন মত ঔষধপত্র সহ সেই সমস্ত স্থানে মড়ক নিবারণের জন্য কিংবা প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের ষ্টাফ সেখানে যায় ব্যাপকভাবে গো-মড়ক যেখানে লাগে সেখানে আমাদের ষ্টাফ নিকটবর্তী ডিসপেন্সারী থেকে এবং মোবাইল ইউনিট ঔষধপত্র নিয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই মড়ক কনট্রোল করে। সুতরাং উপযুক্ত ব্যবস্থা কোথায় গ্রহণ করা হচ্ছে না, এই ধরণের কোন নির্দিষ্ট তথ্য তারা দিতে পারেন না যে অমুক জায়গাতে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি নাই চিকিৎসা হিসাবে কিংবা রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে। সুতরাং আমরা মনে করি আমাদের ডিপার্টমেন্ট চিকিৎসার ব্যাপারে বা রোগ নিরোধক ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তার জন্য তাদের কার্যভার সম্পর্কে বা কাজ যথাসম্ভব করতে পারে নাই বলে কোন নির্দিষ্ট নজীর বা উদাহরণ তারা রাখতে পারেন নি। সুতরাং আমরা যে সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই এতে বুঝতে পারা যায় যে, এই যে ভেটেরিনারী ডিপার্টমেন্ট কর্মচারীদের কাজ সন্তোষজনক বলে তারা আরও বেশী কাজ তাদের কাছ থেকে পেতে চান। সুতরাং এটা অত্যন্ত পপুলার ইনষ্টিটিউট। প্রসংগত অঘোর বাবু বলেছেন যে অভয়নগরের যে ভেটেরিনারী হাসপিটাল হয়েছে। হসপিটালের কাজ এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু মাননীয় সদস্য এটার কাজ শেষ হয়ে গেছে বলেছেন। সুতরাং তিনি আরও কাজ চান। কিন্তু পরবর্তীকালে কতখানি ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে সে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নাই। হসপিটালের কাছে জমি জমা

করে কিভাবে কে বাস করছে সেই সম্পর্কে তিনি বলতে চেয়েছিলেন। আমার মনে হয় ভেটেরিনারী সম্পর্কে উনাদের কোনরকম পলিসিগতভাবে বা অন্যরকম ম্যান অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে কিংবা ইন্‌ষ্টিটিউটের অপদার্থতা সম্পর্কে উনাদের বক্তব্য ধোপে টিকে না। সুতরাং আমি তাদের কাটমোশনে তারা যা বলেছেন বা যে কাটমোশন এনেছেন সেটা শুধু আনতে হবে সেই জন্যই এনেছেন।

Mr. Speaker—Hon'ble Minister, your time is over. I may extend the duration of the sitting if the House agrees for half an hour.

Shri P. K. Das—I may finish within two minutes.

Mr. Speaker—Sense of the House is that the duration of the sitting of the House should be extended by half an hour. So it is extended for half an hour.

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাস—আমি আর কিছু বলতে চাই না। এই ডিমাণ্ডের উপরে যে কাটমোশান এসেছে আমি তার বিরোধিতা করে এবং মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে, আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker--Now the discussion the cut motions and the Demand is over. Now I may put the cut motions to vote.

The cut motion of Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—সংক্রম শিলাছড়ি পশু ডাক্তারের জন্য বরাদ্দ না থাকা was then put to vote and lost.

The cut motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on আরো বেশী Veterinary Hospital, Dispensary ও Stockmen এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ না রাখা was then put and lost.

Then the motion for Demand for Grant No. 18 Major Head 33—Animal Husbandry that a sum not exceeding Rs. 48,77,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No 18—Animal Husbandry was put and agreed to.

Mr. Speaker—Next item in the List of Business is half an hour discussion on points arising out of the answer given on the 25th March, 1970 to Starred Question No. 85 regarding issue of licenses to rice mills, notice has been given by Shri Rajkumar Kamaljit Singh to introduce his discussion.

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের হাউসে যে ডিসকাশনের স্কোপ দিয়েছেন, তার জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কারণে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার যে সামান্য কয়েকটি পয়েন্ট প্রশ্ন করেছিলাম, সেটার সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করা যায় নাই সেইজন্য আজকে ডিসকাশনের প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের গ্রামীন ভারতবর্ষ, তার যে ট্রেডিশন, তার যে অর্থনৈতিক কাঠামো সেটা হচ্ছে নিজের পরিবারকে, গ্রামীন যে মহিলা, তারা গ্রামের পরিবেশে ধান ভাংগে, ঢেঁকি ছাঁটাই করে, চিড়া, মুড়ি তৈরী করে নিজেরা, তার দ্বারা সেল্‌ফ সাপোর্ট হয় এবং এইভাবে এতদিন তারা কুটীর শিল্পের মাধ্যমে চলছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার বর্তমানে দেশের নানারকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের ইকনমিক পলিসীতে মেকানাইজড পলিসী গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে নির্ভর করে, মানুষের বৃদ্ধির সংগে তাল রেখে, আমরা ভারতবর্ষে রাইস মিলিং ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাক্ট অব ১৯৫৮ ইণ্ডাষ্ট্রীজ করেছি। কিন্তু রাইস মিলিং ইণ্ডাষ্ট্রি এক্ট ইন্ট্রডিউস করতে যেয়ে ভারতবর্ষের গ্রামীন যে চরিত্র সেটাকে সামনে রেখেছেন। সেটাকে কি ভাবে রেখেছেন—রাইস মিলিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিশনকে সামনে রেখেছেন যাতে নাকি আমাদের যে হ্যাণ্ড পাম্পিং রাইসকে রক্ষা করা যায়, কুটীর শিল্পকে যাতে রক্ষা করা যায়, এই আইন রচনা করার সময় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশে যেখানে রাইস গ্রোয়িং এরীয়া নয়, যেটা হচ্ছে ডেফিসীট এরীয়া, সেইগুলিকে এই আইনের আওতা থেকে বাদ দিয়েছে। আর যেটা নাকি সারপ্লাস এরীয়া, যেখান থেকে বাইরে চাউল চালান দেওয়া হবে, সেই সব এলাকাকে রাইস মিলিং এ্যাক্টের আওতার মধ্যে রাখা হয়েছে। সেইভাবে আমাদের ত্রিপুরা, একটা ইউনিয়ন টেরিটোরী হলেও এটা ভারতবর্ষেরই একটা সামান্য এরীয়া বলে এই আইনের আওতায় এসেছে। সেই হিসাবে আমাদেরও একটা প্রেফারেন্স দেওয়া হয়েছিল যে, যে সমস্ত জায়গা রাইস গ্রোয়িং এরীয়া নয়, সেই সমস্ত জায়গা যেন মিল না করা হয়, যেখানে সারপ্লাস হয়, সাপ্লাইয়ের প্রশ্ন আছে, সেই সব ক্ষেত্রে যাতে রাইস মিল দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু

আইটাকে ইম্পলীমেন্ট করতে গিয়ে আমরা দেখছি স্যার, এই ২০ বছরের মধ্যে সরকার আইনের ফাঁকে যেভাবে রাইস মিল চিড়ার মিল দিয়েছেন, এতে এখানকার যে গ্রামীন অর্থনৈতিক কাঠামো, কুটীর শিল্প, তার একটা বিরাট ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি বাংগালী পরিবার আছে, মুসলিম পরিবার আছে এবং মনিপুরি পরিবার আছে, যাদের একমাত্র প্রফেশান ছিল চিড়া কুটা, তার একটা বিরাট অংশ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলব স্যার, আগরতলা বাজারগুলিতে আমরা দেখতে পাই কোন ঢেকি ছাঁটা চিড়া নাই। বিশালগড় বলুন বা অন্যান্য যেসমস্ত বাজার আছে, সর্ব্বত্রই একই অবস্থা। রাণীরবাজার এলাকা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পপুলেশানের চিড়া সাপ্লাই করা হত কিন্তু আনফরচুনেটলী ঐখানে চিড়ার মিল হওয়ায় একমুঠো ঢেকি ছাঁটা চিড়াও সেখানে পাওয়া যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী আমার প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে সেখানে একটা মাত্র চিড়ার মিলের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সেখানে আরও তিনটি চিড়ার মিল চালানো হচ্ছে যার জন্য বাজারে গৃহস্থের ঘরের এক মুঠো চিড়াও পাওয়া যায় না। যারা আজকে ধান কুটে জীবন ধারণ করতেন, তাদের আজকে এই মিল হওয়ার দরুণ বাঁচবার কোন পথ নাই। আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু ত্রিপুরায় নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি গ্রামের বাড়ীতে পূর্ব্বে ঢেকী ছিল। আজকে সেখানে মেকানাইজড পলিসী গ্রহণ করায় সেগুলি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে মিল যেখানে হচ্ছে, সেখানে কতকগুলি রেষ্ট্রিকশান, বাইণ্ডিংস আছে। আমার ডিসকাশনের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে এই ব্যাপারে অনেকগুলি রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে যেখানে চিড়া এবং রাইস মিল করা হয়েছে সেই সমস্ত জায়গা থেকে। কারণ সেখানে এই মিল স্থাপনের দরুণ অনেক মানুষ আজকে বেকার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সমস্ত জায়গায় যাতে লাইসেন্স না দেওয়া হয়, পারমিট দেওয়া না হয় তার জন্য অনুরোধ রাখব এবং সেটা আইনের মধ্যেও আছে। আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই এ্যাক্ট এণ্ড রুলসে আছে পনর দিন অন্তর অন্তর যারা পারমিট এবং লাইসেন্স হোল্ডার তাদের রিটার্ণ দিতে হবে, যদি তা না দেয়, তাহলে তাদের ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়ার পর্য্যন্ত প্রভিশন এই রুলস এণ্ড এ্যাক্টসের মধ্যে আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে আইনের কারচুপিতে, আমাদের হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উত্তর দিতে হয়েছে যে গত জানুয়ারী মাসে কোন লাইসেন্সী গভর্ণমেন্টকে কোন রিটার্ণ দেয় নাই। কিন্তু তাদের কোন পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে বলে আমরা জানতে পারি নাই। তারা রাইস মিল করুক যেখানে রাইস গ্রোয়িং এরীয়া আছে, সারপ্লাস হয়, সেইসব জায়গাতে করলে আপত্তির কারণ হতে পারে না। কিন্তু যেসমস্ত ডেফিসিট এরীয়া আছে, যেখানে রাইস মিল করলে পরে সেখানকার যে গ্রামের লোক তারা তাদের সেই কুটির শিল্প থেকে একদিকে ডিপ্রাইভড হচ্ছে এবং বেকার হয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাতেই আমার আপত্তি এবং সেইজন্যই আমি এখানে এই ডিসকাশন এনেছি। আরেকটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার হচ্ছে আমাদের গভর্ণমেন্টের ফাণ্ডামেন্টাল পলিসি হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রিগুলিকে ডেভলাপ করা। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি যে বিলোনীয়া এলাকায় প্রত্যেকটি কো-অপা-

রেটিস্ত সোসাইটি থেকে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু লাইসেন্স বা পারমিট তারা পায় নাই। অথচ অনেকগুলি রাইস মিল সেখানে কোন লাইসেন্স বা পারমিট না নিয়েই সেখানে ইনষ্টল করা হয়েছে। এই যে আমাদের আইনের কারচুপির মধ্য দিয়ে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি চলছে, আনএমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি হচ্ছে, সেইজন্যই আমি এই ডিসকাশন রেখেছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেখানে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিগুলিকে ডেভলাপমেন্ট করার জন্য খাদি ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রি কমিশনের মাধ্যমে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে সেই জায়গাতে আমাদের আইনের কারচুপিতে, বুরোক্রেটিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের ফাক দিয়ে মানুষকে টরচারের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে আমরা লাঙ্গল যার জমি তার, পরিশ্রমী, মেহনতি মানুষকে অধিকার দিতে স্বীকৃত হয়েছি, সেই জায়গাতে তারা আজকে এই সমস্ত আইনের কারচুপিতে ডিপ্রাইভড হচ্ছে। তাই আজকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে পরিশ্রমী মানুষকে, মেহনতি মানুষকে, এই সমস্ত বুরোক্রেটিক মেশিনারী হাত থেকে রক্ষা করা হয়, যারা পরিশ্রম করে খেতে চায়, তারা যাতে প্রপার প্রটেকশান পায় সেই দৃষ্টি রাখার জন্য আমার এই ডিসকাশন। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং উত্তর দেওয়া সত্বেও তিনি এখানে মিলারদের সম্পর্কে ডিসকাশন লাভ করেছেন। তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে আমি এখানে জানাতে চাই যে এরেষ্ট করা কোন কোন ক্ষেত্রে চলে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে চলে না। বর্তমানে তারা এখানে কাষ্টমার্স একাউনটসে ষ্টোর করে। যারা পেডি আনে, তারা কাষ্টমার্স একাউনটসে আনে, ফুড গ্রেইনস অন দেয়ার ওন একাউন্টস, ষ্টোর এণ্ড মিল পেডি অন কাষ্টমার্স একাউন্টস, এ মিলার ক্যান নট ওন 'কপটিন কুইনটোল অব রাইস অর টুয়েন্টি কুইনটোলস অব পেডি অর সাবজেক্ট টু ম্যাক্সিমাম অব টুয়েন্টি কুইনটোলস অব অল দি ফুড গ্রেইনস টেকেন টুগেদার উইদাউট ডিক্লারেশান এ্যাণ্ড রেকোয়ার্ড ইন দি ত্রিপুরা ডিক্লোরেশান অব ফুড গ্রেইনস অর্ডার, ১৯৫৬। অতএব সেই সম্পর্কে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি এখানে এই বক্তব্য রেখেছেন তাঁকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব। আর সেখানে আমি বলেছি যে আমাদের টোটাল অল টাইপ অব মেশিনস আছে ১৫১। সেটা হল, সদরে ৪০, ধর্মনগরে ১৯, কৈলাশহরে ১৬, কমলপুরে ৯, সোনামুড়াতে ৮, খোয়াইতে ১৪, উদয়পুরে ১৮, অমরপুরে ৪, বিলোনীয়াতে ১৬ আর সাব্রুমে ৪। এই সদরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বক্তা এখানে পেশ করেছেন যে রাইস এরিয়াতে কেবলমাত্র এটা করা উচিত বা পেডি গ্রোয়িং এরিয়াতে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পেডি গ্রোয়িং এরিয়া আর নন-পেডি গ্রোয়িং এরিয়া কোনটা, সেটা আমি জানি না। সদর থেকে আরম্ভ করে

ধর্মনগর এবং বিভিন্ন মহকুমাতে যে পেডি গ্রোয়িং এরিয়া সেটার কথাতো আমি আগেই বলেছি। ত্রিপুরা একটা স্পেশাল গ্রোয়িং এরিয়া অতএব সেই অনুসারে যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে মিল দেওয়া হয়েছে। তবে এই আয়গতে তিনি কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রির একটা কথা তুলে ধরেছেন সেটা হল মেসিনের আগমনের সাথে সাথে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি বা ঢেকি বাঁচবে কিনা এবং বাঁচা সম্ভব কিনা। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মণ পেডি কালেক্ট করতে হবে এবং জনসাধারণকে রেশানের মাধ্যমে সেগুলি দিতে হবে। অতএব শুধুমাত্র ঢেকির মধ্য দিয়ে সেটা সম্ভব নয়, সেখানে আমাদের মেসিনের আশ্রয় নিতে হবে। কারণ আজকে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে। কেবল আমাদের এখানে নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র এই অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সেটাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি পন্থা অবলম্বন করা দরকার, সেটারও পরিবর্তন হচ্ছে। এবং যারা আন-এমপ্লয়েড হচ্ছে তাদেরকে কি করে অন্ত দিয়েতে বা রলিং মেসিন যা আছে সেগুলিতে এ্যামপ্লয়মেণ্ট দেওয়া যায় কিনা, সেটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আর আমাদের গ্রামের মধ্যে যেসব আন-এমপ্লয়েড ডিপেণ্ডার্স আছে, সেই সমস্ত জায়গাতে আমাদের যেসব গ্রামীন সংস্থা আছে, আর যারা মাটি কাটে, তাদেরকে গ্রামীন যেসব সি, ডি ব্লক আছে তার মধ্য দিয়ে যেসব কুটির শিল্পগুলি চলছে, যেখানে রাস্তাঘাটের কাজ আছে, মাইনর ইরিগেশানের স্কীম আছে, সিজোন্যাল বাধ ইত্যাদির কাজ আছে, এই সবগুলির মধ্যে আমাদের তাদেরকে নিয়োগ করতে হবে। এই রুরাল পিপলসকে এজেন্সী করে তাদের কাজের সুবিধা করে দিয়ে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের কাজে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। অতএব সেদিক দিয়ে চিন্তা করে আজকে আমাদের এই দুইটি অবস্থার কথা ভাবতে হবে। আর আমাদের এখানে এখনও মিল এরিয়া হয়ে যায় নি। তাই আমাদের কিছুটা কুটির শিল্প ঢেঁকিকে আশ্রয় করে আছেন বা পাইলকে আশ্রয় করে আছেন, এখানে যদি কেউ আন-এমপ্লয়েড হয় তাহলে তাদেরকেও আমাদের যেসব মিলগুলি আছে, সেগুলিতে নিয়োগ করতে হবে। আর যারা ভূমিহীন পিপল আছে, তারাও পাইলের উপর নির্ভর করে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সংখ্যাও একেবারে কম নয় প্রায় ১০ হাজার ফেমিলি সেখানে রয়েছে এবং কলোনীগুলিতে যে ২০ হাজার ফেমিলীকে রিহেবিলিটেড করা হয়েছে, তারা তাদের সেই সাক্ষাত্কার আমলের পদ্ধতিকে অবলম্বন করে কাজ করে চলছে। তারপর এই জায়গাতে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে মেশিনের আগমনে এক দিকে কুটিরশিল্প কমে যাচ্ছে আরেক দিকে মিলের আধিক্য হচ্ছে। আজকের যে দিন এই দিনে, এমন একটা টেণ্ড এসেছে যে, সব কিছু মিল হয়ে যাবে, এমন ধারণা করার কোন কারণ নেই এবং এই অবস্থায় আমরা এখনও আসিনি। আমাদের এখানে যেমন মিল আছে তেমনি আবার ঢেকীও আছে। কাজেই যেখানে ঢেকির প্রয়োজন, সেখানে ঢেকিতে কাজ হচ্ছে আর যেখানে মিলের প্রয়োজন সেখানে মিলে কাজ হচ্ছে। আর আমাদের এখানে যে টিলিং এর কাজ চলছে আজকে প্রায় সব জায়গাতে লাঙ্গল দিয়ে টিলিং হচ্ছে, এখন যেখানে বড় বড় টিলা আছে, সেখানে তো আর ঐ লাঙ্গল দিয়ে কাজ হবে না। স্বাভাবিক ভাবেই লাঙ্গল ছাড়া অন্য মেশিন দিয়ে যদি কোন কাজ হয় যেমন ট্রাক্টর ইত্যাদি আছে, সেগুলি দিয়ে সেখানে কাজ করতে হবে। আজকাল আরও দেখা যাচ্ছে যে সমতল ভূমিতে

যদি হাল্কা মেসিন দিয়ে চাষ করা যায়, তাহলে লাঙল দিয়ে চাষ করলে যে ফসল হত, তার চাইতে অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায়। কাজেই মেকানাইজড এগ্রিকালচার আমাদের এখানে কিছু পরিমাণে আনতে হবে। কেননা আমাদের সবুজ বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে হলে এটা দরকার। তাহলে আমাদের হাই ইল্ড উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়বে। তারপরে আগে আমাদের এখানে ডেউ দিয়ে জলসেচ করা হত, কিন্তু আজকাল আর তা দিয়ে সম্ভব নয়, সেজন্য পাম্পিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং ছোট ছোট খাল ও ছড়াতে বাঁধ দিয়ে সেই জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে আমাদের কৃষকদের ফসল করার দিক দিয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে এবং তারা আগের তুলনায় অনেক বেশী ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া আরও নানারকম ভাবে মাইনর ইরিগেশানের মাধ্যমে জমিতে সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। এরজন্য কারা লাভবান হচ্ছেন, লাভবান হচ্ছেন আমাদের কৃষককুল। কেননা তারা এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন এবং তাদের জমিতে আগের তুলনায় অনেক বেশী ফসল উৎপাদন হচ্ছে আর সেজন্য তারা ফসলের দামও পাচ্ছেন। সেজন্য এখানে আক্ষেপ করার মত কিছু নেই। আক্ষেপ করবই বা কেন? আক্ষেপের কোন কারণই থাকতে পারে না। আমরা যেখানে মেসিনের ব্যবস্থা করছি, সেখানে আমাদের কুটির শিল্প আছে, সেগুলি যাতে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা আমরা করছি। এমন কি আগে যে আমাদের চরকা ছিল, এখন আর সেই চরকা নেই। এখন সেগুলিতে একটা স্পিণ্ডেলের পরিবর্তে ৫-৬টা করে স্পিণ্ডল লাগান হয়েছে যাতে করে আরও দ্রুত আমাদের কাজ হয় এবং আরও বেশী পরিমাণে আমরা উৎপাদন করতে পারি। এখন সেই ধরণের চরকা উঠে গেলেও আমাদের এমপ্লয়িরা সেখানে রয়ে গেছে। কাজেই আমরা কি করে আরো বেশী উন্নত ধরণের মেশিন তৈরী করতে পারি এবং তা দিয়ে কি করে উন্নত ধরণের দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পারি, সেদিক দিয়ে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। স্যাটারিং অব ওয়ার্ড হতে পারে। তার প্রকল্প নিয়ে সেই জিনিষগুলিকে প্রবর্তন করা হয়েছে। অতএব আজকে কুটীর শিল্প যারা করছেন তারাও ঠিক সেই চিন্তা করেই করছেন। সাথে সাথে আমাদের মেশিনারী এত অপর্যাপ্ত যার ফলে আমরা সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারিনি। অতএব সেখানে বুরোক্রেসী যেটা বলা হচ্ছে সেটা মোটেই বুরোক্রেসী নয়। আমরা সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ আছি। অতএব যেখানে বলা হয় ঝোঁকের মাথায় বলা হয়, এইগুলি আমরা শুনতে শুনতে অশান্ত হয়ে গিয়েছি, শুধু বুরোক্রেসী, বুরোক্রেসী বলছি। এখন আর বুরোক্রেসী নাই, এখন মন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় ডেপুটেশান দেয়, ঘেরাও করে। অতএব আজকাল বুরোক্রেসী নাই। কর্মচারীদেরও রাইট আছে জিজ্ঞাসা করার, বলার। সে তার নিজের বলছে এবং সেটা বলা বে-আইনী নয়। আইন সিদ্ধ। সে তার কথা বলবে এবং সেই অনুসারে আমি মনে করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি পড়তে পড়তে হয়ত সেটা ভুলেই গেছেন। এই সংহত অবস্থা দেখে এটাকেই বুরোক্রেসী মনে করেছেন। তবে ইট ইজ নট বুরোক্রেসী, সেখানে একটা অবস্থা দেখতেই হবে। আই গট দি গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড আই ডু রিপ্লাই, এডরিওয়ান, এনিওয়ান। সেটা লোক চায়। আমাদের মাননীয় সদস্যরা সেটা চান। আমাদের সন্তানসন্ততি, ভাই-বোনেরাও

সেই অফিস আদালতে যায়। সুতরাং বে আর নট বুরোক্রেট। সুতরাং আমি বলব যে আমাদের থিংক শুড বি টোটেলী চেঞ্জড। আমরা যাতে মনে করি যে উই আর লিভিং ইন দি ডেমোক্রেসী, বে আর অলসো সোভাবিন পিপল। এভরিবডি অব দেম আর ইন্ডিয়ানস্। বোথ হু আর ওয়ার্কিং ইন দি অফিস বে হ্যাভ অলসো ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডস অব প্রেস। সেখানে সেই জায়গাতে সোভাবিন মিনস্ কো-অপারেশন অ্যাণ্ড টোলারেশন। অতএব ঐদিক দিয়ে যদি অগ্রসর হই তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের চিন্তা ধারাকে ঠিক ঠিক মত পরিচালিত করে সব সমস্যার সমাধান করতে পারব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—The discussion is over. The House stands adjourned till 11 A.M. on Friday the 3rd April, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 360

by Shri Suresh Ch. Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

	উত্তর
১। বিলোনীয়া বিভাগের ১৯৬৯ ও ১৯৭০ ইং সনের মার্চ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত কোন মাসে কতটা ওভার লোড কেস্ হইয়াছে এবং	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। ত্রিপুরার চেকপোষ্টগুলিতে পর্যাপ্ত ওভারলোড টাকা হয়, ইহা কর্তৃপক্ষ জানেন কি?	

Un-starred Question No. 458

By Shri Bidya Ch. Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকার কি অবগত আছেন যে, বিলাতলী বাজারের নিকটবর্তী মহারাণীছড়ার উপর কোন পুল না থাকার ফলে সেখানকার স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা বর্ষাকালে স্কুলে যাইতে অসুবিধা হইতেছে এবং যাতায়াতের জন্যও অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। যদি অবগত থাকেন তাহা হইলে সেখানে পুল নির্মাণের জন্য সরকার হইতে কোন ব্যবস্থা করা হইবে কি?	

UNSTARRED QUESTION NO. 462

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION	ANSWER
ক) ১৯৬৯—৭০ ইং সনে উদয়পুর সাবডিভিসন হইতে মৎস্য ঋণের বাবত কোন দরখাস্ত জনসাধারণ হইতে পাওয়া গিয়াছে কিনা এবং	ক) হাঁ।
খ) পাইলে তাহার সংখ্যা কত এবং কে কে মৎস্য ঋণ পাইয়াছে?	ক) ৭ (সাত) টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কেহই মৎস্য ঋণ পান নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 464

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased ta state.

QUESTION

ক) ১৯৬৯—৭০ ইং সনে উদয়পুর সাবডিভিসনে মাছের পোনা উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং কি পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে ?

খ) বিক্রীত পোনার পরিমাণ উদয়পুর সাবডিভিসনে কত এবং অন্য সাবডিভিসনে কত ? এবং

গ) সাবডিভিসন ভিত্তিক পোনা বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ কত ?

ANSWER

ক) মাছের পোনার উৎপাদনের ও বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়ে দেওয়া গেল :—

	উৎপাদনের পরিমাণ	বিক্রয়ের পরিমাণ
ধানী পোনা	৩২·৪৫০ লক্ষ	১·৮০৭ লক্ষ
চারা পোনা	৯·৬৬৭ লক্ষ	৩·৮২৪ লক্ষ
	৪২·১১৭ লক্ষ	৫·৬৩১ লক্ষ

(খ) ও (গ) সাবডিভিসন ভিত্তিক বিক্রীত পোনার পরিমাণ ও বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ দিয়ে দেওয়া গেল :—

সাবডিভিসন	বিক্রীত পোনার পরিমাণ (ধানী ও চারাপোনা)	বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ
১। উদয়পুরে	৩·৭০০ লক্ষ	টাকা ১০,২০৩·০০
২। বিলোনীয়া	১·২৫১ "	" ৭,৩০৬·০০
৩। সাব্রুম	·৪৫০ "	" ২,৬৪০·০০
৪। অমরপুর	০·২৩০ "	" ১,৯২০·০০
	মোট ৫·৬৩১	টাকা ২২,০৬৯·০০

Unstarred Question No. 465

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be please to state—

Question	Answer
উদয়পুর সাবডিভিসনে ১৯৬৯-৭০ইং সনে (ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পর্যন্ত) ফিসারী ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সাবডিভিসন ভিত্তিক বিক্রীত মৎস্যের পরিমাণ ও বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ কত?	উদয়পুর সাবডিভিসনের সরকারী ফিসারী হইতে বিক্রীত মৎস্যের পরিমাণ ও বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ সাবডিভিসন ভিত্তিক নিয়ে দেওয়া গেল:—

	সাবডিভিসন	বিক্রীত মৎস্যের পরিমাণ	মৎস্যের বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ
১।	উদয়পুর	২৩,২২৯·৮০০ কিলোগ্রাম	টাকা ৫৮,৬৫৪·৬৮
২।	সদর	৪,৩৫৭·৩০০ „	„ ১১,১২৭·৬০
		মোট—২৫,৫৮৭·১০০ কিলোগ্রাম	টাকা ৬৯,৭৮২·২৮

Unstarred Question No. 469

By Shri Abdul Wazid.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। আসাম আগরতলা রাস্তার কুমারঘাট ব্লকের সম্মুখে দেও নদীর ভাংগার ফলে রাস্তা রক্ষা করার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে বা হইতেছে তাহাতে এ বাবৎ সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Unstarred Question No. 494

By Shri Ershad Ali Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION	ANSWER
১। ১৯৬৯ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৭০ ইং সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বরো ফসল ও ইরি ধান্য ফসল করার জন্য উদয়পুর বিভাগীয় কোন কোন স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে ?	
২। কি পরিমাণ জমিতে উক্ত সময়ে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩। ছড়া নালায় বাঁধ দিতে কি পরিমাণ ঐ সময়ে টাকা খরচ হইয়াছে ?	

Unstarred Question No. 507

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister incharge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION	ANSWER
১। ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৯ এর মধ্যে কোন বছর কৃষি দপ্তরে Grow More Food Scheme এ কত টাকা বাজেট বরাদ্দ হয় এবং কোন বৎসর কত টাকা খরচ হয়।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। কোন বছর সম্যক টাকা খরচ না হলে তাহার কারণ?	